আকাশের ওপারে আকাশ

লস্ট মডেস্টি

ওরা বললো, প্রেমেই সুখ। প্রেমই জীবন। স্মার্টনেস, সাফল্য, আধুনিকতার মাপকাঠি।

আরো বললো, প্রগতির পথে হাঁটতে হলে ছিড়ে ফেলতে হবে ধর্ম ও সমাজের সকল বাঁধন। শরীরের ক্ষুধাকে মুক্ত করে দিতে হবে সব নৈতিকতার বন্ধন থেকে। 'সুখই কেবল পরম সত্য'!

সিনেমা, নাটক, সাহিত্য, কবিতা, পত্রিকার পাতা আর সেলিব্রেটি পূজার মণ্ডপে কলুষতার কারিগরেরা সুনিপুণভাবে শিখিয়ে দিলো শারীরিক খেলাধুলার নানান কলাকৌশল।

নিদারুণ ছলচাতুরীতে শৈশব কেড়ে নিলো বিদ্যমান বিশ্ব ব্যবস্থা। ভুলিয়ে দিলো রঙিন কৈশোরের প্রাথমিক পাঠ। অসংখ্য সদ্য প্রস্ফুটিত মানবাত্মাকে ঠেলে দিলো ঘোর কলুষতার অন্ধকারে। একে একে আসলো যা যা আসার ছিল- হতাশা, বিচ্ছেদ, বিকৃতি, অবক্ষয়, আত্মহত্যা, ধর্ষণ, পরকীয়া, রাস্তায় কুকুরের মুখে নিষ্পাপ নবজাতকের দেহ...আধুনিকতার অসুখ যতো।

চতুর ঘুণপোকা কুরে কুরে খেলো সব। নষ্ট হলো মানুষের মৌলিকত্ব। মুখ থুবড়ে পড়লো সমাজ। অস্তিত্ব আর উদ্দেশ্যের অদ্ভুত এক সংকটে পড়লো মানবসভ্যতা।

আমাদেরই আত্মঘাতী অবহেলায়!

উৎসর্গ

মুসআব ইবনু উমাইর!

আপনাকে আমার খুব ঈর্ষা হয়! খুব! জান্নাতে আমি আপনার সাথে গল্প করতে চাই। কাউসারের পাশে বসে শুনতে চাই দুনিয়ায় আপনার কাটানো সেই দিনগুলোর কথা। মহান আল্লাহ কি আমাকে সেই সুযোগটা দেবেন?

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

সূচীপত্র

সম্পাদকের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মানুষ ঘুমন্ত, মৃত্যুতে সে জেগে ওঠে...

এক অর্থে, আমাদের পুরো জীবনটাই বিক্ষিপ্ততা আর বিস্মৃতির নানা উপকরণের মিশেল। পৃথিবীর জীবন মানুষকে তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য আর চূড়ান্ত গন্তব্য ভুলিয়ে রাখে। এই জীবনের পরে যে আরেকটা জীবন আছে, যেখানে আমাদের সত্যিকারের আবাসস্থল আর সেই চিরস্থায়ী জীবনের খোরাকি সংগ্রহ করাই যে পৃথিবীতে আমাদের কাজ—দুনিয়া আমাদের এ সত্যগুলো ভুলিয়ে রাখে। পার্থিব জীবন আমাদের সামনে আসে বিক্ষিপ্ততা, বিস্মৃতি আর ভোগের ডালি সাজিয়ে। আখিরাতের চিরন্তন জীবনকে মানুষ ভুলে থাকে নশ্বর পৃথিবীর সাময়িক আনন্দ আর তুচ্ছ সব ভোগের জন্যে।

নবী (ﷺ) বলেছেন, পৃথিবীতে মুসাফিরের মতো থাকতে।[১] আমাদের অবস্থা হয়েছে সেই মুসাফিরের মতো, গন্তব্যকে ভুলে সফরকেই যে উদ্দেশ্য মনে করে বসে আছে। তার সব মনোযোগ সফর নিয়ে, সব আয়োজন যাত্রাকে উপভোগ করার জন্যে।

মানুষকে ভুলিয়ে রাখার সবচেয়ে শক্তিশালী উপকরণগুলোর একটা হলো প্রেম। প্রেমের ব্যাপারে এই সমাজ ও সভ্যতার মনোভাব ইতিবাচক বললে কম বলা হবে। প্রেমকে রীতিমতো মহিমান্বিত করা হয়। একদম ছোটবেলা থেকেই আমাদের মাথায় গেঁথে যায়- প্রেম ছাড়া জীবন আসলে জীবনই না।

সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, মিডিয়া সবকিছু মিলে প্রেমের ব্যাপারে এক প্রচণ্ড রকমের মাদকতাময় মিথ গড়ে তোলে। আমাদের সামষ্টিক কল্পনায় তৈরি হয় মানব ও মানবীর মধ্যকার অদম্য আকর্ষণকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা বিস্ময় জাগানো এক জগৎ। যেখানে আছে পারস্য গালিচা, রঙিন পর্দা, চোখ ধাঁধানো ঝাড়বাতি আর নিটোল মুক্তো-প্রবাল দিয়ে সাজানো ভালোবাসার সুরম্য প্রাসাদ। যেখানে প্রত্যেক ক্লান্ত প্রাণের জন্য অপেক্ষা করে থাকে কোনো না কোনো নিখুঁত মানবী। যেখানে পুরুষ মাত্রই নিজ নিজ গল্পের রাজপুত্র, নারী মাত্রই রাজকন্যা। এই কল্পরাজ্যে আজ আমরা সবাই ঢুকে গেছি।

[১] "তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো, যেন তুমি (অল্প সময়ের জন্যে) একজন প্রবাসী বা মুসাফির।'[সহীহ বুখারী: ৬৪১৬, তিরমিযী: ২৩৩৩]

অথবা বলা যায়, মাথার ভেতর এই কল্পরাজ্যের টুকরো নিয়ে ঘুরছি আমরা সবাই। কোন এক সামষ্টিক স্বপ্নের মতো।

কিন্তু কল্পরাজ্যের অস্তিত্ব কল্পনাতেই। বাস্তবতা ভিন্ন। গত একশো বছরে প্রেম আর নরনারী সম্পর্ক নিয়ে সামাজিক ও সভ্যতাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। ১৯০০ সালে, অ্যামেরিকায় ১৯ বছর বয়সের আগে বিবাহ-পূর্ব যৌন সম্পর্কের অভিজ্ঞতা ছিল মাত্র ৬% নারীর। ১৯৬৮ সাল নাগাদ এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ৪০%-এ। ২০১৪ সালে ৭৫%।

তথ্যগুলো অ্যামেরিকার।[২] তবে আমাদের জন্যও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। আধুনিকতা, প্রগতি আর উন্নতির নামে আমরা তো তাদেরই অনুসরণ করছি। তারা যে পথে হেঁটে গেছে, সে পথেই তো আমরা হাঁটছি কিছুটা দূর থেকে।

এই পরিবর্তনের ফলাফল কী? সমাজ ও সভ্যতায় আমরা কী দেখছি আজ?

হতাশা, বিচ্ছেদ, বিকৃতি, অবক্ষয়, আত্মহত্যা, ধর্ষণ, পরকীয়া, পরিবারের ভাঙন, মা-বাবা ছাড়া বেড়ে ওঠা ক্রুদ্ধ প্রজন্ম, কোটি কোটি গর্ভপাত, 'উন্নত' বিশ্বে আশঙ্কাজনকভাবে কমতে থাকা জন্মহার, যৌন বিকৃতি, যৌন রোগ, নৈরাশ্যবাদ, আত্মকেন্দ্রিকতা, বিচ্ছিন্নতা, ভেঙে পড়া সমাজ...আধুনিকতা আর প্রগতির তৈরি অসুখের তালিকা অনেক লম্বা। আমাদের সেই সামষ্টিক কল্পরাজ্যের পরিণতি হল আজকের এই দুঃস্বপ্ন।

নারী ও পুরুষের মধ্যকার অদম্য আকর্ষণ অস্বীকার করা বা চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং পরিবার কাঠামো মানুষের সহজাত তাড়নাকে এমনভাবে চালিত করে যাতে তা ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতার জন্য কল্যাণকর হয়। আত্মকেন্দ্রিক সুখের বদলে সামগ্রিক কল্যাণ অর্জিত হয়। কিন্তু আধুনিকতা এই কাঠামোকে ভেঙে দিয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা আর প্রগতির নামে যৌনতা এবং/অথবা প্রেমকে বিচ্ছিন্ন করেছে পরিবার, বিয়ে, দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা থেকে। চূড়ান্ত মাপকাঠি বানিয়েছে ব্যক্তির সুখ, উপযোগ আর সম্মতিকে। এর অনিবার্য প্রভাব পড়েছে সমাজ, পরিবার এবং সভ্যতায়। তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে সভ্যতার জীবনীশক্তি। মাঝসাগরে আলগা হয়ে গেছে অতিকায় জাহাজের গাঁথুনি। কিন্তু বেখবর যাত্রীরা এখনো আত্মকেন্দ্রিক উল্লাসে মত্ত...

একজন মানুষ মাদক ব্যবহার করলে সেটাকে হয়তো তার ব্যক্তিগত সমস্যা বলা যেতে পারে। কিন্তু সমাজ ও সভ্যতা যদি মাদকাসক্তিকে মহিমান্বিত করে, সাফল্যের

---

[২] Villaverde et al., (2014). From shame to game in one hundred years: An economic model of the rise in premarital sex and its de-stigmatization. Journal of the European Economic Association, 12(1), 25-61.

মাপকাঠি, জীবনের আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রচণ্ড আকর্ষণীয় করে একে তুলে ধরে এবং মাদককে সহজলভ্য করে দেয়, এবং কোটি কোটি মানুষ সেই মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে–তাহলে সমাজের চিন্তার অক্ষকে বদলে দেওয়া ছাড়া, কেবল ব্যক্তির উপর মনোযোগ দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করা যায় না।

সবকিছু যেভাবে চলছে, সেভাবেই যদি চলে তাহলে পশ্চিমকে গ্রাস করা অন্ধকার, যার ছায়া এরই মধ্যে এ মাটিতেও দীর্ঘ হয়ে গেছে—একদিন আমাদেরও পুরোপুরিভাবে গ্রাস করে নেবে। এ পরিণতি থেকে বাঁচতে হলে প্রেম, ভালোবাসা, নর ও নারীর সম্পর্ক নিয়ে সমাজ ও সভ্যতার শেখানো চিন্তার ধরনটা বদলে ফেলতে হবে। বের হয়ে আসতে হবে কল্পরাজ্য থেকে। কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে, নিজেদের চিন্তা, আচরণ, মূল্যবোধ ও আইনকে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশনার সমান্তরালে আনতে হবে। তা না হলে গভীর অন্ধকারের এই ঘুম থেকে কোনো দিন আর জেগে ওঠা হবে না আমাদের। এক দুঃস্বপ্ন থেকে আরো গভীর, গভীরতর দুঃস্বপ্নের অন্তহীন অন্ধকারে আমরা তলিয়ে যেতে থাকবো নিরন্তর।

সমাজের চিন্তা আর মানুষগুলোকে বদলানোর কাজটা সহজ না। সংক্ষিপ্ত না। তবে অসম্ভবও না। হাজার মাইলের দুর্গম পথচলাও একটি পদক্ষেপ দিয়েই শুরু হয়। '*আকাশের ওপারে আকাশ*' সেই প্রথম পদক্ষেপের নাম। আমরা আশা করি, মহান আল্লাহ্ এই বইয়ের মাধ্যমে তাঁর আন্তরিক বান্দাদের উদ্বুদ্ধ করবেন জমাট বাঁধা অন্ধকারে আলোর মশাল জ্বালাতে।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পক্ষ থেকে এই বইটি আমলে জারিয়াহ্ হিসেবে কবুল করে নিন। কাজটিকে এ জাতির জন্য উপকারী বানিয়ে নিন। আমরা দু'আ করি, আর-রাহমানুর রাহীম এই বইটিকে বিচারের দিন তাঁর দুর্বল গুনাহ্গার বান্দাদের জন্য নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমাদের রব সাক্ষী, আমরা চেষ্টা করেছি পৌঁছে দিতে। নিশ্চয় সাফল্য কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং সকল প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর।

আসিফ আদনান
রবিউল আওয়াল ১৪৪৪, অক্টোবর ২০২২।

কেন এই বই?

এক.

ছেলেটা পড়তো আমার কাছে। মনোযোগী, মেধাবী। খুব ভালো রেসাল্ট ছিল তার। করোনার মাঝে দুই বছর কোনো খোঁজ খবর নেই। একদিন শুনি হুট করে আত্মহত্যা করেছে প্রেমঘটিত ঝামেলায়। খুব খারাপ লাগলো। কিন্তু জীবনের ব্যস্ততায় কয়েকদিনের মাঝে আবার ভুলেও গেলাম।

জীবনের দীর্ঘ একটা সময় কাটাতে হয়েছে হোস্টেলে, হলে, ব্যাচেলর বাসায়। উঠাবসা হয়েছে প্রচুর কিশোর আর তরুণদের সাথে। তাই এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন না। শুরুর দিকে অবশ্য খুব শকড হতাম। মনের মধ্যে পাথরের মতো ভার হয়ে চেপে বসতো বিভিন্ন চিন্তা। কিন্তু এখন আর তেমন কিছু মনে হয় না। কিশোর তরুণদের কাছে ভাইয়া থেকে আংকেল হয়ে যাবার বয়সটাতে পা দেবার সন্ধিক্ষণে অনেক আবেগই আজ মরে যাবার পথে, বহু আগেই চিরতরে নির্বাসনে চলে গেছে অনেক কোমল অনুভূতি।

ভেবেছিলাম শুরুর লেখাটা ব্যাপক তথ্যপ্রমাণ আর পরিসংখ্যান নিয়ে এসে, সাহিত্যরস ঢেলে ঢেলে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে লিখবো। এই বইটা আমরা কেন লিখছি, কেন প্রেম নিয়ে ব্যাপক আকারে কাজ হওয়া দরকার তা প্রমাণের চেষ্টা করবো। তাই সম্পাদকের নরম, কিন্তু সূঁচের চেয়েও তীক্ষ্ণ ঝাড়ি খাবার ঝুঁকি নিয়েও অনেক সময় কাটিয়ে দিলাম শুধু লেখার প্রস্তুতি নিতে। কিন্তু লিখতে বসে কেন যেন শুধু সহজ সরল গল্প বলতে ইচ্ছা করছে। মনের মধ্যে যে গল্পগুলো বহু আগেই হারিয়ে গিয়েছিল, তারা একে একে এসে হাজির হয়ে আবদার জানাচ্ছে-আমার কথা বলতে ভুলে যেও না প্লিজ!

কতো বীভৎস গল্প বলবো?

একদিন দুপুরবেলা লাঞ্চ ব্রেকে বাসায় এসে খেতে বসেছি। পাশের রুমের ছোট ভাই ত্রস্ত পায়ে আমাদের রুমে ঢুকলো। 'ভাই একটু আসেন'-বলেই আবার চলে গেল। কী যেন ছিল ওর চেহারায়। ভাতের প্লেট ফেলে কোনোমতে হাত ধুয়ে গেলাম ওদের রুমে। গিয়ে দেখি সে রুমের আরেক ছোট ভাই গার্লফ্রেন্ডকে ভিডিও কলে রেখে সার্জিক্যাল ব্লেইড দিয়ে হাত কাটা শুরু করেছে!

'মুক্ত বাতাসের খোঁজে' বই লেখা হয়েছে। বাসায় নতুন এক ছোট ভাই আসলো। আমার টেবিলে বইয়ের কয়েকটা কপি দেখে বললো—একটা কপি সে নিতে পারে কি না, তার এক বন্ধুকে দেবে। প্রেমে ছ্যাঁকা খেয়ে সেই বন্ধু প্রচণ্ড নারীবিদ্বেষী হয়ে গিয়েছে। গাঁজা মদের সাথে সখ্য গড়েছে। সাথে সাথে চলছে একটার পর একটা মেয়েকে "ধরে, খেয়ে ছেড়ে দেওয়া"!

একদিন সন্ধ্যার বাসায় ফিরে দেখি গেইটে তালা। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম চাবি নেই। ভুলে গেছি। ছোট ভাইকে ফোন দিলাম। ওরা সবাই মিলে ঘুরতে গেছে, আসতে ১০-১৫ মিনিট লাগবে। প্রচণ্ড ক্লান্ত ছিলাম। গেইটের সামনের সিঁড়িতে বসেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সামনের ফ্ল্যাটেও আমাদের মতো ব্যাচেলর থাকে। হাই হ্যালো হয়। ওদের গেইটেও তালা দেওয়া। একটু পর সিঁড়িতে ধুপধাপ সতর্ক আওয়াজ। দেখি আমাদেরই বয়সী সাজগোজ করা একটা মেয়ে উঠে আসছে। টপ ফ্লোরের সবগুলো ফ্ল্যাটে ব্যাচেলর থাকে। তাহলে এখানে মেয়ে কেন? চার-পাঁচ সেকেন্ড পরে দেখি সামনের ফ্ল্যাটেরই একটা ছেলে ঘামতে ঘামতে প্রায় উড়ে আসছে। আমাকে দেখেই সে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। তারপর যন্ত্রের দক্ষতায় তালা খুলে ওর গার্লফ্রেন্ডকে ফ্ল্যাটের ভেতর নিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলো!

পরের দিন পরীক্ষা ছিল। কিছুই পড়া হয়নি। সকালে উঠে পড়তে হবে ভেবে শুয়ে পড়লাম। রাত প্রায় ২ টার দিকে ফোন আসলো এক আত্মীয়ের কাছ থেকে। উনাদের পরিচিত এক মেয়ের সাথে বয়ফ্রেন্ডের গ্যাঞ্জাম। বয়ফ্রেন্ড ফেইসবুক আইডির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ঐ মেয়ের ব্যক্তিগত ছবি আপলোড করে দিয়েছে। কুৎসিত সব ক্যাপশন। সাথে ফোন নাম্বারও দিয়েছে। বিভিন্ন মানুষজন তাদের ফোন করে বাজে বাজে কথা বলছে। মেয়ে, মেয়ের বাবা-মার পাগলপ্রায় দশা! কিছু করা যায় কি না, এজন্যেই আমাকে ফোন দেওয়া। রাত ৪ টা পর্যন্ত এই সেই করে এক বড় ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে আইডির নিয়ন্ত্রণ পাওয়া গেল। ছবি ডিলিট করে ঘুমালাম। পরীক্ষা আর দেওয়া হলো না।

একজন নিকটাত্মীয় মারা গিয়েছে করোনার সেকেন্ড ওয়েভ চলার সময়। কবর দিতে গিয়েছি। সেখানে দেখা হলো আমাদের এলাকার এক সিনিয়র ভাইয়ের সাথে, এলাকার ক্রিকেট টিমের মেইন বোলারদের একজন ছিল সে। সে ভাই আড়াল হতেই এলাকার আর এক বন্ধুর কাছে শুনলাম—ঐ সিনিয়র ভাই পাশের বাসার গৃহবধূকে নিয়ে ভেগে গিয়েছিল কিছুদিন আগে। ঐ ভাইয়ের বাচ্চাকাচ্চা আছে, সেই গৃহবধূরও বাচ্চাকাচ্চা আছে!

কতো কিছু হয়ে যাচ্ছে আজকাল। এলাকায় যাওয়া হয় না তেমন। খবরও রাখা হয় না। তাই খবর পেলাম না আমাদের পাশের বাড়ির, আমাদের চেয়ে ২/৩ বছরের বড় আন্টি বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। প্রেমিক বিয়ের আশ্বাস দিয়েছিল, বিছানায় নিয়ে গিয়েছিল অনেক বার। এখন আর বিয়ে করতে রাজি নয়। আমি জানতে পারলাম না...

ক্রিকেট খেলা, ফুটবল খেলা, ভলি খেলা যাকে হাতে ধরিয়ে ধরিয়ে শিখিয়েছিলাম, আমি দুই টাকার একটা বরফ খেলেও যাকে খাওয়াতাম, সেই ছোট ভাই ২ সন্তানের জননীর সাথে চুটিয়ে পরকীয়া করছে। আমি জানতে পারলাম না, আমার ছোটবেলার বন্ধু হোটেলে মেয়ে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছে মাঝেমাঝেই।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি এক সন্ধ্যায়, মাগরিবের আযান দিচ্ছে। কয়েকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। বড়জোর ক্লাস ৭/৮ এ পড়ে। একজন উচ্চস্বরে সবিস্তারে বলছে কীভাবে সে তাদেরই আরেক বন্ধুর বোনকে বিছানায় নিয়ে গিয়েছিল, বিছানায় কী কী করেছিল, মেয়েটা তাকে শ্রবণ অযোগ্য কী বলেছিল...

এর আগে না পরে ঠিক খেয়াল নেই, তবে খুব কাছাকাছি সময়ের ঘটনা... বাসায় ফেরার পথে উঁচু একটা জায়গা পড়ে। রিকশাওয়ালাদের টানতে কষ্ট হয়। মানুষজন নেমে যায়, আমিও নেমে গেলাম। দেখি কলেজ ড্রেস পরা ৪ জন ছেলেমেয়ে (কাপল খুব সম্ভবত, মেয়ে দুটোর হাতে গোলাপ ফুল) হেঁটে যাচ্ছে। এক জীবনে ভালোবেসে ভরবে না এই মন... বিখ্যাত এই গানের সুরে হঠাৎ একটা ছেলে গেয়ে উঠলো "এক *জীবনে *** করে ভরবে না এই মন*"। মেয়ে দুটো খিলখিল করে হেসে উঠলো। আমি আর রিকশাওয়ালা মামা একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

পৃথিবীর পথে চলতে চলতে এমন কতো কী যে দেখা হয়ে গেল! মুক্ত বাতাসের খোঁজে বই পড়ার পর কতো অসংখ্য মানুষ আমাদের সাথে যোগাযোগ করে অন্ধকার জীবনের গল্প শোনালো...সবকিছু বলা সম্ভব না। বলা উচিতও না। বিশ্বাস করার, হজম করার সামর্থ্যও আমাদের অনেকেরই আর নেই। শুধু একটা কথা বলি...কোনো মানুষকেই এখন আর বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারি না।

শুধু যে দেখেই গিয়েছি, চুপচাপ থেকেছি–এমন না। অভিভাবকদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে দেখেছি বাবা-মারাও এগুলোকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছেন। এই যুগে, এই বয়সে ছেলেমেয়েরা এমন করবেই, এটাতে তেমন ক্ষতির কিছু নেই–এমনই তাদের চিন্তাভাবনা। অথচ ছোট থাকতে আমি নিজেই কতো অভিভাবকের হয়ে চকলেট, সন্দেশের বিনিময়ে গোয়েন্দাগিরি করেছি। বড় আপু, বড় ভাইয়াদের কোচিং, প্রাইভেটে যাবার পথে আড়ি পেতে থেকেছি, পিছু নিয়েছি। চিঠি উদ্ধার করেছি।

১৫-২০ বছরের ব্যবধানেই সমাজ কতো বদলে গেছে! আজকাল মনে হয় এই পৃথিবীকে আমি আর চিনি না। এই পৃথিবীতে আমি স্রেফ একজন আগন্তুক!

দুই.

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বাদ দেই। কিছু সামাজিক বাস্তবতার কথা বলি। এক বিভাগীয় শহরে ১৬-১৯ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জরিপ চালান শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ শাবনাজ জাহরিন। জরিপের পর তিনি দেখতে পান তাদের মধ্যে (ছেলে

মেয়ে উভয়ই) শতকরা প্রায় ৬০ জন যৌন মিলন করেছে।[৩] বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী হবার কারণে সাংবাদিকদের অবাক হবার ক্ষমতা সাধারণত নষ্ট হয়ে যায়। তবে শাবনাজ জাহরিনের এই বক্তব্য শুনে এটিএন বাংলার সাংবাদিকও নিজের বিস্ময় গোপন রাখতে পারলেন না।

ঠিক একই রকম ভয়ঙ্কর তথ্য দিয়েছেন ড. সাইয়েদ জাহাঙ্গীর হায়দার ও তার গবেষক দল। তারা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে, ১৯+ বছর বয়সী অবিবাহিত ছেলেদের প্রতি ১০ জনে ৬ জনই যৌন মিলন করে ফেলেছে। একই বয়সী প্রতি ১০০ জন নারীর মধ্যে ২৪ জনই বিছানায় শুয়ে পড়েছে। শহরাঞ্চলের নারীদের মধ্যে এই হার প্রতি ১০ জনে প্রায় ৫ জন![৪]

গর্ভপাত, ডাস্টবিনে কুকুরের মুখে নবজাতক লাশের সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে। শুধু ২০১৪ সালেই বাংলাদেশে প্রায় ১২ লাখ অনিরাপদ গর্ভপাত করানো হয়। আর এর বেশিরভাগই অবিবাহিতদের। আমাদের দেশে বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিত কিশোরীদের গর্ভপাত করানোর হার পঁয়ত্রিশ ভাগ বেশি![৫]

এই গা শিউরে উঠা পরিসংখ্যানগুলোর সত্যতা নিশ্চিত করে রয়েছে একাধিক মনোরোগবিদ আর চিকিৎসকের বক্তব্য। তারা বলছেন, এই প্রজন্ম ১৫/১৬ বছর বয়স থেকেই যৌনতায় লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডদের সাথে, কাজিনদের সাথে। প্রেমের সম্পর্কগুলোতে আজ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে পড়ছে যৌনতা![৬]

কিছুদিন আগেও প্রেম করার জন্য পাগল ছিল তরুণ প্রজন্ম। এখন এক লেভেল আপডেট হয়ে শুরু হয়েছে যৌনতা নিয়ে উন্মাদনা। যৌনতাই যেন জীবনের সবকিছু। এক-দু'দিনের প্রেম, অনলাইনে পরিচয়, তবু বিছানায় যেতে দুইবার ভাবছে না। যিনা করছে, ছবি তুলে রাখছে, ইনবক্সে অশ্লীল ছবি শেয়ার করছে, ব্ল্যাকমেইল করছে।[৭] পোকামাকড়ের মতো ছুটে যাচ্ছে আগুনের দিকে। মরছেও দলে দলে।

লিটনের ফ্ল্যাটের পর্ব শেষ করে এখন শুরু হয়েছে লঞ্চের কেবিন আর ছেলেমেয়েদের একসাথে গ্রুপ ট্যুর পর্ব। অভিভাবককে না জানিয়ে, এমনকি অভিভাবকের সম্মতিতে

---

[৩] পতনের আওয়াজ পাওয়া যায় – LostModesty, ইউটিউব ভিডিও, মার্চ ১৪, ২০১৯- tinyurl.com/poton

[৪] Pre-marital sex prevalent among male adolescents, The Daily Star, June 20, 2013 - tinyurl.com/yzbyyh46

[৫] সমাজ কি তাহলে চূড়ান্ত ধ্বংসের পথে? যুগান্তর, মে ২৩, ২০১৮ tinyurl.com/২p৮nef৩h
অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণে দ্বিগুণ বেড়েছে গর্ভপাত, নিউজবাংলা২৪, মার্চ ১৫, ২০২১- tinyurl.com/yvwmebnm

[৬] Lost Modesty ফেইসবুক পোস্ট, মার্চ ২৭, ২০২২-tinyurl.com/LMmonobid

[৭] Mohammad Mohsin PPM ফেইসবুক পোস্ট, মার্চ ৬,২০২২-tinyurl.com/BLnude (দেখা জরুরি)

চলে যাচ্ছে দূরদূরান্তের ট্যুরে। গ্রুপ ট্যুর এখন আলাদা একটা কালচার, আলাদা একটা লাইফস্টাইলে পরিণত হয়েছে। হয়ে উঠেছে জাতে ওঠার, স্মার্ট হবার সিঁড়ি![৮]

তাই তো আজ গ্রুপ স্টাডির কথা বলে বাসা থেকে বের হওয়া স্কুলছাত্রী আনুশকা (১৭) বিকৃত যৌনাচারের ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যায় বন্ধু দিহানের বাসায়।[৯] বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে যাবার কথা বলে বাসা থেকে বের হওয়া আরেক স্কুল শিক্ষার্থীর লাশ পাওয়া যায় কুয়াকাটার সস্তা হোটেলের বদ্ধ রুমে।[১০] মোবাইল ফোনে মাত্র তিন দিনের প্রেমের সম্পর্কের সূত্রে প্রেমিক ও তার বন্ধুর হাতে ধর্ষিত হয়ে খুন হয় ফুলতলার মেয়ে মুসলিমা খাতুন। খুন হবার পরও রেহাই মেলেনি তার। মৃতদেহের উপরেই চলে আরো একবার ধর্ষণের তাণ্ডব![১১] মামার বাড়িতে যাবার কথা বলে ১০/১১ জন বন্ধুর সাথে কক্সবাজারে হোটেলে মাদকের আসরে মারা যায় ২১ বছরের স্বর্ণা।[১২]

প্রতিনিয়ত শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে ঘটছে এমন ঘটনা। আবাসিক হোটেলগুলোতে অভিযান চালালেই দলে দলে ধরা পড়ছে স্কুলের ছাত্রছাত্রী।[১৩] ৯০ শতাংশ মুসলিমের

---

[৮] নৌপথে লঞ্চের কেবিনগুলো যেন তরুণ-তরুণীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল, চাঁদপুর টাইমস, মার্চ ৬, ২০১৯- tinyurl.com/ymrb৫kbk

ফেসবুকে প্রেমের পর ৭ দিনের ট্যুর, অতঃপর.., আরটিভি নিউজ, মে ৩০, ২০২১tinyurl.com/8ynuhdvr

কক্সবাজারে বন্ধুদের সাথে ভ্রমণে এসে তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু, গ্রেফতার ২, সিটিজি নিউজ, মে ১৮, ২০২২- tinyurl.com/৩fx২cj৬z

লঞ্চের কেবিনে তরুণীর লাশ, বাংলা ট্রিবিউন, ডিসেম্বর ১০, ২০২১-tinyurl.com/88w৯xwcu

দুই বন্ধুর সঙ্গে বান্দরবনে ঘুরতে গিয়ে তরুণীর মৃত্যু, নরসিংদী জার্নাল, জুন ৮, ২০২২-tinyurl.com/৩৭ub৭৬w৫

[৯] আনুশকার মৃত্যু বিকৃত যৌনাচারেই, দৈনিক জনকণ্ঠ, জানুয়ারি ৯, ২০২১-tinyurl.com/৫৭ru৮৬৫p

দিহানের ডাকে ফাঁকা বাসায় একাই গিয়েছিলো আনুশকা, আরটিভি নিউজ, জানুয়ারি ১২, ২০২১-tinyurl.com/mwvnd৩ju

[১০] দম্পতি পরিচয়ে কুয়াকাটার হোটেলে ৪ স্কুল শিক্ষার্থী, বদ্ধ রুমে মিললো কিশোরীর ঝুলন্ত লাশ, যমুনা টিভি, জুলাই ১৯,২০২২-tinyurl.com/mr৩৩৮rad

[১১] জীবিত ও মৃত প্রেমিকাকে ধর্ষণ, দৈনিক ইনকিলাব, জানুয়ারি ৩০, ২০২২-tinyurl.com/jibitoomrito

[১২] মামা বাড়ির কথা বলে কক্সবাজার এসে তরুণীর মৃত্যু, বন্ধু আটক, চ্যানেল আই, ডিসেম্বর ২৩, ২০১৯- tinyurl.com/২r৫nbpt৯

বান্দরবানে ঘুরতে গিয়ে নারী পর্যটকের মৃত্যু, প্রেমিকসহ আটক ২, ঢাকা ট্রিবিউন, ০৮ জুন, ২০২২-tinyurl.com/৫cv8kh৯w

[১৩] নবম শ্রেণির ছাত্রের বাড়িতে ৭ম শ্রেণির ছাত্রীর অনশন,যুগান্তর, আগস্ট ০১, ২০২২-tinyurl.com/mr২৩be8h ,

দেশ হিসেবে বড়াই করা বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীর এই হলো অবস্থা!

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শেষদিনগুলোকে এক সময় বলা হতো বিদায় অনুষ্ঠান। শিক্ষকদের কাছে মাফ চেয়ে, দু'আ নিয়ে, কান্নাকাটি করে আমরা বিদায় নিতাম। এই তো কয়েক বছর আগেই! এখন এটাকে বলা হয় র‍্যাগ ডে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাগ ডে-তে এখন গাঁজার আসর বসিয়ে, ভারতীয় বাইজী আর নর্তকীদের মতো পোশাক পরে আইটেম সং-এ ছেলেমেয়ে একসাথে নাচগান করে! জড়াজড়ি করে। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরাও কম যায় না। অশ্লীল নাচানাচি, ছেলে মেয়ে একে অপরের গায়ে, বুকে, হিপে হাত দিয়ে রঙ মাখামাখি করা, একে অপরের টিশার্টে প্রচণ্ড মাত্রার অশ্লীল মন্তব্য লেখা–বাদ যায় না কোনো কিছুই! ছেলে মেয়ের মাঝে আজ আর কোনো ফারাক নেই। সবাই ফ্রেন্ড। জাস্ট ফ্রেন্ড! একটা ছেলেও মেয়ের গায়ে অনায়াসে হাত দিতে পারে, জড়িয়ে ধরতে পারে। শরীর নিয়ে জোক করতে পারে। কোনো ব্যাপারই না। এই চরম অপবিত্র যুগে সবার মন খুব পবিত্র হয়ে গেছে![১৪]

শুরু হয়েছে হিপহপ কালচার, কর্পোরেট কারখানাতে তৈরি কে-পপ ট্রেন্ড নিয়ে উন্মাদনা, বিটিএসের প্রতি ক্রাশ থেকে শুরু করে প্রতিবন্ধীদের মতো আচরণ, নাচ গান। এদের পোশাকের অবস্থা দেখে জিন্স, টি-শার্টও এখন অনেক শালীন মনে হয়। পোশাক-আশাক নিয়ে কিছু বলাও আবার সমস্যা। কালচাড়াল এলিটেরা মামলা দিয়ে বসবে। সব ব্যাপারে বাঙালি সংস্কৃতির কথা মনে থাকলেও কেন জানি পাশ্চাত্যের অশ্লীল পোশাকের ক্ষেত্রে বাঙালি সংস্কৃতির কথা সাংস্কৃতিক জমিদারদের মনে থাকে

আবাসিক হোটেলে অনৈতিক কাজ, স্কুল-কলেজের ১০ শিক্ষার্থী আটক, সময় নিউজ, জুলাই ২৮, ২০২২ tinyurl.com/d9tcdndu

[১৪] র‍্যাগ ডে নামক উচ্ছৃঙ্খলতায় জৌলুশ হারাতে বসেছে বিদায় অনুষ্ঠান, Rtv News, Nov ১৩, ২০২১- tinyurl.com/yc4r8nc3

র‍্যাগ ডে'র নামে লীলাখেলা! | Rag Day , Somoy TV, Nov ২৩, ২০২১- tinyurl.com/4mxjzyav

Rag Day Viral Dance Video | Jahangirnagar University, চলনবিল রাইডার, Mar ১৬, ২০২২- tinyurl.com/58ksrhax

Jahangirnagar University Radhag Day Students cheering on the couple dance] জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, DEEP SIDE, Mar ১২, ২০২২- tinyurl.com/yzawj33u (চোখের গুনাহ হবে)

টি-শার্টে অশ্লীল মন্তব্যের ছড়া-ছড়ি, বিব্রত শিক্ষকরা,be.bangla.report, জানুয়ারি ১৬, ২০২০- tinyurl.com/2ntprsyv

র‍্যাগ ডে'তে অশিষ্ট নৃত্য, তীব্র সমালোচনায় ৫ শিক্ষককে শোকজ, অধিকার নিউজ, আগস্ট ০৭,২০২২- tinyurl.com/3ecze599

বান্দরবানে র‍্যাগ-ডে উদযাপন করতে গিয়ে অশ্লীল অটোগ্রাফ: ফেসবুকে নিন্দার ঝড়!, kholachokh.press, মার্চ ২৯, ২০১৮- tinyurl.com/bdecn2w5

না! [১৫]

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাড়ছে মানসিকতার বিকৃতি। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফিতরাত। অনলাইনে, ফ্রেন্ডলিস্টে থাকা ভাইবোন, আত্মীয় স্বজন সবার সামনে চলছে অশ্লীল ট্রল। দেদারসে চলছে ছবি কিংবা ভিডিও শেয়ার। রাতের ইন্টারনেটের অর্ধেকই চলে যাচ্ছে পর্ন দেখা, টিকটক আর পাবজির পেছনে। ৭৭ ভাগ স্কুলগামী শিক্ষার্থী আজ পর্নে আসক্ত।[১৬] টিকটক, ইন্সটাগ্রাম, ইউটিউবের শর্ট রিল-এ চলছে চরম লেভেলের অশ্লীলতা, সহিংসতা আর শরীর প্রদর্শনী। পর্ন দেখা, যিনা-ব্যভিচার নিয়েও চলছে মজা। ছেলেরা তো বটেই, মেয়েরাও।[১৭] কেউ কোনো কিছুই মনে করছে না।

ভয়ঙ্করভাবে বাড়ছে মাদকের ব্যবহার। আসক্তি বাড়ছে মেয়েদের মধ্যেও।[১৮] বসছে পুল পার্টি নামের সেক্স পার্টি আর মাদকের আসর। ধর্ষণ মহামারি আকারে বাড়ছে, বাড়ছে সমকামিতা, ছেলেদের মেয়ে সেজে থাকার প্রবণতা, পরকীয়া আর লিভ টুগেদারের পক্ষেও জোরালো বক্তব্য আসছে মাঝেমাঝেই![১৯]

অবাধ যৌনতা আর অবক্ষয়ের পেছনে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে পতনের

---

[১৫] কোরিয়ান সংস্কৃতি প্রেম, নাচে গানে মুখর দেশের তরুণ-তরুণীরা, Rtv News ইউটিউব ভিডিও, May ২০, ২০২২- tinyurl.com/mtw5c3v5

বাংলাদেশে হিপহপ? | Hip Hop | Hip Hop Festival in Dhaka, SOMOY TV ইউটিউব ভিডিও, Aug ২৭, ২০২২- tinyurl.com/mwu79wm5

বিটিএস আর্মি কী ও কারা? | BTS Army | K-pop Fans, Somoy TV ইউটিউব ভিডিও, Mar ২৯, ২০২২- tinyurl.com/5ddywcu6

[১৬] টিকটক: ক্রিয়েটিভিটি নাকি মানসিক রোগ? Somoy TV ইউটিউব ভিডিও, Jan ১৩, ২০২২- tinyurl.com/4fsx895e

তারকা হবার নেশায় অপরাধের অন্ধকারে ডুবসাঁতার! | TikTok | Somoy TV ইউটিউব ভিডিও, Oct ৮, ২০২০- tinyurl.com/3xj72fjd

রাতে ইন্টারনেটের অর্ধেকই খরচ পর্নোগ্রাফি, টিকটক, লাইকিতে, চ্যানেল২৪,সেপ্টেম্বর ১৩, ২০২১- tinyurl.com/32yujdrc

পর্নোগ্রাফিতে বুঁদ কিশোর-তরুণরা, একুশে টেলিভিশন, এপ্রিল ২৬, ২০১৮- tinyurl.com/4j57zrzt

[১৭] Lost Modesty ফেইসবুক পোস্ট, ডিসেম্বর ১৬, ২০১৮-tinyurl.com/4852zhct

বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে পর্ন তারকার নামে বইয়ের স্টল দিয়ে বিপাকে তিন শিক্ষার্থী, বিবিসি বাংলা, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১৮- tinyurl.com/bdf9xrun

[১৮] নেশার পেছনে বছরে ব্যয় ১ লাখ কোটি টাকা, নয়া দিগন্ত, আগস্ট ৩০, ২০২০-tinyurl.com/bp55w24t

[১৯] স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণ এবং..., প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ০২, ২০২০- tinyurl.com/3wtzpsx9

বাড়ছে সমকামীর সংখ্যা, বাংলা ইনসাইডার, জুলাই ১৮, ২০১৭- https://archive.is/3I4KB

অন্যান্য চিহ্ন। পাড়ায় পাড়ায় এখন কিশোর গ্যাং! মাদক, অস্ত্র, মারামারি আর খুনোখুনির প্রতিযোগিতা! তুচ্ছ কারণে এ ওকে মেরে চলে আসছে। প্রেমিকার সামনে ভাব নেওয়ার জন্য শিক্ষককে পর্যন্ত পিটিয়ে মেরে ফেলছে![২০] বিষণ্ণতায় ভুগছে তারুণ্যের ৬১ শতাংশ। মাসে গড়ে আত্মহত্যা করছে ৪৫ জন শিক্ষার্থী। প্রেমঘটিত কারণেই বেশি![২১]

এভাবেই কলুষতার অজগর আস্তে আস্তে গিলে নিচ্ছে কতো ছেলে, কতো মেয়েকে। বেনী দোলানো কতো আদুরে বোন প্রতিনিয়ত ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। একসময়ের ভীষণ ডানপিটে পাড়ার ছোট ভাইটা আজ বুক ভরা বড় বড় ব্যথা নিয়ে এলোমেলো ফুটপাতে হেঁটে বেড়ায়, পেছনের বেঞ্চিতে বসে উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকে জানালার বাইরে। কতো বোবা হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস কীবোর্ডের ব্যাকস্পেইসে মুছে যায়, কতো দলবদ্ধ কান্না ভিজিয়ে দেয় স্মার্টফোনের স্ক্রিন—কেউ কি রেখেছে সেসবের খবর? রাখার সময় কি হয়েছে?

তিন.

এ অবস্থার জন্য শুধু ওদের দায়ী করা যায় না। শুধু ওদের দায়ী করা অপরাধ। এ অবস্থার জন্য দায়ী আমাদের পচে যাওয়া সমাজ, কামনাবাসনা ক্রমাগত উস্কে দেওয়া মিডিয়া আর বিনোদন জগৎ, সীমালঙ্ঘনের অজুহাত তৈরি করা বুদ্ধিজীবি, রাষ্ট্র নামের অতিকায় যুলুমযন্ত্র, পুঁজি আর প্রফিটের ক্যালকুলাস, সস্তা সুখ আর সাময়িক আরামকে সবকিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে ফেলার মনস্তত্ত্ব, আর জীবন থেকে আসমানী নৈতিকতাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার সবক দেওয়া শিক্ষাব্যবস্থা।

এ অবস্থার জন্য দায়ী নষ্ট সভ্যতার নষ্ট বিশ্বকাঠামো।

সবাই মিলে এক নিপুণ ষড়যন্ত্রে যিনা-ব্যভিচারের উপর চাপিয়ে দিয়েছে 'পবিত্র প্রেম'-এর পোশাক, গুণকীর্তন করে চলেছে বছরের পর বছর। রোমান্টিকতার প্রলেপ জড়িয়েছে পরতের পর পরত। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের সমাজের কিশোর-তরুণ থেকে শুরু করে অভিভাবকদের মধ্যেও যে ন্যারেটিভ দাঁড় হয়ে গেছে তা হচ্ছে -

১। প্রেম করতেই হবে। বিশেষ করে তারুণ্যে।

২। সফলতার মাপকাঠি হল যৌনতা, অর্থ, খ্যাতি, ক্ষমতা এবং জীবনযাত্রার মান।

---

[২০] প্রেমিকার কাছে হিরো সাজতে শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যা করে ছাত্র জিতু, বঙ্গবাণী, জুন ৩০, ২০২২- tinyurl.com/5n6vshwe

[২১] তারুণ্যের ৬১ শতাংশই ভুগছে বিষণ্নতায়, newsbangla২৪.com, জুলাই ১০, ২০২১-tinyurl.com/umn7rw8x

মাসে গড়ে ৪৫ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা, প্রেমঘটিত কারণে বেশি, আরটিভি নিউজ, সেপ্টেম্বর ০৯, ২০২২- tinyurl.com/2282v97w

যার কাছে এগুলো যতো বেশি আছে তার জীবন ততো বেশি সফল, ততো বেশি পরিপূর্ণ।

৩। ইনবক্সে ফ্লার্ট করা, ভিডিও কলে কাপড় খোলা, বৃষ্টি বিলাস, হুড তোলা রিকশা বিলাস, অন্ধকারে রেস্টুরেন্ট বিলাস আর লিটনের ফ্ল্যাটে শরীরের উত্তাপ মাপা--সবই এখন পবিত্র প্রেমের অংশ। আর প্রেম এই বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম। যারা এগুলো করে না তারা সেকেলে, আধুনিকতার মাঝে বেমানান। তারা গান্ধা, ক্ষ্যাত। তারা একেকটা লুযার। এমন ছেলেরা আসল পুরুষ নয়। এমন মেয়েদের কেউ চায় না। তাদের জীবনে সুখ, আনন্দ বলে কিছু নেই। জীবনের রঙ-রূপ-রস-গন্ধ তারা কিছুই পায়নি। তাদের জীবন হলো ষাট সত্তর দশকের সাদাকালো ঝিরঝির কষ্টের সিনেমার মতো। আর প্রেমাতাল জীবন হলো আইটেম সং আর মালমশলায় ভরা হাউসফুল রঙিন সিনেমা, মারভেলের সুপারহিরো সিনেমা, কিংবা নেটফ্লিক্সের ৮k স্ট্রিমিং। খালি সুখ, মজা আর এক্সাইটমেন্ট।

বিশ্বকাঠামোর দ্বারা প্রচণ্ডভাবে ব্রেইনওয়াশ হবার ফলে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষেরা যেমন বিয়ে বহির্ভূত প্রেম, যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গেছে, তেমনি এই জঘন্য অপরাধের ব্যাপারে সমাজের মানুষগুলোর মনেও তৈরি হয়ে গেছে একটা গ্রহণযোগ্যতা।

তাই আজ রাস্তায়, পার্কে, রিকশায়, ফেইসবুক-টিকটকে জড়াজড়ি, চুমাচুমি কিংবা অন্য কোনোভাবে সবার সামনে শরীরের ওম ভাগাভাগি করলেও মানুষজন উপেক্ষা করে চলে যায়। মফস্বলের কোনো মুরুব্বি চাচাকে এখন আর দেখা যায় না 'হলের এক টিকিটের দুই ছবি: যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়' টাইপের প্রতিবাদী মতামত লিখে পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় পাঠাতে কিংবা ফেইসবুকে পোস্ট দিতে। সবাই কেন জানি সবকিছুকে মেনে নিয়েছে। সবাই কেমন যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। এখানে কোনো হইচই নেই। পরিবেশটা একদম শান্ত!

অথচ হাজার বছরের ইতিহাস বারবার সাক্ষ্য দেয় অবাধ যৌনতার প্রসার সমাজ ও সভ্যতাকে ধ্বংস করে। তা সেটা প্রেম, ভালোবাসা, রিলেশনশিপ কিংবা অন্য যেকোনো নামেই হোক না কেন। আজ প্রেম, ভালোবাসা আর ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে যৌনতার বাঁধ খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। চারিদিকে আজ শুধু ভাঙনের সুর। হতাশা, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা, যিনা-ব্যভিচার, খুন, ধর্ষণ, ডাস্টবিনে নবজাতকের লাশ, পরকীয়া, বিচ্ছেদ...সমকামীদের রঙধনু মিছিল! নারীপুরুষ নিজের পরিচয় সম্পর্কে ভুগছে অবিশ্বাস্য বিভ্রান্তিতে। এই তীব্র অসুখগুলোকে বলা হচ্ছে স্বাধীনতা আর ক্ষমতায়ন। যৌন মানসিক বিকৃতির প্রচারক, প্রসারকদের উপস্থাপন করা হচ্ছে বিজ্ঞানমনস্ক আর মহান বুদ্ধিজীবী হিসেবে। আজ পতনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে প্রতিনিয়ত!

উচ্ছৃঙ্খল স্রোতে গা ভাসানো কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের অনেকে এক সময় থমকে দাঁড়ায়। পিচ্ছিল এই অন্ধকার স্রোত থেকে ফিরে আসতে চায়। কেন তাদের জীবনে এতো হতাশা, এতো অশান্তি, আত্মহত্যার প্রবণতা–এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে চায়। কিন্তু প্রশ্নের সঠিক উত্তর মেলে না। উল্টো সবক দেওয়া হয়–প্রেম করলে, সেক্স করতে পারলে, আরো টাকা কামালে, তোমার জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যেই প্রেম, যিনা-ব্যভিচার, ভোগের যে অন্ধ নেশা–তাদের জীবনের বারোটা বাজিয়েছে, তাকেই আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে বলা হয় ওদেরকে। ওরাও তাই করে। আরো ক্ষতবিক্ষত হয়। কেউ কেউ বুঝতে পারে, চিনতে পারে আসল সমস্যা। কিন্তু অন্ধকার এই জগৎটা থেকে বের হয়ে আসার উপায় খুঁজে পায় না। অভিভাবকরা কিংবা সমাজ হয়তো তাদের সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু তারাও ব্রেইনওয়াশড হয়ে গেছেন। তাদের মূল মনোযোগ এখন ছেলেমেয়েকে কীভাবে বিসিএস ক্যাডার বানানো যায়, অথবা বিদেশে সেটেল করানো যায়–তার দিকে।

***

কিশোর, তরুণ থেকে শুরু করে মধ্যবয়সী, প্রৌঢ় অভিভাবক সকলের অবস্থার কথা চিন্তা করেই এই বই সাজানো হয়েছে। এই জেনারেশনের এতো হতাশা, আত্মহত্যা, এতো দুঃসময়ের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি আমরা। প্রেম ভালোবাসার রঙিন বায়োস্কোপের পেছনের যে গল্পগুলো কেউ দেখাতে চায় না, আমরা সেই দুনিয়া দেখানোর চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি সেই দুনিয়া থেকে বের হয়ে আসার পথ চিনিয়ে দেবার। সেই দুনিয়াকে চিরতরে শেষ করে দেবার জন্য অভিভাবক, সমাজ, রাষ্ট্র সবার ভূমিকা কী হতে পারে, সংক্ষিপ্ত আকারে তা-ও আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

রেফারেন্স, তথ্যপ্রমাণ ইত্যাদির জন্য বিশুদ্ধ উৎসগুলোর উপর নির্ভর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে।[২২] তবু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আশা করি, আমাদের ভুলত্রুটিগুলো পাঠকরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমাদের লেখাগুলোর নিয়মিত আপডেট পেতে চোখ রাখতে পারেন এই ফেসবুক পেইজে এবং ওয়েবসাইটে:

www.facebook.com/lostmodesty

www.lostmodesty.com

www.youtube.com/lostmodesty

এই বইয়ের সংগে অসংখ্য মানুষের শ্রম, ঘাম আর আত্মত্যাগ জড়িত। বহু মানুষ অভিজ্ঞতা শেয়ার করে, লেখা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, বইয়ের কাজ কতোদূর বারবার

---

[২২] বইয়ের রেফারেন্স-এ দেওয়া সংবাদপত্রের লিংক-এ গিয়ে ঘটনাগুলো পড়ার বিশেষ অনুরোধ রইলো। অবস্থার ভয়াবহতা বোঝার জন্য এটি জরুরি।

জিজ্ঞাসা করে, ঝাড়ি মেরে...চিরকৃতজ্ঞতার বাঁধনে জড়িয়ে নিয়েছেন আমাদের। তাঁদের প্রতিদান দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। আল্লাহর কাছে বিনীত নিবেদন এই সাহায্যের বিনিময়ে আল্লাহ যেন তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেন। সেই সঙ্গে এই বইয়ের উসীলায় আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল করে নেন।

বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থার প্রতিটি উপাদান যখন বিবাহ বহির্ভূত প্রেম-ভালোবাসা, যিনা-ব্যভিচারকে মহিমান্বিত করে চলেছে সকল শক্তি বিনিয়োগ করে, তখন আমাদের মতো অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য, দুর্বল কয়েকজন যুবক আর কী করতে পারে! তবুও আমরা বিশ্বাস রাখি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে দেওয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতির উপর। জনবিরল মরুভূমিতে দাঁড়ানো ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বলেছিলেন আযান দাও। আযান পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আযান দিলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি আনাচ-কানাচ থেকে, বহু জনপদ, সাগর, পাহাড় পাড়ি দিয়ে কোটি কোটি মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত ছুটে চলবে সেই মরুর বুকের মক্কায়। আমরাও সেই আল্লাহর উপরই ভরসা করে আযান দিলাম...

লস্ট মডেস্টি
১১.০৯.২০২২

এখনো মহাকাব্য রচে যায় কোন অজানা পবিত্র আত্মারা
জীবনের শূন্যতায় অপেক্ষার উত্তাপ শান্ত হয়ে ঝরে যাওয়া নোনাজলে।
সবকিছুরই তো শেষ আছে—তিক্ততার, শান্তির, অস্থিরতার, জীবনোপন্যাসের।
দীর্ঘ অপেক্ষার তো বটেই, তাই না?

~আব্দুল্লাহ
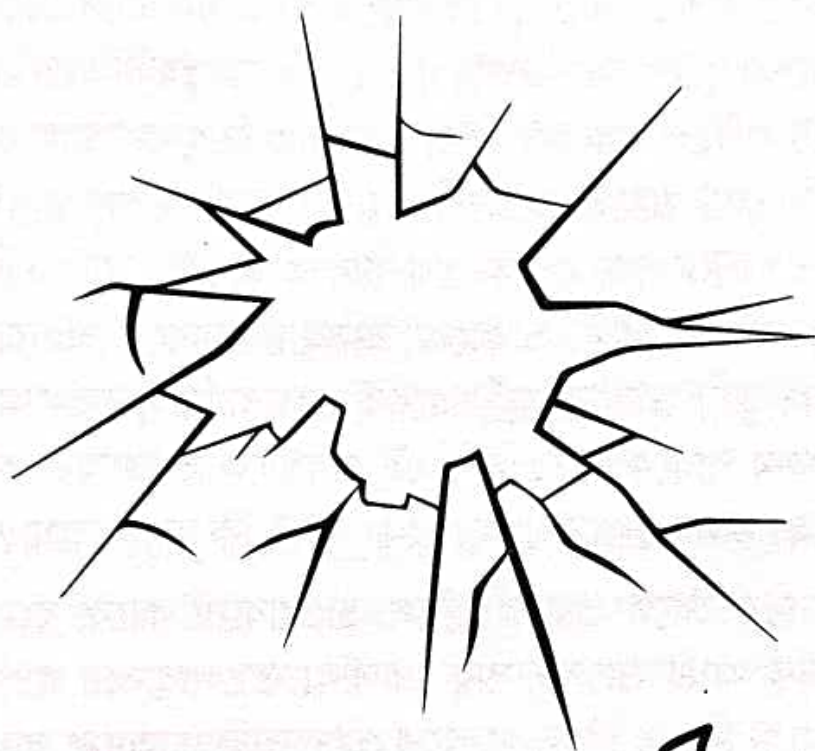
আততায়ী ভালোবাসা

সখী ভালোবাসা কারে কয়?

ধরো, ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হয়ে ক্লাস শেষে ফিরছিলে ঘরে। মন এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত। হঠাৎ রাস্তার অপর পাশের ফুটপাতের একটা দৃশ্য দেখে কৌতূহলী হয়ে গেলে। মাথায় সবুজ ওড়না দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল এক অষ্টাদশী। বৃদ্ধা এক ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলো তার কাছে। স্নিগ্ধ একটা হাসি ফুটে উঠলো অষ্টাদশীর মুখে। কিন্তু অতলান্ত দুই চোখে বেদনার, সহানুভূতির ছাপ স্পষ্ট। পার্স থেকে ১০ টাকার একটা নোট এগিয়ে দিলো বৃদ্ধার দিকে। তার সবুজ ওড়না, হাসি, তাকানো, অসহায় মানুষকে সাহায্য করা সবকিছু মুগ্ধ করলো তোমাকে। তুমি ভাবলে—হ্যাঁ, একেই তো আমি খুঁজছিলাম এতোদিন! সে-ই আমার জন্য একদম পারফেক্ট। তোমার এই অবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়—Love at first Sight বলে। প্রথম দেখায় প্রেম। কিন্তু এটাই কি ভালোবাসা?

রবি ঠাকুর বহু বছর আগে প্রশ্ন করেছিল ভালোবাসা কাকে বলে? প্রশ্নটা এখনো প্রাসঙ্গিক। চারদিক আজ ভালোবাসায় সয়লাব। ভালোবাসার বাম্পার ফলনে এমন অবস্থা যে রাস্তাঘাটে বিশেষ দিবসগুলোতে চোখ তুলে তাকানো যায় না। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো প্রেম না করলে, ভালোবাসার একটা মানুষ না থাকলে অন্যদের ক্ষ্যাত, ব্যাকডেইটেড মনে করা এই আমরা আসলে ভালোবাসার সংজ্ঞাটাই জানি না!

এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। সিনেমা, নাটক, সাহিত্য, মিডিয়ার ব্রেইনওয়াশিং আছে, নষ্ট সভ্যতার নষ্ট দর্শনের প্রভাব আছে, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের লাভক্ষতির হিসেব আছে, সুশীল-প্রগতিশীল গোষ্ঠী, এককথায় সাংস্কৃতিক জমিদারদের ধোঁকাবাজি আছে, আছে ভাষার সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ। ঘটা করে ভালোবাসা দিবস পালন করলেও, প্রেমের জয়গান গাইলেও আদর্শিক অবস্থানের কারণে সাংস্কৃতিক জমিদাররা তোমাকে শেখাবে না ভালোবাসার সংজ্ঞা। তোমরা যে প্রেম করছো, জীবন দিয়ে দিচ্ছো, ক্যারিয়ার নষ্ট করছো, পরিবার, সমাজ ও জাতির বোঝা হচ্ছো—সরি টু সে, সেগুলো ভালোবাসা না। সেগুলো স্রেফ মোহ বা দৈহিক আকর্ষণ (lust-কামনা)। যদি তোমরা জানতে, যেই ছেলেগুলো প্রেমাতাল হয়ে জীবন নষ্ট করছে, যেই মেয়েগুলো ভালোবাসার প্রমাণ দেবার জন্য বরিশালের লঞ্চের কেবিনে উঠছে—তারা যদি জানতো, তাহলে এভাবে তারুণ্যের অপচয় হতো না, এভাবে বিষাদ সাগরে হাবুডুবু খেতো না পুরো একটা প্রজন্ম, ডুবতে থাকতো না পুরো একটা জাতি।

পুরো একটা সভ্যতা!

ভালোবাসার সাথে যে দুইটি জিনিস সবচেয়ে বেশি গুলিয়ে ফেলা হয় তা হলো মোহ (infatuation) এবং কামনা (lust)। বাঁচতে হলে ভালোবাসা, মোহ এবং কামনা/দৈহিক আকর্ষণ–এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত ভালোমতো বুঝতে হবে। তাহলে এসো দেখে নেওয়া যাক, এই বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্যগুলো কী কী।[২৩]

মোহ: ড. লরেন ফৌগল মারসি একজন মনোবিজ্ঞানী এবং সেক্স থেরাপিস্ট। তার মতে মোহ হলো–কাউকে ভালোমতো না জেনেই তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ, মুগ্ধতার অনুভূতি। এই অনুভূতি খুবই তীব্র হয়। কিন্তু এর পুরোটাই শারীরিক আকর্ষণ এবং সেই ব্যক্তিকে নিয়ে নিজের করা কাল্পনিক ফ্যান্টাসির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে।

গ্রেইস সা, একজন লাইসেন্সড হেলথ কাউন্সেলর। তার মতে, কোনো একজন ব্যক্তির সাথে দেখা হবার পর খুব দ্রুতই মোহ তৈরি হয়ে যেতে পারে। প্রথমবারের মতো দেখা হয়েছে, কিন্তু মনে হতে পারে–যাক, অবশেষে আমি তাকে খুঁজে পেলাম।[২৪] কারো শরীর, চুল, চোখ, হাসি, কোনো নির্দিষ্ট আচার-আচরণ, কথাবার্তার স্টাইল, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, চেহারা...যেকোনো কিছু দেখেই মানুষ একদম নিমিষেই, প্রথম দেখাতেই তার মোহে পড়ে যেতে পারে।

মোহের তীব্রতা বেশি হলেও এটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এবং রঙ্গমঞ্চে অন্য মানুষ চলে আসলে আগেরজনকে বাদ দিয়ে মোহের অনুভূতিগুলো তার দিকে চলে যায়। মোহের এই তীব্র অনুভূতির কারণে অনেকেই এটাকে ভালোবাসার সাথে গুলিয়ে ফেলে। মোহে হাবুডুবু খেয়ে ভাবে, আমি তাকে ভালোবাসি।[২৫]

বিশেষজ্ঞদের মতে মোহের কিছু লক্ষণ:

১। তুমি সবসময় তার কথা ভাবো। তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ো।

২। তার সাথে বাস্তবে তেমন কোনো ইন্টার‍্যাকশন হয়নি। কথাবার্তাও তেমন হয়নি।

---

[২৩] এ অংশের আলোচনাটা সাজানো হয়েছে বিভিন্ন সেক্যুলার বিশেষজ্ঞদের গবেষণার আলোকে। নারীপুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে সেক্যুলার চিন্তা এবং ইসলামের অবস্থানের মধ্যে মৌলিক বেশ কিছু পার্থক্য আছে, যে কারণে তাদের সব অবস্থানের সাথে আমরা একমত না, তবে মোটাদাগে প্রাথমিক কিছু ধারণা এখান থেকে নেওয়া যেতে পারে। সেক্যুলার আর ইসলামী অবস্থানের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা আসছে একটু পরেই।

[২৪] Infatuation vs. Love: How To Tell If You're Just Infatuated, mindbodygreen.com, - tinyurl.com/3dcppky8

[২৫] The Chemistry of Love, howstuffworks.com– tinyurl.com/ymct7hhf

Zou et al., (2016). Romantic love vs. drug addiction may inspire a new treatment for addiction. Frontiers in psychology, 1436

How to tell the difference between lust and love, Insider, Jan 27, 2021- tinyurl.com/4xs9hnnt

৩। তুমি মনে করো রূপেগুণে, চরিত্রে সে একদম পারফেক্ট একজন মানুষ।

৪। তুমি মনে করো সে তোমার জন্য একদম পারফেক্ট ম্যাচ, তোমার আদর্শ জীবনসাথী।

৫। তার প্রতি তীব্র শারীরিক আকর্ষণ বোধ করো। এই দৈহিক আকর্ষণের কারণে তুমি তার সম্পর্কে অন্য জিনিসগুলো (তার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, গুণ) জানার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে পারো না। বা দাও না।

৬। তার পাবলিক জীবন সম্পর্কে টুকটাক কিছু জানলেও ব্যক্তিগত জীবনে সে কেমন, তা নিয়ে তোমার তেমন কোনো জানাশোনা নেই। তুমি যা জানো তার বেশিরভাগই তার পোশাক-আশাক, মানুষের সঙ্গে তার আচরণ ইত্যাদি দেখে ধারণা করা। আর যেগুলো জানো সেগুলোও বিশেষ কিছু না।

৭। দূর থেকে দেখে তুমি তাকে নিয়ে ফ্যান্টাসি করো, তার সাথে কোথায় ঘুরতে যাবে, কীভাবে সময় কাটাবে ইত্যাদি।

৮। যদি সে তোমার প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারে তাহলে তুমি একটু অসন্তুষ্ট হও।

৯। তার ভুল ত্রুটি কোনো কিছু কেউ দেখিয়ে দিলেও তুমি সেগুলোকে পাত্তা দাও না, কারণ সেগুলো তাকে নিয়ে তোমার ফ্যান্টাসির সাথে যায় না।

১০। তাকে মুগ্ধ করার জন্য তোমার চেষ্টার কোনো কমতি থাকে না।

১১। তার প্রতি তুমি খুবই দ্রুত দুর্বল হয়ে যাবে। অনুভূতি হবে অত্যন্ত তীব্র। তুমি সবসময় তার সাথে সময় কাটাতে চাও। পড়াশোনা, ক্যারিয়ার, কাজকর্মের ভয়ংকর ক্ষতি হলেও কুছ পরোয়া নেহি!

১২। সবকিছু অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হবে। তুমি অস্থিরতায় ভুগবে। ঠিকমতো খেতে পারবে না, ঘুমাতে পারবে না। কোন কাজ করতে পারবে না। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তুমি রিলেশনশিপের চূড়ান্ত রূপ দেখতে চাইবে।[২৬]

ভালোবাসা: ভালোবাসা হলো কারো প্রতি মায়ামমতা, অন্তরঙ্গতা আর দায়বদ্ধতার মিশেলে তৈরি হওয়া তীব্র শক্তিশালী এক অনুভূতি। ভালোবাসা আসতে কিছুটা সময় লাগে। তবে মোহের মতো এটা খুব দ্রুতই হয়ে যায় না।

হ্যাইলি নেইডিক, একজন সাইকোথেরাপিস্ট এবং রিলেশনশিপ এক্সপার্ট। তার মতে, ভালোবাসা হলো নিরাপত্তা, সম্মান, শ্রদ্ধা ও প্রশংসার এক অনুভূতি। একটা বন্ধনের মধ্যে দায়বদ্ধ এবং নিরাপদ থাকার অনুভূতি।

[২৬] Infatuation vs. Love - tinyurl.com/3dcppky8_
8 Ways To Tell The Difference Between Love & Lust, amp.mindbodygreen.com February 21, 2021- tinyurl.com/44avyuvw

সিমৌন হামফ্রি ও সিনা সাইমন মনোবিজ্ঞানী এবং নিউইয়র্ক সিটি ভিত্তিক কাপল থেরাপিস্ট। ভালোবাসার সংজ্ঞা পাওয়া যাচ্ছে তাদের কাছে এভাবে–ভালোবাসা হলো মানুষের সেই মৌলিক চাহিদা যা তাকে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সাথে একটা বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। ভালোবাসার বন্ধনে থাকে তীব্র মায়ামমতা, বিশ্বাস আর সেই মানুষকে তার সকল দুর্বলতা, অপূর্ণতাসহ গ্রহণ করে নেওয়া। রিলেশনশিপ এক্সপার্ট অ্যালেক্স্যান্ড্রা স্টকওয়েল, সিমৌন হামফ্রি, সিনা সাইমন ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতে মোহ এবং ভালোবাসার মধ্যে কিছু পার্থক্য[২৭]-

মোহ/ভালোলাগা: সে আশেপাশে আসলে তুমি নার্ভাস হয়ে যাবে। মন চঞ্চল, অস্থির হয়ে যাবে। তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে, তোমার পোশাক-আশাক, চুল ইত্যাদির ব্যাপারে সচেতন হয়ে যাবে। তার সামনে সেজেগুজে যাবে সবসময়। তাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করবে, মিথ্যার ভান ধরে হলেও। তার সামনে হিরো সাজবে। তার সাথে শুদ্ধ ভাষায়, স্টাইল করে, ঢং করে, ন্যাকামি করে মাঝে মাঝে দুই একটা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলবে।

তোমার বাবা-মা পরিবার যদি তথাকথিত স্মার্ট না হয়, তাহলে তাদের নিয়ে তার সামনে হীনম্মন্যতায় ভুগবে। তাদেরকে সেই মানুষটার কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চাইবে। তোমার মধ্যে সবসময় একটা অস্থিরতা কাজ করবে।

তোমার ভুলত্রুটি, কমতি, দোষ, দুর্বলতা এগুলো গোপন করে তাঁর সামনে নিজের বাকী অংশ দেখাও–যে বাকী অংশ সবসময় সুন্দর পোশাক-আশাক পরে, স্মার্টভাবে চলাফেরা করে। সে তোমাকে ছেড়ে অন্য মানুষের কাছে চলে যেতে পারে এই ভয়ে থাকো তুমি। তাই তার জন্য তার মনমতো পারফেক্ট হতে চাও। এমনকি প্রতারণা করে, মিথ্যা বলে ভান ধরে হলেও।

ভালোবাসা: সেই মানুষটা পাশে থাকলে তুমি শান্তিবোধ করবে। মন শান্ত হবে। স্নিগ্ধ, শান্ত, নিরাপদ, আরামদায়ক, উষ্ণ এক অভিজ্ঞতা হবে তোমার। তোমার তুমিটাকে তার কাছ থেকে লুকানোর কোনো চেষ্টা করবে না। পারফেক্ট সাজার ভান করবে না। তোমার শক্তি, তোমার দুর্বলতা সবই সে জানে। তোমার দোষ লুকানোর চেষ্টা করবে না। মিথ্যা কথা বলে, ভান ধরে তার সামনে হিরো সাজতে যাবে না। তার সামনে হীনম্মন্যতায় ভুগবে না।

---

[২৭] Infatuation vs. Love, Diffen.com -tinyurl.com/2z76pvn2

8 Ways To Tell The Difference… - tinyurl.com/44avyuvw

How to tell…, Insider - tinyurl.com/4xs9hnnt

Love vs Like: 25 Differences between I Love You and I Like You, marriage.com,Jul 5, 2022- tinyurl.com/5n9adbzn

মোহ/ভালোলাগা: তার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলা লাগবে, ডেটিং-এ নিয়ে যাওয়া লাগবে, গিফট দেওয়া লাগবে... না হলে তাকে হারানোর ভয় করবে।

ভালোবাসা: কিছুটা সময় দিলেই হবে। কাজকর্ম, পড়াশোনা, সবকিছুর ক্ষতি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রাতের পর রাত সময় দেবার দরকার পড়বে না। তাকে দামি গিফট কিনে না দিলে বা ঘনঘন ঘুরতে না নিয়ে গেলেই সে তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে, এমন ভয় থাকবে না।

মোহ/ভালোলাগা: মোহের ঘোরলাগা চোখে সাধারণত দুর্বলতা, কমতি চোখে পড়ে না। ওকে সম্পূর্ণ পারফেক্ট একজন মানুষ মনে হয় তোমার। যার কোনো ভুল নেই। ওকে মনে করো রূপকথার পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসা রাজকুমার। অথবা মনে হয় সকল মানবিক দোষত্রুটি মুক্ত প্রাচীন রহস্যঘেরা কোনো নগরী থেকে আসা ডানাকাটা পরী!

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন ২০০৪ সালে একটি গবেষণা চালিয়ে দেখলো—হ্যাঁ, যা বলা হয় তা-ই সত্য। প্রেম আসলে অন্ধই। প্রেমে পড়া প্রেমিক/প্রেমিকারা চোখে দেখতে পায় না।[২৮]

কোনো কারণে যদি পর্দার ওপাশের এই জগৎটা তুমি জেনে ফেলো তাহলে তুমি তার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে। তাকে আর আগের মতো আকর্ষণীয় মনে হবে না। সম্পর্ক চালিয়ে নেবার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ পাবে না। সবার সামনে নাক খোঁটানো, জোরে জোরে নাকের সর্দি টানা, ঘুমের ঘোরে নাক ডাকা...এমন ছোট ছোট বদঅভ্যাসও একে অপরের প্রতি মোহ দূর করে দেয়। আকর্ষণ কমিয়ে দেয়।

ভালোবাসা: তার দুর্বলতা, কমতি, অপূর্ণতা দেখে তুমি তার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে না। বরং এসব গ্রহণ করে নিয়েই তার সাথে দিন কাটাবে। তাকে ভালোবাসবে।

মোহ/ভালোলাগা: সেই মানুষটার প্রতি নয়, বরং তোমার আকর্ষণের পুরোটাই হবে শরীর ও চেহারা কেন্দ্রিক। তার চেহারা, চুল, চোখ আর ঠোঁট, তার শরীর, তার পোশাক, তার কথা বলার স্টাইল, তার কণ্ঠস্বর... এসব থাকবে তোমার মনোযোগের কেন্দ্রে। যদি তার চুল পড়ে যায়, চেহারা খারাপ হয়ে যায়, যদি মুটিয়ে যায়, যদি ফিগার নষ্ট হয়ে যায়, যদি সুন্দর করে সেজেগুজে না থাকে, তাহলে তুমি তার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে। তুমি সবসময় তাকে সুন্দর সুন্দর পোশাকে সেজেগুজে থাকা অবস্থায় দেখো, কোনো কারণে তাকে সাধারণ পোশাকে, সাজগোজবিহীন অবস্থায় দেখলে আকর্ষণ কমে যাবে।

[২৮] Arranged marriages, and happiness of a nation, livemint.com, April 12, 2018- tinyurl.com/yc2ucbsh

ভালোবাসা: ভালোবাসা শুধু শরীর কেন্দ্রিক না। ভালোবাসা সেই মানুষটার চেহারা বা পোশাক কেন্দ্রিকও না। তার চেহারা নষ্ট হয়ে গেলেও, তার মাথার চুল পড়ে গেলেও, সে মোটা ধুমসি হয়ে গেলেও, আগের মতো 'হট' না লাগলেও তুমি তাকে ভালোবাসবে। সুন্দর পোশাকে সাজগোজ করা অবস্থায় তুমি তাকে যেমন ভালোবাসবে, তেমনি কালিঝুলি মাখা নোংরা পোশাকে, গা বা মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসা অবস্থাতেও তুমি তাকে ভালোবাসবে। কারণ তুমি তার চেহারা বা শরীরটাকে নয় বরং সেই মানুষটাকে, তার আত্মাকে ভালোবেসেছো।

মোহ/ভালোলাগা: তার কোনো আচরণ বা কোনো ভুল চোখে পড়লেও সে কী মনে করবে, বা ব্রেকআপ করে ফেলবে কি না, এই ভেবে তুমি তার ভুল সংশোধনের চেষ্টা করো না। ধরো সে রিকশাওয়ালার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। তোমার এটা ভালো লাগে না। কিন্তু তুমি ভয়ে বলতেও পারো না, কারণ কিছু বললে হয়তো সে তোমার সাথে সম্পর্কের ইতি ঘটাবে।

ভালোবাসা: তার ভুল ধরিয়ে দেবে। সে কী মনে করবে, এটা চিন্তা না করে তাকে সংশোধন করে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাইবে। কারণ তুমি তাকে ভালোবাসো।

মোহ/ভালোলাগা: তুমি তার প্রতি তীব্র আকর্ষণবোধ করো। কারণ তুমি ভাবো সে পারফেক্ট। মাথার মধ্যে তুমি তার একটা পারফেক্ট ইমেজ বানিয়ে নিয়েছো। ঠিক তুমি যেমন চাও সে তেমনই। তোমার স্বপ্নের রাজকন্যা বা রাজকুমার। এটা বিশ্বাস করেই তুমি দিনের পর দিন পার করে দাও। সে আসলেই তেমন কিছু কি না, তা যাচাই করে দেখার প্রয়োজন বোধ করো না।

ভালোবাসা: তুমি জানো, তুমি বোঝো সে একজন মানুষ। তার পক্ষে পারফেক্ট হওয়া সম্ভব না। তার কমতি আছে। তুমি সেগুলো গ্রহণ করে নিয়েছো।

মোহ/ভালোলাগা: যতোই কাছাকাছি হবে, যতোই একে অপরকে বেশি করে জানবে, তোমাদের মধ্যকার আকর্ষণ ততোই কমতে থাকবে। প্রথমদিকে সে ছিল একটা রহস্যের মতো। কিন্তু আস্তে আস্তে রহস্যের উন্মোচন হয়ে যাওয়ায় সেই প্রথম দিককার মতো উত্তেজনা, রোমাঞ্চকর অনুভূতি আর থাকবে না।

ভালোবাসা: দিন যতো যেতে থাকবে, বন্ধন ততো মজবুত হবে।

মোহ/ভালোলাগা: সে তোমার উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সবসময় তোমার সঙ্গ পেতে চাইবে। তোমার কষ্ট বা ক্ষতি হচ্ছে কি না, সেদিকে খেয়াল রাখবে না। ধরো, তুমি পড়াশোনা বা কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলে। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে ঘরে ফিরেছো। প্রচুর বিশ্রাম দরকার। কিন্তু সারাদিন কেন তুমি তার খোঁজ নিলে না, এটা নিয়েই সে তোমাকে প্যারা দেবে। তোমার ক্লান্তি নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যাথা থাকবে না। অথবা

ধরো, পরীক্ষার আগের রাতে হুট করে তুচ্ছ কারণে সে তোমার সাথে ঝগড়া করবে। অভিমান করে থাকবে। তোমার যে পরীক্ষা আগামীকাল, এটা তার মাথাতে থাকবে না। হুটহাট করে গিফটের আবদার করবে বা দামি রেস্টুরেন্টের বিলের দায় তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে।

ভালোবাসা: সে তোমার উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। উল্টো অনুপ্রেরণা দেবে। সাহস যোগাবে।

সে সুখ পাচ্ছে কিনা এটার চাইতে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হবে সে তোমাকে সুখী করতে পারছে কিনা। তোমার সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখবে। কোনো কথা বলা বা কোনো কাজ করার আগে বা পরে চিন্তা করবে এটা করলে তোমার কষ্ট হবে না তো, তোমার ক্ষতি হবে না তো? কোনো কিছু চাইবার আগে মাথায় রাখবে সেটা পূরণ করার সামর্থ্য তোমার আসলেই আছে কিনা।

খুব সুন্দর একটা উক্তি আছে—তোমার যখন কোনো ফুল ভালো লাগবে, তুমি তাকে ছিঁড়ে নেবে। যখন তুমি ফুলকে ভালোবাসবে, তখন গাছটাতে প্রতিদিন পানি দেবে।

মোহ/ভালোলাগা: অনেকটাই দুধের মাছির মতো। সুসময়ে থাকে। বিপদ-আপদে পাশে থাকে না। তোমার চাইতে বেশি সুন্দরী, বেশি হট, বেশি টাকাপয়সাওয়ালা, বেশি হ্যান্ডসাম কাউকে দেখলে আল্লাহ হাফেয বলতে সময় নেবে না।

ভালোবাসা: শত ঝড়ঝাপ্টা, বিপদ-আপদেও পাশে থাকে, আগলে রাখে, ভেঙে পড়লে অনুপ্রেরণা যোগায়, সাহস যোগায়। বেশি সুন্দরী বা বেশি টাকাপয়সাওয়ালা, হ্যান্ডসাম কাউকে দেখলেই ছেড়ে চলে যায় না।

মোহের মতো আরো একটি বিষয় আছে যাকে ভালোবাসার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। আর তা হচ্ছে কামনা (lust)। কামনা অনেকটা মোহের মতোই। একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ আরকি।

কামনা (Lust): কারো প্রতি তীব্র, অনিয়ন্ত্রিত যৌন আকর্ষণ অনুভব করাই হলো কামনা। সাইকোথেরাপিস্ট এবং রিলেশনশিপ এক্সপার্ট হ্যাইলি নেইডিকের মতে, কামনা হলো কারো প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে শারীরিক ভাবে উত্তেজিত হওয়া। রিলেশনশিপ এক্সপার্ট অ্যালেক্স্যান্ড্রা স্টকওয়েলের মতে কামনার কিছু লক্ষণ-

১। তার কথা মনে পড়া মাত্রই তুমি শরীরের কথা চিন্তা করবে, তার কথা ভাবলে শারীরিকভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়বে।

২। তাকে দেখা মাত্রই স্পর্শ করতে চাইবে।

৩। শারীরিক ব্যাপারস্যাপার বাদে তার অন্য ব্যাপারগুলোর প্রতি বা তাকে জানার ব্যাপারে তোমার ততোটা আগ্রহ থাকবে না।

কামনার ব্যাপারে স্টকওয়েল আরো বলছেন, এটা এমন এক তীব্র অনুভূতি যা আমাদের চিন্তাচেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বোধ-বিবেচনা হারিয়ে কামনা পূরণ করার জন্য এমন কাজে বাধ্য করতে পারে যা আমাদের স্বাভাবিক বোধ-বিবেচনার বিপরীত।[২৯]

এই পর্যন্ত পড়ার পর আশা করি কামনা এবং ভালোবাসার মধ্যে মূল পার্থক্যটা তুমি ধরে ফেলেছো। কামনার মূল লক্ষ্যই হলো অন্যের ক্ষতি করে হলেও যে কোনো মূল্যে নিজেকে সুখী করা। ভালোবাসার পুরো বিপরীত।

ভালোবাসার মধ্যেও যে কামনা থাকে না, দৈহিক আকর্ষণ থাকে না–তা না। বরং ভালোবাসার ক্ষেত্রেও দৈহিক আকর্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। দৈহিক আকর্ষণ না থাকলে, অন্তরঙ্গতা না থাকলে ভালোবাসার উপর একটা পলেস্তরা পড়ে যায়। তবে ভালোবাসার কামনা ধ্বংসাত্মক না, স্বার্থপর না, দায়দায়িত্বহীন না। ভালোবাসার কামনা অন্যের অনুভূতিকে, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে, সম্মান করার কামনা। এই কামনা পূরণ হবার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায় না। ভালোবাসার কামনা শান্ত, সৌম্য, মিষ্টি পানির বহতা নদীর মতো। শুধু মোহের মতো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতের সমুদ্র না। ভালোবাসার কামনা একটা সুদৃঢ় বন্ধন তৈরিতে সাহায্য করে। ভালোবাসা পড়ন্ত বয়সেও দুটো মানুষকে এক করে রাখে। অন্যদিকে ভালোবাসাহীন দৈহিক আকর্ষণের কামনা, নিজের খায়েশ পূরণ করার জন্য যতোটুকু ক্ষণস্থায়ী বন্ধন তৈরির প্রয়োজন ততোটুকুই করে। ইচ্ছেপূরণ শেষ হলে, একটা শরীর খেতে খেতে পানসে হয়ে গেলে, দৈহিক সৌন্দর্য শেষ হওয়া মাত্রই দু'জনার পথ দুটি হয়ে যায়।[৩০]

***

ভালোলাগা, কাউকে স্রেফ কামনা করা আর কাউকে সত্যিকার অর্থেই ভালোবাসা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। রাস্তাঘাটে, ক্লাসে, ক্যাম্পাসে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কারো হাসি, চেহারা, কোনো আচার-আচরণ দেখে মুগ্ধ হতে পারো, কারো শরীর ভালো লাগতে পারে, দৈহিক উত্তেজনা অনুভব করতে পারো–তার মানে এই নয় যে তাকে তুমি ভালোবেসে ফেলেছো। কিন্তু এই ভালোলাগাকেই, এই মোহকেই, এই কামনাকেই ভাষার মারপ্যাঁচে ফেলে ভালোবাসা হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আশা করি, সাংস্কৃতিক জমিদাররা তোমার মাথায় যে আবর্জনা ঢুকিয়েছিল তা এখন পরিষ্কার হয়েছে। বুঝতে পেরেছো যে এই তথাকথিত প্রেম, ট্রু লাভ কোনোটাই ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা তৈরি হয় বিয়ের মাধ্যমে।

---

[২৯] The Chemistry of Love – tinyurl.com/ymct7hhf
How to tell…, Insider - tinyurl.com/4xs9hnnt

[৩০] Lust vs. Love, Diffen.com - tinyurl.com/mw7vd5te

কিন্তু ভাইয়া, বিয়ে কীভাবে ভালোবাসা তৈরি করে? হুট করেই তো দুজন অচেনা মানুষের দেখা হয়ে যায়, কেউ কাউকে তেমন চেনে না। মোহ হতে পারে, কামনা বাসনা থাকতে পারে, কিন্তু এতো দ্রুত ভালোবাসা কীভাবে তৈরি হবে?

ধরেন, আমি প্রেম করলাম, এরপর বিয়ে করে নিলাম তাহলেই তো হয়ে গেল, মোহ থেকে ভালোবাসা তৈরি হয়ে গেল, ধ্বংসাত্মক পরিণতি হলো না। ঝামেলা চুকে গেল।

প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরগুলো পাওয়া যাবে পরবর্তী লেখাগুলোতে ইন শা আল্লাহ।

আলকেমি

এক.

চৈত্রের অলস দুপুর। সূর্য বেশ ভালোমতোই তার দায়িত্ব পালন করছে। রুক্ষ একটা বাতাস হচ্ছে থেমে থেমে। গরম তাতে কমছে না, বরং আরো বাড়ছে। সাধারণত বাধ্য না হলে এমন সময় কেউ বাইরে বের হয় না। একটা জরুরি কাজ পড়ে গিয়েছিল, বাধ্য হয়ে বেরুতে হয়েছে। এখন ঘরে ফিরছি। বাসার কাছাকাছি আসতেই বেশ মজার একটা ঘটনা চোখে পড়লো। ১৮/১৯ বছরের এক তরুণ বেশ সাজগোজ করে একটা বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের সানগ্লাস, বুকে শার্টের মধ্যে গুঁজে রেখেছে। হাতে প্রেমফুল–টকটকে লাল গোলাপ। কৌতূহল হলো। তরুণের চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম এক ব্যালকনির দিকে। স্কার্ট পরা ষোড়শী এক মিষ্টি কিশোরী। মাথায় কাপড়ের ব্যান্ড দিয়ে চুল বাঁধা। মুচকি মুচকি হাসছে!

প্রচণ্ড গরমে মাথা গরম হয়ে ছিল। হাত চালিয়ে চুলের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা ঘামগুলো গ্রেফতার করতে করতে মুখ দিয়ে অটোমেটিক বের হয়ে গেল, "হায়রে মরার প্রেম! এই গরমে ঠায় দাঁড়িয়ে প্রেম করছে!"

এই ঘটনা মনে করিয়ে দিলো ১২/১৩ বছর আগের একটা ঘটনা। প্রচণ্ড শীত। আমার ঠাণ্ডাও লাগে একটু বেশি। দু'টো সোয়েটারের উপর একটা জ্যাকেট চাপিয়ে বের হয়েছি স্কুলে যাবার জন্য। এর মাঝে দেখি এক তরুণী আপু স্রেফ একটা শাড়ি আর অনেক সাজগোজ করে হাতে ফুল নিয়ে বাসার দিকে ফিরছে। চোখে মুখে খুশির একটা ঝিলিক। ডেট থেকে ফিরছে।

এরকম অনেক ঘটনা দেখেছি, মশার কামড় খেয়ে সারারাত ফোনে কথা বলা, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে ভালোবাসার কথা লেখা, ফেইসবুক 'ফ্রেন্ডকে' স্রেফ একবার দেখার জন্য অল্প সময়ের নোটিশে দেশের এ মাথা থেকে ও মাথায় চলে যাওয়া! হাত কাটা, ইঁদুর মারা বিষ খাওয়াসহ আরো অনেক কিছু! প্রেমের এই যে পাগলামি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ঝড়, বৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা না করা–এগুলো কেন হয়? নারী পুরুষের এমন তীব্র আকর্ষণের কারণ কী? এমন প্রশ্ন ছিল মনের মধ্যে। উত্তরটা পেলাম বই লিখতে গিয়ে!

আমাদের দেহের ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যোগাযোগের জন্য এক ধরনের বার্তাবাহক আছে। এরা আমাদের রক্তে, টিস্যুতে, বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভ্রমণ করে। বিজ্ঞানের ভাষায় এদের নাম হলো হরমোন। এই হরমোনগুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের বেড়ে উঠা, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, শরীরের মেটাবলিসম, যৌনতা, প্রজনন, মন ভালো-খারাপ, হতাশা, অনুপ্রেরণা–জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখে এই হরমোনগুলো।[৩১] প্রেম ভালোবাসার আলোচনাতেও এই হরমোনগুলো মোটামুটি কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবেই আবির্ভূত হবার দাবি রাখে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, প্রেম, মোহ, কামনা, যৌনতা, ভালোবাসা–এসব ক্ষেত্রে হৃদয়ের ভূমিকাকে হাইলাইট করা হলেও মস্তিষ্কে এবং দেহে রিলিয হওয়া হরমোনের আলোচনা তেমন আসে না। প্রেমের জগৎটাকে ঠিকমতো বুঝতে না পেরে একের পর এক ভুল করে যাবার পেছনে এই হরমোনের ভূমিকাগুলো না বোঝা অনেকাংশেই দায়ী বলেই মনে হয়।

ভালোবাসার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয় এমন দুইটি বিষয় আমরা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছি–মোহ এবং কামনা।

ওকে দেখলেই বুক ধুকপুক করা, বুকে সুখের মতো ব্যথা হওয়া, হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে যাওয়া, পেটের ভেতর প্রজাপতি নাচানাচি করা, হাত পা ঘেমে যাওয়া, নাক-কান চেহারা লাল হয়ে যাওয়া–গবেষকরা বলছেন, মোহের এই শারীরিক পরিবর্তনগুলোর কারণ হলো 'ফিল গুড' হরমোন–ডোপামিন, নরেপিনেফ্রিন আর সেরাটোনিন রিলিয হওয়া। এই হরমোনগুলো নিঃসৃত হলে আমাদের ভালো লাগে, আনন্দের অনুভূতি হয়–দিল খুশ হয়ে যায়। বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য যেমন, কোকেইন সেবন করলেও ডোপামিন নিঃসৃত হয়, *পিনিক* উঠে।[৩২]

আসলে ক্ষণিকের এই মোহ, এই ভালোলাগা মাদকের মতোই ভয়াবহ। চীনের একদল গবেষক গবেষণা করে দেখিয়েছেন, মাদকাসক্তি এবং প্রেমের মধ্যে আচরণগত এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেমিক্যাল প্রবাহের দিক থেকে অনেক মিল।[৩৩]

---

[৩১] Hormones, medlineplus.gov- tinyurl.com/4dds7a67

[৩২] The Chemistry of Love – tinyurl.com/ymct7hhf

Zou Z, Song H, Zhang Y, Zhang X. Romantic Love vs. Drug Addiction May Inspire a New Treatment for Addiction. Front Psychol. Sep 22, 2016- tinyurl.com/y3eu7tj6

How to tell the difference between lust and love, Insider, Jan 27, 2021- tinyurl.com/4xs9hnnt

[৩৩] Romantic Love vs. Drug Addiction May Inspire a New Treatment for Addiction. Front Psychol. Sep 22, 2016- tinyurl.com/y3eu7tj6

NCBI (The National Center for Biotechnology Information)-এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ব্রেইন স্ক্যান করে দেখা গেছে, মাদকাসক্ত মানুষ হঠাৎ করে কোকেইনের মাদক নেওয়া বন্ধ করলে তার শরীর যেভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়, ব্রেকআপের পরেও প্রেমিক প্রেমিকাদের মস্তিষ্কে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।[৩৪] ছ্যাঁকা খাওয়া মানুষের মস্তিষ্কের এমআরআই করা হলো। আবার শারীরিক ব্যথায় আছে এমন মানুষের মস্তিষ্কেরও এমআরআই করা হলো। দেখা গেল, দুই ক্ষেত্রেই ব্রেইনের একই ধরনের ছবি পাওয়া যাচ্ছে।[৩৫] অর্থাৎ ব্রেকআপে শুধু মানসিক কষ্ট হয় না, গবেষকরা বলছেন, ব্রেকআপের ফলে শারীরিক কষ্টও অনুভূত হয়।[৩৬]

ব্রেকআপের সময় ফিল গুড হরমোনগুলো আর রিলিয হয় না, সেই সাথে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায় করোটিসল (cortisol) নামের একটা হরমোন রিলিয হয়ে। করোটিসল বাবাজির কাজ হলো–প্যারা দেওয়া, এটা হলো স্ট্রেস হরমোন। এই যে ব্রেইনে খুশি থাকার হরমোনগুলোর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আবার চাপ সৃষ্টিকারী হরমোনের প্রবাহ হচ্ছে, এ কারণে ব্রেকআপের পর খুব কষ্ট হয়।

স্বভাবতই মানুষ এই কষ্টগুলো এড়াতে চায়। অবচেতন মন অন্তর থেকে চায় ব্রেইনে আবার সেই খুশির হরমোনগুলোর বন্যা বয়ে যাক। তাই বারবার সে মনে করিয়ে দেয় সেই মানুষটার কথা, যার কারণে একসময় সেই হরমোনগুলো রিলিয হয়েছিল। প্রাক্তনকে ভোলা তাই খুব একটা সহজ হয় না।

---

[৩৪] Teenage Heartbreak Doesn't Just Hurt, It Can Kill, scitechconnect.elsevier.com, September 18, 2017-tinyurl.com/36b46ejx

Collins, W. A., Welsh, D. P., & Furman, W. (2009). Adolescent romantic relationships. Annual review of psychology, 60(1), 631-652.

[৩৫] Gunther Moor, B., Crone, E. A., & van der Molen, M. W. (2010). The heartbrake of social rejection: Heart rate deceleration in response to unexpected peer rejection. Psychological science, 21(9), 1326-1333.

Fisher, H. E., Brown, L. L., Aron, A., Strong, G., & Mashek, D. (2010). Reward, addiction, and emotion regulation systems associated with rejection in love. Journal of neurophysiology, 104(1), 51-60.

Schwartz, Barry. "The paradox of choice: Why more is less." (2004).

Witt, J. K., & Dorsch, T. E. (2009). Kicking to bigger uprights: Field goal kicking performance influences perceived size. Perception, 38(9), 1328-1340.

[৩৬] Why Breaking Up Is Like Getting Over A Cocaine Addiction, Says Science, yourtango.com, Jul 31, 2021- tinyurl.com/35pshj4k

5 Scientific Reasons Why Breakups Are Devastating, huffpost.com, Nov 17, 2011-tinyurl.com/3wvxktur

অন্যদিকে কারো প্রতি ভালোবাসা জন্মালে ব্রেইনে অক্সিটোসিন এবং ভ্যাসোপরেসিন হরমোন নির্গত হয়। এই ধরনের হরমোন সাধারণত দুজন মানুষের মাঝে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন (যেমন মা এবং সন্তানের মধ্যে বন্ধন) গড়ার ক্ষেত্রে বের হয়।[৩৭] আর কামনার সময় সেক্স হরমোন যেমন টেস্টোসটেরন ও এস্ট্রোজেন রিলিয হয়।[৩৮]

তো মস্তিষ্কের এমন পরিবর্তন, হরমোন রিলিযের এই রহস্যময় ব্যাপারগুলো শুধু প্রেমিক প্রেমিকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সম্পূর্ণ আগন্তুক থেকে শুরু করে স্বল্প পরিচিত কিংবা পরিচিত কিন্তু প্রেমের সম্পর্ক নেই, এমন যে কারো ক্ষেত্রে এর চাইতেও ব্যাপক রহস্যময় ব্যাপার ঘটতে পারে।

ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হসপিটালের গবেষক ২১-২৮ বছর বয়সী কয়েকজন পুরুষকে সুন্দরী নারীদের ছবি দেখায়। দেখা গেল, ছবি দেখা মাত্রই তাদের ব্রেইনের রিওয়ার্ড সেন্টার (reward center) সক্রিয় হয়ে গেল। কোকেইনের মতো মাদকও ঠিক একইভাবে মস্তিষ্কের এই অংশকে সক্রিয় করে ক্ষণিকের ভালো লাগা তৈরি করে। আসক্তি তৈরি করে। অর্থাৎ মোটামুটি সুন্দরী নারীদের একবার দেখলে, বারবার দেখার জন্য পুরুষের ব্রেইনে আসক্তি তৈরি হয়।[৩৯]

আসলে সৃষ্টিগতভাবেই পুরুষ এমন যে আশপাশে কোনো নারী থাকলে অবচেতনভাবেই সেদিকে তার চোখ চলে যায়। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, স্যান ফ্র্যানসিস্কোর সাইকিয়াট্রির ক্লিনিক্যাল প্রফেসর ড. লুঅ্যান ব্রিযেনডাইন। ভদ্রমহিলা অ্যামেরিকান বোর্ড অফ সাইকিয়্যাট্রি অ্যান্ড নিওরোলজিরও একজন সদস্য। মস্তিষ্কের যে অংশ যৌনতার অনুভূতি তৈরি করে তা নারীদের তুলনায় পুরুষের মস্তিষ্কে ২.৫ গুণ বড়। ড. ব্রিযেনডাইনের মতে, এটাই সম্ভবত নারী আর পুরুষের ব্রেইনের সবচেয়ে বড় পার্থক্য। তিনি আরো বলেন, 'আশেপাশে মেয়ে থাকলে পুরুষের চোখ সেদিকে যায়। তাদের শরীরের নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় সম্মোহিত ব্যক্তির মতো নজর আটকে যায়। আমি যদি বলতে পারতাম যে এই সম্মোহিত হওয়া থেকে পুরুষরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে!

---

[৩৭] Infatuation vs. Love, Diffen.com -tinyurl.com/2z76pvn2

8 Ways To Tell The Difference Between Love & Lust, amp.mindbodygreen.com- tinyurl.com/44avyuvw

How to tell…, Insider - tinyurl.com/4xs9hnnt

Love vs Like: 25 Differences between I Love You and I Like You,marriage.com,Jul 5, 2022- tinyurl.com/5n9adbzn

How Love Works. howstuffworks.com - tinyurl.com/zvh4b8x8

[৩৮] The Chemistry of Love – tinyurl.com/ymct7hhf

How to tell…- tinyurl.com/4xs9hnnt

[৩৯] Beautiful Faces Trigger Reward Center of Brain, ABC News- tinyurl.com/34frurf9

কিন্তু না, বাস্তবতা হলো তাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব না। তাদের ভিসুয়াল ব্রেইন সার্কিট এমন ভাবেই তৈরি যে, তা সবসময় প্রজননের জন্য উর্বর সঙ্গী খুঁজতে থাকে। আশেপাশ দিয়ে যে নারীই যাক, ইচ্ছা না থাকলেও অবচেতন ভাবেই পুরুষ তাদের দিকে তাকায়–প্রজননের জন্য উর্বর সঙ্গী খোঁজে'।[৪০]

সৌন্দর্য দেখে নারীরাও প্রভাবিত হয়। গবেষণায় দেখা যায়, কোনো কাজের আগে যদি নারীরা সুদর্শন পুরুষের সংস্পর্শে আসে তাহলে কাজে যাবার সময় তারা বেশি উত্তেজক পোশাক পরে নেয়।[৪১]

গবেষকরা বলেছেন, চেহারার সৌন্দর্যের চেয়ে পুরুষ বেশি গুরুত্ব দেয় শরীরের সৌন্দর্যকে, ফিগারকে। বিশেষ করে 'বালুঘড়ি'র মতো গড়ন (hourglass figures, কোমর ও নিতম্বের অনুপাত ০.৭) পুরুষের পছন্দ। কারণ পুরুষের মস্তিষ্ক ধরে নেয় এ ধরনের শরীরের অধিকারী নারীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং প্রজননের জন্য উর্বর।[৪২]

নিউযিল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলিংটনের নৃতাত্ত্বিক ড. বার্নাবি ডিক্সনের নেতৃত্বে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়–সব পুরুষের চোখ প্রথমেই নারীর যে অঙ্গে আটকায় তা হলো বুক আর কোমর। সবচেয়ে বেশি সময় দৃষ্টি আটকে থাকেও এই দুই জায়গায়।[৪৩]

পুরুষ উত্তেজিত হয় দেখার দ্বারা (visuo-sexual), বিপরীতে নারী উত্তেজিত হয় স্পর্শ দ্বারা। একটা পা, বুক বা ঠোঁটের ছবি দেখেও পুরুষ উত্তেজিত হয়ে কাম মেটাতে পারে, যে কামের মধ্যে প্রেমের কোনো বালাই নেই। তাই পর্নোগ্রাফির ভোক্তা মূলত পুরুষ। কোটি কোটি টাকা খরচ করে পুরুষ নারীর নগ্ন দেহ দেখে। পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীর পা, পিঠ, পেট, বুক, হাত, হিপ ব্যবহার করা ডালভাতের মতো হলেও, পুরুষের পা পিঠ হিপ ব্যবহার করে কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না–কারণ এটা আকর্ষণ জাগাতে পারে না।[৪৪] আলাদা করে পুরুষদেহ বা পুরুষাঙ্গ নারীর আগ্রহের জায়গা না।

নারীর কণ্ঠ শুনেও পুরুষ আকর্ষণ বোধ করে। কণ্ঠের মাধুর্য থেকেই প্রথম সেক্সের সময় সেই নারীর বয়স কতো ছিল, যৌনসঙ্গীর সংখ্যা কতো, অবৈধ যৌনসঙ্গী আছে কিনা,

---

[৪০] Love, sex and the male brain, CNN,March 25, 2010- https://archive.is/5ZEE0

[৪১] Durante, K. M., Griskevicius, V., Hill, S. E., Perilloux, C., & Li, N. P. (2011). Ovulation, female competition, and product choice: Hormonal influences on consumer behavior. Journal of Consumer Research, 37(6).

[৪২] Why Science Says Men Go for Women with Hourglass Figures, menshealth.com, Jun 18,2019- tinyurl.com/d2xzfwmv

[৪৩] Dixson, B. J., et al. (2011). Eye tracking of men's preferences for female breast size and areola pigmentation. Archives of Sexual Behavior, 40(1).

[৪৪] Men and the Power of the Visual, PragerU, - tinyurl.com/y3c9yvy4

তাকে পটানো যাবে কি না–ইত্যাদি নানা ব্যাপারে অনেক পুরুষ ধারণা করে নেয়।[৪৫]

শিকাগোর স্মেল অ্যান্ড টেইস্ট ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশানের ডিরেক্টর অ্যালান হার্শ দীর্ঘ গবেষণার পর বলেছেন, 'সুগন্ধি মস্তিষ্কের সেই জায়গাগুলোকে উত্তেজিত করে যেগুলো যৌনাকাঙ্ক্ষার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। আর এর ফলে পুরুষের মনে যৌনচিন্তা চলে আসে'।

অসংখ্য পুরুষের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে গার্লফ্রেন্ড, এমনকি সম্পূর্ণ অপরিচিত নারীর দেহের সুগন্ধি তাদেরকে যৌনতার জন্য পাগল করে দেয়।[৪৬],[৪৭]

লাল লিপস্টিক, লাল রঙের পোশাক, স্লিভলেস পোশাক, হাই হিল, মিনি স্কার্ট, লেগিংস, স্কিনি জিন্স, ডেনিম জ্যাকেট, লনজারে, নাইট গাউন এসব পোশাক পরা নারীদের বিজ্ঞাপনে যেমন অহরহ দেখা যায়, তেমনি ফ্যাশন হিসেবেও এগুলোর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। কারণ ঐ একটাই–এই পোশাকগুলো পরা নারীদের প্রতি পুরুষেরা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে।[৪৮]

---

[৪৫] Hughes, S. M., Dispenza, F., & Gallup Jr, G. G. (2004). Ratings of voice attractiveness predict sexual behavior and body configuration. Evolution and Human Behavior, 25(5), 295-304.

O'Connor, J. J., Re, D. E., & Feinberg, D. R. (2011). Voice pitch influences perceptions of sexual infidelity. Evolutionary Psychology, 9(1).

[৪৬] Hirsch, A., & Gruss, J. (1999). Human male sexual response to olfactory stimuli. J Neurol Orthop Med Surg, 19, 14-19.

Scents That (Really!) Seduce Him, Cosmopolitoan- tinyurl.com/mz92r4h4

[৪৭] এরকম আরও অনেক গবেষণা রয়েছে। সেগুলোর জন্য দেখা যেতে পারে চিকিৎসক, লেখক ও অনলাইন এক্টিভিস্ট ডা. শামসুল আরেফিন শক্তি রচিত 'মানসাংক' বইটি। আমাদের এই লেখার বেশ কিছু তথ্য মানসাংক বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে।

[৪৮] Elliot, A. J., & Niesta, D. (2008). Romantic red: red enhances men's attraction to women. Journal of personality and social psychology, 95(5).

The Red-Dress Effect Men see women wearing red as more open to romantic advances, science.org- tinyurl.com/mhd5vkh5

3 Universally Attractive Outfits, According to Science,whowhatwear.com, - tinyurl.com/2p99pr3w

5 Items That Make Women Scientifically More Attractive to Men, whowhatwear.co.uk - tinyurl.com/yc6s3e4v

Do Men Like a Woman in Red Lipstick? The Answer May Surprise You, stylecaster.com,Sep 04, 2013- tinyurl.com/yckzbvw8

যেসব নারীরা লিপস্টিক দেয় না, তাদের চেয়ে লিপস্টিক দেওয়া নারীদের ছেলেরা প্রেমের প্রস্তাব বেশি দেয়।[৪৯] গবেষকরা বলছেন–নারীর যৌন হেনস্থার পেছনে যে বিষয়টি কাজ করে তা হলো নারীকে রক্ত মাংসের মানুষ না ভেবে, একদলা মাংসপিণ্ড বা বস্তু মনে করা। নারীকে যখন বস্তু মনে করা হয়, তখন তার যে আবেগ অনুভূতি আছে, সে যে কষ্ট পায়–এই বিষয়গুলো আর মাথায় কাজ করে না। একজন মানুষ (পুরুষ/নারী) কেন একজন নারীকে বস্তু মনে করে, তার একটা উত্তর পাওয়া যাচ্ছে ইতালির, ইউনিভার্সিটি অফ ট্রেনটো'র সাইকোলজি এবং কগনিটিভ সায়েন্স বিভাগের (CiMEC) গবেষকদের কাছে। তারা বলছেন, বিকিনি বা অন্তর্বাস পরা মেয়েদেরকে অন্য পুরুষ এবং নারীদের মস্তিষ্ক বস্তু হিসেবে দেখে। একই কথা বলছেন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির সাইকোলজির প্রফেসর সুস্যান ফিস্ক। তিনি আরো বলছেন, পুরো শরীর কাপড়ে ঢাকা আছে এমন মহিলাদের চেয়ে, বিকিনি পরা নারীদেহ পুরুষদের মাথায় বেশিক্ষণ থাকে।

একটি গবেষণায় পুরুষদের প্রথমে উত্তেজক পোশাক পরা নারীদের ছবি দেখানো হয়। তারপর অন্য সেটাপে অন্য একজন নারীর সাথে বসানো হয়। দেখা যায়, উত্তেজক পোশাকের নারীর ছবি দেখার কারণে পুরুষদের মাথায় তখন শুধু যৌনতার চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। তারা সেই নারীর কাছাকাছি গিয়ে বসছে।

এরকম অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, নারী খোলামেলা পোশাক পরলে[৫০] পুরুষেরা তাকে বেশি সেক্সি, বেশি আকর্ষণীয় মনে করছে। ধরে নিয়েছে, এই মেয়ে অলরেডি সেক্স করে ফেলেছে, এ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সেক্স করে। এর সাথে সহজেই প্রেম করা যাবে, বিয়ের বাইরেও যৌনতায় লিপ্ত হওয়া যাবে, যৌন হেনস্থা করা যাবে... এমনকি ধর্ষণও করা যাবে। কিন্তু রক্ষণশীল পোশাকের ক্ষেত্রে এমন হয়নি।[৫১]

---

[৪৯] Guéguen, N. (2012). Does red lipstick really attract men? An evaluation in a bar. International Journal of Psychological Studies, 4(2), 206.

[৫০] এটা ইচ্ছাকৃতভাবে পুরুষদের পুরুষদের প্রলুব্ধ করার জন্য হতে পারে, অথবা এমনিই নিজের ভালোলাগায় পরা হতে পারে। কিন্তু নারী পুরুষদের প্রলুব্ধ করতে না চাইলেও পুরুষরা সব সময় একই অর্থ করেছে।

[৫১] Awasthi, B. (2017). From Attire to Assault: Clothing, Objectification, and Dehumanization–A Possible Prelude to Sexual Violence?. Frontiers in psychology, 8, 338.

Guéguen (2011). The Effect of Women's Suggestive Clothing on Men's Behavior and Judgment: A Field Study

Researchers study sexual objectification in brain processes, medicalxpress.com, May 1, 2019 -https://archive.is/aQpVa

Johnson, K., Lennon, S. J., & Rudd, N. (2014). Dress, body and self: Research in the social psychology of dress. Fashion and Textiles, 1(1)

বিজ্ঞানমনস্ক, সুশীল প্রগতিশীলরা সবক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে কষ্টিপাথর মানলেও নারী পুরুষের সাইকোলজি এবং হিউম্যান বায়োলজির এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দেওয়া উপসংহারগুলো মানতে চায় না। সরাসরি অস্বীকার করে। নারীর শরীর, অবাধ মেলামেশা, পোশাক, কথাবার্তা, নারীপুরুষের সহজাত আকর্ষণ, যৌনতার প্রভাবক, মানুষকে যে এভাবেই বানানো হয়েছে–এ বাস্তবতাগুলো তারা অস্বীকার করে। নারীরা যা খুশি তাই পরুক, পুরুষ কেন তাদের দিকে তাকাবে, 'মন পবিত্র' রেখে নারী-পুরুষ স্রেফ বন্ধু হয়ে থাকতে পারে–এমন অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক সব দাবিও তারা জোরেশোরে প্রচার করে। কেউ ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে গেলে ধর্মান্ধ, উগ্রবাদী ইত্যাদি ট্যাগ মেরে দেয়।

কিন্তু ইসলাম এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে এবং বাস্তবতা অনুযায়ী বিধান দেয়। নারীপুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান এবং শরীয়াহর মূলনীতিগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। তবে উপরের এটুকু আলোচনা থেকেই আল্লাহর দেওয়া বিধানগুলোর পেছনে থাকা গভীর হিকমাহ আমরা কিছুটা হলেও ধরতে পারি।

পর্দার বিধান, নজর নিয়ন্ত্রণের আদেশ, নারীপুরুষের মেলামেশাকে শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, রাস্তাঘাটে আড্ডা দেওয়াকে অনুৎসাহিত করা, বিয়ে সহজ করা, নারীর কণ্ঠের ব্যাপারে সতর্কতা, এমনকি ঘরের বাইরে নারীর সুগন্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাসহ ইসলামের প্রতিটি বিধান মানুষের ফিতরাহ এবং নারী ও পুরুষের জৈবিক আকর্ষণের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৫২] ইসলাম শুধু মানুষকে নিষেধ করে না, বরং এমন এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা দেয়, যা মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে থাকতে এবং আল্লাহর আনুগত্য করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে আধুনিক সেক্যুলার বিশ্বকাঠামো এমন এক চিন্তাধারা এবং ব্যবস্থা তৈরি করে যা ক্রমাগত মানুষকে গুনাহর দিকে ঠেলে দেয়।

দুই.

প্রেমের আলকেমির পেছনে খুব শক্তিশালী, খুব বড় একটা ফ্যাক্টর সেক্স। যৌনতা। যৌনতা এমন একটা বিষয় যার ছায়া এবং সীমানা থেকে নারীপুরুষের সম্পর্ক কখনোই বের হতে পারে না। নারী পুরুষের সম্পর্ককে যতোই রোমান্টিকভাবে উপস্থাপন করা

Men see bikini-clad women as objects, psychologists say, CNN, tinyurl.com/3uvcm42c

[৫২] '...তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে পরপুরুষের সঙ্গে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়।...' [সূরা আহযাব, আয়াত ৩২]

Woman's Voice in Quran, Islamweb - tinyurl.com/5bx6vwyf

নবী (ﷺ) বলেছেন - প্রত্যেক চোখই ব্যভিচারী। আর মহিলা যদি (কোনো প্রকার) সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো (পুরুষের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তবে সে ব্যভিচারিণী।' তিরমিযী ২৭৮৬, আবূ দাউদ ৪১৭৩ (আংশিক), সহীহুল জামে ৪৫৪০। ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

হোক না কেন, যতোই নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব কিংবা ভাইবোন পাতানো হোক না কেন, যতোই '*পবিত্র মন*' বা '*পবিত্র সম্পর্কের*' বুলি আওড়ানো হোক না কেন–তাতে বাস্তবতা বদলায় না। বিষয়টার উপর মানুষের সবসময় নিয়ন্ত্রণও থাকে না। যৌনতার কলকব্জাকে মানুষের মন সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। নারী এবং পুরুষকে পাশাপাশি রাখা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চালু হয়ে যায় যৌনতার রসায়ন।

আসলে প্রত্যেক নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর 'ট্রু লাভে'র অনুভূতিকে চালিত করে যৌনতা। শরীরী চাহিদা। আর শারীরিক এই ক্ষুধা আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে নানাভাবে।

'প্রেমে পড়া'র সময়টাতে এক দিকে মস্তিষ্কে চলতে থাকে হরমোনের বন্যা। অন্যদিকে শরীরী চাহিদার বাস্তবতা অস্বীকার কিংবা আড়াল করতে গিয়ে চলে নিজের সাথে নিজের মিথ্যাচার। দুইয়ে মিলে তৈরি হয় এক বিচিত্র মানসিক অবস্থা। হরমোনের স্রোত আর যৌনতার জোয়ারে ঠিকভাবে চিন্তা করাই কঠিন হয়ে যায়। তীব্র আবেগের এক কল্পজগতে মানুষ হাবুডুবু খেতে শুরু করে। যেটাকে আমরা প্রেম বলছি, যেটাকে আমরা পবিত্র বলে মহিমান্বিত করছি, তা আসলে শরীরী ক্ষুধা আর পিটুইটারির খেলা কেবল। সব কথা, কবিতা আর কল্পনার খেলাঘর পার হবার পর সত্য হলো, এই যে প্রেম–যার জন্য তুমি আকাশ-পৃথিবীর সীমারেখা ভুলতে বসেছো, তা আসলে তোমার মস্তিষ্ক আর যৌনাঙ্গের মিথস্ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই না।

জাপানে কিছু সস্তা হোটেল আছে। শরীরের উষ্ণতা ভাগাভাগি করতে উদগ্রীব যুগলদের জন্য চারদেওয়ালের ভেতরে একটা বিছানার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো এসব হোটেলের মূল কাজ। এই হোটেলগুলোতে পতিতাও মেলে সুলভ মূল্যে। সব দেশেই এ ধরনের হোটেল আছে, বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়া এই বাংলাদেশেও এখন আছে অনেক। তবে মজার এবং আমাদের আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক দিক হলো, এই হোটেলগুলোকে জাপানে বলা হয় 'লাভ হোটেল'। সাময়িক যৌন সুখের জন্য ঘণ্টা হিসেবে বিছানা ভাড়া দেওয়া ব্যবসার নাম হল ভালোবাসার হোটেল! এই তো ভালোবাসা! এক দিক থেকে এই নামটা প্রেমের বাস্তবতাকে খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলে। কারণ দিন শেষে প্রেমের শতো শতো গল্পের পেছনে মূল বাস্তবতা হল যৌনতা। সরাসরি স্বীকার না করলেও একটা পর্যায়ে আমরা সবাই এ বাস্তবতা জানি। উপলব্ধি করি।

এজন্যই তো ভালোবাসা দিবসগুলোতে কনডমের বিক্রি বেড়ে যায়, বিশেষ ছাড় কিংবা প্যাকেজ দেওয়া হয়, তাই না? বিশেষ দিবসগুলোতে আবাসিক হোটেলগুলোতে থাকে বিশেষ অফার। এজন্যই ক্লোজআপ কাছে আসার গল্পের মার্কেটিং এর জন্য বেছে নেয় হুড তোলা রিকশাকে। এজন্যই তো রিলেশনশিপের ওয়াজিব অংশ হয়ে যায় বিছানায় যাওয়া। এজন্যই তো ভালোবাসার নামে শুরু হওয়া পবিত্র সম্পর্ক ভাঙার কিছুদিনের

মধ্যে আরেক 'পবিত্র ভালোবাসা' খুঁজে নিতে দেরি হয় না। তাই না?

কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগছে? কষ্ট হচ্ছে মেনে নিতে?

আচ্ছা ধরো, তোমার কাছে দুইজন মেয়ে ম্যাথ বুঝতে আসলো। একজন ভোম্বলের মতো মোটা, দাঁত উঁচু। আরেকজন মোটামুটি সুন্দরী, ভালো ফিগারের। কাকে ম্যাথ বোঝাতে তোমার বেশি ভালো লাগবে? কার মুখে 'ভাইয়া' ডাক শোনার জন্য তোমার মন আঁকুপাঁকু করবে?

ক্যাম্পাসের একটা সুন্দরী জুনিয়র মেয়েকে সাহায্য করতে যেভাবে উতলা হয়ে যাও, কোনো ছেলেকে সাহায্য করার জন্য সেভাবে পাগল হও না কেন? কেন বেচারা ছেলেগুলোকে ধরে ধরে সিনিয়দের সালাম দেবার নিয়মকানুন শেখাও? মেয়েদের দিকে যেভাবে মনোযোগ দাও ছেলেদের কেন সেভাবে দাও না?

ঘরের মধ্যে তুমি এলোমেলো এলোচুলে ঘরোয়া পোশাকে থাকো। কিন্তু বাইরে বের হলে, ক্যাম্পাসে গেলে কেন সাজগোজ করে, মেকআপ করে, সুন্দর আকর্ষণীয় পোশাক পরে যাও?

পুরো দৃশ্যপট থেকে শারীরিক সৌন্দর্য এবং যৌনতার ব্যাপারটা ডিলিট করে দাও। এবার চিন্তা করো। সমীকরণ মেলাতে পারছো?

গার্লফ্রেন্ড যদি কখনোই সেক্স করতে না দেয়, শরীরে হাত দিতে না দেয়, তুমি তার সাথে প্রেম করবে? বয়ফ্রেন্ড যদি নপুংসক হয় তুমি তার সাথে সম্পর্ক চালিয়ে যাবে? যৌনতাবিহীন কোনো সম্পর্ক কী হবে?

সৎ হও। আমাকে বলতে হবে না, তুমি নিজের কাছে স্বীকার করে নাও যে এই ভালোলাগা, এই আকর্ষণ, এই প্রেমের মূলে রয়েছে যৌনতা।

সেক্স আসলে মানুষের ফিতরাহর একটা ব্যাপার। আলোবাতাস, পানি, খাবারের মতো আরেকটা প্রয়োজন। খাবার না খেলে যেমন ক্ষুধা লাগে তেমনি একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর[৫৩] সেক্স করতে না পারলে শরীরের ক্ষুধা জাগবে, এটা অতি স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তাছাড়া নারী পুরুষের ভালোবাসা, যৌনতা কেবল নিছক বিনোদন কিংবা শারীরিক ক্ষুধা মেটানোর পদ্ধতি না, প্রাণীজগতে জন্মের প্রক্রিয়াকেও এর সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। ব্যক্তি মানুষ থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, সভ্যতা সবকিছুকে যৌনতা প্রভাবিত করে।

নারীপুরুষের আদিম সম্পর্কের এই বাস্তবতাগুলোকে ইসলাম অস্বীকার করে না।

---

[৫৩] ইসলামী শরীআহর আলোকে আমরা জানি, এটা ঘটে স্বপ্নদোষ বা মাসিক (মেয়েদের ক্ষেত্রে) হবার মাধ্যমে বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হবার সময় থেকে। শরীআহ অনুযায়ী (স্বপ্নদোষ, মাসিক ইত্যাদি) বালেগ হওয়ার আলামত প্রকাশ হওয়ার পর থেকে তার ওপর সাবালকের বিধান প্রয়োগ হবে। এবং সাধারণত: এই সময় তার মধ্যে যৌনতার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এক রকম

ইসলাম আমাদের কাছে অতিমানবীয় কোনো কিছু দাবি করে না। তবে ইসলাম সুনির্দিষ্ট পথ দেখিয়ে দেয়। আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা যৌনতা ও আকর্ষণের বিষয়গুলোকে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে, শৃঙ্খলের মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন –যেন শয়তান মানুষকে প্রতারিত করতে না পারে। যেন যৌনতার ফাঁদে পড়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে না যায়। যৌনতার জন্য আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা নির্ধারণ করেছেন বিয়ের বন্ধনকে।[৫৪] নারীপুরুষের পর্দার বিধান দিয়েছেন, চোখের হিফাযত করতে বলেছেন। সমাজে নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশাকে নিষিদ্ধ করেছেন। অশ্লীলতা থেকে দূরে সরে থাকার প্রতিদান হিসেবে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যিনা-ব্যভিচারের সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে বলেছেন,

'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ এবং তা কত না মন্দ পথ! (যা অন্যান্য নিকৃষ্ট কর্ম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়)।'[৫৫]

কিন্তু যৌনতার এই দিকটা আধুনিক বিশ্ব কেন যেন স্বীকার করতে চায় না। উল্টো নানা অজুহাত আর রোমান্টিক রহস্যের চাদরে আড়াল করতে চায় নারীপুরুষের চিরাচরিত আকর্ষণের এই আলকেমিকে। একই সাথে ক্রমাগত সবক দিয়ে যায় ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা আর যেমন খুশি তেমন যৌনতার। শায়খ আলী তানতাউয়ী (রহ.) ছিলেন গত শতাব্দীর একজন বিখ্যাত আলিম, বিচারক। বিশ হাজারের মতো বিয়ে সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করেছিলেন তিনি। তিনি বলেন,

'মনে রাখবে, প্রেম শুধু যৌন সম্পর্কের আগ্রহেরই নাম। কবিরা যতোই প্রেমকে সুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত করে উপস্থাপন করুক, ভদ্র ও নিষ্কাম প্রেম ফালতু কথা। এর সমাদর শুধু পাগল ও যুবকদের কাছে।

যুবক যুবতীর প্রেম হলো যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা, এ আকাঙ্ক্ষা শেষ হলে তাদের প্রেমও শেষ হয়ে যায়। প্রেমপাগল মজনুর তখন হুঁশ ফেরে। তার চোখে লায়লা তখন অন্য সাধারণ নারীর মতোই ধরা দেয়। পেট ভরে গেলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খাবারের প্রতি যেমন কোনো আগ্রহ থাকে না, তেমন মেয়েটির প্রতি তারও কোনো আগ্রহ থাকে না।

প্রেম এক সাময়িক বন্ধন। যা প্রথম স্পর্শেই ছিন্ন হয়ে যায়। স্পর্শ বলে কী বোঝাচ্ছি আশা করি বুঝতে পেরেছো।'[৫৬]

নাও হতে পারে। কারো ওপর সাবালকের বিধান প্রয়োগ হওয়ার পরও তার কাম না থাকতে পারে। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে বালেগ হবার আগেই কোনভাবে তার মধ্যে কাম তৈরি হয়ে যেতে পারে।

[৫৪] নবী (ﷺ) বলেছেন – 'হে যুবকের দল, তোমারদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে। (বুখারী ৫০৬৫, মুসলিম ১৪০০ ইফা. ৩২৬৮)'

[৫৫] সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৩২

[৫৬] লাভ ম্যারেজ, শায়খ আলী তানতাউয়ী, বইঘর পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা ১৫-১৬

মিথ্যায় বসত

প্রেম, ভালোবাসা নিয়ে আমরা একটা মোহের মধ্যে থাকি। শত বাস্তবতা আর তথ্য উপেক্ষা করে বুঁদ হয়ে থাকি কল্পনার এক জগতে। প্রশ্ন হল, এই কল্পজগৎ কীভাবে তৈরি হলো?

আমরা এমন এক কালচারের মধ্যে বসবাস করছি যা ছোটবেলা থেকেই মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে, মানব অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রেম খুঁজে ফেরা, প্রেমের মাঝে জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পাওয়া, প্রেমকে জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেওয়া, প্রেমের জন্য জীবন দেওয়া, প্রেমের জন্য মারামারি করা ইত্যাদি। গল্প, উপন্যাস, সিনেমা, নাটক, টিভি সিরিয়াল, মিউযিক ভিডিও, বিজ্ঞাপন, পত্রিকার পাতা, বিলবোর্ড–সবগুলো মাধ্যম থেকে প্রচারিত হচ্ছে একই গল্পের নানা সংস্করণ।

ছোটকাল থেকে শুনে আসা ডিযনির সবচেয়ে বিখ্যাত কিছু গল্পের কথা চিন্তা করুন। সিনডারেলা, বিউটি অ্যান্ড দা বিস্ট, রাপুনযেল, স্নো ওয়াইট, লিটল মারমেইড– প্রত্যেকটা গল্পে একটা কমন থিম পাবেন। গল্পের মূল চরিত্রের জীবন ছিল মলিন, কষ্টের। হঠাৎ পবিত্র ভালোবাসার জাদু স্পর্শে সেই জীবন সুন্দর, উপভোগ্য আর মোহনীয় হয়ে গেল। মেসেজটা স্পষ্ট। প্রেমের কষ্টিপাথরে মরচে পড়া জীবন আমূল বদলে স্বর্ণ হয়ে যায়। কোনো মানুষ গল্পের প্রথম অংশের মনমরা ফিকে হওয়া জীবন চায় না। সবাই চায় গল্প শেষের ঘোরলাগা চোখের সুখের দিনগুলো। ঠিক একই ধরনের মেসেজ পাওয়া যায় বলিউডের হাজারো সিনেমা আর দেশের নাটক-সিনেমা, উপন্যাস আর গল্পগুলোতে।

কথাগুলো কাউকে বলে দিতে হয় না। লিখে দিতে হয় না বানান করে করে। আমাদের মন ও মস্তিষ্ক সহজাতভাবে মেসেজটা ধরতে এবং এর মর্মোদ্ধার করতে পারে। প্রেম শুধু জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ না, প্রেম ছাড়া জীবন রঙহীন, নিষ্প্রাণ। রূপকথার রাজপুত্রের গল্প রাজকন্যাকে ছাড়া অপূর্ণ। রাজপুত্রের প্রেম ছাড়া রাজকন্যার অস্তিত্ব অর্থহীন। মানবজন্মের স্বার্থকতা হল প্রেমে। জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার চূড়ো হলো প্রেম। প্রেমই মুখ্য, প্রেম ছাড়া বাকি সব কিছু সাইডস্টোরি, বাকি সবাই এবং সব কিছু পার্শ্বচরিত্র।

আর এভাবেই এক সময় এই বিচিত্র বিশ্বাস প্রচলিত হয়ে যায়। রাস্তায়, রিকশায়, পার্কে, বাসে উপচে পড়া প্রেমের ভিড়ে চলাফেরা একসময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একুশে থেকে পহেলা বৈশাখ, শোক দিবস থেকে বিজয় দিবস, সব ছুটির দিন একসময় পরিণত হয় ভ্যালেন্টাইনে। মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, সমাজ, সংস্কৃতি সব আমাদের এই দিকে ঠেলে দেয়। হাইস্কুলের ছাত্র থেকে চল্লিশের ঘরে পা দেওয়া বিবাহিত মানুষগুলো পর্যন্ত সবাই হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায় ঐ 'পবিত্র প্রেম'কে, যা তাদের অর্থহীন জীবনকে অর্থ এনে দেবে।

কিন্তু এই কল্পজগতের সাথে বাস্তবতার মিল কতোটুকু? রূপকথা আর রূপালি পর্দা থেকে ধার করা এই স্বপ্নগুলোর বাস্তব পরিণতি আসলে কী?

প্রেমের এই গল্প যে মিথ্যে তার কয়েকটা দিক আমরা এরই মধ্যে আলোচনা করেছি। প্রেমে পড়ার উথালপাথাল অনুভূতি আর বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গ পাবার তীব্র ইচ্ছের পেছনে থাকে হরমোন আর যৌনতার প্রভাব। কিন্তু প্রেমের এই মিথগুলোর মিথ্যে হবার আরো কিছু দিক আছে।

প্রেমের মিথের আরেকটা বড় মিথ্যা হলো সাময়িক মোহকে চিরন্তন হিসেবে দেখানো। সেই অনাদিকাল থেকে মোহ আর প্রেমের কতো ফুল ফুটলো! কতো প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমের শপথ করে কবিতা আউড়ে কসম খেলো—ভালোবাসার জন্যে তারা জীবন বিলিয়ে দেবে নিঃশঙ্কচিত্তে, আপন করে নেবে দুঃখের প্রত্যেকটি দ্বীপকে, দরকার হলে দাঁড়িয়ে যাবে পুরো পৃথিবীর বিপক্ষে, তবুও ভালোবাসার অসম্মান হতে দেবে না। পরম আদরে ভালোবাসাকে বুকে জড়িয়ে রাখবে আজীবন, আকাশ বাতাস আর যমীনকে সাক্ষী রেখে তারা উদাত্ত কণ্ঠে জানান দিলো—জীবন চলে গেলেও অন্য কাউকে মেনে নেবে না জীবনসঙ্গী হিসেবে। অথচ কক্ষপথে কিছুটা পরিভ্রমণ শেষে একটু বুড়ো হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে বসে সেইসব বোকা, মিথ্যুক প্রেমিকের দল অন্য কারো চোখে চোখে রেখে আবারো খেলো সেই একই পুরোনো কবিতার মিথ্যা কসম!

ফিযিক্সের থিওরি, ফেইসবুকের ট্রেন্ড, রাজনীতি, সিংহাসন, নিয়ন আলোর রাজপথ... আল্লাহর কালাম আর দ্বীন ছাড়া সবকিছুই বদলে যায় সময়ের সাথে সাথে। প্রেমও তাই। মোহ কেটে গেলে, নেশা কেটে যায়। প্রেমও হারিয়ে যায় খুব দ্রুত। কিন্তু তার আগে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় একেকটা জীবন...উহু, শুধু জীবন না। ছারখার করে দেয় পরিবার, সমাজ... এবং সভ্যতা!

ওর সাথে পালালাম

এক.

পরপর বেশ অদ্ভূত কয়েকটা ঘটনা ঘটলো সেদিন। অল্প সময়ের ব্যবধানে। তবে ঘটনাগুলো থেকে কোনো উপসংহার টানার মতো বয়স ছিলো না আমার। বেশ ছোট ছিলাম, ক্লাস থ্রি বা ফোরে পড়ি কেবল।

নদীর ধারেই ছিল আমাদের স্কুল। হাইস্কুল, প্রাইমারি স্কুল পাশাপাশি। কমন মাঠ। মনে আছে সেদিন বাতাস হচ্ছিল ব্যাপক। একটা বাবলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম হাইস্কুলের মেয়েদের কমন রুমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে শিউলি আপা।[৫৭] একটু উসখুস করছে। হঠাৎ করে মাটি ফুঁড়েই যেন উদয় হলো হাসান ভাই। আমাদের এলাকার স্ট্রাইক বোলার। সে সময়ের ক্রেজ শোয়েব আখতারের মতো বোলিং অ্যাকশান। প্রথম ওভারে একটা বোল্ড আউট করবেই করবে। হাসান ভাইকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। স্কুলে তার কাজ কী? সে তো স্কুল পাশ দিয়ে ফেলেছে!

হাসান ভাই শিউলি আপার দিকে এগিয়ে গেলো। ম্যাজিকের মতো শিউলি আপার হাতে একটা ট্রাভেল ব্যাগ বের হয়ে আসতে দেখলাম। হাসান ভাই ব্যাগটা নিয়ে একটা দৌড় দিলো। বল ছোড়ার আগে রানআপ নেবার সময় যে স্পিডে দৌড়াতো, তার চাইতেও বেশি জোরে। দেখলাম ব্যাগ নিয়ে সে দৌড়ে স্কুলের পেছনের রাস্তায় চলে গেল। সেখানে তার সাথে যোগ দিল আপন ভাই।

এরপর তারা কী করলো, কোথায় গেল, তা আর খেয়াল করিনি। স্কুলে একটা নতুন লাইব্রেরি হচ্ছে। সেটা নিয়েই বেশ উত্তেজিত ছিলাম আমরা। লাইব্রেরির আলোচনায় মজে গেলাম। একটু পর ক্লাসের ঘণ্টা পড়লো।

স্কুল ছুটির পর বাসায় ফিরে ভাত খাচ্ছি। আমি, আমার বোন, আম্মু। আকাশ কালো করে বৃষ্টি ঝরেছে ঘণ্টাখানেক। এখন বৃষ্টিটা ধরে আসলেও মাঝে মাঝে মেঘ গর্জন করে জানান দিচ্ছে—আরে আমি আছি, যাই নাই এখনো। দক্ষিণ দিকের দরজাটা খোলাই ছিল। সে দরজায় উদয় হলো ভীষণ দুঃখিত এক মূর্তি। মনে হচ্ছে দুনিয়ার সব দুঃখ সিন্দাবাদের ভূতের মতো তার উপর এসে ভর করেছে।

[৫৭] ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য সবার নাম বদলে দেওয়া হলো। বাকি ঘটনা সত্য।

'আম্মাজান, আমার মেয়েটা কোথায়, বলতে পারিস? ওকে খুঁজে পাচ্ছি না'—বুক ফাটা আর্তনাদ করে আমার বোনকে প্রশ্ন করলো লোকটা।[৫৮] আরে, এ যে বকুল কাকু! শিউলি আপার বাবা!

ভরদুপুর, কিন্তু মেঘ আর বৃষ্টির কারণে সন্ধ্যার মতো মনে হচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকের আলো-আঁধারিতে আমাদের দরজায় দাঁড়ানো পৃথিবীর সব হারিয়ে ফেলা এক পিতা, তার অসহায় আর্তনাদ...এ দৃশ্যের কথা আমি ভুলতে পারি না। সেই ঘটনার পর বহু বছর পেরিয়ে গেছে। সময়ের প্রলেপে সব ক্ষতই সেরে উঠে। কিন্তু এই দৃশ্য, সেই বুক চেরা আর্তনাদের স্মৃতি এখনো বিষণ্নতায় ভোগায় আমাকে। দম ফেলার সময় নেই এমন কর্মব্যস্ত দিনেও উদ্যমহীন করে ফেলে।

শিউলি আপাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্কুল থেকে বাসায় ফেরেনি। আলমারি থেকে জামা কাপড় সোনার গহনা সব মিসিং! আপন ভাইয়ের সাথে শিউলি আপার প্রেম ওপেন সিক্রেট। এটা পাড়ার যেকোনো ছাগলকে জিজ্ঞাসা করলেও কাঁঠাল পাতা চিবানোর ফাঁকে ফাঁকে সে বিস্তারিত সব বলে দিতে পারবে! কাজেই দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানো কোনো কঠিন কাজ ছিল না।

আম্মু আর আপুর পরামর্শে আমাদের বাসার কাছেই শিউলি আপার অন্য এক বান্ধবী টিনা আপার বাসায় গেল বকুল কাকু। তার পিছু পিছু গেল হাউমাউ করে কাঁদতে থাকা কাকী।

পরে জেনেছিলাম সেই বাসাতেই লুকিয়েছিল শিউলি আপা। টিনা আপা আর তার পরিবার বকুল কাকুকে মিথ্যা বলে। সেখানেও খুঁজে না পেয়ে বকুল কাকু পাগলের মতো হয়ে যায়। বুক চাপড়ে কান্না করতে করতে এর ওর বাড়িতে খুঁজতে থাকে।

মেয়েকে হারানোর ভয়ে ভীত বকুল কাকুকে যখন টিনা আপা ভূগোল বোঝাচ্ছিল, তখন ধানের গোলায় লুকানো শিউলি আপা সব শুনছিল, উঁকি মেরে দেখছিলও। বুঝতে শেখার পরে অনেকবার মনে হয়েছিল শিউলি আপাকে একবার প্রশ্ন করি—বাবার এমন অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা দেখার পরেও আপনার মনে এতোটুকুও দয়া হলো না? একবার মনে হলো না, বের হয়ে বাবার হাত ধরে বলি—বাবা ভুল হয়ে গেছে, চলো বাড়ি চলো! বাবার এতো ভালোবাসা, এতো মায়া, এতো মমতার কি কোনো দাম নেই? প্রেম কি এতোটাই অন্ধ?

দুই.

ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার মোড়। সন্ধ্যা।

রাস্তায় পড়ে আছে ১৯-এ পা দেওয়া এক তরুণী।

---

[৫৮] শিউলি আপা আর আমার বোন একই ক্লাসে পড়তো।

শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। উঠে দাঁড়াতেও পারছে না। কাতর কণ্ঠে সাহায্য চাইলো পথচারীদের কাছে। একজন তাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। হঠাৎ করেই দুনিয়ার নির্মম কুৎসিত দিকটা উন্মোচিত হয়ে গেছে তার সামনে। অথচ তিন দিন আগেও সম্পূর্ণ অন্য জীবন ছিল তার।

তামজিদ হোসেন আদর (২২) মেয়েটার দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই। যাত্রাবাড়িতেই থাকে দুজন। দুজনই আবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। এক বছর তিন মাস ধরে প্রেম করছিল তারা। তিন দিন আগে বিয়ে করবে বলে বাসা থেকে চলে আসে দুজন। রোমাঞ্চকর জীবনের স্বপ্নের আবির নেমেছিল তরুণীর চোখে। তিন দিন তারা বিভিন্ন জায়গায় কাটিয়ে দেয়। সব শেষ সোমবার বেলা তিনটার দিকে তাকে ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার এলাকার একটি হোটেলে নিয়ে যায় তামজিদ।

হোটেল রুমটিতে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল আরো তিন জন। প্রেমিক তামজিদ আশ্বস্ত করে, 'ওরা বিয়ের সাক্ষী হতে এসেছে, জান'। নিশ্চিন্ত হয় সে। কিন্তু তারপর নরক নেমে আসে হোটেলের সেই রুমে...

...ওরা চারজন মিলে ধর্ষণ করে তাকে। এক পর্যায়ে ভয় দেখায়–কাউকে কিছু জানালে জানে মেরে ফেলবো, আর তোর নগ্ন ছবিও ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

ধর্ষিত, প্রতারিত, মৃত্যুভয়ে ভীত তরুণী কাউকে কিছু জানাবে না বলে আশ্বস্ত করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাইরে এসে রাস্তায় পড়ে যায় সে।[৫৯]

***

সিলেট। ওসমানীনগর।

মোবাইল ফোনে প্রেমের সম্পর্ক। তারপর প্রেমিককে বিয়ে করতে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় ১৭ বছরের কিশোরী। কিন্তু নির্ধারিত স্থানে গিয়ে দেখে প্রেমিক নেই। হতাশ কিশোরীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে গ্যারেজে নিয়ে রাতভর ধর্ষণ করে এক সিএনজি চালক।[৬০]

***

ঘাটাইল উপজেলার গৌরিশ্বর গ্রামের আসকরের ছেলে আল আমিন (২৫) এর সঙ্গে মোবাইলে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এক স্কুলছাত্রীর। ঈদুল আযহার সময় প্রেমিকের ফোন পেয়ে ওই কিশোরী নানার বাড়ি থেকে তার সঙ্গে ঘাটাইল উপজেলার চেংটা গ্রামে যায়। বিয়ের আশ্বাস দিয়ে একটি বাড়িতে রেখে একটানা ২৫ দিন ওর সাথে

---

[৫৯] বিয়ের প্রলোভনে হোটেলে নিয়ে চার বন্ধু মিলে ধর্ষণ, dhakamail.com, মার্চ ০৮, ২০২২- tinyurl.com/bryx2ftp

[৬০] প্রেমিককে বিয়ে করতে গিয়ে সিএনজি চালকের হাতে ধর্ষিত কিশোরী,gmnewsbd, নভেম্বর ২১, ২০১৭- tinyurl.com/m6k85awy

শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয় প্রেমিক। পরে আত্মীয়ের বাসায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলে কালিহাতী উপজেলার এলেঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে আসে। বাসস্ট্যান্ডে আল আমিনের বন্ধু, পাচারকারী চক্রের সদস্য ট্রাকচালক মাসুদের ট্রাকে উঠে তাদের গন্তব্যে রওনা হয়।

পরদিন ভোর ৫টার দিকে একটি ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় ওই স্কুলছাত্রীকে। সেখানে চার-পাঁচজন মিলে তাকে গণধর্ষণ করে। পরে তাদের আলাপচারিতায় কিশোরী বুঝতে পারে, তাকে ভারতে পাচার করার পরিকল্পনা করছে ওরা। পরে সে কৌশলে সেখান থেকে পালিয়ে বেনাপোল বাসস্ট্যান্ড আসে। সেখান থেকে বাড়িতে ফেরে সে।[৬১]

***

ধর্ষণ, প্রতারণা, আত্মহত্যা বা খুনের এমন ঘটনা খুবই কমন। তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। হয়তো ভাববে, '*আরেহ! আমার সাথে কখনোই এমন কিছু হবে না। ও আমাকে এতো ভালোবাসে, আমাকে করবে ধর্ষণ! আমার সাথে করবে প্রতারণা! এসব বিশ্বাস করতে বলেন আমাকে?*'

আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে না, তুমি গুগলে ৫/১০ মিনিট একটু সার্চ করে দেখো। ধর্ষণ, খুনের ঘটনা পড়তে পড়তে অসুস্থ হয়ে যাবে। এরাও সবাই তোমার মতো উপেক্ষা করেছিল সকল সতর্ক সংকেত। প্রেমে মোহান্ধ মন আপাদমস্তক বিশ্বাস করেছিল এমন মানুষকে যাদের হাতেই অসংখ্যবার খুন হয়েছে তারা।[৬২]

সমাজ তথাকথিত আধুনিক, প্রগতিশীল, মুক্তমনা হবার সাথে সাথে ধর্ষণ খুনের মতো ঘটনাগুলোও বাড়ছে হু হু করে। তবে সংবাদ মাধ্যমে আসার চাইতে, না আসা ঘটনার সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। অন্তত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি ধর্ষিত হয়েছি এটা ঢাকঢোল পিটিয়ে বলতে চায় না অনেকেই।[৬৩] বাড়ি থেকে পালানোর পর প্রেমিকের হাতে, প্রেমিকের বন্ধুদের কাছে বা হোটেলের ম্যানেজার, কর্মচারী, বাসের ড্রাইভার,

---

[৬১] ৪-৫ জন মিলে কিশোরী প্রেমিকাকে ৩৪ দিন ধরে ধর্ষণ, উদ্দেশ্য ছিল পাচারের, news২৪bd.tv, অক্টোবর ২২, ২০২১- tinyurl.com/bdhanjz9

[৬২] লালমনিরহাটে মুসলিম কিশোরীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ভারতে পাচার করে এক হিন্দু কিশোর। ভারত থেকে সেই কিশোরীর হৃদয়বিদারক কান্না দেখে স্থির থাকা কঠিন- SK media ইউটিউব ভিডিও, Aug ১২, ২০২২-tinyurl.com/24v9tsft

jamuna Tv ইউটিউব ভিডিও, Aug ১২, ২০২২- tinyurl.com/mur9sxam

প্রেমিককে বিয়ে করতে গিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার, বাংলাভিশন, সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২২

tinyurl.com/ya3hurjb

বিয়ের আশ্বাসে বন্ধুর সাথে হোটেলে উঠে গণধর্ষণের শিকার তরুণী, হোটেল ম্যানেজারসহ গ্রেফতার ৬, ২৪ghonta.news, অক্টোবর ১২, ২০২০- tinyurl.com/muec63ar

১৩ ধর্ষণ গণধর্ষণ, দ্যা নিউজ নারায়ণগঞ্জ ডটকম, জুলাই ৯, ২০২২-tinyurl.com/msxv57n9

[৬৩] শুধু বাংলাদেশ না, ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতেও ধর্ষণের ঘটনার রিপোর্ট খুবই কম হয়। সামনে আলোচনা হবে ইন শা আল্লাহ।

হেল্লার বা যেখানে বাসা ভাড়া নিয়েছিল সেখানকার কারো হাতে ধর্ষণের শিকার হবার পর, কিংবা প্রেমিক পালানোর পর চুপি চুপি ঘরে ফিরে আসার ঘটনা নেহায়েত কম নয়। মফস্বল বা গ্রামগুলোতে এসব ঘটনা চাপা না থাকলেও ঢাকা বা অন্যান্য বড় শহরের স্বার্থপর নাগরিক জীবনে এমন অজস্র ঘটনা চাপা পড়ে থাকে। কেউই হয়তো জানছে না, সামাজিকভাবে লজ্জিত, লাঞ্ছিতও হতে হচ্ছে না, বিয়েও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু থেকে যাচ্ছে দুঃসহ সব স্মৃতি। সারাটা জীবন তাড়া করে বেড়াচ্ছে। বোবা কান্না, গ্লানিবোধ আর বিষাদ কুরে কুরে খাচ্ছে বাকি জীবনটা। কেলেঙ্কারির ভয়ে বিচারও চাওয়া যায় না। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক হলো ধর্ষণ বা শারীরিক মিলনের ভিডিও করে রাখার ট্রেন্ড। একবার ভিডিও বা ছবি তুলে রাখার পর সেটা দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে চলে সিরিজ আকারে ধর্ষণ, গণধর্ষণ। টাকাপয়সা দিয়েও পার পাওয়া যায় না!

আর গ্রাম বা মফঃস্বল হলে কী ভয়াবহ অবস্থার মুখোমুখি যে হতে হয়, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ কল্পনা করতে পারে না। প্রতিনিয়ত প্রতিবেশীদের কাছে অপমানিত, লাঞ্ছিত হতে হয় পরিবারের সবাইকে। বিয়ে হতে চায় না। পতিতা, বাজারি মেয়ে টাইপের চিরস্থায়ী ট্যাগ লেগে যায়...একটা পরিবার আসলে একদম শেষ হয়ে যায়। ঘরে ফিরে আসলেও জীবনে আর ফেরা হয় না।

আপু, তুমি হয়তো বুঝতে পারবে না তোমার বাবার কাছে, তোমার ভাইয়ের কাছে তোমার স্থান কোথায়। তোমার জন্য কতোটা ভালোবাসা, কতোটা স্নেহ, কতোটা আবেগ জমানো রয়েছে তাদের বুকে! তোমার এক বিন্দু অসম্মান হবে, তোমাকে নিয়ে কেউ বাজে কথা বলা দূরে থাক বাজে চিন্তা করবে এটাও তারা মেনে নিতে পারেন না।[৬৪] একজন সত্যিকারের গায়রত সম্পন্ন মুসলিম ভাই বা বাবা তোমার সম্মান রক্ষার জন্য প্রয়োজনে নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারেন। মদীনার এক ইহুদি একজন মুসলিম নারীর সম্মানহানির চেষ্টা করেছিল শোনার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করেন। যুদ্ধের পোশাক পরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন। দূর ভারত মহাসাগরের বুকে মুসলিম বোনের সম্মান রক্ষার জন্য ১৭ বছরের মুহাম্মাদ বিন কাসিম সেনাবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। অত্যাচারী শাসক মুহতাসিম পর্যন্ত মুসলিম বোনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুবিশাল বাহিনী পাঠান রোমানদের বিরুদ্ধে। এইতো নিকট অতীতেই তৃতীয় উমর নামে পরিচিত মাদ্রাসার এক শিক্ষক ধর্ষিতা বোনের সম্মানের প্রতিশোধ নেবার জন্য বেরিয়ে পড়েন ছাত্রদের নিয়ে। বদলে ফেলেন আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস! এখনো মেয়ের ধর্ষককে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণের ঘটনাও মাঝে মাঝেই শোনা যায়!

তুমি একবার কি বোঝার চেষ্টা করবে তোমার সম্মান তোমার বাবা, ভাই বা পরিবারের বাকি সদস্যদের জন্য কতোটা গুরুত্বপূর্ণ?

---

[৬৪] ধর্ষণের বিচার না পাওয়ায় মেয়েকে নিয়ে বাবার আত্মহত্যা!, ntvbd.com, এপ্রিল ২৯, ২০১৭- tinyurl.com/2mm49zjs

আর সেই তুমিই নিজে যেচে পড়ে তোমার ইজ্জত অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছো। অন্যরা তোমাকে ব্যবহার করে ছেড়ে দিচ্ছে, তুমি গুমরে গুমরে কাঁদছো, তোমার ভিডিও, ছবি ঘুরে বেড়াচ্ছে অনলাইনে। পত্রিকার শিরোনাম বা সম্পাদকীয়তে তোমাকে নিয়ে লেখা হচ্ছে, তোমার বিয়ে হচ্ছে না, তুমি ঝুলে পড়ছো ফ্যানের সাথে...এমন পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থাটা কী হয় একবার চিন্তা করো!

তোমার বাবার কলিগ, তোমার পাশের বাসার আন্টি–ওরা কি তোমার আব্বু আম্মুকে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে দেবে? টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে আদরের যেই ভাইটাকে তুমি চকলেট কিনে দিতে, সেই ভাইটা স্কুলে যাবে কীভাবে সেটা কি কখনো ভেবে দেখেছো? যখন আশেপাশের মানুষজন আড়ালে আবডালে তোমাকে পতিতা হিসেবে সম্বোধন করে, যখন তোমাকে নিয়ে রসালো আলোচনা চলে–তোমার ভাই বা বাবা উপস্থিত হলে সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা বদলে ফেলে, কলজের মধ্যে ছুরি মারা টিটকিরির রহস্যময় হাসি হাসে, যখন তোমার সম্পর্কে অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলো করে...তখন তাদের অবস্থা কেমন হয়? কীভাবে সহ্য করে তারা?

তুমি এতো স্বার্থপর কেন? বাবার প্রতি, ভাইয়ের প্রতি, পরিবারের প্রতি তোমার ভালোবাসা কোথায়? কোন অধিকারে তুমি তাদের ভালোবাসা তুচ্ছ করছো? এতোদিন ধরে কোলে পিঠে, খেয়ে না খেয়ে তোমাকে মানুষ করেছে তারা। সেই ভালোবাসাকে তুমি কীভাবে অস্বীকার করছো? কোন ভালোবাসা পায়ে ঠেলে কোন ভালোবাসার জন্য ঘর ছাড়ছো তুমি? ভালোবাসার কিছু বোঝো তুমি?

ভাইয়া, একবার ভাবো তোমার বোনের সাথে যদি কেউ এমন করতো, তোমার বোনকে যদি কেউ এভাবে 'খেয়ে ছেড়ে দিতো' বা তোমার মেয়েকে যদি কেউ ব্যবহার করে, তোমার কেমন লাগবে? তুমি মেনে নিতে পারতে? জানোয়ারটাকে খুন করে ফেলতে না? তুমি কি চাইবে তোমার বোন কোনো ছেলের সাথে বিছানায় যাক? তাহলে কীভাবে আরেকজনের আদরের মেয়ে, আরেকজনের বোনের সাথে তুমি এমন করার কথা চিন্তা করো?

দেখো, তোমাদের এই বয়সটাতে আসলে সংসার জগৎ সম্পর্কে তেমন ধারণা থাকে না। তোমরা ভাবো যে অনেক বড় হয়ে গেছো, অনেক কিছু বুঝে ফেলেছো; কিন্তু আদতে সংসারের অলিগলি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা থাকে প্রায় শূন্যের কোঠায়।

প্রেম করা আর বিয়ে করে এক ছাদের নিচে থাকা আসলে এক জিনিস না। তোমার কি মনে হয় রোমিও-জুলিয়েট বা লাইলী-মজনু ঘর বাঁধার সুযোগ পেলে রূপকথার মতো সুখে শান্তিতে বসবাস করতো? বিয়ের পাঁচ বছর পর বা দুই বাচ্চার মা হবার পর বিয়ের আগে প্রেম করা অবস্থায় তারা যেমন জীবনের স্বপ্ন দেখতো তেমন জীবন যাপন করতে পারতো? আচ্ছা বলো তো, বেশির ভাগ নাটক কিংবা সিনেমায় শুধু বিয়ের আগের প্রেম থেকে শুরু করে বিয়ে পর্যন্ত কেন দেখানো হয়? কেন পরের

অংশ দেখানো হয় না?

একটু খোলাখুলি কথা বলি। সত্য প্রকাশে আসলে লজ্জা করতে হয় না। '*একে অন্যকে ছাড়া বাঁচবো না*', '*ওকে ছাড়া আমি কাউকে স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে পারবো না*', একদিন না দেখলে পাগলের মতো হয়ে যাওয়া (হালের আঁতেল সাহিত্যিকরা যাকে '*তোমাকে দেখার অসুখ*' হিসেবে ব্যাখ্যা করে), এক ঘণ্টা ইনবক্সে আপডেট না পেলে অস্থির লাগা–এসব কিছুর পেছনেই শরীরের রহস্য একটা বড় ফ্যাক্টর।

বিয়ের আগে একজন অপরকে পরিপূর্ণরূপে আসলে পায় না।[৬৫] একটা রহস্য, একটা রোমাঞ্চ থেকেই যায়। বিয়ের পর এই রহস্যের জট আস্তে আস্তে খুলতে থাকে। মাথা ঠাণ্ডা হয়। কৌতূহল মিটে যায়। সেই সাথে কমতে থাকে আগেকার আবেগ-অনুভূতিগুলোর তীব্রতা। পাশাপাশি বিয়ের আগে প্রায় সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকে একটা ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে–'*ওকে আমার বউ বানাতেই হবে*' বা '*ওকে আমার স্বামী করতেই হবে*'। বিয়ের পরে তো এ ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যায়। শরীরের রহস্য উন্মোচিত, নিজের তীব্র ইচ্ছাও পূর্ণ...মোহ, আবেগ কমে যায়, একসময় একেবারে হারিয়েই যায়। মোহের চশমা খুলে তখন বাস্তবতার চোখে পরিষ্কারভাবে সব কিছু দেখা শুরু হয়।

বাসা থেকে পালানোর সময় সঙ্গে করে কিছু টাকা, স্বর্ণের গহনা ইত্যাদি নিয়ে যাবে হয়তো। কোনো বন্ধু, আত্মীয় বা হোটেলে উঠবে। কয়েকদিন পর যখন আত্মীয়ের বাসায় আর থাকা সম্ভব হবে না, বা টাকা ফুরিয়ে যাবে তখন ভালোবাসাটাও আস্তে আস্তে ফুরাতে শুরু করবে।

ভাইয়া, প্রেম করার সময় বাপের হোটেলে খেতে তুমি। টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করা লাগতো না, এখন টাকা কামানোর জন্য তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে। অনেক অড জব করতে হবে। একদিন হয়তো ভালো লাগবে, দুইদিন হয়তো মনে হবে যে, তুমি তোমার ভালোবাসার মানুষের জন্য কষ্ট করছো, আত্মতৃপ্তি আসবে...কিন্তু কিছুদিন পর পরিশ্রমের ধকল সামলাতে পারবে না।

আপু, বাসায় থাকতে হয়তো তুমি জীবনেও রান্নাঘরের চৌকাঠেও পা রাখোনি, খাবার জন্য হয়তো বিছানা থেকেও নামোনি, বিছানাতে খাবার দিয়ে গেছে। তোমাকে এখন কালিঝুলি মেখে রান্না করা লাগবে, হয়তো বস্তি টাইপের বাসায় থাকা লাগবে। ঘরের সব কাজ করা লাগবে। একদিন দুইদিন ভালো লাগলেও বেশিদিন এমন জীবন যাপন সহ্য করতে পারবে না। তোমাদের আগে যে লাইফস্টাইল ছিল, যে খাবার দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদে অভ্যস্ত ছিলে, সেটা আর পাবে না। অনেক, অনেক, আবারো বলি, অনেক সংগ্রাম করতে হবে। সংসারে অভাব অনটন আসবে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের

[৬৫] যদি যিনা-ব্যভিচারে না জড়ায়, বা অল্প কয়েকবার জড়ায়। আর যারা বিয়ের আগেই ফুলটাইম স্বামী-স্ত্রীর মতো জীবন যাপন করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিয়ের পরপরই তাদের সম্পর্কের বারোটা বেজে যায়।

কারণে শরীরে ক্লান্তি আসবে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাবে। শুরু হবে সংসারে অশান্তি, গণ্ডগোল, মারামারি! এখান থেকেই শুরু হবে বিচ্ছেদের পথ!

দেখো, মানুষের অন্তর শুধু প্রেমিক বা প্রেমিকাকে ভালোবেসে বা ভালোবাসা পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহ মানুষকে এভাবে বানাননি। মানুষের অন্তরে বাবা, মা, ভাই, বোনের জন্য ভালোবাসার একটা স্থান আছে। এই ভালোবাসা অন্য কিছু দিয়ে পূরণ হবে না। খালিই থেকে যাবে। পরিবার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে পালিয়ে গিয়ে তুমি ভালোবাসার এই স্থানটা অপূর্ণ রেখে দিচ্ছো। মোহ কেটে যাবার পরপরই হৃদয়ের এই অপূর্ণ স্থান থেকে অনবরত রক্তক্ষরণ হবে তোমার। বিশেষ করে সংসারের প্রকৃত নির্মম, কঠোর বাস্তবতা তোমার সামনে এসে হাজির হবার পর। মানুষের জীবনে পরিবার খুব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে নিজেকেই আল্লাহর আসনে বসানো পাশ্চাত্য সভ্যতা পরিবারকে টুকরো করতে করতে এখন 'নাই' করে ফেলেছে। এতে ভেঙে পড়েছে তাদের জীবন ব্যবস্থা। হতাশা আর চরম অবসাদে ভুগে নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেও দেরি হয়ে গিয়েছে। সুপারসনিক গতিতে তারা এগুচ্ছে পতনের দিকে।[৬৬]

বাসার আরাম আয়েশ, বাবা-মার আদর ভালোবাসার কথা বারবার মনে পড়তে থাকবে তোমার। প্রতিবার টাকার অভাবে পড়লে, কাজের কঠোর পরিশ্রমের সময় তোমার মনে পড়বে বাবার কথা, বড় ভাইয়ের কথা...ইশ! তারা যদি থাকতো, এভাবে মানুষের ঝাড়ি খেয়ে কাজ করা লাগতো না সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য। ইশ! তারা থাকলে আমাকে টাকার জন্য এতো চিন্তা করা লাগতো না!

দুপুরে বা রাতে খেতে বসে তোমার বারবার মনে পড়বে বাসার সেই মজার খাবারগুলোর কথা। মা আদর করে, যত্ন করে তোমাকে খাওয়াচ্ছেন। মনে হবে ভাইয়ের সাথে খুনসুটি, দুষ্টুমির কথা। বোনের কপট শাসন, রাগের কথা। হয়তো ভীষণ ভাবে মিস করবে বাড়ির বেড়াল, পাশের বাসার ফোকলা দাঁতের পিচ্চি বা ছক্কা হাঁকানো সেই ক্রিকেট মাঠ, অথবা বাড়ির সামনের বকুল গাছটার কথা। অতীত স্মৃতির ডালপালা সাজিয়ে হাজির হবে ঈদের দিনগুলো। এক অদৃশ্য কারাগারের কয়েদি মনে হবে নিজেকে। চোখ ভিজে যাবে জলে।

এই হাহাকার, অভাব-অনটন, পালানোর পরে দুজনে একসাথে রূপকথার মতো সুখী জীবন যাপনের স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে যাওয়া, ঝগড়া, অশান্তি–সবকিছুর জন্য তখন দায়ী মনে হবে ওকে। অভিযোগের আঙুল উঠে যাবে সেই মানুষটার দিকে যার জন্য তুমি বাকি সব কিছুকে, বাকি সবাইকে তুচ্ছ করেছিলে। তখন তোমার মনে হবে–ওর জন্যই আমার আজকে এই অবস্থা!

---

[৬৬] সামনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইন শা আল্লাহ।

অনেকেই হয়তো ভাবে, পালিয়ে গিয়ে বিয়েটা একবার করে ফেললেই বাবা-মা মেনে নিতে বাধ্য হবে। বিয়ে যেহেতু করেই ফেলেছে এখন তো আর কিছু করার নেই মেনে নেওয়া ছাড়া। মানসম্মান আরো বেশি হারানোর ভয়ে মেনে নেবে, বা একটা বাচ্চা হয়ে গেলে নাতিনাতনীর মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা-মা আর রাগ করে থাকতে পারবে না। এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্যি। তবে সবসময় যে এমন হয়, তা না। আর উপরে উপরে মেনে নিলেও আজীবন বাবা-মা'র মনে আক্ষেপ থেকেই যায়। সন্তান পালিয়ে গিয়ে মানসম্মানের যে ক্ষতি করেছে, যে কষ্ট দিয়েছে, বাবা-মা'র উপর প্রেমিক/প্রেমিকাকে প্রাধান্য দেবার বিষয়টা সবার সামনে প্রমাণ করেছে–এই বিষয়গুলো তারা ভুলতে পারেন না। মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। একটা অনতিক্রম্য দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় সন্তানদের সাথে। দু'আ, ভালোবাসা, আদর, মায়ামমতার সুতো আলগা হয়ে যায়। মনে হয় বাবা-মা আর সন্তানদের নিয়ে একটা ধারাবাহিক নাটক চলছে। সবাই যে যার ভূমিকায় সুনিপুণ অভিনয় করে চলেছে। কিন্তু বাইরে থেকে সবকিছু দেখলে স্বাভাবিক মনে হলেও কিছুই স্বাভাবিক থাকে না। সুখ থাকে না।

আর এভাবে উপরে উপরে মেনে নিতেও যে সময়টা লাগে এই সময়ের ভেতরেই সংসারের গুঁতা খেয়ে হালুয়া টাইট হয়ে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' টাইপের অবস্থা হয়ে যায়। কড়ায় গণ্ডায় মিটে যায় বিয়ের শখ। প্রেমিক, প্রেমিকাকে ছেড়ে পালায় বা ডিভোর্স হয়ে যায়।

তিন.

শিউলি আপা আর আপন ভাইয়ের সংসার সুখের হয়নি। আপন ভাই বেকার ছিল। কাজকর্ম করার ব্যাপারে তার তেমন কোনো গরজ ছিল না। ফুটবল আর ক্যারাম খেলা নিয়েই পড়ে থাকতো। সংসারে অভাব আসলে ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালায়– সেই পুরোনো প্রবাদটা আবারো তার সত্যতা জানান দিলো। ছ'মাস না পেরুতেই ঝগড়া, অশান্তি, অভাব-অনটন নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে গেল শিউলি আপার সংসারে। কিছুদিন পর একটা মেয়ে হলো আপার। মেয়েকে দুধ কিনে খাওয়ানোর পয়সা পর্যন্ত ছিলো না। না খেয়ে খেয়ে বাচ্চাটার কঙ্কাল বের হয়ে যাবার অবস্থা! শিউলি আপা অনেক রূপবতী ছিলেন। উনার অবস্থাও সহ্য করার মতো না। সংসারের কাজের চাপে, উপোস, আধপেটা খেয়ে খেয়ে, বাচ্চা হবার ধাক্কা সামলানোর মতো অবস্থা ছিলো না তার শরীরের। শরীর ভেঙে পড়ে। চোখের নিচে জমে চিরস্থায়ী গ্লানির কালি। মেয়ে আর নাতনির অবস্থা দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বকুল কাকুরা সম্পর্ক মেনে নেন। সাধ্যমতো সাহায্য করতে থাকেন। তবে সুদিন আর ফেরেনি।

হতাশায় ভুগে আপন ভাই গাঁজার নেশায় ডুব দিলো। বাপের কাছ থেকে মেয়েকে দুধ কিনে দেবার কথা বলে টাকা নিতো। তারপর চিপায় বসে দিনরাত গাঁজা টানতো। মাঝে মাঝে বিকেলে মাঠে গিয়ে ফুটবল শটাতো।

এভাবেই চললো বেশ কয়েক বছর। ততোদিনে অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছি। প্রাইমারি শেষ করে অন্য এলাকার স্কুলে ভর্তি হয়েছি। একদিন খবর পেলাম, আপন ভাইয়া হসপিটালে ভর্তি। শিউলি আপার সাথে রাগারাগি করে কীটনাশক খেয়েছে কয়েক বোতল। তিনদিন দুইরাত হসপিটালে ভর্তি ছিলো সে। তারপর হসপিটাল থেকে ছুটি মেলে তার। তবে বাড়ি ফেরা হয় না। ঠাঁই হয় পুরোনো এক অশ্বত্থ গাছের নিচে। কবরে।

শুনেছিলাম, শিউলি আপার পরে অন্য এক জায়গায় বিয়ে হয়েছিল। পরের কোনো খবর আর জানি না। জানার ইচ্ছেও হয়নি কোনো দিন।

বকুল কাকুদের খুব সুখের সংসার ছিল। শিউলি আপার ঘটনায় একেবারে ছারখার হয়ে গেল সব। শিউলি আপা পালিয়ে বিয়ে করার কারণে পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে অনেক বাঁকা কথা শুনতে হলো তাদের। গ্রামে যারা থাকেনি, তাদের আসলে বলে বোঝানো যাবে না–এ ধরনের ঘটনাগুলোর কারণে কী ধরনের কথা শুনতে হয়। তবে এখানেই থেমে থাকেনি শিউলি আপার ঘটনার চেইন ইফেক্ট।

শিউলি আপার একটা ছোট বোন ছিল। ধরি, তার নাম রূপা। আমার চাইতে বছর দুয়েকের বড়, যা মনে পড়ে। অসম্ভব রূপবতী। রূপবতীদের রূপের ধার আশপাশ তছনছ করে দেয়। তার বেলাতেও ব্যতিক্রম ছিল না। সে হেঁটে গেলে পাড়ার ক্রিকেট ম্যাচ থেমে যেতো। একটু লাজুক, গুডবয় টাইপের ছেলেরা আফসোস ভরা দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। পেকে যাওয়া ছেলেরা শ্রবণ অযোগ্য এমন সব কথা বলতো যা সভ্য সমাজে উচ্চারণ করা যায় না।

শিউলি আপার ঘটনার কারণে এই মেয়েকে নিয়ে খুব ভয় করতো বকুল কাকুরা। আরেকবার অমন কিছু হলে সেই শোক সহ্য করার মতো শক্তি ছিলো না তাদের। রূপাকে খুব কড়া শাসনে রাখতো, একেবারে চোখে চোখে। 'শাসন ভালো, তবে এতো কড়া শাসন ভালো না। বিশেষ করে মেয়েদের। শিউলির মতো কিছু করার মেয়ে না রূপা। অসম্ভব পার্সোনালিটি ওর'–আমার বাবা, কাকুকে মাঝে মাঝে বোঝাতো। কিন্তু কাকু বুঝতে চাইতো না। বাবা ঠিকই বলেছিলেন। শিউলি আপার মতো কিছু করেনি রূপা। তবে যা করেছে তা আমরা কেউই ভাবতে পারিনি।

এসএসসির পর শহরে একা একা পড়তে আসতে চাইলো রূপা। অজানা আশংকায় কেঁপে উঠলো বকুল কাকুরা। বেঁচে থাকার অবলম্বন রূপাকে একা ছাড়তে চাইলো না। কিন্তু রূপা শহরে পড়বেই। কোনো কথা শুনতে চায় না। প্রায়ই এ নিয়ে রূপার অভিমান, ঝগড়া, অশান্তির খবর শোনা যেতো। বকুল কাকুরাও কড়া শাসন করতো।

মে মাসের এক সন্ধ্যায় লোডশেডিং এর ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে ছাদে উঠবো কি না ভাবছি। এমন সময় বাবার ফোন আসলো -

'রূপাকে চিনিস না তুই? ও গলায় দড়ি দিয়েছে! বকুলের সাথে ঝগড়া করে।'

***

রাস্তায় বকুল কাকুর সাথে দেখা হয় হঠাৎ হঠাৎ। প্রতিবারই ভাবি–ইশ, কেন যে দেখা হলো! একসময়ের হাসিখুশি, গোলগাল বকুল কাকু এখন একেবারেই চুপচাপ, নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। মাথার চুল পেকে গেছে। হাঁটেন মাথা নিচু করে, কুঁজো হয়ে। অচেনা আগন্তুক কেউ দেখলেও চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারবে–জীবনের ঘাটে ঘাটে মার খেয়ে একেবারেই নিঃস্ব হয়ে গেছে এই লোক। হারানোর আর কিছুই নেই তার।

'কাকু কেমন আছেন?' –প্রতিবার এই প্রশ্নের উত্তরে চোখ তুলে আমার দিকে তাকান। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে শূন্য চোখে চেয়ে থাকেন। যেন চেনার চেষ্টা করছেন আমি কে! তারপর ম্লান হেসে বলেন, 'আচ্ছা কাকু, তুমি! হ্যাঁ আছি ভালোই, এইতো চলছে যেমন চলার'।

তারপর আবার আগের মতোই কুঁজো হয়ে, মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করেন। বিড়বিড় করেন কী যেন। যতক্ষণ দেখা যায় আমি তাকিয়ে থাকি। বহু বছর আগের বৃষ্টিভেজা আকাশের নিচে আমাদের দক্ষিণের দরজায় দাঁড়ানো সদ্য সন্তান হারিয়ে ফেলা এক পিতার কলজে চেরা হাহাকার, আমার কানে বাজে। মনে হয় মহাকাব্যিক কোন ট্র্যাজেডির শেষ দৃশ্য মঞ্চস্থ হচ্ছে আমার সামনে!

প্রেমে পড়ার সময়টা বেশ মজার।[৬৭] তাকে দেখলেই বুক ধুক ধুক করে, তার কথা মনে হলেই পেটের মধ্যে কেমন জানি মোচড় দিয়ে উঠে (প্রেমের বইয়ের ভাষায় যাকে বলে প্রজাপতি নাচা)। তার সামনে দাঁড়াতে হবে, প্রপোজ করতে হবে এসব ভাবলেই ভীষণ ভালোলাগায় মন ভরে যায়। প্রায় অহর্নিশি চলতে থাকে হরমোনের খেলা।

প্রেমের শুরুটাও দারুণ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলা, রিকশায় করে ঝুম বৃষ্টির দিনে একসঙ্গে ঘোরা, সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে একটা কাঠগোলাপ জোগাড় করা, ফুটপাতে এলোমেলো হেঁটে বেড়ানো—প্রণয়ের কতো আয়োজন! সত্যিকার অর্থেই সুখের সাগরে ভেসে চলা। মিডিয়া আর তথাকথিত লাভগুরুরা তোমাকে ঠিক এ পর্যন্ত দেখায়। কিন্তু এরপর কী হয়, তা আর দেখায় না।

কিন্তু যেমনটা আমরা এরই মধ্যে বলেছি। সুখ সাগরের প্রমোদতরীতে ভেসে চলা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। নিকষ কালো মেঘে ছেয়ে যাওয়া আকাশে সদলবলে হাজির হয় রুদ্র ঝড়েরা। মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে নিমিষেই সুখ পলাতক হয়ে যায়।

নারীপুরুষের সম্পর্কের এক অবাস্তব এবং অতিমানবীয় ছবি মিডিয়া আমাদের সবার মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রেমের যেই ছবিটা মিডিয়াতে দেখানো হয়, বাস্তবে দুনিয়াতে তার দেখা মেলে না, মেলা সম্ভবও না। মিডিয়া ভালোবাসা ও যৌনতাকে বিয়ে এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখায়। পাশাপাশি প্রেমের নানা কল্পকাহিনী দিয়ে মানুষের মধ্যে এমন সব প্রত্যাশা তৈরি করে, বাস্তবের মানুষের পক্ষে যা মেটানো সম্ভব হয় না। এর সাথে আবার যুক্ত হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা অন্যদের 'লাভ স্টোরি'র সাথে তুলনার অসুখ। সবকিছু মিলে 'রিলেশন'গুলো শুরু থেকেই গড়ে ওঠে ভঙ্গুর হয়ে।

কেবল একে অপরের প্রতি আকর্ষণ পুঁজি করে, বছরের পর বছর, দশকের পর দশক একজন মানুষের সাথে কাটিয়ে দেওয়া যায় না। সবচেয়ে রঙিন গোলাপের রঙও একসময় ফিকে হয়ে আসে। পৃথিবীর সবচেয়ে ইন্টেরেস্টিং মানুষের মধ্যেও একসময়

[৬৭] মোহ এবং কামনায় ব্রেইন কেমিক্যালের ওলটপালট—মাত্রই আলকেমি লেখাটাতে পড়ে আসলে।

আর কোনো নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। নারীপুরুষের সম্পর্কের পূর্ণতা আসে বিয়ে ও পরিবারের মধ্য দিয়ে। এই সম্পর্ক পরিপূর্ণ হয় উঠে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ, মমতা এবং ভালোবাসার মাধ্যমে। পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর ভালোবাসায় জন্ম হয় সন্তানের। আনন্দ ও বেদনায় তাকে বড় করে তোলে মানব ও মানবী। জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য প্রগাঢ় আবেগের অভিযানের সাথী হয় তারা একসাথে। পরিবার থেকে তারা গড়ে সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তি। বিয়ে ও পরিবার, সন্তান ও অভিভাবক, বর্তমান ও ভবিষ্যতের এই গভীর বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন স্রেফ 'প্রেমের' সম্পর্কে সবসময় শূন্যতা থেকে যায়। এ শূন্যতাকে ভরাট করার জন্য যোগ করা হয় বিচিত্র সব কারিকুরি, কৃত্রিমতা, আর ভালোবাসা প্রমাণের আরোপিত নানা রীতিরেওয়াজ।

অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, কিশোর কিশোরীদের আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি, হতাশা, বিষণ্নতা, অবসাদ, অস্থিরতা, আত্মবিশ্বাস-আত্মসম্মান কমে যাওয়া, কাজকর্মের উৎসাহ হারিয়ে ফেলা, ক্রোধ, ভীতি, নিদ্রাহীনতা, ধ্বংসাত্মক চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড এবং ক্ষুধামন্দার অন্যতম প্রধান কারণ হলো প্রেম এবং ব্রেকআপ।[৬৮]

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মনোবিদদের কাছে যে বিষয়গুলোর কারণে সাহায্য নেন তার প্রথম তিনটির একটি হলো 'রিলেশনশিপ' সমস্যা।[৬৯]

প্রেম আর ঝগড়া হলো মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। প্রেম করবে আর ঝগড়া করবে না, তা হবে না। গবেষকরা বলছেন, অল্প বয়স্কদের প্রেমের অনিবার্য পরিণতি হলো ঘন ঘন ব্রেকআপ, ঝগড়া, আত্মহত্যার চেষ্টা ইত্যাদি।[৭০]

কী সব হাস্যকর, তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে যে ঝগড়া হয় তা কল্পনাও করা সম্ভব না।

---

[৬৮] Heartbreak tops reasons for youngsters contemplating suicide: Government helpline,Times of India, Sep 13, 2016,- tinyurl.com/5n6s46jd

Teenage Heartbreak Doesn't Just Hurt, It Can Kill, Elseviar,Sitech Connect, September 18, 2017- tinyurl.com/4fapd695

Research finds men at increased risk of anxiety, depression, suicide after breakup, The Daily Guardian, February 7, 2022 - tinyurl.com/3ydaeu6x

Verhallen et al., (2019). Romantic relationship breakup: An experimental model to study effects of stress on depression (-like) symptoms. PloS one, 14(5), e0217320.

Dealing with Depression After a Breakup, healthline.com-tinyurl.com/mjscnh2y

Field et al., (2010). Breakup distress and loss of intimacy in university students. Psychology, 1(03), 173.

[৬৯] Surviving A Relationship Break-Up -Top 20 Strategies, Dr. Kim Maertz, Mental Health Centre University of Alberta- tinyurl.com/4ytkh37h

[৭০] The Negative Effects of Teenage Dating, Sean D. Foster, Bellevue University- tinyurl.com/2yb5zp5k

তুমি আমার ফোন ধরতে দেরি করলা কেন, তুমি এতোবার কেন ফোন দাও, তুমি এতো কম কেন ফোন দাও, আমাকে সন্দেহ করো নাকি, ঐ মেয়ের ছবিতে তুমি লাভ রিয়্যাক্ট দিলা ক্যান? ঐ ছেলে তোমার ছবিতে কমেন্ট করলো কেন? তুমি আমাকে ঘুরতে নিয়ে যাও না–তার মানে তুমি আমাকে ভালোবাসো না, তুমি আমাকে গিফট দাও না, তুমি আমাকে ফুচকা খাওয়াও না...

এমন কতো হাস্যকর সব কার্যকারণ, গুণে শেষ করা যাবে না।

একবার ঝগড়া লাগলে মান-অভিমান ভাঙাতে ব্যাপক পরিমাণ সময়, শ্রম, মেধা বিনিয়োগ করতে হয়। একটা দেশ চালানোর জন্যেও মনে হয় এতো টেনশন করতে হয় না। হাজার বার সরি বলা, কান ধরে উঠবস করা থেকে শুরু করে রাত তিনটার সময় প্রেমিকার বাসার সামনে গোলাপ ফুল, আইসক্রিম বা চকলেট হাতে দাঁড়িয়ে থাকা, আরো কতো কী! অনেক প্রেমিকই অনৈতিক আবদার করে। ব্যক্তিগত ছবি, ভিডিও আদায় করে নেয় বা আরো খারাপ কোনো কাজ করিয়ে নেয় প্রেমিকাকে দিয়ে। হাতের কাছে ব্যক্তিগত ছবি-ভিডিও থাকলে সেগুলো ভাইরালও করে দেয় অনেকেই।

মাঝে মাঝে কোনো কারণও লাগে না। হয়তো কোনো কারণ ছাড়াই সে বললো, আজকে আমার মন ভালো নেই। দেখবে তোমারও সেদিন আর মন ভালো রাখা সম্ভব হবে না। তার মন ভালো করার চেষ্টায় পার করতে হবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা![৭১]

ঝগড়া শুধু মন খারাপ, দুঃখকষ্ট পাওয়া, হতাশায় ভোগার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। অনেক সময় প্রাণঘাতী রূপও ধারণ করে। অভিমানে হাত কেটে ফেলা, ঘুমের ওষুধ খাওয়া, ইঁদুর মারা বিষ খাওয়া–এগুলো আবহমান কাল ধরেই প্রেমিক প্রেমিকার নিত্য সঙ্গী ছিল। বর্তমানে এক্ষেত্রে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে আত্মহত্যা। ভিডিও কলে ঝগড়া করে আত্মহত্যা, প্রেমিকা 'মরতে বলেছে' তাই আত্মহত্যার মতো ঘটনা আজ অসংখ্য।[৭২]

---

[৭১] Rogers et al., (2018). Adolescents' daily romantic experiences and negative mood: A dyadic, intensive longitudinal study. Journal of Youth and Adolescence, 47(7), 1517-1530.

[৭২] ভিডিও কলে ঝগড়া, প্রেমিকের সামনেই প্রেমিকার আত্মহত্যা, একাত্তর, মার্চ ৪, ২০২২- tinyurl.com/4dazuxrd

ঝগড়ার সময় প্রেমিকা 'মরতে' বলেছিলেন, ফেসবুক লাইভে আত্মহত্যা প্রেমিকের, আনন্দবাজার, অগস্ট ০৮, ২০২১- tinyurl.com/mr3ybsp9

প্রেমিকের সঙ্গে ঝগড়া করে সুবাস্তু টাওয়ারে প্রেমিকার আত্মহত্যা, দৈনিক ইনকিলাব, মার্চ ০৪, ২০২২- tinyurl.com/3hmmwcmm

প্রেমিকার সঙ্গে ঝগড়ার জেরে কলেজছাত্রের আত্মহত্যার অভিযোগ, সময় নিউজ,মার্চ ৩১, ২০২২- tinyurl.com/wp5y887v

কী ভয়ঙ্কর অবস্থা চিন্তা করো! যে আত্মহত্যা করলো সে কি জঘন্য একটা কাজ করলো! তার পুরো জীবনের অর্থ এবং সমাপ্তি শুধু একজন মানুষের সাথে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে? মান-অভিমান নিয়ে? এই মানুষটা মহান আল্লাহর সামনে কী জবাব দেবে? ভেবে দেখো, তার বাবা মা, ভাইবোন, পরিবারকে কতোটা কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে!

বাবা-মা'র কাছ থেকে প্রেম লুকিয়ে রাখা, সারাক্ষণ ধরা পড়ার ভয়, তার সাথে ঝগড়া, ঝগড়া পরবর্তী মানসিক কষ্ট, মান-অভিমান ভাঙানো, ঘুরতে নিয়ে যাওয়া, গিফট কিনে দেওয়া, ওকে ইম্প্রেস করার জন্য ভালো পোশাক পরা, দামি পারফিউম ব্যবহার করা, প্রেম টিকিয়ে রাখার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা বলা, চ্যাট করা–সব মিলিয়ে একটা রিলেশন চালাতে গেলে বহুত প্যারা নিতে হয়, সময় দিতে হয়, প্রচুর টাকার দরকার পড়ে। এই লাইফস্টাইল মেইনটেইন করার মতো টাকার ব্যবস্থা করতে গিয়ে জীবন তেজপাতা হয়ে যায়। বাবার কাছ থেকে মিথ্যা বলে টাকা নেওয়া, টিউশানির টাকা মেরে দেওয়া, "দোস্ত, বাবা টাকা পাঠালেই সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবো" –বলে টাকা ধার নিয়ে আর বন্ধুর ফোন না ধরা। বন্ধুর মোবাইল নিজের মনে করে নিয়ে বিক্রি করে ফেলা, মানিব্যাগ নিজের মনে করে নিয়ে নেওয়া ইত্যাদি করেও কুল কিনারা পাওয়া যায় না। প্রেম বিষম ভার হয়ে বুকের মাঝে চেপে বসে। অস্থিরতা, উদ্বেগ টেনশনে মাথার চুল পড়ে যাবার মতো অবস্থা হয়।

বেশকিছু গবেষণায় দেখা গেছে–প্রেমের জটিলতায় পড়ে প্রেমিক প্রেমিকাদের মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। শক্তিশালী, কল্যাণকর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে না। সমাজ ও জাতির জন্য তারা তেমন ভূমিকা রাখতে পারে না। মানুষজনের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। প্রেমের কারণে যারা সহিংস আচার-আচরণের মুখোমুখি হয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তারা সেটা টেনে নিয়ে যায়। ভবিষ্যৎ জীবন সঙ্গীর সাথে একটা স্বাস্থ্যকর, সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।[৭৩]

ঝগড়ার মতো প্রেমের আরেক, একেবারে অপরিহার্য অংশ ব্রেকআপ। বর্তমান এই হাইপার সেক্সুয়ালাইজড সমাজ বাস্তবতায় তো এটা রীতিমতো মহামারি আকার ধারণ করেছে। অল্প বয়সের অধিকাংশ প্রেম স্বল্পস্থায়ী হয়।[৭৪] নিছক ভালোলাগা, হরমোনের জোয়ার আর শরীরী চাহিদার ভিত্তির উপর গড়ে ওঠার ফলে এ ধরনের সম্পর্কগুলো স্বাভাবিকভাবেই নড়বড়ে হয়। বয়ঃসন্ধিকালের প্রথম প্রেমের মাত্র ২% বিয়ে পর্যন্ত

---

[৭৩] Consequences of Teen Dating Violence, youth.gov-tinyurl.com/25dk4nw3
The Negative Effects of Teenage Dating, studymoose.com-
tinyurl.com/5yx8ytsh

[৭৪] The Negative Effects of Teenage Dating, Sean D. Foster, Bellevue University-
tinyurl.com/2yb5zp5k

গড়ায়।[৭৫] ব্রেকআপ একটা মানুষের জীবনকে এলোমেলো করে দেয়।

জার্নাল অফ পারসোন্যালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল সাইকোলজি-তে প্রকাশিত এক গবেষণায় উঠে এসেছে, শতকরা ৪০ ভাগ উত্তরদাতা জানাচ্ছে ব্রেকআপের পর তারা ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনে ভুগছে। পাশাপাশি আরো ১২ ভাগ মাঝারি থেকে তীব্র মানের হতাশায় ভোগার কথা জানাচ্ছে। ব্রেকআপ আসলে একজন মানুষকে শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে তীব্রভাবে ধাক্কা দেয়। শুরু হয় এলোমেলো জীবনযাপন। ঘুমের ঠিক নেই, খাবার ঠিক নেই, পড়াশোনা, কাজকামের খবর নেই। চলে তিলে তিলে নিজের জীবনকে শেষ করে ফেলা, বাবা-মা'র স্বপ্নকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার প্রক্রিয়া।

ভারত সরকার পরিচালিত একটা হেল্পলাইনের নাম আরোগ্যবাণী। গত তিন বছরে এখানে কিশোর ও তরুণরা ফোন করে যেসব বিষয়ে সাহায্য চেয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা গেল হৃদয়ঘটিত সমস্যা, বিশেষ করে ব্যর্থ প্রেম হলো সেই কালপ্রিট যার কারণে তারা সুইসাইড করার কথা চিন্তা করছে। এই তথ্যের সাথে একমত হয়েছেন ভারতের মনোবিদরাও। তারা বলছেন, 'আত্মহত্যার একটা বড় উস্কানিদাতা হলো ব্যর্থ প্রেম। এদেরই একজন ড. জগদীশ। তার মতে,

> 'আমি বহু শিশু এবং কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের কাউন্সেলিং করিয়েছি। আমি মনে করি অর্ধেকেরও বেশি আত্মহত্যার কারণ হলো প্রেমঘটিত সমস্যা। এটা আত্মসম্মান একেবারে ধ্বংস করে দেয়।'

অন্যান্য অনেক গবেষণাও প্রমাণ করছে—ব্রেকআপ, টিনেজারদের আত্মহত্যার প্রধান কারণ।[৭৬] আমাদের দেশেও একই অবস্থা। প্রেমিকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, তাই মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে আত্মহত্যা। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে চিরকুট লিখে কিশোরীর আত্মহত্যা, ঢাবি শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা—পত্রিকা খুললেই চোখে পড়ে এমন অনেক খবর।[৭৭]

---

[৭৫] High School Sweetheart Relationship Trends, midlifedivorcerecovery.com- tinyurl.com/dr3kvm53

কেন এমন হয়? সম্ভাব্য একটি কারণ পড়ো এই লেখায়—আততায়ী ভালোবাসা, Lostmodesty. com, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮- tinyurl.com/bddpcrw2

[৭৬] Teenage Heartbreak Doesn't Just Hurt, It Can Kill, Elseviar,Sitech Connect, September 18, 2017- tinyurl.com/4fapd695

Heartbreak tops reasons for youngsters contemplating suicide: Government helpline,times of india, Sep 13, 2016 -tinyurl.com/4csrh43c

Mearns, J. (1991). Coping with a breakup: negative mood regulation expectancies and depression following the end of a romantic relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 60(2), 327.

[৭৭] প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে আত্মহত্যা!, ডেইলি-বাংলাদেশ ডটকম, জানুয়ারি ২, ২০২০-tinyurl.com/mpbsmftf

ব্রেকআপের এবং ঝগড়ার ভয়াবহ এক দিক হলো এটা প্রেমিক প্রেমিকাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান একেবারে ধ্বসিয়ে দেয়। মধুর মধুর কথা বলে ঝগড়া বা ব্রেকআপ হয় না। ঝগড়ায় থাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ, মারাত্মক অপমানজনক কথা। এসব শুনতে শুনতে ও বলতে বলতে মন বিষিয়ে যায়। প্রেমিক/প্রেমিকার কথায় মানুষ অনেক বেশি প্রভাবিত হয়। তুই সুন্দর না, তুই শেওড়া গাছের পেত্নী, তুই হট না, তুই একটা ভোটকা, তুই একটা ক্ষ্যাত, তুই জীবনে কিছুই করতে পারবি না, আয়নায় চেহারা দেখছিস নিজের, তোর সাত পুরুষের ভাগ্য আমার মতো মানুষ তোর সাথে প্রেম করে, আমি চলে গেলে তুই কোনো মেয়ে পাবি না–ব্রেকআপ বা ঝগড়ার সময়ে এই জাতীয় কথাগুলো অত্যন্ত গভীর প্রভাব ফেলে মানুষের মনের উপর।

এ ধরনের কথা হয়তো ১০% সত্য কিন্তু বাকি ৯০% একেবারেই মিথ্যা। কিন্তু রাগের মাথায় পরিস্থিতির কারণে বলে ফেলা এই মিথ্যাগুলোই অপরপক্ষ সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে প্রিয় মানুষের মুখে নিজের সম্পর্কে এই নেতিবাচক মূল্যায়ন তার আত্মবিশ্বাসকে একেবারেই গুঁড়িয়ে দেয়। তীব্রভাবে বিশ্বাস করে নেয় যে, সে একজন ব্যর্থ মানুষ। জীবনের পথচলা বিজয় সরণির সিগনালে আটকে যায়। নিজের চেহারা, শরীর, আচার-আচরণ, ব্যক্তিত্ব নিয়ে মানুষ তখন চরম অস্থিরতা, উদ্বেগে ভোগে। মানুষজনের সামনে সহজ হতে পারে না। সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ভাবে নিজের উপর প্রেশার নিয়ে নিজেকে বদলে ফেলতে চায়। কেউ না খেয়ে, ডায়েট করে, বমি করে শুকনো হতে চায়। রূপচর্চায় পানির মতো টাকা খরচ করে, অশালীন পোশাক-আশাক পরে হট হতে চায়। কেউ বাইক কিনে, বিড়ি সিগারেট বাবা ধরে, ডিএসএলআর দিয়ে মাঞ্জা মারা ছবি তুলে নম্রতা, ভদ্রতা, শালীনতা, সততার আদর্শ ভুলে গিয়ে চাপাবাজি আর প্রতারণার কৌশল শিখে নিজেকে ক্ষ্যাত থেকে স্মার্ট বানাতে চায়।[৭৮]

প্রেমে ব্যর্থ হয়ে চিরকুট লিখে কিশোরীর আত্মহত্যা, যুগান্তর, ডিসেম্বর ১৩, ২০২১- tinyurl.com/4jptrh8w

প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ঢাবি শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা, যমুনা নিউজ, ফেব্রুয়ারি ৭, ২০২২- tinyurl.com/pzx2ec3j

[৭৮] Slotter et al., (2010). Who Am I Without You? The Influence of Romantic Breakup on the Self-Concept. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(2), 147–160- tinyurl.com/mr3wjcm4

Consequences of Teen Dating Violence, youth.gov-tinyurl.com/25dk4nw3

Silverman et al., (2001). Dating violence against adolescent girls and associated substance use, unhealthy weight control, sexual risk behavior, pregnancy, and suicidality. jama, 286(5), 572-579.

পড়াশোনা এবং কাজের ক্ষেত্রেও থাকে নেতিবাচক নানা প্রভাব। প্রেমের এতো প্যারা খেয়ে পড়াশোনা-ক্যারিয়ার গাব গাছে ওঠাই স্বাভাবিক। বেশ কয়েকটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রেম পড়াশোনায় বেশ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যারা প্রেম করে তাদের অনেকের অ্যাকাডেমিক পারফরম্যান্স খারাপ হয়।[৭৯] খারাপ অ্যাকাডেমিক পারফরম্যান্স নিজের মধ্যে হীনম্মন্যতার জন্ম দেয়, আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়, পরিবারেও অশান্তি দেখা দেয়।

ইবনুল জাওযী (রহ.) ছিলেন অসাধারণ একজন আলেম। তাঁর গ্রন্থগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে সারা পৃথিবীতে পড়ানো হচ্ছে। তাঁর অসংখ্য বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে একটি হলো–***যাম্মুল হাওয়া***। হৃদয়ঘটিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ক্লাসিক্যাল মাস্টারপিস এই গ্রন্থে। প্রেমের ভয়াবহ ক্ষতিকর দিকগুলোর সারমর্ম বেশ সুন্দর করে তুলে ধরে তিনি বলেছেন,

> প্রেম-ভালোবাসার ক্ষতি জানার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, এটা হলো হৃদয়ের বন্দীদশা। প্রেম ভালোবাসা অসম্মান, অপদস্থতা ও কষ্টের দরজা।[৮০]

তিনি আরো বলেন,

> 'প্রেমের পার্থিব ক্ষতি হলো স্থায়ী দুঃখ, লাগাতার দুশ্চিন্তা, সংশয়, দুঃস্বপ্ন, ক্ষুধামন্দা, অনিদ্রা প্রভৃতির শিকার হওয়া। তারপর এগুলো শরীরের উপরও চড়াও হয়। ফলে দেহ দুর্বল ও ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ক্রমশ বিচার-বিবেচনাবোধ নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। অবিরত দুঃখ, জ্বালা, হা-হুতাশ, অশ্রুপাতের পাশাপাশি অন্তর মরে যায়। অবশেষে অন্তর যখন পুরোপুরি অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়, তখন উন্মাদনা প্রকাশ পায় এবং তাকে ধ্বংসের কিনারায় এনে দাঁড় করায়। এরকম অনেক প্রেমিক চলে গেছে যারা এই উন্মাদনায় লিপ্ত হয়ে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ছুড়ে দিয়েছে। সমাজে নিজের মান মর্যাদা নষ্ট করেছে এবং বেশিরভাগই দৈহিক-মানসিক দুঃখভোগের সাথে সাথে পাপাচারের প্রচলিত শাস্তিও পেয়েছে।[৮১]

এ পর্যন্ত পড়ার পর আশা করি তুমিও বুঝতে পেরেছো প্রেমের ফ্যান্টাসির সাথে বাস্তবতার মিল খুবই কম। যারা প্রেম করে তাদের অধিকাংশই সুখে থাকে না। ভয়ংকর

---

[৭৯] Teen Dating,courses.lumenlearning.com- tinyurl.com/bdh2j5s9

Brendgen, Vitaro, Doyle, Markiewicz and Bukowski, 2002; Crissey, 2006; Giordano, Phelps, Manning and Longmore, 2008; Longmore, 2006.

Consequences of Teen Dating Violence,youth.gov-tinyurl.com/25dk4nw3

[৮০] ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম ভালোবাসা নামে যাম্মুল হাওয়া গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে বাংলায়, দারুস সালাম বাংলাদেশ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২৬৫।

[৮১] ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম ভালোবাসা, ইবনুল জাওযী (র.), দারুস সালাম বাংলাদেশ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২৮

এক অশান্তির মধ্য দিয়ে দিন পার করে তারা। অস্থিরতা, উদ্বেগ, আতঙ্ক, অশান্তির মধ্য দিয়ে দিন যায় তাদের। গবেষণার পর গবেষণা প্রমাণ করেছে প্রেম একজন মানুষের জীবনটাকে কি পরিমাণ প্যারাময় করে দিতে পারে।[৮২]

প্রেমের সূচনা হয় আবেগের ঝড়ে। সমাজ, সভ্যতা ও মিডিয়ার ব্রেইনওয়াশিং-এ বিভ্রান্ত মানুষ ধরে নেয় এই ধুলোয় ধূসর পৃথিবী থেকে প্রেম বুঝি তাকে স্থানান্তরিত করে দেবে ডিযনির রূপকথার মতো সুখে শান্তিতে টইটম্বুর কোনো এক জগতে। কিন্তু প্রেম শেষ পর্যন্ত মানুষকে বন্দী করে তার নিজের বানানো খাঁচাতেই।

---

[৮২] Anderson, Salk, & Hyde, 2015; Simon & Barrett, 2010; Drum, Brownson, Burton Denmark, & Smith, 2009

Brendgen, Vitaro, Doyle, Markiewicz and Bukowski, 2002; Chow, Ruhl and Buhremester, 2015; Jouriles, Garrido, Rosenfield and McDonald, 2009; Leung, Moore, Karnilowicz and Lung, 2011; Seiffge and Burk, 2012; Soller, 2014; Westcott, 1987

Green, Lowry, & Kopta, 2003; Cairns, Massfeller, & Deeth, 2010; Barr, Krylowicz, Reetz, Mistler, & Rando, 2011

ঘুণপোকা

২০০৭ সাল থেকে শুরু করে পরের দু'বছরে ১১ টা লাশ পাওয়া যায় চাঁদপুরের ডোবা, নর্দমা, খালগুলোর পাশে। ভিকটিমরা সবাই নারী। কাউকে খুন করা হয়েছে শ্বাসরোধ করে, কাউকে গলা টিপে, কাউকে পানিতে চুবিয়ে। সবাইকে খুন করার আগে ধর্ষণ করা হয়েছে।

খুনের ধরন দেখে পুলিশের ধারণা হলো সবগুলো খুন এবং ধর্ষণের হোতা একজনই। দেশজুড়ে আলোড়ন পড়ে গেল। কে সেই সিরিয়াল কিলার? কেন সে মেতে উঠেছে এমন হত্যাযজ্ঞে?

২০০৯ সালের জুলাই মাসে পারভীন নামের এক নারীর ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে দেখা মিললো চাঁদপুরের এক মসজিদে ফ্যান চুরির ঘটনায় আটক রসু খাঁ নামের এক মধ্যবয়স্ক লোকের। শুরু হলো জেরা। প্রথমে অস্বীকার না করলেও একসময় রসু খাঁ স্বীকার করলো যে, পারভীনকে সে-ই খুন করেছে। একে একে আরো ১০ জন নারীকে ধর্ষণের পর খুনের স্বীকারোক্তিও দিলো সে। পুলিশকে রসু খাঁ জানালো, তার জীবনের টার্গেট এভাবে ১০১ জন নারীকে হত্যা করা। তারপর সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কেন এমন বিকৃত রুচির উন্মাদ খুনি হলো রসু খাঁ?

রসু খাঁ'র স্ত্রী গার্মেন্টসে চাকরি করতো। সেই সুবাদে বিভিন্ন গার্মেন্টস কর্মী মেয়েদের সঙ্গে তার পরিচয়। একপর্যায়ে এক নারী কর্মীর সঙ্গে প্রেম হয় তার। কিন্তু সেই নারী তার সঙ্গে প্রতারণা করে এলাকার অন্য এক ছেলের সঙ্গে প্রেমে জড়ায়। রসু খাঁ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে ওই কর্মী তার প্রেমিকের সহযোগিতায় ৫-৬ জন ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী দিয়ে ১টি পাঁচতলা ভবনের ছাদে তুলে বেদম মারধর করে তাকে। সেদিনই রসু খাঁ প্রতিজ্ঞা করে—১০১ জন নারীকে ধর্ষণ শেষে খুন করবে সে। শুরু হয় বিভিন্ন নারীদের সঙ্গে প্রেমের ভাব গড়া। এদের মধ্যে গার্মেন্টস কর্মীই বেশি। একপর্যায়ে সে ভাড়াটে খুনি হিসেবেও কাজ করতে শুরু করে। ১১ জনকে হত্যার কথা স্বীকার করলেও আসলেই সে ১১ জনকে হত্যা করেছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেছে।[৮৩]

---

[৮৩] যেভাবে রসু খাঁ সিরিয়াল কিলার, বাংলাদেশ জার্নাল, মার্চ ৬, ২০১৮-

আদালতে ফাঁসির রায় হয় রসু খাঁ'র।

বলা হয়–অর্থই সব অনর্থের মূল। অনর্থের মূলের লিস্টে প্রথম স্থানটা অর্থের দখলে থাকলে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানটা নির্ঘাত প্রেমের দখলে যাবে। প্রেমের নামে হত্যা, যুদ্ধবিগ্রহ, বিশৃঙ্খলা আর ধ্বংসের ইতিহাস অনেক পুরনো। বিখ্যাত ট্রয়ের যুদ্ধ যেমন হয়েছিল হেলেন নামের এক মানবীর প্রেমের জন্য, তেমনি আজও 'পবিত্র প্রেম' জন্ম দিয়ে যাচ্ছে নানা ধ্বংসযজ্ঞের। এই যেমন বাংলাদেশের প্রথম সিরিয়াল কিলার রসু খাঁ'র আবির্ভাব হয়েছে ব্যর্থ প্রেমের ধ্বংসস্তূপ থেকে। নিঃসন্দেহে রসু খাঁ'র চালানো হত্যাগুলোর জন্য তার সেই প্রেমিকা দায়ী না। অবশ্যই একজন রসু খাঁ'র সিরিয়াল কিলার হয়ে ওঠার পেছনে অনেক সামাজিক, পারিবারিক এবং অন্যান্য ফ্যাক্টর কাজ করে। কিন্তু ব্যর্থ প্রেমের একটা ভূমিকা যে এখানে ছিল, সেই সত্যটা এতে বদলায় না।

অনেক সময়ই ব্রেকআপ তীব্র ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সে আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় প্রেমিক/প্রেমিকাসহ আরো অসংখ্য মানুষের জীবন। প্রেমে ব্যর্থ হওয়ায় প্রাক্তনকে ধর্ষণ, বন্ধুদের নিয়ে গণধর্ষণ, খুন, যার সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছে তাকেও খুন, আপত্তিকর ছবি অনলাইনে ভাইরাল করে দেওয়া, এসিড মারা, এমনকি প্রেমিকার বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ, বড় বোনের সঙ্গে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ছোট বোনকে অপহরণ এর মতো অনেক ঘটনা এদেশে ঘটেছে। প্রাক্তনের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য অনেকে অন্য মেয়েদের উপর যৌন নির্যাতন আর হয়রানিও শুরু করে।[৮৪]

পিছিয়ে নেই মেয়েরাও। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রেমিককে খুন করার মতো ঘটনাও ঘটায় তারা। এই প্রেমের কারণে যে কতো পরিবার শেষ হয়ে যায়, মৃত্যু ঘটে কতো স্বপ্ন, আশা, ভালোবাসার; তার কতোটুকু খবরই বা আমরা রাখি![৮৫]

---

tinyurl.com/59n2rzs6

প্রেমে ব্যর্থ সিরিয়াল কিলার রসু খাঁ'র ফাঁসি, সংবাদবিডি- tinyurl.com/54n5bbeu

[৮৪] প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আড়ং এর নারীকর্মীদের গোপন ভিডিও ধারণ করতেন সজীব, সময় নিউস, জানুয়ারি ১৮,২০২০- tinyurl.com/ycyzyxch

বিয়ে না করায় প্রেমিকার আপত্তিকর ছবি ফেসবুকে ছাড়লেন প্রেমিক, বাংলাভিশন, মার্চ ২৭, ২০২২- tinyurl.com/nc9dz3sz

বড়বোনের সঙ্গে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ছোট বোনকে অপহরণ! Somoy TV ইউটিউব ভিডিও, Aug ১৯, ২০২২-tinyurl.com/5b97kytb

[৮৫] রাঙ্গুনিয়ায় প্রেমে ব্যর্থ হয়ে এসিড ছুঁড়ে ঝলসে দিল প্রেমিকার শরীর, প্রেমিক গ্রেপ্তার, aazkaalbangla.com,মে ৮, ২০২২ - tinyurl.com/522s5spj

প্রেমিকার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হওয়ায় বন্ধুকে হত্যা, রাইজিংবিডি.কম, ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০২২- tinyurl.com/yup777tu

প্রেমিকার অন্যত্র বিয়ের কথা, তরুণীকে মেরে নিজেকেও শেষ করল প্রেমিক, ঢাকা পোস্ট, ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২২- tinyurl.com/mrxuynrz

শুধু যে ব্রেকআপ বা ঝগড়ার কারণেই প্রেমের সম্পর্ক এমন সহিংস রূপ ধারণ করে, এমন না। সহিংসতা এমনিতেই প্রেমের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে মারামারি, একে অপরকে শারীরিক নির্যাতন করা, ধর্ষণ করা, ব্ল্যাকমেইল করা, এমনকি খুন করাও খুবই সাধারণ ঘটনা।[৮৬]

বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের হিসেব তেমন একটা রাখা হয় না, তাই আমরা চোখ বুলাবো সুশীল প্রগতিশীলদের 'বেহেশত', অ্যামেরিকার দিকে। দেশব্যাপী জরিপ চালিয়ে অ্যামেরিকার Centers for Disease Control and Prevention Center, ২০১১ সালে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায়–প্রায় প্রতি ১০ জনে ১ জন হাইস্কুল স্টুডেন্ট তাদের বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডের হাতে গত বারো মাসের মধ্যে অন্তত একবার শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে প্রতি ৫ জনে ১ জন এবং ছেলেদের মধ্যে প্রতি ৭ জনে ১ জন ১১ থেকে ১৭ বছরের বয়সের মধ্যে তাদের সঙ্গী/সঙ্গীনীদের হাতে কোনো না কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে।[৮৭] অন্য একটি পরিসংখ্যান অনুসারে দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতি ৫ জন হাইস্কুল ছাত্রীদের মধ্যে ১ জন তাদের প্রেমিকের দ্বারা শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।[৮৮] এছাড়া প্রেমিক বা প্রেমিকার দখল নিয়ে অন্যের সাথে মারামারি, খুনোখুনি, গার্লফ্রেন্ডের আত্মীয়স্বজনের হাতে মারধোর ডালভাতের মতোই সাধারণ ঘটনা।[৮৯]

ভালোবাসার খুব *ট্যাশ*, তাই না?

সম্পর্কে না ফেরায় প্রাক্তন প্রেমিকার বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ, জাগোনিউজ২৪, মে ১৪ ২০২২ –tinyurl.com/3nbnnz5y

প্রেমে ব্যর্থ হয়ে পলাশে প্রেমিককে খুন, যুগান্তর, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০২২- tinyurl.com/2fa5ypz5

[৮৬] প্রেমিকাকে নির্মমভাবে হত্যা করলো প্রেমিক, লোমহর্ষক বর্ণনা | Sanjida Murder, Jamuna TV ইউটিউব ভিডিও, Aug ১৭, ২০২২- tinyurl.com/46u6tzwx

[৮৭] Youth Risk Behavior Surveillance — United States, 2011,Center for Disease Control and Prevention, June 8, 2012 - tinyurl.com/cz42nacm

[৮৮] এবং বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই জরিপে দেখা যায় নারীরা প্রেমের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় ব্যাপক মাত্রায় সহিংসতা প্রকাশ করে।

The Sexual Assault Statistics Everyone Should Know, campussafetymagazine.com, March 05, 2018- tinyurl.com/bdfefeva

[৮৯] মিন্নির দায় স্বীকারের সেই লোমহর্ষক জবানবন্দী!বার্তা২৪.কম, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২০- tinyurl.com/bdzkf56d

প্রেমিকা নিয়ে দ্বন্দের জের নীলফামারীতে বন্ধুর ছুরিকাঘাতে শিক্ষার্থী খুন,uttorbangla.com, জুলাই ৪, ২০২০-tinyurl.com/yzu75822

প্রেমের সাথে হাত ধরাধরি করে আসে মাদকও। প্রেমে বা ব্রেকআপের ভয়াবহ স্ট্রেস থেকে সাময়িক মুক্তি পাবার জন্য অনেকেই মাদকের শরণাপন্ন হয়।[৯০] কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির *ন্যাশনাল সেন্টার অন অ্যাডিকশান অ্যান্ড সাবস্ট্যান্স অ্যাবিউস*-এর চালানো এক গবেষণায় দেখা যায় গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডের সাথে যে যতো বেশি সময় কাটায় সে ততো বেশি মদ, গাঁজা, বিড়ি সিগারেটের নেশায় পড়ে যায়।[৯১] অনেকেই হয়তো প্রেম চলার সময় মাদকে আসক্ত হয় না। কিন্তু ব্রেকআপের পর ছ্যাঁকার কষ্ট ভুলতে মাদকে আসক্ত হয়ে যায়। প্রেম পিছু ছাড়লেও মাদক পিছু ছাড়ে না।

স্রেফ এই মাদকই একটা জাতিকে ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট। জাতির যুবশক্তিকে মাদক একেবারে ভেতর থেকে কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়। মাদককে কেন্দ্র করে সমাজে ব্যাপক অপরাধ সংঘটিত হয়। মাদকের টাকা জোগাড় করার জন্য বাবা-মাকে খুন করা, চুরি, ছিনতাই করা, ভাড়াটিয়া খুনি হিসেবে কাজ করা, মাদকের প্রভাবে ধর্ষণ করা–এগুলো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।[৯২] সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম সরকার বলেন, আমাদের সমাজে ৮০ শতাংশ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঘটছে মাদকের কারণে। সমাজ পুরোপুরি মাদকমুক্ত করতে পারলেই অপরাধ এমনিতেই কমে যাবে।[৯৩]

কেউ হয়তো, এখন আপত্তি তুলতে পারো–

> *এ ধরনের ঘটনা সবার ক্ষেত্রে ঘটে না। অনেকেই প্রেম করে দিব্যি সুখে আছে। এমন কোনো কিছুর মুখোমুখি তাদের হতে হয়নি।*

হ্যাঁ, একথা সত্য। প্রেম করলেই যে সব ক্ষেত্রে এমন হবে, এটা আমরাও বলছি না। আমরা যা বলছি তা হলো, প্রেমের জন্য এতো দুঃখ, কষ্ট, অপরাধ, ভোগান্তি, এতো

---

[৯০] Angulski, K., Armstrong, T., & Bouffard, L. A. (2018). The influence of romantic relationships on substance use in emerging adulthood. Journal of Drug Issues, 48(4), 572-589.

Consequences of Teen Dating Violence, youth.gov- https://archive.is/B2xkO

[৯১] The Negative Effects of Teenage Dating, studymoose.com- tinyurl.com/5yx8ytsh

[৯২] ধর্ষণ, খুনসহ অধিকাংশ অপরাধের পেছনেই মাদক, ড. অরূপ রতন চৌধুরী, মানবকণ্ঠ, ডিসেম্বর ০৬, ২০২০- tinyurl.com/3rp6sam7

মাদকের টাকার জন্য মাকে হত্যা করেছে ছেলে, অভিযোগ বাবার, এনটিভি, ০৫ নভেম্বর, ২০২১- tinyurl.com/2p842uea

মাদকের টাকা না দেওয়ায় মাকে খুন করলো মেয়ে! দৈনিক ইত্তেফাক , মার্চ ০১, ২০২১- tinyurl.com/38ycvxvu

[৯৩] বন্ধুর মাধ্যমেই মাদক জগতে ঢুকছে বেশিরভাগ তরুণ, বাংলা নিউজ২৪, মে ৬, ২০১২- tinyurl.com/yb4992fr

ধ্বংস–তবু কেন সবসময় প্রেমকে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও সুখের পথ হিসেবে দেখানো হয়? কেন আমাদের মাথায় গেঁথে দেওয়া হয় প্রেম পবিত্র, প্রেম মহান, প্রেম স্বর্গ থেকে আসা? কেন মিডিয়া থেকে শুরু করে আমাদের সুশীল প্রগতিশীলরা সারাদিন এরই গুণকীর্তন করে যায়, কিন্তু এই কথাগুলো আমাদের বলে না? তোমাদেরকে শেখায় না?

একটু ভেবে দেখো তো, কোনো একটা খাবারের কারণে যদি এতোগুলো খারাপ জিনিস ঘটতো, তাহলে কি সেই খাবারটার ব্যাপারে সতর্ক করা হতো না? সেই খাবারের প্যাকেটে বড় বড় অক্ষরে সতকর্তাবাণী লেখা থাকতো না, যেমনটা লেখা থাকে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে? কোনো একটা কাজের কারণে যদি এতো এতো নেতিবাচক ফল আসতো তাহলে সেই কাজটার ব্যাপারে কি সতর্ক করা হতো না?

কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে হয় ঠিক উল্টোটা।

বিষয়টা অদ্ভুত না?

মুখোশ

২০২০ সালের ২২ জানুয়ারি রাত দুইটার সময় চট্টগ্রামের ওলি আহমেদ কলোনিতে রহস্যময় নড়াচড়া দেখা গেল। আলো আঁধারিতে নিঃশব্দ সতর্কতায় সারি বেঁধে হেঁটে যেতে দেখা গেল একদল মানুষকে। রাত আড়াইটায় কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে গেল উর্দি পরা লোকগুলো। আগে থেকেই ব্রিফ করা ছিল কার কী দায়িত্ব, সংক্ষিপ্ত সময়ে মিশন শেষ করে ফেললো তারা। ওপক্ষ থেকে তেমন কোনো প্রতিরোধই এলো না। জব্দের তালিকায় উঠলো দেশে তৈরি একটা শর্ট রাইফেল, গুলি, লোহার চেইন, চাকু, ৪টি মোবাইল সেট এবং নগদ ৫ হাজার টাকা। সেই সাথে হাতকড়া পড়লো ৬ জন মানুষের হাতে, যাদের মধ্যে ৫ জনই নারী। বয়স ২০ থেকে ৩৫ এর মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে যারা গড়ে তুলেছিল অনলাইন মধুচক্র। অনলাইন চ্যাটিং অ্যাপস ও সামাজিক মাধ্যমে প্রথমে প্রেমের সম্পর্ক গড়তো তারা। পরে বাসায় ডেকে এনে নগ্ন ছবি তুলতো। বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি করে ব্ল্যাকমেইল করতো। [৯৪]

প্রেমে পড়ার বড় একটা মাধ্যম হলো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো। স্কুল কলেজের কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে চল্লিশোর্ধ মধ্যবয়সীরাও আজ প্রেম খুঁজছে এবং খুঁজে পাচ্ছে ডিজিটাল জগতে। সেই সাথে মুখোমুখি হচ্ছে নানা হয়রানির, জড়িয়ে পড়ছে কেলেঙ্কারিতে।

ফেসবুকে প্রেম তারপর...

বাসায় ডেকে প্রেমিককে বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ।[৯৫]
দুই সন্তানের মায়ের সঙ্গে স্কুলছাত্রের বিয়ে![৯৬]
চলন্ত ট্রেনে তরুণী ধর্ষণ।[৯৭]

---

[৯৪] অনলাইনে প্রেমের ফাঁদ, ৫ নারীর মধুচক্র ইপিজেডে, চট্টগ্রাম প্রতিদিন, জানুয়ারী ২২, ২০২০- tinyurl.com/4fs2u9x8

[৯৫] ফেসবুকে প্রেম, বাসায় ডেকে প্রেমিককে বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ, আরটিভি নিউজ, আগস্ট ২১, ২০২২-tinyurl.com/548vjjvx

[৯৬] ফেসবুকে প্রেম, দুই সন্তানের মায়ের সঙ্গে স্কুলছাত্রের বিয়ে! dhakapost.com, জুলাই ২৪, ২০২২- tinyurl.com/mrx8m5ub

[৯৭] ফেসবুকে প্রেমের পরিণতি, চলন্ত ট্রেনে তরুণী ধর্ষণ, প্রতিদিনের সংবাদ, সেপ্টেম্বর ০৯ ,

অপহরণ, মুক্তিপণ না পেয়ে হত্যা। [৯৮]

দলবদ্ধ ধর্ষণ।[৯৯]

সর্বনাশা পরিণতি। [১০০]

এরকম অসংখ্য সংবাদ রোজকার পত্রিকার পাতায় চোখ বুলালেই দেখা যায়। অনলাইনে প্রেমে জড়িয়ে কতো মানুষকে যে চরম মাশুল গুণতে হয়, তার ইয়ত্তা নেই। টাকাপয়সা, ধনসম্পদ, মানসম্মানের পাশাপাশি অনেকে জীবনটাও হারায়। বাস্তব জীবনে যৌন নির্যাতন, ধর্ষণের পাশাপাশি ব্যাপক আকারে অনলাইন যৌন নির্যাতনের শিকার হয় অনেকেই।[১০১]

এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ জগৎটাই আসলে ফেইক। মিথ্যা, প্রতারণা আর ছলনায় ভরা। কেউ কাউকে সামনাসামনি দেখতে পারে না, খুব সহজেই অন্যজনের ছবি আর ভুয়া তথ্য দিয়ে ছদ্মবেশ ধরা যায়। ছেলে সাজা যায়, মেয়ে সেজে মেয়ের সাথে প্রেম করা যায়। ক্রমাগত ভাব মারা, রঙঢঙ এর ছবি দিয়ে খুব সহজেই একটা ফেইক পারসোনালিটি ধারণ করা যায়। ইসলামিক পোস্ট শেয়ার করে দ্বীনি ভাই, দ্বীনি বোন সাজা যায়, বাস্তব জীবনে জায়েদ খান হয়ে সালমান খানের ভাব ধরা যায়, টিনা-মিনা-রিনারাও বিশ্ব সুন্দরী সেজে থাকতে পারে–কেউ বুঝতেও পারে না। এই জগতে করা সম্পর্কে প্রতারণা হবে না, ব্ল্যাকমেইল হবে না, তো কোথায় হবে বলো?

আর এই অন্ধকারে গিলে খাবার জগৎটাতেই তোমার আনাগোনা... কালচাড়াল এলিট, মিডিয়াসাহা আর নব্য মিশনারীদের ক্রমাগত প্রোপাগ্যান্ডার ফলে জীবনের অর্থ খুঁজতে তুমি হাজির হও প্রেমের খোঁজে। নানান জাতের, নানান রঙের, নানান বয়সের, গর্জিয়াস কিংবা সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস মানুষের সাথে অতি সহজেই অনলাইনে যোগাযোগ করা যায়। বাস্তব জীবনে যার সামনে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলতে হবে–এমনটা ভাবলেই হাঁটু কাঁপা-কাঁপি শুরু হয়, তার সাথেও এখানে হিরোগিরি করা যায়। নিজের পরিচয় গোপন করে সেক্স চ্যাট, ন্যুডস আদান প্রদান করে যৌনসুখ পাওয়া যায়। তাই প্রতারিত হবার চান্স আছে জেনেও, ঐপাশের আইডিটা ফেইক হতে পারে জেনেও, তোমার খোঁজ, দ্যা সার্চ মিশন চলতেই থাকে।

২০২০- tinyurl.com/5dbvfjfr

[৯৮] অনলাইনে প্রেমের ফাঁদে ফেলে অপহরণ, মুক্তিপণ না পেয়ে হত্যা, প্রবাসীর দিগন্ত, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০২২- tinyurl.com/4cuhnbyp

[৯৯] অনলাইনে প্রেম, অতঃপর দলবদ্ধ ধর্ষণ, starsangbad.com, সেপ্টেম্বর ২১, ২০২২- tinyurl.com/cbpjjs6b

[১০০] ফেসবুকে পরিচয়, প্রেম, অতঃপর সর্বনাশা পরিণতি , Prothom Alo ইউটিউব ভিডিও, Dec ৫, ২০১৮- tinyurl.com/2w6ksxrv

[১০১] বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে অনলাইন প্রেমে যৌন হেনস্থা হবার হার অনেক অনেক বেশী, The Darkest Side Of Online Dating, BBC News-tinyurl.com/mrxm9x73

পুরো প্রক্রিয়াটা একবার চিন্তা করো–একের পর এক প্রোফাইল ঘেঁটে যাচ্ছো তুমি। যাকে একটু ভালো লাগছে, যার কাছ থেকে রিপ্লাই পাবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে তাকেই নক করছো। প্রত্যেকটা ছবিতে লাভ রিয়্যাক্ট দিচ্ছো। 'এই মেয়ে তুমি এতো সুন্দর কেন, এতো সুন্দর হয়ে আমাকে কষ্ট দিয়ে তুমি যে পাপ করছো সেই পাপে জাহান্নামে চলে যেতে পারো জানো?'–এই টাইপের কমেন্ট করছো। মেসেজ দেওয়ার পর সেই মেসেজের রিপ্লাই আসলো কি না, তা ভেবে একটু পর পর ইনবক্স চেক করছো। মেসেজের রিপ্লাই আসলে আরো ব্যাপক উৎসাহে কথাবার্তা চালিয়ে নিচ্ছো, তাকে ইম্প্রেস করার জন্য মাথা খাটিয়ে মিথ্যার ডালি সাজাচ্ছো...

চিন্তা করো কী বিপুল পরিমাণ সময় নষ্ট, কী লজ্জাজনক, আত্মমর্যাদাহীন আচরণ! কারো আত্মসম্মান থাকলে সে যার তার ইনবক্সে এভাবে হামলে পড়তে পারে না, না বলার পরেও ছ্যাঁচড়ার মতো বারবার বিরক্ত করতে পারে না।[১০২] এমন কাজ করার মাধ্যমে তুমি প্রথমেই তোমার আত্মসম্মান নষ্ট করে ফেলছো। অন্যের কাছে নিজেকে ছোট করছো।

অনলাইনে প্রচুর পরিমাণে সময় কাটানো আর প্রচুর মেয়ে/ছেলের টাইমলাইনে ঘোরাঘুরি করার কারণে তোমার মধ্যে সবসময় একটা অস্থিরতা, একটা অশান্তি কাজ করবে। তুমি হীনম্মন্যতায় ভুগবে।[১০৩] অনলাইনে সবাই জীবনের একটা সিলেক্টিভ অংশ রঙচঙ লাগিয়ে উপস্থাপন করে। জীবন যেমন সেভাবে সেটাকে মানুষ অনলাইনে তুলে ধরে না। সে অনলাইনে ঐ জীবনকে তুলে ধরার চেষ্টা করে যেমন জীবন সে চায়। অনলাইনে মানুষ এক ধরনের ফ্যান্টাসি তৈরি করে। সবাই প্রত্যেকদিন দামী রেস্তোরায় খেতে যায় না, গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে ট্যুর দেয় না–কিন্তু অনলাইনে ছবি, আপডেট ভিডিও দিয়ে এমন ভাব মারে মনে হয় যে সে রোজ রোজ ট্যুর দিচ্ছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখে ময়লা নিয়ে, লুঙ্গি-স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে এলোচুলের ছবি মানুষ আপলোড করে না। মানুষ সেজেগুজে মেকআপ করে, মাঞ্জা মেরে, ছবি তুলে সেটাকে নানা ফিল্টারে এডিট করে তারপর ছবি আপলোড করে।

আর সেই ছবি দেখে তুমি ভাবো ওরা আসলেই কতো সুন্দর, কতো স্মার্ট, হ্যান্ডসাম আর আমি একটা ক্ষ্যাত! ওদের জীবনটা কতো অসাধারণ, আমার জীবনটা কতো বোরিং। এভাবে শুরু হয় হীনম্মন্যতা, হতাশা, নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে তুচ্ছ ভাবা, মানসিক অশান্তি, অস্থিরতা।[১০৪] হৃদয়ে জমে বিষকাঁটা। ছোট ছোট সুখগুলোও

---

[১০২] এগুলোর স্ক্রিনশট ফাঁস হয়ে গেলে তোমার অবস্থা কী হবে একবার ভাবো তো। এগুলোর কারণে অনেকেই ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়। হ্যাকাররাও সুযোগ কাজে লাগাতে দ্বিধাবোধ করে না।

[১০৩] Instagram Is Ruining Your Self Esteem and You May Not Even Be Aware, saseye.com,June 8, 2020- tinyurl.com/2funb67u

[১০৪] Online Dating and Its Effects on Mental Health, thriveglobal.com- tinyurl.com/y26pzx3a

তখন চলে যায় দিগন্ত পেরিয়ে।

কিন্তু নিজের এতো ক্ষতি করার পর রিলেশন করতে পারলেও এই অনলাইন রিলেশন বেশিদিন টেকে না।[১০৫] খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষে অনেকেই সপ্তাহে সপ্তাহে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড পাল্টায়। সকালে একজনকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না বলে মেসেজ দেয়, তো বিকেলে তাকে ব্লক করে আরেকজনকে মেসেজে বলে, তাকে না পেলে সে মরেই যাবে! রাতে আবার অন্য একজনের সাথে তাদের প্রথম বাবুর নাম কী হবে তা নিয়ে খুনসুটি করে। গবেষণাও সেইম কথা বলে।

রিলেশন টিকে গিয়ে কোনোমতে বিয়ে পর্যন্ত গড়ালেও বিচ্ছেদ হতে সময় লাগে না। যুক্তরাজ্যের ম্যারেজ ফাউন্ডেশন দু'হাজার দম্পতিকে নিয়ে গবেষণার পর বললো, অনলাইনে প্রেমের পর বিয়ে করা দম্পতিদের মধ্যে বিয়ের ৩ বছরের মধ্যেই বিচ্ছেদের হার ছয় গুণ বেশি! এমনকি বিয়ে যদি ৭ বছর পর্যন্ত টিকেও যায় তারপরও অনলাইন দম্পতিদের মধ্যে ডিভোর্সের হার অফলাইন দম্পতিদের তুলনায় দেড়গুণের চেয়েও বেশি![১০৬]

যে সম্পর্ক একেবারেই ভঙ্গুর, যে সম্পর্কের ভিত্তি হলো মিথ্যে আর ফ্যান্টাসি, যেখানে বিয়ে হবার চান্স খুবই কম, বিয়ে হলেও বিচ্ছেদের সম্ভাবনাই অনেক বেশি–সেই সম্পর্ক গড়ার জন্য তোমার কেন এতো আগ্রহ? জীবন যৌবন সময় সব ব্যয় করে, নিজের আত্মসম্মান নষ্ট করে কেন যাকে তাকে মেসেজ দিয়ে বেড়াও?

ক্ষণিকের যৌনসুখ, 'মজা নেওয়া' ছাড়া এই প্রশ্নগুলোর আর কোনো উত্তর কী আসলে আছে?

এই সস্তা সুখের পেছনে ছুটতে গিয়ে তুমি আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছো, জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছো, নিজেকে অপমানিত এবং কলুষিত করছো–এটা কেন বুঝতে পারছো না?

এভাবে মরীচিকার পেছনে ছুটে কী লাভ হলো তোমার? ঠাণ্ডা মাথায় একবার পেছন ফিরে দেখো–কতোবার তোমার শান্ত, নিরুপদ্রব জীবন ছারখার হয়ে গিয়েছে! দীর্ঘ নির্ঘুম রাত, একলা শুকতারা, নিকোটিনের ধোঁয়া, পুরোনো ইনবক্স, গভীর দীর্ঘশ্বাস,

---

Facebook has known for a year and a half that Instagram is bad for teens despite claiming otherwise - theconversation.com, September 16, 2021- tinyurl.com/z9ntjz6j

[১০৫] Kee, A. W. A., & Yazdanifard, R. (2015). The review of the ugly truth and negative aspects of online dating. Global Journal of Management and Business Research.

[১০৬] Couples who meet online are 'six times more likely to get divorced,metro.co.uk, Nov 1, 2021- tinyurl.com/ya588v2p

ঝাঁকড়া চুল, শূন্য মানিব্যাগ, শূন্য পরীক্ষার খাতা, চিড় ধরা ভ্রাতৃত্বের মতো বন্ধুত্ব, মায়ের চোখের জল, বাবার ভীষণ আক্ষেপ। টেনশান, অস্থিরতা আর উদ্বিগ্নতায় কাটানো কত দিন, কত রাত। নিজের সঙ্গে একটু সৎ হও। সত্যি করে বলো তো আসলেই কী সুখ পেয়েছো? জীবনের এই লেনদেনে তুমি কি জিততে পেরেছো?

শরীরে বৃষ্টির মত মোহ

এক.

আমরা এমন একটা অদ্ভুত সময়ে বসবাস করছি যখন মিডিয়া ও কালচার সম্পূর্ণভাবে যৌনায়িত। যৌনতা আজ সব জায়গায়। ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা হলো এটা শুধুমাত্র যিনাকেন্দ্রিকতায় সীমাবদ্ধ না। বরং মিডিয়া এবং তথাকথিত সাংস্কৃতিক অঙ্গন ক্রমাগতভাবে যিনা এবং অবাধ যৌনতার স্বাভাবিকীকরণে ব্যস্ত।

জাতীয় পত্রিকার পাতায় কিশোর-কিশোরীদের আজ শেখানো হচ্ছে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্কে কোনো সমস্যা নেই, এটিই প্রকৃতির নিয়ম। পত্রিকাগুলোর ফিচারে ধাপে ধাপে শেখানো হচ্ছে কীভাবে নতুন বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ডের কাছে সাবেকের কথা বলা যায়। শেখানো হচ্ছে কীভাবে 'মধ্যযুগীয়' রক্ষণশীলতা থেকে বের হয়ে আধুনিক হওয়া যায়। কীভাবে নতুন ব্র্যান্ডের সেলফোনের মতো, বারবার নিজের শরীর আর মনের জন্য নতুন নতুন প্রেম খুঁজে নেওয়া যায়। শেখানো হচ্ছে সমকামিতাকে অধিকার হিসেবে দেখতে, পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা রূপান্তরকামিতাকে (transgenderism) মানবাধিকারের নামে মেনে নিতে।

এটাই এখন নরমাল। এটাই রীতি। নাটক, সিনেমা, সিরিয়াল, মিউযিক ইন্ডাস্ট্রি, পর্ন ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন—এই উদার ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বব্যবস্থা প্রতিনিয়ত যৌনতার উস্কানি দিয়ে চলেছে। যেন দুনিয়ার সব সুখ, সব আনন্দ কেবল যৌনতায়।[১০৭]

এই বিকৃত, মিথ্যা অভিনয়, অতিরঞ্জিত, কল্পিত চিত্র দেখে তোমাদের মগজধোলাই হয়ে গেছে। তুমি ভাবো তোমার যেসব বন্ধুরা সেক্স করছে তারা চুটিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করছে। সেই লেভেলের মজা করছে। তোমার যেহেতু গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড নেই, তাই তুমি কিছুই করতে পারছো না। লাইফকে উপভোগ করতে পারছো না। তাই তোমার প্রেম করতেই হবে। মাস্ট!

যা একসময় ছিল অগ্রহণযোগ্য, সমাজ ও মিডিয়ার ক্রমপরিবর্তনশীল আপেক্ষিক নৈতিকতা অনুযায়ী তা-ই আজ নিয়মে পরিণত হয়েছে। যেই যিনা-ব্যভিচার ছিল

---

[১০৭] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ো, ইলমহাউস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত আমাদের *মুক্ত বাতাসের খোঁজে* বইটি।

অপমানের, লজ্জার, লুকিয়ে রাখার, তা এখন গর্ব, মর্যাদার ও ঘোষণা করার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই আসমান ও যমীনের মালিকের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে আজ মানুষ জোর গলায় বলে–*প্রেমই তো করছি, কোনো অপরাধ তো করছি না!* অথবা কেউ হয়তো বলে বসে–'*আমরা সত্যি সত্যি একে অপরকে ভালোবাসি*'–আর সত্যি ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর দেওয়া বিধান বদলে যায় কি না, এর জন্য আলাদা কোনো হিসেব আছে নাকি, সেটা নিয়ে চিন্তায় ফেলে দেয়। কিংবা টেনে আনা হয় সেক্যুলার সমাজের সবচেয়ে প্রিয় যুক্তি, স্বাধীনতাকে। *মাই লাইফ মাই রুলস–মন যা চায় তাই করবো, বাধা দেওয়ার তুমি কে?*

বারবার শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে, তোমরাও হয়তো এই যুক্তিগুলো মেনে নিয়েছো। হয়তো চেষ্টা করেছো এই যুক্তির মধ্য দিয়ে নিজের কাজগুলোর অজুহাত দাঁড় করাতে। বন্ধুদের আড্ডায়, অনলাইনের কোনো তর্কে, নিজের প্রেমিক বা প্রেমিকাকে কনভিন্স করতে, কিংবা নির্ঘুম রাতে নিজের বিবেকের খচখচানিকে চাপা দেওয়ার জন্যে–কোনো না কোনো প্রেক্ষাপটে তুমিও হয়তো চেষ্টা করেছো এই যুক্তিগুলো টেনে নিজের ভুলগুলোর সঠিক সমীকরণ বানাতে।

কিন্তু মিডিয়া আর সমাজের তৈরি করা আপেক্ষিক নৈতিকতার বুলিগুলো আওড়ানোর সময় তুমি কি চিরন্তন, শাশ্বত নৈতিকতার কথা চিন্তা করো? যে নৈতিকতা ঠিক করে দিয়েছেন তোমার মালিক? তুমি কি সেই পবিত্র সত্ত্বার কথা চিন্তা করো যাঁর কাছে অণু-পরমাণু পরিমাণ কাজেরও হিসেব দিতে হবে? যার কাছে, 'সবাই করছিলো তাই আমিও করেছি'–এই যুক্তি দিয়ে পার পাওয়া যাবে না? যার কাছে মিথ্যা বলা যাবে না? যার সামনে যুক্তির পসরা সাজিয়ে বসা যাবে না?

হরমোনের জোয়ারে, শরীরী সুখের উন্মত্ততায় হয়তো সেই পরম করুণাময়ের কথা তুমি ভুলে বসেছো। হয়তো তাঁর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়েছো নিজের বিবেকের জ্বালা অবশ করতে। হয়তো নষ্ট সভ্যতা তোমাকে সেই মালিকের কথা আর তাঁর দেওয়া শিক্ষাকে ভুলিয়ে দিয়েছে, যে শিক্ষাকে তুমি তোমার হৃদয়ের ভেতর সত্য হিসেবে জানো।

তাই তোমাদের মনে করিয়ে দেই।

দুই.

ইসলামের ভিত্তি হলো তাওহীদ। *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*–আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। কথাটা আমরা সবাই বলি। কিন্তু এর তাৎপর্য আমরা বুঝি না। আল্লাহকে একমাত্র সত্য ইলাহ হিসেবে গ্রহণের অর্থ হলো তাঁকে নিজের এবং সবকিছুর মালিক হিসেবে মেনে নেওয়া। তাঁর প্রেরিত রাসূল (ﷺ) এবং তাঁর নির্ধারিত দ্বীনকে গ্রহণ করে নেওয়া। মালিকের সামনে নিজেকে সমর্পণ করা, নিজের ইবাদাত, আনুগত্য, তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করা। লা ইলাহা ইলাল্লাহ শুধু মুখে আওড়ানোর বুলি না। এই কালেমার

অর্থ আরশের অধিপতি, মালিকুল মুলক আল্লাহর গোলাম হিসেবে নিজের পরিচয়কে চিনতে পারা।

'*আমার দেহ, আমার সিদ্ধান্ত*' বা, '*মাই লাইফ মাই রুলস*'—এ ধরনের কোনো চিন্তার স্থান ইসলামে নেই। ইসলাম আমাদের শেখায় এ মহাবিশ্বে যা কিছু আছে; যা কিছু দৃশ্যমান এবং যা কিছু অদৃশ্য, সব কিছুর মালিক আল্লাহ। তিনি মালিকুল মুলক। আসমান ও যমীনসমূহের একচ্ছত্র অধিপতি। বনী আদম তথা মানুষ, মহান আল্লাহর দাস এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি।

আল্লাহ মানুষকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন। দিয়েছেন সম্পদের মালিকানার অধিকারও। তবে মালিকানার এই অধিকারে মানুষ সার্বভৌম না। সবকিছুর মতো মানুষের সম্পদের প্রকৃত মালিকও আল্লাহ। পার্থিব এই জীবনে সীমিত সময়ের জন্য তিনি আমাদের এগুলো ব্যবহার করতে দিয়েছেন। এই সম্পদ অনেকটা আমানতের মতো। মানুষ নিজের চাহিদা অনুযায়ী এই সম্পদ খরচ করতে পারবে। তবে সম্পদের প্রকৃত মালিকের বেঁধে দেওয়া নিয়ম মেনে।

একই কথা শরীরের ক্ষেত্রেও। আমাদের শরীর, সুস্থতা, আয়ু, জীবন—সবকিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। তিনিই জন্ম, মৃত্যু এবং রিযিকের মালিক। তাই শরীরের উপরও আমাদের মালিকানা সার্বভৌম না। তোমার শরীরের মালিক তুমি না, এর মালিক আল্লাহ। সম্পদের ব্যবহারের যেমন নিয়ম আছে, তেমনি নিয়ম আছে খাবার, পোশাক এবং যৌনতার ক্ষেত্রেও। মহান আল্লাহর বেঁধে দেওয়া হালাল ও হারামের সীমানা মানুষকে মেনে চলতে হয়।

তাই চাইলেই আমরা হারামের জন্য টাকা খরচ করতে পারি না। চাইলেই শূকরের মাংস কিংবা মদ খেতে পারি না, চাইলেই আমি এই শরীরকে ইচ্ছেমতো বদলাতে পারি না। চাইলেই যেকোনো ভাবে, যে কারো সাথে, যেকোনো সময় ভাগাভাগি করতে পারি না শরীরের উষ্ণতা। এটাই আমার মালিকের বিধান। তাঁর বিধান অমান্য করলে, দুনিয়াতে অবাধ্য হলে আখিরাতে আমাদের জন্য থাকবে শাস্তি। ক্ষেত্রবিশেষে দুনিয়াতেও থাকবে শাস্তির বিধান।

খাবার, পানির মতোই নারী পুরুষের ভালোবাসা এবং দৈহিক চাহিদা মানুষের সহজাত, স্বাভাবিক ব্যাপার। এই চাহিদা পূরণের সঠিক পদ্ধতি আমাদের সৃষ্টিকর্তা বলে দিয়েছেন আর তা হচ্ছে বিয়ে। বিয়ের ভেতরে যৌন সম্পর্ক বৈধ, বিয়ের বাইরে তা অবৈধ।[১০৮] একটা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছানোর পর মানুষ যখন নিজের ভেতরে যৌন চাহিদা অনুভব করবে, তখন সে বিয়ে করবে। এভাবে সে হালাল ভাবে নিজের চাহিদা পূরণ করতে

[১০৮] তবে ইসলামসম্মত দাসীর সাথে যৌনতা হতে পারে। এই দাসী আমাদের বাসা বাড়িতে কাজ করে এমন দাসী নয়। বিস্তারিত জানার জন্য পড়তে পারো মাকতাবাতুল আযহার থেকে প্রকাশিত ইসলামে দাস-দাসী ব্যবস্থা বইটি। লেখক- শামসুল আরেফিন শক্তি।

পারবে, একই সাথে এর সাথে যুক্ত হবে ভালোবাসা, বিশ্বাস, মমতা। নারীপুরুষের চিরন্তন আকর্ষণের শক্তি কাজে লাগে পরিবার গড়তে। আর সেই পরিবার থেকে জন্ম হয় পরবর্তী প্রজন্মের।

কিন্তু তুমি বিয়ের কথা ভেবে আফসোস করছো না। বিয়ের কথা ভাবছো না। বিয়ে করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছো না।[১০৯] তুমি আফসোস করছো গার্লফ্রেন্ড কিংবা বয়ফ্রেন্ডের জন্য। তুমি সময়-শ্রম ব্যয় করে যাচ্ছো কয়েক মিনিটের শরীরী সুখের জন্য।

তিন.

তোমার মাথায় সেক্স নিয়ে যা ঘুরছে, যে ফ্যান্টাসি তুমি করছো, তার অধিকাংশের সাথেই বাস্তবতার কোনো মিল নেই। সেক্স মজার জিনিস, সেক্সে আনন্দ আছে, তৃপ্তি আছে... এগুলো সব সত্য। কিন্তু এই ভোগবাদী বিশ্বব্যবস্থা যেভাবে সেক্সকে উপস্থাপন করে, বাস্তবতা তা থেকে বহুদূর।

যৌনজীবন শুরুর পর প্রথম প্রথম কয়েকদিন খুব ভালো লাগবে। অনেক বার সেক্স হবে। কিন্তু এরপর দেখবে একে খুব বিশেষ কিছু একটা মনে হচ্ছে না। এটা শুধু তোমার জন্য প্রযোজ্য না। পৃথিবীর সব মানুষের জন্যই সত্য। ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করে দেখো। ক্ষুধার্ত মানুষ প্রতিনিয়ত শুধু খাবারের কথা ভাবে, কিন্তু যার বাসায় খাবার আছে সে ক্রমাগত খায় না। খাবারকে কেন্দ্র করে তার পুরো জীবনযৌবন, অস্তিত্ব কিন্তু আবর্তিত হয় না।

শুধু শরীরের আকর্ষণ আর ক্ষুধাকে পুঁজি করে সম্পর্ক গড়া যায় না। পরিবার গড়া যায় না। গড়া যায় না সভ্যতা। আজ যৌনতাকে বিয়ে থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে। ফলে যৌনতাই লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ যৌনতৃপ্তির মধ্যে ভালোবাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

যৌন আনন্দ তীব্র, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। এই সাময়িক উত্তেজনা দিয়ে মানুষের সব চাহিদা পূরণ হয় না। একজন মানুষকে নিজের করে পাওয়ার, চোখ বন্ধ করে তার উপর নির্ভর করার, বিশ্বাস করার, নিজের সুখদুঃখ তাঁর সাথে ভাগাভাগি করার, দুজনের ভালোবাসায় একটা শিশুকে বড় করার যে স্বাভাবিক তাড়না মানুষের রক্তের ভেতরে খেলা করে, স্রেফ সেক্স দিয়ে সেটাকে মেটানো যায় না। কিন্তু মানুষ আজ তাই করার চেষ্টা করছে। নিষ্ফলভাবে ছোটাছুটি করছে দেহ থেকে দেহে, বিছানা থেকে বিছানায়।

---

[১০৯] তুমি বলতেই পারো, *চাইলেই কি বিয়ে করা যায়? ৩০ বছর পার হলেও বাবা-মা বিয়ে দিতে চায় না আর আপনি আসছেন বিয়ে নিয়ে। যান যান, ভাগেন।* চাইলেই বিয়ে করা যায় না- এটা একদম মিথ্যে কথা। তুমি যদি আন্তরিকভাবে চাও তাহলে ইন শা আল্লাহ অবশ্যই বিয়ে করতে পারবে। বইয়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা আছে। বিস্তারিত জানার জন্য Lostmodesty.com থেকে পড়ো 'তুমি এক দূরতরো দ্বীপ' ও 'হয়নি যাবার বেলা' লেখা দুটি-tinyurl.com/durtorodip , tinyurl.com/hoinijabarbela

নিজের শরীরকে সস্তায় তুলে দিচ্ছে অন্যের হাতে। কিন্তু তৃপ্ত হতে পারছে না।

কোনো গাড়ি কীভাবে সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্স দেবে সেটা সেই গাড়ি যারা তৈরি করেছে তারাই সবচেয়ে ভালো জানে। মহান আল্লাহর জ্ঞান পরিপূর্ণ। আমাদের কী প্রয়োজন, আমাদের চেয়ে তিনি ভালো জানেন। তাই তিনি আমাদের জন্য এমন পথ ঠিক করে দিয়েছেন যা আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো। কিন্তু আমরা আজ তাঁর কথা ভুলে বসেছি। তাঁর নির্দেশনাগুলো উপেক্ষা করছি।

মা-বাবা সন্তানের কোনো ক্ষতি চান না। সন্তানকে ক্ষতিকর কোনো কিছু করতে দেখলে তারা ক্রুদ্ধ হন। ব্যথিত হন। আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে মা-বাবার চাইতেও বহুগুণে বেশি ভালোবাসেন। তিনি কখনোই চান না যে আমরা অশ্লীলতায় ডুবে নিজেদের ধ্বংস করে ফেলি। মানুষকে যিনা-ব্যভিচার করতে দেখলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

> 'হে মুহাম্মাদের উম্মতবৃন্দ, আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কেউ নেই, তিনি তাঁর কোনো বান্দার ব্যভিচার করা দেখতে পছন্দ করেন না।''[১১০]

তিনি বলেছেন,

> 'যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি হল- তোমাদের উদর ও লজ্জাস্থানের বিপথগামী কামনাবাসনা এবং রিপু অনুসরণের পথভ্রষ্টতা।'[১১১]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যে কাজগুলোকে সবচেয়ে নিকৃষ্টের অন্যতম বলে চিহ্নিত করেছেন, যা কিছুর ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করেছেন, আজ আধুনিক পৃথিবী সেগুলোকেই বলছে প্রগতি, স্বাধীনতা আর আধুনিকতা।

***

বছরে দুইবার কুকুরীর শরীর গরম হয়। যৌন তাড়নায় সে তখন পাগলের মতো হয়ে যায়। অস্থির হয়ে ছুটে বেড়ায়। পুরুষ কুকুররা তাকে ঘিরে ভিড় করে। চলে যেখানে সেখানে রতিক্রিয়া।

আধুনিক মানুষের যৌনতার সাথে কুকুরের এই আচরণের তফাৎ কোথায়? পশুর জন্য যা স্বাভাবিক, আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের জন্য তা অপমানজনক। অবাধ যৌনতা মানুষকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে আনে। যৌনতাকে বিয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো মহান আল্লাহর তৈরি নিয়মকে উল্টে দেওয়া।

---

[১১০] সহীহ বুখারী ৫২২১, ১০৪৪

[১১১] মুসনাদ আহমাদ ১৯৭৭২, মাজমাউয যাওয়াইদ হা. ৮৯১, সহীহ আত-তারগীব ৫২, ২১৪৩। হাইসামী রাহি. হাদিসটির বর্ণনাকারীদেরকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আলবানী রাহি. হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

আর তুমি...

তুমি স্বেচ্ছায় অন্ধকারের এই অবগাহনে অংশ নিচ্ছো। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছো আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মকে উল্টে দেওয়ার শয়তানী প্রকল্পে। পশুর পর্যায়ে টেনে নামাচ্ছো নিজেকে। নিজের অন্তরকে ডুবাচ্ছো ক্লেদাক্ত, কলুষিত অন্ধকারে। তিলে তিলে ধ্বংস করছো তোমার আত্মাকে।

আলেয়া

মহান আল্লাহর নির্দেশনা, নিজেদের স্বাভাবিক আত্মমর্যাদা এবং লজ্জাশীলতা ভুলে যে সাময়িক যৌনতৃপ্তির পেছনে এই সভ্যতা আমাদের ছুটে যেতে শেখাচ্ছে, সেই যৌনতার বাস্তবতাটা আসলে কেমন?

অনেকেই মনে করে প্রেমিকের সাথে শুয়ে পড়া মানে হলো ভালোবাসার প্রমাণ দেওয়া। একটা প্রেমের সম্পর্ক পরিপূর্ণ হয় সেক্স করার মাধ্যমে। এর মাধ্যমে এমন এক বন্ধন তৈরি হয় যার ফলে তারা চিরদিনের জন্য একে অপরের হয়ে যায়। বিচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু বাস্তবতা আসলে উল্টো।

নাইজেরিয়ার কয়েকজন পিএইচডি গবেষক বলছেন,

> 'বিয়ের আগে সেক্স করা কাপলরা একে অপরের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। বাতাসে কুটিল সন্দেহ ভেসে বেড়ায়। সন্দেহ, অবিশ্বাস, হিংসা, নজরদারি বিয়ের পরে সম্পর্কটাকে বিষিয়ে তোলে—সে তো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বিয়ের আগেই তো সে আমার সাথে শুয়ে পড়েছিল, এখন অন্য ছেলে বা অন্য মেয়ের সাথেও তো শুয়ে পড়তে পারে...এমন চিন্তাভাবনা চলতে থাকে দুজনেরই মাথায়। এভাবে একটা সুস্থ সম্পর্ক চলতে পারে না।'[১১২]

যেদিন থেকে প্রেমিক-প্রেমিকা শরীরের স্বাদ পেয়ে যায় সেদিন থেকেই কমতে থাকে তাদের মধ্যকার আকর্ষণ। কমতে থাকে একে অপরের প্রতি সম্মান ও বিশ্বাসও। প্রেমের ক্ষেত্রে, সেক্সের আগে একে অপরের শরীরের প্রতি একটা কৌতূহল থাকে, রহস্য থাকে। সেক্স হয়ে গেলে সব রহস্য, সব কৌতূহল মিটে যায়।[১১৩] নিজেরা একসাথে থাকার রসদ হারিয়ে ফেলে। বিয়ের আগের সেক্সে নিছক শরীরের সুখ আর সাময়িক মোহ ছাড়া আর কিছু থাকে না। এটা স্রেফ কামনা, একে অপরকে ভোগ করা। বিশ্বাস, নির্ভরতা, মমতা, সম্মান, দায়িত্ব, পরিবারের বন্ধন—কিছুই এতে থাকে না।[১১৪]

---

[১১২] Adama, T., & Ejih, S. (2021). The Effects of Premarital Sex Among Adolescents in Igala Land. Sapientia Glob J Arts, Humanit Dev Stud, 4(3).

[১১৩] কামনার আলোচনায় এগুলো আমরা দেখে এসেছি

[১১৪] Abdullahi, M., & Umar, A. (2013). Consequences of pre-marital sex among the youth a study of University of Maiduguri. IOSR Journal of Humanities and

তাই যিনা করা ছেলেরাও বিয়ের জন্য সতী নারী খোঁজে। ভারতের মতো অশ্লীল সভ্যতার ধারক দেশেরও শতকরা ৬৩ ভাগ তরুণ বলছে—যদিও তারা যিনা করাটাকে স্বাভাবিক মনে করে কিন্তু বিয়ের জন্য ভার্জিন পাত্রী পছন্দ করে। অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের প্রতি ৩ জন পুরুষের ১ জন বিয়ের জন্য ভার্জিন মেয়েকে বেশি পছন্দ করে।[১১৫]

নিকোলাস উলফিঙ্গার হলেন ইউনিভার্সিটি অফ উটাহ'র একজন সমাজবিদ। তিনি গবেষণা করে দেখেন—যেসব অ্যামেরিকান শুধু তাদের স্বামী বা স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়, তারা বিবাহিত জীবনে বেশি সুখী হয়।[১১৬]

এখন তুমিই চিন্তা করে দেখো, তুমি কী চাও। ৫ মিনিটের সস্তা সুখ নাকি হাতে হাত রেখে বাকি জীবনটা একসাথে কাটিয়ে দেবার রসদ?

অনেকে ক্ষেত্রেই যিনার পরিণতি হলো পড়াশোনা, ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাওয়া, তীব্র হতাশা, আত্মগ্লানি, মাদক ব্যবহার।[১১৭] এ নিয়ে এরই মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি।

ড. মুসা আব্দুল্লাহি এবং আব্দুল্লাহ উমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখেন—অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ৪৩ জন বলছে সেক্স করার কারণে তারা তীব্র আত্মগ্লানি ও আফসোসে ভোগে। ৩২ জন বলছেন বিয়ের পূর্বের যৌনতা মাদকের দিকে নিয়ে যায়। অনেকে বিছানায় পারফরম্যান্স ভালো করার জন্য ড্রাগ নেয়। আবার অনেকেই সেক্স করার কারণে জন্ম নেওয়া গ্লানি, আফসোস, অবসাদ ভোলার জন্য বা ব্রেকআপের পর কষ্ট ভোলার জন্য ড্রাগ নেয়। শতকরা ৫৭ জন বিশ্বাস করে এটা আত্মসম্মান নষ্ট করে দেয়।[১১৮]

অসংখ্য গবেষণায় এটা উঠে এসেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিয়ের আগে সেক্সের ফলাফল হলো—হতাশা, আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলা, মাদক ব্যবহার, অস্থিরতা, আত্মহত্যা, রেসাল্ট খারাপ, প্রেগন্যান্সি[১১৯],

---

Social Science, 10(1), 10-17. Adama & Ejih (2021).

[১১৫] Third of men still want virgins, The Sunday Morning Herald, June 1, 2008- tinyurl.com/yckv25km

63% want to marry virgins, but majority approve of premarital sex, hindustantimes.com,Sep 03, 2015- tinyurl.com/a64a4b33

[১১৬] Fewer Sex Partners Means a Happier Marriage, theatlantic.com, October 22, 2018- tinyurl.com/4ee8takz

[১১৭] Graves, K. L., & Leigh, B. C. (1995). The relationship of substance use to sexual activity among young adults in the United States. Family Planning Perspectives, 18-33.

[১১৮] Abdullahi & Umar (2013)

[১১৯] প্রেগন্যান্ট হওয়া থেকে বাঁচার জন্য জন্ম নিরোধক পিল ব্যবহার করা হয়। আর এর ফলে হতাশা, মাসল পেইন, যৌনক্ষমতা কমে যাওয়া এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।

গর্ভপাত, দৈহিক ইনজুরি, জীবন ধ্বংসকারী বিভিন্ন যৌনবাহিত রোগ[১২০], সহিংসতা, যৌনতা সম্পর্কে অস্বাভাবিক ধ্যানধারণা, অস্বাভাবিক যৌন আচরণ, নেগেটিভ বডি ইমেজ, বাবা-মা'র সমর্থন হারিয়ে করুণ অবস্থায় দিন কাটানো।[১২১]

সাময়িক সুখের নেশায় এতো এতো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া কি কোনো স্মার্ট, বুদ্ধিমান মানুষের কাজ?

যিনা করার প্রক্রিয়াটার সাথেও জড়িয়ে থাকে অনেক ঝামেলা এবং অনেক ক্ষেত্রে বিপদ। যিনা করার জায়গা কোথায় পাবো, যেখানে যাবো সেটা কি সেইফ, এতো টাকা কীভাবে ম্যানেজ করবো, বাসায় কী গল্প সাজাবো? কেউ জেনে ফেলবে না তো? কেউ দেখে ফেলবে না তো? জানলে কী হবে? প্রেগন্যান্ট হয়ে যাবে না তো? প্রেগগ্যান্ট হয়ে গেলে কী হবে...সবসময় একটা অস্থিরতাবোধ, একটা টেনশন কাজ করতে থাকে।

পাশপাশি পার্কের চিপায়, ঝোপে-ঝাড়ে, বনে জঙ্গলে, পাটক্ষেতে কিংবা আবাসিক হোটেলে ধরা পড়ে অন্য মানুষের লালসায় পরিণত হওয়া খুব সাধারণ ঘটনা। বয়ফ্রেন্ডকে বেঁধে রেখে বা তাড়িয়ে দিয়ে গার্লফ্রেন্ডকে রেইপ করার সংবাদ পত্রিকা খুললেই পাওয়া যায়। এমন অনেক ঘটনার আলোচনা আমরা আগেই করেছি। তাছাড়া, অনেক সময়ই হোটেল রুমের সিসিটিভি ক্যামেরায় যিনার ফুটেজ থেকে যায়। বয়ফ্রেন্ডের বন্ধুরা যিনার দৃশ্য ধারণ করে বন্ধুর গার্লফ্রেন্ডকে ভোগ করে।[১২২]

ব্ল্যাকমেইল যে শুধু অন্য মানুষ করে এমন না। তথাকথিত ভালোবাসার মানুষরাই অনেক সময় যৌনতার ভিডিও করে রাখে। কখনো গোপনে, কখনো প্রকাশ্যেই। এই ভিডিও বা ইনবক্সে ভালোবাসার প্রমাণ দেখানোর জন্য দেওয়া নগ্ন, অর্ধনগ্ন ছবি দেখিয়ে যৌন দাস/দাসীতে পরিণত করে। যখন যেখানে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা ডাকলেই শরীর ব্যবহার করতে দিতে হয়। টাকাপয়সাও হাতিয়ে নেয় এভাবে অনেকেই।[১২৩]

The pill: From sexual revolution to cancer and depression links, independent.co.uk, November 02, 2016- tinyurl.com/2p8uukww

[১২০] The Negative Effects of Teenage Dating, studymoose.com-
tinyurl.com/5yx8ytsh

[১২১] Abdullahi & Umars (2013)
Teen Dating, courses.lumenlearning.com- tinyurl.com/322s7x4y
Shrestha, R. B. (2019). Premarital sexual behaviour and its impact on health among adolescents. Journal of Health Promotion, 7, 43-52.

[১২২] অনেক সময় প্রেমিকই বন্ধুদের ভোগ করার জন্য প্রেমিকাকে তার হাতে তুলে দেয়-
tinyurl.com/5bw9yz95

[১২৩] নগ্ন ছবি দেখিয়ে প্রেমিকার ব্ল্যাকমেইল, প্রেমিকের আত্মহত্যা!, কালের কণ্ঠ অনলাইন, জুলাই ২৫ , ২০১৮- tinyurl.com/28yc6rhs

অন্য কারো সাথে বিয়ে হলে এই ছবি ভাইরাল করে প্রতিশোধ নেয়। বিয়ের পরেও স্বামী বা স্ত্রীকে ধোঁকা দিয়ে তার সাথে শুতে বাধ্য করে, ব্ল্যাকমেইল করে।[১২৪] কথা মতো কাজ না করলে এইসব ফুটেজ ভাইরাল হয়ে যায় অনলাইনে। আপলোড হয় পর্ন সাইটে। নিজের, সাথে পরিবারেরও মানসম্মান ধুলোয় মিশে যায়। মুখ দেখানোর উপায় থাকে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ে হয় না। আত্মহত্যাও করে বসে অনেকে। কী অসম্মান এবং অপমানকর এক জীবন! এর সাথে তুলনা করো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্মান ও মর্যাদার সম্পর্কের।

আবার এসব কিছুর সাথে যুক্ত হয় পর্নোগ্রাফি নামের কুৎসিত, আধুনিক প্লেগের প্রভাব। পর্ন মুভি থেকে যৌনতা সম্পর্কে মিথ্যা, অতিরঞ্জিত, অতিকল্পিত ধারণা নিয়ে বড় হওয়া প্রজন্ম যৌনতায় আগ্রাসন প্রদর্শন, খিস্তি খেউড় করা, সঙ্গীকে মারধর করা, অ্যানাল সেক্স, ওরাল সেক্সের মতো বিকৃত আচরণগুলোকেও স্বাভাবিক মনে করে। ব্রেইনওয়াশড প্রজন্ম এই বিকৃত আচরণগুলো বাস্তবায়ন করে নিজের সঙ্গী/সঙ্গিনীর উপর।[১২৫] এই বিকৃত যৌনাচারের কারণে ঘটে দিহান-আনুশকার মতো ঘটনা।[১২৬]

গবেষকদের মতে, ছেলেদের উপর প্রভাব পড়লেও নারীদের উপর এ ধরনের আচরণের প্রভাব হয় ভয়াবহ। সঙ্গীর এমন আচরণে তাদের হৃদয় ভেঙে যায়। শিকার হয় ট্রমার। সঙ্গীর বা ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়ে অন্য মানুষের যৌনদাসী হয়ে যাওয়ার

প্রথমে প্রেমের অভিনয়, পরে অশ্লীল ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল চট্টগ্রামে দর্জি গ্রেফতার, ইত্তেফাক, মে ১৯ ২০২২- tinyurl.com/muk3dcdv

প্রেমিকাকে ধর্ষণ করে প্রেমিক, ভিডিও করে বন্ধুরা, দৈনিক যুগান্তর, মে ০৩, ২০২১- tinyurl.com/mryj7hzy

[১২৪] 'প্রেমিকা'র নগ্ন ছবি ও ভিডিও স্বামীকে হোয়াটসঅ্যাপ প্রেমিকের, ব্ল্যাকমেইল! zeenews.india.com, ডিসেম্বর ৩,২০২০- tinyurl.com/ydvkj53u

অশ্লীল ছবি তুলে ব্যাংক কর্মকর্তাকে ব্ল্যাকমেইল, গ্রেফতার ৩, হাজারিকা প্রতিদিন, নভেম্বর ১৪,২০১৯-tinyurl.com/4wnsbc3a

[১২৫] Ryu, E. (2005). Spousal use of pornography and its clinical significance for Asian-American women: Korean women as an illustration. Journal of Feminist Family Therapy, 16(4), 75-89.

Shope, J. H. (2004). When words are not enough: The search for the effect of pornography on abused women. Violence Against Women, 10(1), 56-72.

Teenage girls pressured into 'painful and coercive' anal sex because of porn, metro.co.uk, Jul 18, 2017 - https://goo.gl/Uitete

[১২৬] Pornography has changed the landscape of adolescence beyond all recognition, telegraph.co.uk, April 22,2015 - https://goo.gl/4hccVw

বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত হওয়াটাই হতাশা, ঝগড়া, বিচ্ছেদ, সম্মান কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। বিস্তারিত গবেষণার জন্য দেখো, মুক্ত *বাতাসের খোঁজে* -tinyurl.com/eyxxndzs

ফলে নিজেকে আর মানুষ হয় না। মনে হয় ভোগের একদলা মাংসপিণ্ড। আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান বলে কিছু থাকে না। অনেকের মনে ক্ষত হয়ে যায় সারাজীবনের মতো। বিকৃত যৌনতার মুখোমুখি হয়ে যৌনতা সম্পর্কে তাদের তীব্র নেতিবাচক ধারণা চলে আসে। পরবর্তীতে বিয়ে হলে স্বামীর সাথেও অন্তরঙ্গ হওয়াটাকে তাদের অনেকের কাছে বিভীষিকার মতো মনে হয়। সুস্থ অন্তরঙ্গতার অভাবে স্বামীর ভালোবাসায় ভাটা পড়ে। সংসারে অশান্তি নেমে আসে। সারাজীবন এর ঘানি টানতে হয়।[১২৭] নষ্ট জ্যোৎস্নায় ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে।

যে যৌনতার জন্য এতো কিছু সেই যৌনতাতেও কি আসলে তৃপ্তি পাওয়া যায়? নিশ্চয়তা পাওয়া যায়? একজন গার্লফ্রেন্ড যতোটা অনিশ্চয়তা নিয়ে ভাবে, 'ও কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসে? নাকি শুধু আমার শরীরকে ভালোবাসে,' একজন স্ত্রী তাঁর স্বামীর হাত ধরতে পারে ততোটাই আস্থা আর বিশ্বাসের সাথে। একজন গার্লফ্রেন্ড যতোটা অনিশ্চয়তা, প্রতারণার ভয় আর আত্মসম্মানের হুমকি নিয়ে একজন বয়ফ্রেন্ডের সাথে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের দিকে যায়, একজন স্ত্রী ঠিক ততোটাই আস্থা আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভাবতে পারে তার স্বামী তার পবিত্রতার সঙ্গী, তার অনাগত সন্তানের বাবা।

বিয়ের আগে সেক্স করে ফেললে ভবিষ্যৎ সম্পর্কের বিচ্ছেদের হার বহুগুণে বেড়ে যায়। অ্যামেরিকার শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে বেশ মানসম্মত ও বড় আকারের গবেষণা চালান একদল গবেষক। গবেষণা শেষে তারা বলেন, 'ছেলে বা মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি বিয়ের পূর্বে সেক্স করেনি এমন ছেলে ও মেয়েদের বিয়ে নাটকীয়ভাবে স্থায়ী। এদের বিচ্ছেদ বা ডিভোর্সের হার খুবই কম'।[১২৮]

এরকম অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে বিয়ের আগে সেক্স না করলে যেমন বিয়ের পর চমৎকার একটা দাম্পত্য জীবন পাওয়া যায়, সম্পর্কে বিশ্বস্ততা থাকে, যৌন সন্তুষ্টি থাকে, তেমনি বিয়ের আগে সেক্স করলে দাম্পত্য সম্পর্ক বিষিয়ে যায়, ডিভোর্সের হার বেড়ে যায়।[১২৯]

---

[১২৭] Abdullahi & Umar (2013)

[১২৮] Laumann, Gagnon, Michael, & Michaels, S. (2000). The social organization of sexuality: Sexual practices in the United States. p. 503

[১২৯] Premarital Sex and Greater Risk of Divorce, focusonthefamily.com, August 16, 2011-tinyurl.com/yfca7hts

Kahn, J. R., & London, K. A. (1991). Premarital sex and the risk of divorce. Journal of Marriage and the Family, 845-855.

Does Sexual History Affect Marital Happiness? Institute for Family Studies, October 22, 2018-tinyurl.com/5e2ks4ax

Olamijuwon, E., & Odimegwu, C. (2022). Saving sex for marriage: An analysis of

সমস্যা এখানেই শেষ না। হৈমন্তী গল্পে রবীন্দ্রনাথ বলেছিল -

> 'আমাদের দেশে যে মানুষ একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্‌বেগ থাকে না। নরমাংসের স্বাদ পাইলে মানুষের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয়, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইরূপ হইয়া উঠে। অবস্থা যেমনি ও বয়স যতোই হউক, স্ত্রীর অভাব ঘটিবামাত্র তাহা পূরণ করিয়া লইতে তাহার কোনো দ্বিধা থাকে না।'

কথা অতিশয় সত্য। যৌনতার স্বাদ পাবার আগে নিজেকে সামলানো যতোটা সহজ, যৌনতার স্বাদ পাবার পরে নিজেকে সামলানো ততোটাই কঠিন। আখিরাত ও জীবন ধ্বংসকারী একটা রিলেশন থেকে যে করেই হোক মুক্তি পেলেও তুমি সিংগেল থাকতে পারবে না। শরীরের লোভে আবারো রিলেশনে জড়াবে। এবং মিথ্যা বলে হোক, জোর করে হোক, ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করে হোক, কিংবা ব্যক্তিগত ছবি, ভিডিও দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে হোক–তার সাথে যিনা করবেই। আত্মনিয়ন্ত্রণ, সততা, চারিত্রিক শুদ্ধতা, অপরকে সম্মান করা, কেয়ার করার মতো উন্নত মহান চারিত্রিক গুণাবলি তোমাকে বিদায় জানাবে।[১৩০]

এক রিলেশন ভাঙলে অন্য রিলেশনে যাবে। আবার যিনা করবে। এভাবে যিনা করে যাবে। যিনা করতে না পারলে পাগলের মতো হয়ে যাবে। কারো কারো ক্ষেত্রে এমন হয় যে যিনা করার জন্য গার্লফ্রেন্ড না পেলে পতিতালয়ে যায়।[১৩১]

ইবনুল জাওযী (রহ.) যেমনটা বলেছেন,

> 'প্রেমিকরা সাধারণত যৌন কামনা থেকে নিজেদের মন-মগজকে সংযত করতে না পারার ক্ষেত্রে জানোয়ারদের সীমাও ছাড়িয়ে যায়। তাদের যৌন উত্তেজনা কখনও প্রশমিত হয় না, পরিতৃপ্তির বদলে সর্বদা অতৃপ্তিই থেকে যায়, ফলে তা আরো বৃদ্ধি পায়। তারা কুকর্মের লাঞ্ছনায় জড়িয়ে পড়ে আরো ঘৃণিত হয়ে যায়।[১৩২]

যিনাকে মহিমান্বিত করা এই তথাকথিত প্রগতিশীল বিশ্বব্যবস্থা কখনোই তোমাকে যিনার এসব দিক দেখায় না। আল্লাহর দেওয়া মাথাটা একটু কাজে লাগাও! কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা একটু যাচাই বাছাই করে নাও। মুখোশ দেখে প্রতারিত হয়ো না।

---

lay attitudes towards virginity and its perceived benefit for marriage. Sexuality & Culture, 26(2), 568-594.

[১৩০] Abdullahi & Umar (2013)

[১৩১] অনেকে সমকামিতাতেও জড়ায়। পর্ন হস্তমৈথুনের কথা তো বলাই বাহুল্য। ধর্ষণ বা শিশুদের যৌন নির্যাতন করার ঘটনাও ঘটায়।

[১৩২] ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম ভালোবাসা, ইবনুল জাওযী (র.), দারুস সালাম বাংলাদেশ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২৬

কাছে আসার আরেক গল্প

১৫ সেপ্টেম্বর। ২০১৫। পড়ন্ত দুপুর।

কাফরুলের পুরনো বিমানবন্দরের মাঠের ঝোপে সিমেন্টের খালি বস্তায় মোড়ানো আবর্জনার স্তুপের পাশে পড়েছিল সে। জন্মের পর মায়ের বুকের ওম পাওয়া হয়নি। আমাদের সমাজে পোয়াতি ঘরের নতুন অতিথির মুখে মধু দিয়ে বরণ করা হলেও নবজাতকটির ভাগ্যে মধু দূরে থাক, এক ফোঁটা পানিও জোটেনি। একদল কুকুর সেই বস্তা ভেদ করে টেনেহিঁচড়ে ওকে নিজেদের খাবারে পরিণত করেছিল। খাবলে খেয়েছিল ওর আঙুল, নাক ও ঠোঁটের অংশ। কুকুরের ঘেউঘেউ শব্দে এগিয়ে যায় অনুসন্ধিৎসু কিশোরের দল। ঢিল ছুড়ে তাড়ায় ক্ষুধার্ত কুকুরগুলোকে। কিশোর দলের চোখ আটকে যায় একদিন বয়সী ছোট্ট একটি শিশুর রক্তাক্ত দেহের উপর। চিৎকার দেয় ওরা। ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় জাহানারা নামে স্থানীয় এক নারী এগিয়ে যান আবর্জনার মতো করে ছুড়ে ফেলা শিশুটাকে বাঁচাতে। পবিত্র প্রেমের বলি হওয়া থেকে বেঁচে যায় নিষ্পাপ শিশুটি।[১৩৩]

বিয়ে বহির্ভূত পবিত্র প্রেম-ভালোবাসার এ এক অনিবার্য পরিণতি! ডাস্টবিনে কুকুরের মুখে খুবলে খুবলে খাওয়া নবজাতকের নিষ্পাপ দেহ, টয়লেটের কমোডে কিংবা হলের ট্রাংকে নবজাতকের লাশ।[১৩৪] জাস্ট কয়েক মিনিটের সাময়িক আনন্দের জন্য নিষ্পাপ শিশুর রক্তে হাত রাঙায় তারই জন্মদাতা আর জন্মদাত্রীরা! মানবসভ্যতার কী করুণ এক পরিণতি! এই বিশ্বকাঠামো রঙচঙ মেখে কাছে আসার গল্প শেখায়। কিন্তু কাছে আসার গল্পের পরের দৃশ্য আর দেখায় না।

ডাস্টবিনে রাস্তায় নবজাতককে ছুড়ে ফেলার ঘটনাগুলো চোখে লাগে। সংবাদ শিরোনাম হয়। তবে এর চাইতেও আরো নিষ্ঠুরভাবে, আরো সিস্টেমেটিকভাবে '*পবিত্র প্রেমের*' ফসল কোটি কোটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে। নীরবে, নিভৃতে। যা নিয়ে কোনো সংবাদ হয় না। উল্টো মানবাধিকারের বুলি আওড়ানো সুশীল প্রগতিশীলরা নিষ্পাপ

---

[১৩৩] কুকুরের মুখে নবজাতক: দুরন্ত কিশোরের দল ও এক নারীর মহানুভবতা, bdnews২৪.com, Oct 12, 2015- tinyurl.com/2r7cpbvm

[১৩৪] ডাস্টবিনে ফেলে রাখায় কুকুরের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত নবজাতক, Banglavision News ইউটিউব ভিডিও, Nov 29, 2021- tinyurl.com/yc6pjeja

শিশুর মানবাধিকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রক্তের আদিম নেশায় হাততালি দেয়। আইনওয়ালারা চোখ বুজে ঘাড় ঘুরিয়ে থাকে। কেউ কেউ 'গর্ভ যার, সিদ্ধান্ত তার' এই যুক্তিতে বৈধতাও দিয়ে দেয় মানব ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য গণহত্যাগুলোর একটি–গর্ভপাতকে।

অন্ধকার যুগে মেয়ে নবজাতক হলে জীবন্তই পুঁতে ফেলা হতো। আর এখন এই অতি আধুনিক যুগে শুধু মেয়ে শিশু না, ছেলে শিশুকেও খুন করার জন্য ছুড়ে ফেলা হয় রাস্তার পাশের ডাস্টবিনে। আইয়ামে জাহিলিয়াতের চাইতেও নির্দয় আকারে ফিরে এসেছে মানবশিশু খুনের মহাউৎসব!

অপরাধ বিজ্ঞানী ফারজানা রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ড.আতিকুর রহমানসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সামাজিক অবক্ষয়ের কারণেই বিয়েবহির্ভূত অনেক ধরনের সম্পর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে নারী-পুরুষ। ফলে এমন বেওয়ারিশ নবজাতকদের জন্ম যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়ে গেছে জীবন্ত নবজাতককে ফেলে দিয়ে সব দায় থেকে নিষ্কৃতি চাওয়ার মতো ঘটনাগুলোও![১৩৫]

গর্ভপাতের প্রক্রিয়াটা খুবই নির্দয়, নিষ্ঠুর। সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি দিয়ে গর্ভের শিশুকে টুকরো টুকরো করা হয়। শকুন বা কুকুর যেমন খুবলে খুবলে খায় মানুষের মৃতদেহ, ঠিক তেমন করেই খুবলে খুবলে মায়ের নিরাপদ গর্ভ থেকে বের করে নেওয়া হয় শিশুর শরীরের টুকরো–পা, পেট, পাঁজর, হাত, থেঁতলে ফেলা মাথা![১৩৬]

অ্যামেরিকায় হাইস্কুল শেষ করার আগেই শতকরা ৪০ জন সেক্স করে ফেলে। মোটামুটি ১৭ বছরের মাথাতেই সবাই ভার্জিনিটি হারিয়ে ফেলে। আর ২০ বছরের মাথাতেই প্রতি ৩ জন কিশোরীর ১ জন প্রেগন্যান্ট হয়ে যায়। শতকরা ৮২ জনই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রেগন্যান্ট হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা গর্ভপাত করে ঝামেলা খালাস করে ফেলে। CDC এর ডাটা বলছে ২০২০ সালে অ্যামেরিকাতে ৯ লাখ ৩০ হাজার ১৬০ টি গর্ভপাত হয়েছে। যার ৯% করেছে ১৩-১৯ বছর বয়সীরাই। অর্থাৎ

---

[১৩৫] বাংলাদেশে নবজাতককে ফেলে দেওয়ার ঘটনা বাড়ছে, বিবিসি বাংলা, জানুয়ারি ১৪, ২০২১- tinyurl.com/2p8vnpw6

ডাস্টবিনে নবজাতকের কান্না, odhikar.news, জুন ০১, ২০১৮- tinyurl.com/bdfpptex

বাড়ছে পরিচয়হীন নবজাতক, সমাধান কী, bd-journal.com, ২২ জানুয়ারি ২০২১- tinyurl.com/k565mx77

কুকুরের মুখে জীবিত নবজাতক! পাপ ঢাকতেই ফেলে যাচ্ছেন মায়েরা | My Search | EP ১৫ | Crime Show,mytv Bangladesh ইউটিউব ভিডিও, Dec ১২, ২০২০- tinyurl.com/yh7b6aja

[১৩৬] গর্ভপাতের একটা অ্যানিমেশন। দেখো কিভাবে খুন করা হয় গর্ভের শিশুদের- Lost Modesty ফেইসবুক পেইজ, ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২২- tinyurl.com/54yw8cyk

প্রায় ৮৪ হাজারের মতো শিশু খুন করেছে তারা। চিন্তা করো ৮৪ হাজার মানবশিশু শুধু অ্যামেরিকাতেই, শুধু এক বছরেই! ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান বলছে গর্ভপাত করা নারীদের শতকরা ৮৫ ভাগই অবিবাহিত। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু খুনের মহাউৎসবের কারণ হলো বিবাহ বহির্ভূত 'পবিত্র (!) প্রেম'।

১৯৭৩ সালে গর্ভপাতকে বৈধতা দেবার পর গত ৪৭ বছরে কেবলমাত্র অ্যামেরিকাতেই ৬ কোটি ২০ লাখেরও বেশি শিশুকে গর্ভপাতের মাধ্যমে খুন করা হয়েছে। বলা হয়, হিটলার ৬০ লাখ ইহুদীকে খুন করেছিল। গর্ভপাতের মাধ্যমে অনাগত সন্তানদের হত্যা করার এই পরিমাণ হিটলারের ইহুদি নিধনের চাইতেও প্রায় ১০ গুণ বেশি! দশকের পর দশক জুড়ে পুরো পৃথিবী জুড়ে হিসেব করলে এই সংখ্যাটা কতো বড় হতে পারে... চিন্তা করতে পারো?[১৩৭]

ফিরআউন বনী ইসরাইলের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো। আমাদের কাছে ফিরআউন ঘৃণিত, নিকৃষ্ট। অথচ এই আধুনিক পৃথিবী কোটি কোটি নিষ্পাপ শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে খুন করাকে আইন করে বৈধতা দিয়েও সভ্য।[১৩৮] খুন করাকে ঘাতক মায়ের অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আর কোটি কোটি মানবশিশু খুন হবার পেছনে মূখ্য ভূমিকা রাখা প্রেম নামের যিনার জন্য গাওয়া হচ্ছে জয়গান। কী বিচিত্র ভণ্ডামি!

গর্ভপাতের ফলে মেয়েরা শারীরিক ক্ষতির মুখে পড়ে। জরায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে পারে! ভবিষ্যৎ দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট করার

---

[১৩৭] This Is the Average Age Teens Are Losing Their Virginity, seventeen.com,-tinyurl.com/msa9nu6a

The 10 Worst Impacts of the 1960s Sexual Revolution, movieguide.org-

tinyurl.com/bdz5rs2s

Abortion in numbers, thelifeinstitute.net- tinyurl.com/mus42brk

[১৩৮] গর্ভের সন্তান খুন করার মাঝেই এই বিশ্বব্যবস্থা এখন আর সীমিত নেই। জন্ম নেওয়া সন্তানদেরও খুন করাকে বৈধতা দিতে শুরু করেছে এই সেক্যুলার বিশ্বব্যবস্থা। বিস্তারিত পড়ো এই লেখাগুলোতে- Lost Modesty ফেইসবুক পোস্ট, মে ৬, ২০২২- tinyurl.com/42wzecu4

Dutch government backs euthanasia for under-12s, theguardian.com, Oct 14, 2020-tinyurl.com/22z5mr8v

Healthy NZ baby took two hours to die after late term abortion while hospital withheld medical assistance - tinyurl.com/mrxyupux

The law of infanticide is supposed to provide merciful treatment for vulnerable mothers, theconversation.com-tinyurl.com/bdefuyk7

Abortion Legislation Bill – what are our politicians voting on? The proposed law in detail-tinyurl.com/3b4dx5hr

Belgium passes law extending euthanasia to children of all ages, theguardian.com, Feb 13, 2014-tinyurl.com/5n8t5cs6

জন্য কেবল এই একটা জিনিসই যথেষ্ট।[১৩৯]

শুধুই কি খুন করা বা শারীরিক ক্ষতি? মনস্তাত্ত্বিক যে চাপ পড়ে তা অবর্ণনীয়। বিয়ে ছাড়া প্রেগন্যান্ট হয়ে গেলে প্রেমিক-প্রেমিকা (বিশেষ করে প্রেমিকারা) এবং তাদের পরিবারগুলো যে কী ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝে পড়ে, তা সেই অবস্থার মধ্যে না পড়লে বুঝতে পারবে না।

সাধারণত প্রেগন্যান্ট হবার খবর শোনামাত্রই বয়ফ্রেন্ড ব্রেকআপ করে ফেলে। কোনো দায়দায়িত্ব নিতে চায় না। বিয়ের কথা বললে টালবাহানা শুরু করে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছবি/ভিডিও ভাইরাল করে দেয়। অনেক সময় প্রেমিকাকে খুন পর্যন্ত করে ফেলে![১৪০] সব দায়দায়িত্ব নিতে হয় প্রেমিকা আর তার পরিবারকে। আকাশ ভেঙে পড়ে তাদের মাথায়। জানাজানি হলে সমাজে কীভাবে মুখ দেখাবো, এই বাচ্চা নিয়ে কী করবো, গর্ভপাত করার ক্লিনিক কই পাবো...মেয়ের বিয়ে কীভাবে দেবো?

গর্ভের সন্তানকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করা, সদ্যোজাত শিশুকে ডাস্টবিনে, কমোডে, রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে আসা... এই মহাপাপের গ্লানি আর স্মৃতি পুরোপুরি ভুলতে পারা যায় না, সারাজীবন তা তাড়া করে বেড়ায়। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে, বেঁচে থাকলে কতো বড় হয়েছে, কেমন আছে, দেখতে কেমন হয়েছে...অসম্ভব একটা অপরাধবোধ কাজ করে। আর আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তি তো আছেই। [১৪১]

সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর জন্য বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার শপথ নিয়েছিল এই সমাজ, এই বিশ্বব্যবস্থা—গানে আর কবিতায়। কিন্তু সেই বিশ্বব্যবস্থা আজ জল্লাদের নাম ভূমিকায় অভিনয় করা শুরু করেছে। হয়ে গেছে শকুনের চেয়েও নির্দয়। বিয়ে বহির্ভূত প্রেমকে মহান পবিত্র হিসেবে উপস্থাপন করে, যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে শুয়ে পড়াকে মৌলিক মানবাধিকার বানিয়ে এই বিশ্বব্যবস্থা পৃথিবীজুড়ে কোটি কোটি প্রাণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে—এই অধিকার তাদের কে দিয়েছে? এই খুনের দায়ভার কেন নেবে না এই বিশ্বব্যবস্থা? এই কোটি কোটি নিষ্পাপ শিশুদের খুনের কারণে প্রেম ভালোবাসার ফেরিওয়ালাদের কাঠগড়ায় কেন দাঁড় করানো হবে না? কেন বিশ্বের সকল সংবাদমাধ্যমের প্রথম পাতা জুড়ে লাল কালিতে লেখা হবে না—'*বিয়ে বহির্ভূত প্রেম নিষ্ঠুর এক খুনি!*'

এই কি তবে প্রেম? এই সেই পবিত্র প্রেম? এই তোমার সস্তা সুখের দাম?

---

[১৩৯] Adama, T. (2013). "The moral implication of abortion in Nigeria: The Christian perspective", Nigerian Journal of Social Sciences Vol. 9 No. 1

[১৪০] কিশোরীকে ভুট্টাক্ষেতে শ্বাসরোধে হত্যা, প্রেমিকের মৃত্যুদণ্ড, channel২৪bd.tv, আগস্ট ৮, ২০২২- tinyurl.com/42za5vwz

[১৪১] Ruling on aborting a pregnancy in the early stages, IslamQA-tinyurl.com/mu9k4jky

শীঘ্রই বিশাল এক মাঠে সমবেত হতে যাচ্ছি আমরা। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ সেখানে সমবেত হবে সারিবেঁধে। নতমুখে। আল্লাহর সামনে। একে একে আসবে ছুরি আর কাঁচিতে নিষ্ঠুরভাবে খুচিয়ে খুঁচিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা সকল শিশু; ডাস্টবিন আর কমোডে ছুড়ে ফেলা সকল নবজাতক; কুকুরের মুখ থেকে বেঁচে ফেরা সকল নিষ্পাপ মানবাত্মা। বিচার দিবসের মালিক মহান আল্লাহর সামনে তারা তাদের অভিযোগ জানাবে। মালিকুল মুলক আল্লাহ সেইদিন বিচার করবেন।[১৪২] প্রশ্ন করবেন...

সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হবার সামর্থ্য কি তোমার হবে?

[১৪২] তাফসীর সূরা আত-তাকউয়ির, আয়াত ৮, মা'আরিফুল কুরআন।

অতঃপর তাহারা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকিলো...?

এক.

লাভ ম্যারেজকে ডিযনি কার্টুন, নাটক, সিনেমা, সিরিজ, সাহিত্য কবিতা–সব জায়গাতেই প্রেমের সফল এক সমাপ্তি হিসেবে দেখানো হয়। লাভস্টোরিগুলো শেষ হয় এভাবে...অতঃপর তাহারা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকিলো। অন্যদিকে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজকে অচেনা, অজানা একজন মানুষের সাথে শুয়ে পড়া, দাসত্বের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়।

অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ নিয়ে সেক্যুলারদের ব্যাপক আপত্তি। আবার এরাই কিন্তু হুকআপ কালচারকে প্রমোট করে। বিয়ের মতো একটা পবিত্র ও শক্তিশালী বন্ধন যেখানে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করে অন্তরঙ্গ হওয়া যায়, প্রতারণা বা খারাপ কিছু ঘটার ঝুঁকি অনেক কম থাকে–তা সেক্যুলারদের কাছে হারাম। কিন্তু হুকআপ কালচারের মাধ্যমে পার্টি, নাইট ক্লাব, বার ইত্যাদিতে গিয়ে সম্পূর্ণ আগন্তুকের সাথে কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে প্রতারণা, ধর্ষণ বা যৌনবাহিত রোগের ঝুঁকি নিয়ে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করা খুব আরাম!

ওর সাথে আমার মনের মিল হচ্ছে কি না, ওকে আমার পছন্দ হবে কি না, ওর সাথে আমি একই ছাদের নিচে সারাজীবন কাটাতে পারবো কি না, আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে কি না এটা জানার পূর্বশর্তগুলো কী? কী কী কাজ করলে সেই মানুষটাকে চেনা যাবে? বিদ্যমান বিশ্বকাঠামো এই সমস্যার যে যে সমাধানগুলো দিয়েছে সেগুলো হলো -

১. তার সাথে ডেট করতে হবে মানে প্রেম করতে হবে, রেস্টুরেন্টে যেতে হবে, ডিনারে যেতে হবে।

২. দূরে বা কাছে ট্যুরে যেতে হবে।

৩. মাঝে মাঝে রুমডেট বা বিছানায় যেতে হবে।

৪. লিভ টুগেদার করে বিয়ের আগে একটা ট্রায়াল দিয়ে নিতে পারলে তো সোনায় সোহাগা!

বিয়ের আগে মানুষ চেনার এই শর্তগুলো অক্ষরে অক্ষরে অ্যামেরিকানরা মেনে চলেছে। পরিণতিতে কী হয়েছে? বিচ্ছেদের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, পারিবারিক অশান্তি, ঝগড়া, তীব্র হতাশা, সহিংসতা, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, খুন, মামলা-মোকদ্দমা, জেল, জরিমানা। এমনকি আজ তারাই বলছে যেসব অ্যামেরিকান বিয়ের আগে লিভ টুগেদার করে, দাম্পত্য জীবনে তারা সুখী হচ্ছে না; কোর্টে বিচ্ছেদের আবেদন করছে। অ্যামেরিকার হাজার হাজার নারীর উপর চালানো গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যারা বিয়ের আগে লিভ টুগেদার করছে, তাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ১৫ শতাংশ বেশি। ইউনিভার্সিটি অফ ডেনভারের মনোবিজ্ঞানী গ্যালেনা রৌডস বলছে, 'আমরা সাধারণত মনে করি বেশি অভিজ্ঞতা থাকা ভালো কিন্তু বাস্তবতা পুরো বিপরীত। বেশি অভিজ্ঞতা দাম্পত্য জীবনের সুখ কেড়ে নেয়।'[১৪৩]

অ্যামেরিকার পিউ রিসার্চ সেন্টারসহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে লিভ টুগেদার করা কাপলদের তুলনায় বিবাহিত অ্যামেরিকানরা অনেক সুখী জীবনযাপন করে। তাদের সম্পর্কে বিশ্বস্ততা, দায়বদ্ধতা, স্থিতিশীলতা, কল্যাণকামিতা থাকে। তারা বেশি ইনকাম করে। বাচ্চাকাচ্চার ব্যাপারে বেশি যত্নবান হয়। মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে।[১৪৪] লিভ টুগেদার করা কাপলদের মধ্যে বিচ্ছেদের হার থাকে অনেক অনেক বেশি।[১৪৫]

---

[১৪৩] Too Risky to Wed in Your 20s? Not if You Avoid Cohabiting First, The Wall Street Journal. Feb. 5 2022- tinyurl.com/yjkdjh6n

[১৪৪] Married people have happier, healthier relationships than unmarried couples who live together, Washingtonpost, November 20, 2019 – tinyurl.com/bdsewcp9

Cohabiting parents differ from married ones in three big ways, brookings.edu, April 5, 2017- tinyurl.com/ymyrfnv4

Marriage, Living Together, or Staying Single, psychologytoday.com-tinyurl.com/2p9n9ze4

Brown, S. L. (2005). How cohabitation is reshaping American families. Contexts, 4(3), 33-37.

[১৪৫] Men! Would You Prefer To Marry A Virgin? thestudentroom.co.uk-tinyurl.com/d58urrfx

Americans must finally get a grip on the sexual revolution's excesses, thehill.com, January 6,2018- tinyurl.com/4rxty8wm

The 10 Worst Impacts of the 1960s Sexual Revolution, movieguide.org-tinyurl.com/bdz5rs2s

Nation of broken families: One in three children lives with a single-parent or with step mum or dad, Daily Mail- tinyurl.com/2p8p6jw9

মিডিয়া, নারীবাদী ও সুশীল-প্রগতিশীলদের অনবরত প্রোপাগ্যান্ডার ফলে আমাদের সমাজে উপরের লিস্টের ১, ২ ও ৩ নম্বর কাজগুলো মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবার পথে। লিভ টুগেদারের সংখ্যাও বাড়ছে হু হু করে, বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রামের মতো শহরগুলোতে। তরুণ প্রজন্ম তো বটেই, অভিভাবকেরা পর্যন্ত ভাবছেন–বিয়ের আগে প্রেম করে ঘোরাঘুরি করে একটু নিজেরা জানাশোনা করে নিলে ক্ষতি কী? এতে বন্ধন শক্তপোক্ত হবে–এমন মানসিকতা সামগ্রিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশকে যিনায় সয়লাব করে দেবার হুমকিতে ফেলে দিয়েছে।

দাম্পত্য জীবনে যৌনতা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একে অপরকে তৃপ্তি দিতে না পারলে এটার কারণেই সংসারে মারাত্মক অশান্তি, পরকীয়া এমনকি ডিভোর্স পর্যন্ত হয়। তাহলে তুমি কেন বিয়ের আগে প্রেম করে মানুষটা কেমন, তার মন মানসিকতা কেমন, শুধু এগুলো বোঝার চেষ্টা করবা? কেন বিছানায় গিয়ে সেই মানুষটা কেমন পারফর্ম করতে পারে, সেটা যাচাই করবা না? বিয়ের পরে দেখা গেল সে তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না–তখন?

বুঝতে পারছো এই চিন্তা কাঠামোর চূড়ান্ত পরিণতি কোন দিকে যাচ্ছে? কয় বছর, কয়জনের সঙ্গে প্রেম করলে তুমি বুঝতে পারবে তুমি আসল মানুষ খুঁজে পেয়েছো? কয়জনের বিছানায় কয়বার করে গেলে বুঝতে পারবে তোমার জন্য এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা পারফেক্ট? পারফেক্ট ম্যাচ খোঁজার জন্য তুমি তোমার বোনকে কয়টা ছেলের বিছানায় পাঠাবে?

- প্রশ্নগুলো আছে, কিন্তু নেই কোনো কংক্রিট উত্তর।

এই অবাধ যৌনতার ফসল হিসেবে পাওয়া ডিপ্রেশন, গর্ভপাত, যৌনবাহিত রোগ, মানসিক ট্রমা, ভাইরাল ভিডিও, আত্মহত্যা, মানসম্মানের ক্ষতি, ধর্ষণ– এগুলোর দায়ভার কে নেবে?

এরও নেই কোনো উত্তর।

অ্যামেরিকায় বেশিরভাগ বিয়েই হয় প্রেমের কারণে। এবং সেখানকার ডিভোর্সের শতকরা হার ৪০-৫০ এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে। ৪০-৫০ শতাংশ বিচ্ছেদের মধ্যে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে বিচ্ছেদের হার মাত্র ৪ শতাংশ।[১৮৬]

অধ্যাপক, বিখ্যাত সংস্থা সাইকোলজি টুডে-র সাবেক প্রধান সম্পাদক, অ্যামেরিকার সায়েন্টিফিক ম্যাগাজিন MIND এর সম্পাদক ড. রবার্ট এপস্টিনের

[১৮৬] 8 facts about love and marriage in America, weforum.org,February 19, 2018- tinyurl.com/35xde4u3

What Modern Arranged Marriages Really Look Like, brides.com, February 23, 2022- tinyurl.com/prvwvbcd

মতে অ্যামেরিকার এই উচ্চ বিচ্ছেদের হারের কারণ হলো ল্যাভ ম্যারেজ। এই বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে এমন মতও এসেছে যে–যে দেশ বিয়ের ক্ষেত্রে অ্যামেরিকার মডেল অনুসরণ করবে, সেই দেশে বিয়ে ততো ব্যর্থ হবে।[১৪৭]

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী সৌল-জুর-ডন এর মাঠ পর্যায়ের একটি গবেষণার ফলাফল হচ্ছে: "যে বিয়ের পাত্র-পাত্রী বিয়ের আগে প্রেমে পড়েনি, এমন বিয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি সফল।"

অপর এক সমাজবিজ্ঞানী 'আব্দুল বারী' কর্তৃক ১৫০০ টি পরিবারের উপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল হচ্ছে: ৭৫% এর বেশি প্রেমঘটিত বিয়ের তালাকের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অথচ অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের ক্ষেত্রে, তালাকের হার ৫% এরও নিচে![১৪৮] মুম্বাই হাইকোর্ট তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে দাবি করেছে–ভারতে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের তুলনায় লাভ ম্যারেজে ডিভোর্সের হার অনেক বেশি।[১৪৯]

শায়খ আলী তানতাউয়ী (রহ.)'র পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। বিশ হাজারের মতো বৈবাহিক মামলার সমাধান করা এই আলেম বিচারক বলেন,

> 'তোমাদের চোখে তো রঙের ফানুস। তাই আমার অভিজ্ঞতার কথাগুলো বিশ্বাস করবে কি না, তা নিয়ে আমি সন্দিহান। সত্যি কথা হলো, এসব (প্রেমের) বিয়ের পরিণতি হলো বিবাদ ও বিচ্ছেদ।'[১৫০]

পর্দায় যা-ই দেখানো হোক না কেন, প্রেমের বিয়েগুলো সাধারণত টেকে না। সুখের হয় না। দাম্পত্য কলহ, অশান্তি, বিচ্ছেদ এগুলো প্রেমের বিয়ের ক্ষেত্রে খুবই সাধারণ ঘটনা। মিডিয়ার যারা আমাদের প্রেম শেখায়, ভালোবাসার সবক দেয়, যারা আমাদের কাছে আসার গল্প শেখায়, মজার ব্যাপার হলো তাদের জীবনেই বিচ্ছেদ, দাম্পত্য কলহ, অশান্তি বেশি।

বাঙালির রোমান্টিকতার আদি ও অকৃত্রিম রোল মডেল, মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শুরু করে প্রেমের নিয়মকানুনকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হুমায়ূন আহমেদ, হুমায়ূন ফরিদী[১৫১], গুরু জেমস, শ্রাবন্তী, জয়া আহসান, এককালের হার্টথ্রব অপি করিম, তারিন, শখ, সারিকা, বাঁধন, শাকিব খান আর অপু বিশ্বাস, তাহসান আর মিথিলা–ভালোবেসে বিয়ে করে সংসার টেকাতে পারেনি কেউই। এটা শুধু

---

[১৪৭] What's love got to do with it? Timesofindia, March 12, 2010- tinyurl.com/4h8n6hys

[১৪৮] যে প্রেমের শেষ পরিণতি হচ্ছে বিয়ে; সেটা কি হারাম? islamqa- tinyurl.com/yc4ub88y

[১৪৯] Why is the divorce rate higher in love marriages than in arranged marriages? inforanjan.com,June 9, 2021- tinyurl.com/3dcyw2r4

[১৫০] লাভ ম্যারেজ , শায়খ আলী তানতাউয়ী, বইঘর প্রকাশনী, পৃষ্ঠা,১৬

[১৫১] বেচারা হুমায়ূন ফরিদী তো শোকে মদ খেতে খেতে মারাই গেল।

বাংলাদেশ, ভারত বা উপমহাদেশের ঘটনা না। পাশ্চাত্যের হলিউড, মিউযিক ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে প্রেম শেখানো সব ইন্ডাস্ট্রির একই অবস্থা। আরো বেশি ভয়ঙ্কর অবস্থা। আরো বেশি বিচ্ছেদ, হতাশা, আত্মহত্যা।[১৫২]

এরা তো একে অপরের সাথে প্রেম করে জেনেশুনে তারপর বিয়ে করেছিল। এদের কেন ডিভোর্স হলো? পাশ্চাত্যের ওরা তো একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়ে লিভ টুগেদার করে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চিনে তারপর বিয়ে করে। ওদের কেন এতো বিচ্ছেদ?

দেখো, এভাবে প্রেম করে আসলে মানুষ চেনা যায় না। বাস্তবতাও বোঝা যায় না। প্রেম একটা মুখোশ পরে থাকে। মোহ নিয়ে শুরু হয়, একে অপরকে পাওয়ার মাধ্যমে মোহটা শেষ হয়ে যায়। একটা ব্যাপার খেয়াল করো। আজ থেকে ১৫-২০ বছর আগেও এই অবাধ প্রেম-ভালোবাসা সমাজে আজকের মতো গ্রহণযোগ্য ছিলো না। বাবা-মা, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী কেউই প্রেমের বিয়ে মানতে চাইতেন না। সে সময় সমাজে এতো বিচ্ছেদ ছিলো না, সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলতো না। এখন তো প্রেমের বিয়ের ভরা মৌসুম। বিয়ে দেবার আগে বাবা-মা ছেলে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে নেন পছন্দের কেউ আছে কি না। পছন্দের কেউ থাকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন—যাক, পাত্র পাত্রী খোঁজার ঝামেলা থেকে বেঁচে গেলাম! প্রেমের বিয়ের এই ভরা মৌসুমে দেখো, বিবাহ বিচ্ছেদের হার অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গিয়েছে, সংসারগুলো ভেঙে পড়ছে।[১৫৩] ঘরে ঘরে অশান্তি।

দিনাজপুর পৌরসভায় তালাক-সংক্রান্ত সালিশী পরিষদে বৈঠক বসে মাসে দুইবার। ২০২১ সালের পহেলা মার্চে ৪০টি তালাক-সংক্রান্ত বৈঠক ডাকা হয়। এই ৪০টি বিয়ের বেশিরভাগই ছিল প্রেমঘটিত। কারো বিয়ে হয়েছে পরিবারের সম্মতিতে, আবার কেউ কেউ বিয়ে করেন গোপনে। মেয়েদের চাপাচাপিতেই পরিবারের অজান্তে বিয়ে করে বসেন তারা। একপর্যায়ে পরিবারের সদস্যরা এসব বিয়ে মেনে নেন। তালাক দেওয়া দম্পতিদের তালিকায় ছিলেন চিকিৎসক, আইনজীবী, পুলিশ সদস্যসহ সাধারণ দম্পতিরা।[১৫৪]

---

[১৫২] তারকা দম্পত্তিদের যত বিচ্ছেদ, একুশে টিভি, ডিসেম্বর ১০, ২০১৭- tinyurl.com/mw8d9d7b
আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন উত্তম! তখন গৌরীদেবীর গয়নার বিল চুকিয়েছিলেন সুপ্রিয়াদেবী, oddbangla.com, নভেম্বর ২৬, ২০১৯- tinyurl.com/bdzxhyut
[১৫৩] ঢাকায় প্রতি ৩৭ মিনিটে একটা করে তালাক হচ্ছে, প্রথম আলো ডিসেম্বর ২১, ২০২০- tinyurl.com/4cxy9mnb
বাড়ছে তালাকের প্রবণতা, দৈনিক ইনকিলাব,জানুয়ারি ৩১, ২০২২- tinyurl.com/438x36ru
[১৫৪] প্রেমের বিয়ের বিচ্ছেদে এগিয়ে নারীরা ,জাগো নিউজ, মার্চ ০৮, ২০২১- tinyurl.com/35upbp9r

এসব কিছুর জন্য যে প্রেমই একমাত্র দায়ী, এমন না। নারীবাদের উত্থান, ভোগবাদী মানসিকতাসহ আরো অনেক ফ্যাক্টর রয়েছে। তবে অন্যতম নাটের গুরু হলো প্রেম।

এখানে আরেকটা বিষয় পরিষ্কার করি। ডিভোর্স মানেই খারাপ, তা না। সাহাবীদের মধ্যেও ডিভোর্সের উদাহরণ আছে। কাজেই ডিভোর্স হওয়া মানেই সেই নারী বা সেই পুরুষের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে, এটা ইসলামের অবস্থান না। আদর্শ ইসলামী সমাজেও উপযুক্ত কারণে ডিভোর্স হতে পারে। কাজেই ডিভোর্স হচ্ছে, তাই লাভ ম্যারেজ খারাপ–এটা আমরা বলছি না। আমরা যা বলছি তা হল, লাভ ম্যারেজের ব্যাপারে যে ধারণা আছে, উপরের তথ্যগুলো সেগুলোকে ভুল প্রমাণিত করে। যেসব যুক্তি আর অজুহাত তুলে ধরে লাভ ম্যারেজের পক্ষের লোকেরা অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের বিরোধিতা করে, পরিসংখ্যান এবং গবেষণার আলোকে সেগুলো নিরেট ভুল। কাজেই লাভ ম্যারেজের যে মিথ তোমাদের গেলানো হয়েছে, তা কল্পকথাই, সত্য না।

এখানে আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে। *অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে কি সংসারে অশান্তি হয় না? মারামারি, খুনোখুনি হয় না?*

হ্যাঁ, হয়। তবে সেটা অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের সিস্টেমে সমস্যা না। সিস্টেমের প্রয়োগে সমস্যা। এই বিষয়টি খুব ভালোমতো বোঝা যাবে যদি আমরা আগে বুঝে নেই প্রেমের বিয়ে কেন ভাঙে, প্রেমের বিয়ে এবং অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের মধ্যেকার অনালোচিত কিন্তু মৌলিক পার্থক্যগুলো কী।

'প্রেমের বিয়ে ভাঙে কেন?' নামে একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয় দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ২০১৬ সালের ১০ আগস্ট। লেখক ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সুলতানা আলগিন।[১৫৫] উনি ছাড়াও দেশ বিদেশের অনেক প্রখ্যাত গবেষক, আলেম, মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা[১৫৬] থেকে ঠিক ঐ কথাগুলোই বারবার উঠে এসেছে যেগুলো আমরা বইয়ের একদম শুরুতে বলেছি। প্রেম মনে করে মানুষ যে বিষয়ের পেছনে ছুটছে অহর্নিশ, তা হলো আকর্ষণ আর মোহ।

---

[১৫৫] প্রেমের বিয়ে ভাঙে কেন? প্রথম আলো, আগস্ট ৯, ২০১৬- tinyurl.com/4c97bdhw

[১৫৬] Why is the divorce rate higher in love marriages than in arranged marriages? inforanjan.com, June 9, 2021- tinyurl.com/3dcyw2r4

How Do Arrange Marriages Last Longer Than Love Marriges,yourdost.com- tinyurl.com/dxjra3p7

Debate on Love Marriage and Arranged Marriage, aplustopper.com, March 16, 2022- tinyurl.com/bdehk578

যে প্রেমের শেষ পরিণতি হচ্ছে বিয়ে; সেটা কি হারাম? islamqa - tinyurl.com/yc4ub88y

Arranged Marriages Can Be Real Love Connection,scientificamerican.com, March 11, 2010- tinyurl.com/4cpf4pdy

বিয়ের পর অষ্টপ্রহর একসঙ্গে নিবিড়ভাবে থাকার কারণে প্রেমিক/প্রেমিকার চোখে একে অপরের দোষ ধরা পড়ে। মোহ কেটে যায়। প্রেমের সময়টাতে একটা স্বপ্নের জগতে থাকে প্রেমিক প্রেমিকারা। ভাবে বাকি জীবনটাও এভাবেই কেটে যাবে। কিন্তু বিয়ের পরে স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তব দুনিয়ায় আছাড় খেয়ে পড়ে তারা।

অধিকাংশ প্রেমেই এখন বিয়ের আগে যিনা হয়। জঘন্য একটা পাপের মাধ্যমে বিয়ে শুরু হয়। সংসারে অশান্তি নেমে আসে যা আমরা আগেই বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় দেখেছি।

বিয়ের আগে কোনো রকমের দায়দায়িত্ব নেওয়া ছাড়াই শরীরের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছিল। এখন সেই একই জিনিস পাবার জন্য একটা দায়িত্ব নেওয়া লাগছে। এই ঝামেলাটাও সম্পর্কে জটিলতা তৈরি করে।

প্রেমের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য প্রেমিক/প্রেমিকা যা বলে, তাই বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া হয়। নম্রতা, ভদ্রতা, আত্মত্যাগ থাকে। কিন্তু বিয়ের পর এই দাস-মনিব সম্পর্ক চালিয়ে যাবার মানসিকতা আর থাকে না—ওকে পাবার জন্য আমি আগে এমনটা করেছিলাম... এখন তো আমি ওকে পেয়েই গেছি। আগে অনেক প্যারা সহ্য করেছি... এখন আর করবো না। এই হয় চিন্তাভাবনা।

এবার অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের দিকে তাকাও। মোহ বা কামনার ফাঁদে ফেলে ভুল মানুষ বাছার সম্ভাবনা এখানে শূন্যের কাছাকাছি। কাউকে দেখে মোহে পড়ে গেলেও তার সাথেই যে বিয়ে হয়, এমন না। ছেলে মেয়ের মোহান্ধ চোখ ভুল করলেও বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন খোঁজখবর নিয়ে পাত্র/পাত্রীর এবং পরিবারের মন মানসিকতা, পরিবেশ, দ্বীনদারিতা (শরীয়াহ অনুযায়ী যেটা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাওয়া উচিত), রূপ-সৌন্দর্য, অর্থনৈতিক অবস্থা সব বিবেচনা করে তাদের ছেলে বা মেয়ের জন্য উপযুক্ত মানুষকে নিয়ে আসতে পারেন। এর ফলে প্রতারণার সুযোগ যেমন কম থাকে তেমনি বিয়ের পরে হানিমুন পিরিয়ড শেষে মোহ বা কামনা কেটে গেলেও মানিয়ে নিতে সমস্যা হয় না।

আদর্শ ইসলামী বিয়েতে কী হয়?

মেয়ের পুরুষ অভিভাবকের উপস্থিতিতে ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী পাত্র/পাত্রীরা একে অপরকে দেখে, দোষগুণ, প্রাপ্তি, প্রত্যাশা সব জেনে, দায়িত্ব-কর্তব্য জেনে বুঝে বিয়ে করে। আলগা ফ্যান্টাসি থাকার সুযোগ খুবই কমে আসে। এখানে প্রেমের নামে যিনা করে আল্লাহর আইন অমান্য করা হয় না। ইস্তিখারা সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করার সুযোগ থাকে।[১৫৭] দেনমোহরের ব্যাপারে ঠকানো যায় না।

---

[১৫৭] ইস্তিখারার নামাযের পদ্ধতি, Islamqa- tinyurl.com/4s7bfnk8

এখানে একটা কথা বলা বেশ জরুরি– অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের গায়ে একটা তকমা বেশ ভালোভাবেই সেঁটে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে জোর করে মেয়ে বা ছেলের অমতে তার অপছন্দের মানুষের সাথে বিয়ে দেওয়া যায়। কাজেই এটা একটা দাসত্বের প্রতীক। অথচ বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে। ছেলে বা মেয়ে না চাইলে অভিভাবকরা জোর করতে পারবেন না। এটাই ইসলামের বিধান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"যে নারীর পূর্বে বিয়ে হয়েছিল, বিয়ের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তার অভিভাবকের তুলনায় বেশি এবং একজন কুমারী মেয়ের বিয়েতে তার অনুমতি নেওয়া আবশ্যিক, (তবে) নীরবতাই তার সম্মতি।"[১৫৮]

তাছাড়া বিয়ে মানে শুধু দু' জন মানুষের মিলন নয়। বরং দুইটি পরিবার, দুইটি বংশের মিলন। লাভ ম্যারেজের বেলায় অনেক ক্ষেত্রেই দুই পরিবারের মাঝে মন-মানসিকতা, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি সহ আরো অনেক কারণে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। হয়ও। অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা অনেক কম। দুই পরিবারের সম্পর্কে তিক্ততা থাকলে স্বামী-স্ত্রীর জীবন যে কতোটা দুর্বিষহ হয়ে যায়, নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়।

পাপের উপর প্রতিষ্ঠিত: এই বিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় পাপের উপর। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এই বিয়ে থেকে বারাকাহও তুলে নেন।

'যে ব্যক্তি আমার যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য রয়েছে কষ্টের জীবন।'[১৫৯]

'যে তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহর তাকওয়া ও সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠা করলো, সে কি উত্তম না ঐ ব্যক্তি যে তার গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এক গর্তের পতনোন্মুখ কিনারায়? অতঃপর তাকে নিয়ে তা ধসে পড়লো জাহান্নামের আগুনে। আর আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।'[১৬০]

অন্যদিকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে বিয়ে করা হলে তাতে নেমে আসে আসমানী বরকত। এটি মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি।

'যে পুরুষ বা নারী ঈমানদার অবস্থায় সৎকাজ করবে তাকে আমি উত্তম জীবন দান করবো এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের শ্রেষ্ঠ কাজের পুরস্কার দেবো।'[১৬১]

---

[১৫৮] সহীহ মুসলিম ১৪২১ [ইফা. ৩৩৪৫] ইবনু আব্বাস রা. হতে। সহীহ বুখারীতে (৬৯৪৬) আইশা রা. হতে অনুরূপ বর্ণনা আছে, তবে তাতে হাদিসের প্রথম অংশটি নেই।

[১৫৯] সূরা ত্বহা, ২০: ১২৪

[১৬০] সূরা আত-তাওবা, ৯: ১০৯

[১৬১] সূরা আন-নাহল, ১৬: ৯৭

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন মনোবিজ্ঞানী উষা গুপ্তা এবং পুষ্পা সিং পাশ্চাত্যের মতো প্রেমের বিয়ে আর উপমহাদেশের গতানুগতিক অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ নিয়ে বেশ চমৎকার একটা গবেষণা করে ১৯৮২ সালে। সেই গবেষণায় দেখা যায়—অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের ক্ষেত্রে দিন দিন ভালোবাসা শক্তিশালী হতে থাকে। ড. রবার্ট এপস্টিনের কথা আমরা আগেই বলেছি। তার মতে, প্রেমের বিয়ের ক্ষেত্রে ভালোবাসা মোটামুটি দুই বছর পর কমতে শুরু করে। কিন্তু অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের ক্ষেত্রে এটা দিন দিন বাড়তে থাকে।[১৬২]

প্রকৃতপক্ষে লাভ ম্যারেজে ভালোবাসাটাই তৈরি হতে পারছে না ঠিকঠাক মতো। যা হচ্ছে তা খুবই স্বল্প পরিমাণ, ক্ষণিকের ভালোবাসা। বাকিটা জুড়ে আছে মোহ আর কামনা।

কিন্তু অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে কি আসলেই ভালোবাসা তৈরি হয়? দু'জন স্বল্প পরিচিত মানুষ এক ছাদের নিচে আসলেই ভালোবাসা তৈরি হয়? ভালোবাসা কি তৈরি হবার জিনিস? এটা তো একটা অনুভূতি...- প্রশ্ন আসতে পারে।

ড. রবার্ট এপস্টিনের মত হলো—ভালোবাসা তৈরি করা যায়। প্রথমে হয় বিয়ে আর তারপর ভালোবাসা তৈরি হয়।[১৬৩]

ভালোবাসার উপাদানগুলো আর অনুভূতিগুলো দেখো—সামাজিক স্বীকৃতি, দায়িত্ববোধ, নিরাপত্তা, শান্তি, শ্রদ্ধা, মায়া, মমতা, বন্ধন, দায়বদ্ধতা, পারস্পরিক বিশ্বাস, সন্তান বড় করে তুলবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। এসব কি অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ ছাড়া হয়?

তবে ভালোবাসা একদিনেই তৈরি হয় না। একটু সময় নিয়ে কয়েকটা স্তর পেরিয়ে তৈরি হয়। তবে এই স্তর নিয়ে মতভেদ আছে।[১৬৪] কেউ বলে তিনটি, কেউ বলে ৪টি, আবার কেউ বলে ৫টি। তবে সংখ্যা যা-ই হোক না কেন, সবার মূলকথা এক। সেসবের আলোকেই ভালোবাসা তৈরি হবার ধাপ হিসেবে আমরা রাখছি -

---

[১৬২] What's love got to do with it? - tinyurl.com/4h8n6hys

Arranged Marriages Can Be Real Love Connection, scientificamerican.com, March 11, 2010- tinyurl.com/4cpf4pdy

[১৬৩] ভালোবাসা কীভাবে তৈরি করতে হয় তা জানার জন্য রাসূলুল্লাহ'র (ﷺ) জীবনী পড়ো। আম্মাজান আয়েশা (রা.) সহ অন্যান্য আম্মাজানদের সাথে তাঁর সংসার জীবন কেমন ছিল সেগুলো জানো। তাঁর আদর্শই আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য শুধুমাত্র ও একমাত্র আদর্শ। আর-রাহিকুল মাখতুম, রেইনড্রপ্সের সীরাহ ইত্যাদি দিয়ে শুরু করতে পারো।

[১৬৪] The 3 Phases of Love, John Gottman- tinyurl.com/mvj53xwn

3 Stages of love in psychology, PsychMechanics.com, January 25, 2021- tinyurl.com/ytkxw3c7

The 3 Stages of Love, scienceofpeople.com- tinyurl.com/ms3hr675

১) মোহ ও কামনা অর্থাৎ আকর্ষণ (Attraction)

২) দয়া, মায়া, মমতা (Affection)

৩) বন্ধন, ভালোবাসা (Attachment, love)

অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের সম্ভাব্য পাত্র/পাত্রীকে দেখে মোহ বা দৈহিক আকর্ষণ অনুভব হয়। তবে প্রেমের বিয়ের মতো এটা অন্ধ হয় না, পরিবার, অভিভাবকরা এই মোহান্ধ মনের চোখ হিসেবে কাজ করে। ইসলামের কষ্টিপাথরে ঘষে সম্ভাব্য ভুল সংশোধন করে দেওয়ার সুযোগ থাকে—এসব আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

অভিভাবকের সম্মতি নিয়ে একে অপরকে পছন্দ করার ধাপ পেরিয়ে আসে বিয়ের ধাপ। এবং বিয়ের মাধ্যমেই তৈরি হয় দয়া, মায়া, মমতা। যার প্রমাণ দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা, যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা -

> 'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।'[১৬৫]
>
> '...তারা তোমাদের জন্য আবরণ এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণ।'[১৬৬]

দয়া, মমতার ধাপ পেরিয়ে ভালোবাসা চূড়ান্ত পরিণতিতে প্রবেশ করে। একসঙ্গে থাকা, গল্প করা, সুখদুঃখ ভাগাভাগি করা, শারীরিক অন্তরঙ্গতা, উষ্ণতা, ইমোশনাল সাপোর্ট, নিরাপত্তা, দায়বদ্ধতা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, আস্থা, ...সবকিছুই নিখাদ, নির্ভেজাল ভালোবাসার বৃষ্টি নামায়।

তবে একে অপরকে পছন্দ করে বিয়ে করা যে একেবারেই হারাম, এমন না। একে অপরকে ভালো লাগতেই পারে। এবং একে অপরকে ভালো লাগলে যদি সব শর্ত পূরণ হয় এবং এর মধ্যে হারাম কিছু না থাকে, তাহলে ইসলামের নির্দেশ তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

> 'যারা একে অপরকে পছন্দ করে তাদের মধ্যে বিয়ে দেওয়ার মতো উত্তম কিছু আছে বলে আমরা মনে করি না।'[১৬৭]

কিন্তু এখন এই পছন্দ করা মানে আমাদের সময়ের গতানুগতিক পছন্দ করা, প্রেম করার মতো না। একে অপরের সাথে কথা বলা, চ্যাট করা, রিকশাবিলাস, বৃষ্টিবিলাস করা বা ট্যুরে গিয়ে একই রুমে থাকা না। এই পছন্দ করার অর্থ হলো—একজন অপরজনকে শুধু দেখেছে...ভালো লেগেছে, এরপর নিজেদের মধ্যে কোনো ধরনের

---

[১৬৫] সূরা আর-রুম ৩০: ২১

[১৬৬] সূরা আল-বাকারাহ ২৭৮১ :

[১৬৭] ইবনু মাজাহ: ১৮৪৭, মুসতাদরাক আল-হাকিম: ২৬৭৭, সহীহুল জামে': ৫২০০। হাকিম নাইসাবুরি. এবং আলবানী রহ. হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

যোগাযোগ না করে ছেলে, মেয়ের বাসায় বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে বা মেয়ে মাহরামের মাধ্যমে ছেলের বাসায় প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

যারা এভাবে ইসলাম মেনে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে তাদের পক্ষে এমন কাউকে পছন্দ করা সম্ভব হবে না, যে তাঁর দ্বীনের জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, চারটি কারণে একজন নারীকে বিবাহ করা হয়- সম্পদ, বংশমর্যাদা, রূপ ও দ্বীনদারিতা। তিনি বেঁছে নিতে বলেছেন দ্বীনদার নারীকে। না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা বলেছেন।[১৬৮] এখন একজন দাড়িওয়ালা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ছেলের হিজাববিহীন সুন্দরী ক্লাসমেটের দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে ভালো লেগেই যেতে পারে। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা মাথায় রেখে সেই ছেলে ঐ মেয়ের বাসায় প্রস্তাব পাঠাবে না। সেই সাথে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর আগে সে ইস্তিখারা করবে। এটাও তাকে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে রক্ষা করবে ইনশাআল্লাহ।[১৬৯]

পল জেইমস ডিউক ছিল ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের হাইকোর্টের বিচারপতি। ২০১২ সালে ম্যারেজ ফাউন্ডেশন নামের এক থিঙ্কট্যাঙ্ক চালু হয় তার উদ্যোগে। দীর্ঘস্থায়ী সুখী সফল দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য বেশ কিছু কাজ করে যাচ্ছে এই থিঙ্কট্যাঙ্ক। পল জেইমস ডিউকের মতে, 'মুসলিমদের বিয়েতে একটা দীর্ঘস্থায়ী সফল বিয়ের জন্য অসংখ্য উপাদান রয়েছে।'[১৭০]

বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের শর্তগুলো মানা হয় না। দ্বীনদারিতা না বরং ছেলের ক্যারিয়ারের সাথে মেয়ের রূপের বিয়ে হয়। বিয়ের আগে দল বেঁধে সবাই পাত্রী দেখতে যায়। পাত্র ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের পাত্রীকে দেখা জায়েয নয়, অথচ পাত্রের মামা, চাচা, খালু, দুলাভাই সবাই দেখছে। পর্দার কোন বালাই থাকে না। বিয়ের আগে 'পরিচিত হবার' নাম করে পাত্রপাত্রীরা ডেট করে, ইনবক্সে খোলামেলা হয়, অনেকে আবার পরিচিত হতে গিয়ে শুয়েই পড়ে। অথচ ইসলামের অনুমোদিত নিয়ম হচ্ছে

---

[১৬৮] সহীহ বুখারী: ৫০৯০

[১৬৯] Love and Correspondence Before Marriage, Islamqa-tinyurl.com/3sfy8ujf
Love Marriage or Arranged Marriage: Which Is Better in Islam? Islamqa, - tinyurl.com/2bsb9y4n
যারা প্রেম করে অলরেডি বিয়ে করেই ফেলেছো-তারা পাপ করেছো। আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবাহ করো দুজনেই। আশা করা যায়-তিনি তোমাদের মাফ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

[১৭০] কোনো অমুসলিমের রেফারেন্স দিয়ে ইসলামের দলিল দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সারা দুনিয়াও যদি এক কথা বলে আর ইসলাম অন্য কথা বলে তাহলে আমরা মুসলিম হিসেবে চোখ বুজে ইসলামের সেই কথা মেনে নেবো। কিন্তু সেক্যুলারিসম দ্বারা আমরা এমনভাবেই ব্রেইনওয়াশড যে অমুসলিম স্কলারদের রেফারেন্স পেলে ভালো লাগে। সে চিন্তা থেকেই এই রেফারেন্স দেওয়া।
Vow To Be Happy: Arranged marriages lead to happier relationships…, The Sun, November 19,2016- tinyurl.com/fsye9fs5

মেয়ের পুরুষ মাহরামের উপস্থিতিতে ছেলের সাথে শুধু প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করা।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে বিয়েতে খরচ যতো কম হয় সে বিয়েতে বারাকাহ ততো বেশি।[১৭১] অথচ আমাদের দেশের বিয়েগুলোতে ভারতীয় সিরিয়াল আর সিনেমায় অনুপ্রাণিত হয়ে হালদি নাইটস, মেহেন্দী নাইটস এই সেই করে লাখ লাখ টাকা অপচয় করা হচ্ছে। সুন্দর, আকর্ষণীয় পোশাকে সেজে নারী পুরুষের সেই লেভেলের ফ্রি-মিক্সিং, অশ্লীল নাচগান, এমনকি মদ পান করা হচ্ছে। ওয়েডিং ফটোগ্রাফির নামে বর-কনের প্রকাশ্যে জড়াজড়ি ছবি, ভিডিও হচ্ছে। সেগুলো আবার আপলোড হয়ে চলে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে। বিয়ের পরেও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বীন পালনের তেমন বালাই দেখা যাচ্ছে না। উল্টো ভারতীয় আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণ চলছে। এভাবে শরীয়াহর বাইরে গিয়ে বিয়ে সফল হবার প্রত্যেকটি উপাদানকে নষ্ট করে দেওয়া হলে সংসারে অশান্তি, বিচ্ছেদ হওয়া স্বাভাবিক।

দুঃখজনকভাবে, আমাদের সমাজে বিয়ের ব্যাপারে শরীয়াহর বিধি-বিধান উপেক্ষা করা হয়। নানা অর্থহীন হিসেব-নিকেশের জালে জড়িয়ে বিয়েকে কঠিন করে ফেলা হয়। সঠিক ইসলামী শিক্ষার অভাবের ফলে উপমহাদেশীয় অনেক কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং ভুল ধ্যানধারণার কারণে নানা ধরনের অবিচারও হয়। বিশেষ করে নারীদের সাথে। কিন্তু এগুলোর সমাধান পশ্চিমের যৌন বিপ্লবের অনুকরণ করে পাওয়া যাবে না। সেই চেষ্টা করা হয়েছে এবং ফলাফলও আমাদের সামনেই আছে। এই সমস্যাগুলোর সমাধান আসবে পরিপূর্ণভাবে শরীয়াহর নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে। সুন্নাহকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে।

তথাকথিত এই লাভ ম্যারেজ সিস্টেম হিসেবে ব্যর্থ। মানে এই সিস্টেম হুবহু অনুসরণ করলেও ব্যর্থতা আসবে–যার প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট। কিন্তু অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ সিস্টেম হিসেবে ব্যর্থ না। ইসলামী শরীয়াহ, নবী (ﷺ) -এর সুন্নাহ সঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে মধুময় সফল দাম্পত্য জীবন তৈরি হয়। এটাই আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি, এটাই হাজার বছর ধরে অনুসরণ করে আসা একমাত্র সফল পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য সকল পদ্ধতি ব্যর্থ হতে বাধ্য। গত কয়েক দশকের বাস্তবতা থেকে এ সত্য স্পষ্ট। লিভ টুগেদার, লাভ ম্যারেজ সহ যা যা আছে সবই মুখ থুবড়ে পড়েছে হতাশার ধূসর, মলিন, স্যাঁতস্যাতে রাজপথের মাঝখানে।

[১৭১] মুসনাদ আহমাদ: ২৪৫২৯। বুহুতী, আলবানী প্রমুখ আলিমগণ হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন। (কাশশাফুল কিনা' ৫/১২৯, যঈফাহ: ১১১৭)।

বিপ্লব ও অবক্ষয়

এক.

যৌনতা ও নৈতিকতার ব্যাপারে আজকের এই অবস্থা, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন–এই সবকিছুই ষাট ও সত্তরের দশকের সেক্সুয়াল রেভোলুশান বা যৌন বিপ্লবের ফসল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে বৈশ্বিক পরাশক্তি এবং পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে আবির্ভাব ঘটে অ্যামেরিকার। এ সময়কার অ্যামেরিকান প্রজন্মকে বলা হয় 'দা গ্রেটেস্ট জেনারেশান'। ১৯০০ থেকে ১৯২০ এর মাঝে জন্ম নেওয়া এই 'গ্রেটেস্ট জেনারেশন'ই দূরদেশে গিয়ে মহাযুদ্ধে লড়াই করেছিল। যুদ্ধকালীন অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছিল। এ প্রজন্ম ছিল পরিশ্রমী, বাস্তবমুখী। তাদের নৈতিকতা ছিল ইহুদি ও খ্রিষ্টীয় ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে এক প্রগাঢ় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঝড় সবকিছু আমূল বদলে দেয়।

পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু হওয়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলন আগের প্রজন্মের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া চিন্তা ও মূল্যবোধগুলোকে আক্রমণ করতে শুরু করে। এর মধ্যে পঞ্চাশের বিট জেনারেশান আর ষাটের দশকের হিপি মুভমেন্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাংস্কৃতিক অঙ্গন, বুদ্ধিজীবি, বিশ্ববিদ্যালয় আর ম্যাস মিডিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব। 'শ্রেষ্ঠ' প্রজন্মের পিতামাতার সন্তানরা বেড়ে ওঠে জীবন ও নৈতিকতার প্রতি সম্পূর্ণ নতুন, প্রায় বিপরীতমুখী এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। চিন্তা, চেতনা, আদর্শ ও দর্শনে দুই প্রজন্মের মাঝে তৈরি হয় এক গভীর বিভাজন। এ বিভক্তি তুঙ্গে পৌঁছায় ষাটের দশকের যৌনবিপ্লব বা সেক্সুয়াল রেভোলুশানের মাধ্যমে। এসময় যৌনতার ব্যাপারে ধর্মীয় নৈতিকতা ছুড়ে ফেলে অ্যামেরিকা আলিঙ্গন করে নেয় ফ্রি সেক্সের দর্শনকে। তৈরি হয় সব ধরনের যৌনাচার আর বিকৃতির অবাধ প্রচলন ও বৈধতার এক দর্শন।

পরবর্তী ৬০ বছরে এই যৌনবিপ্লব অ্যামেরিকা থেকে রপ্তানি করা হয়েছে বাকি বিশ্বে। মিডিয়া, আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও, বুদ্ধিজীবি, শিক্ষাব্যবস্থা, বৈশ্বিক করপোরেশন...সেই পুরনো কালপ্রিটদের মাধ্যমে। আজ প্রেম, যৌনতা, পরিবার ও সমাজের ক্ষেত্রে যে বিকৃত চিন্তা আমরা দেখছি তা এই বিপ্লবেরই ফসল।

দুই.

ষাটের দশকের শেষদিকে শুরু হওয়া সেক্সুয়াল রেভোলুশানের ভিত স্থাপিত হয় আরো আগে। যৌনবিপ্লব নামের সভ্যতার অবৈধ এ সন্তানের বংশগতিকে সংক্ষেপে এভাবে উপস্থাপন করা যায়:

মানুষের মনোদৈহিক প্রায় সব ধরনের সমস্যার কারণ হিসেবে অবদমিত কামনাবাসনা তথা যৌনতাকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে সেক্সুয়াল রেভ্যুলুশানের প্রাথমিক কাঠামো দাঁড় করায় সাইকোঅ্যানালাইসিসের জনক সিগমুন্ড ফ্রয়েড (মৃত্যু. ১৯৩৯)। মানুষের ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অনুপ্রেরণা–প্রায় সবকিছুর পেছনে ফ্রয়েড যৌনতা খুঁজে পায়। ফ্রয়েডের মতে, মানবজীবনের সব আনন্দ ও কষ্টের সম্পর্ক লিবিডোর (যৌনতাড়না) সাথে। এমনকি শিশুকেও ফ্রয়েড আবিষ্কার করে যৌন প্রাণী হিসেবে। ফ্রয়েডের চিন্তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায় উইলহেম রাইশ এবং হার্বার্ট মারক্যুসার মতো লোকেরা।

জার্মান মার্ক্সিস্ট মনোবিদ ডাক্তার উইলহেম রাইশ (মৃত্যু. ১৯৫৭) নিজ বইয়ে সর্বপ্রথম যৌনবিপ্লব বা 'Sexual Revolution' কথাটি ব্যবহার করে। উইলহেম রাইশের বইটির নাম ছিল 'Die Sexualität im Kulturkampf', যার অর্থ দাঁড়ায়- "সাংস্কৃতিক যুদ্ধে যৌনতার ভূমিকা"। ফ্রয়েডের ছাত্র রাইশের মূল বক্তব্য ছিল, যৌনতার ব্যাপারে রক্ষণশীল মনোভাব[১৭২] আসলে স্বৈরাচারী শাসনের শোষণযন্ত্রের অংশ। এই শোষণ থেকে বের হয়ে আসতে হলে কয়েকটা কাজ করতে হবে। যেমন -

- সমকামিতাসহ অন্য সব বিকৃত যৌনাচারকে সামাজিক ও আইনীভাবে গ্রহণ করে নিতে হবে।
- কোলের শিশুর সাথেও যৌন সম্পর্ককে মেনে নিতে হবে। শিশুর যৌনতাকে জোর করে দমন করা যাবে না।
- গর্ভপাতকে বৈধ এবং সহজলভ্য করতে হবে।
- কিশোর-কিশোরীদের খোলামেলা যৌন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- কিশোর বয়স থেকেই সবাইকে যৌন স্বাধীনতা দিতে হবে।

রাইশের মতে শোষণমুক্ত, আদর্শ সমাজ গঠনে উপরের বিষয়গুলো নিশ্চিত করা অপরিহার্য। উইলহেম রাইশের এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। গত আট দশকে রাইশের এই প্রেসক্রিপশান প্রায় অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জীবনে তার নাম না শুনলেও এই বাংলাদেশের অনেক তরুণ-তরুণীও আজ উইলহেম

[১৭২] রক্ষণশীল বলতে সে মূলত ইহুদী-খ্রিষ্ট ধর্মীয় মূল্যবোধকে বুঝিয়েছে

রাইশের চিন্তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তার বিকৃত চিন্তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কারণে অনেকে তাকে 'যৌনবিপ্লবের ধাত্রী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

তবে ফ্রয়েডের তৈরি করা কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে যে মানুষটি সত্যিকার অর্থে সেক্সুয়াল রেভোলুশান এবং আজকের এই যৌনোন্মাদ সমাজের জন্ম দেয় তার নাম অ্যালফ্রেড কিনসি (মৃত্যু. ১৯৫৬)। রকাফেলার ফাউন্ডেশানের সমর্থন নিয়ে ফ্রয়েড এবং রাইশের চিন্তার সাথে কিনসি যুক্ত করে নতুন এক দিক।

কিনসি দাবি করে, মানুষের যৌনতা নির্দিষ্ট কোনো কাঠামোতে আবদ্ধ না। যৌনতা ক্রমপরিবর্তনশীল, এখানে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই। মানুষের যৌনতা রঙধনুর মতো। এখানে আছে অনেক রঙ, অনেক মাত্রা। রঙধনুর একপ্রান্তে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌনতা, আর অন্য প্রান্তে সমকামিতা। এ দুইয়ের মাঝে আছে শিশুকামিতা, পশুকামিতা, উভকামিতা থেকে শুরু করে সব ধরনের বিকৃতি। সমাজের মানুষেরা এই রঙধনু বা বর্ণালীর মধ্যে একেক অবস্থানে থাকতে পারে। আবার একজন মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই বর্ণালীর বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতে পারে। কিনসির মতে, অধিকাংশ মানুষের অবস্থান রঙধনুর মাঝামাঝি, উভকামিতায়। কিন্তু সমাজ, সংস্কার ও ধর্মের মাধ্যমে আরোপিত নৈতিকতার কারণে মানুষ এই স্বাভাবিক অবাধ যৌনতার প্রবণতাকে চেপে রাখে। একে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে অথবা নিজের আসল যৌনাচারকে গোপন রেখে সমাজের প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বাভাবিকতার মুখোশ পরে থাকে।

কিনসি তার কুখ্যাত দুটি বইয়ের (Sexual Behavior In The Human Male/ Female) মাধ্যমে 'প্রমাণ' করে দেখায় যে যেগুলোকে আমরা বিকৃত যৌনতা বলি সেগুলো আসলে অনেক বেশি প্রচলিত। সমকামিতা, উভকামিতা, বহুগামিতাসহ অনেক কিছুই সমাজের অনেকেই করে। যদিও তারা লোকলজ্জার ভয়ে সেটা গোপন রাখে। এই দাবির পক্ষে কিনসি বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। কিন্তু আসল ফাঁকিটা ছিল তার পরিসংখ্যানেই। কিনসি যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল তাদের মধ্যে বিশাল একটি অংশ ছিল পতিতা, ধর্ষক, সমকামী, সমকামী পুরুষ পতিতা, যৌন অপরাধের কারণে কারাভোগকারী এবং শিশু ধর্ষক। অর্থাৎ কিনসি গবেষণার জন্য এমনভাবে মানুষ বেছে নিয়েছিল যাতে বিকৃত যৌনাচারে অভ্যস্ত মানুষদের অনুপাত বেশি হয়। ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করো। তুমি যদি 'বাংলাদেশের চুরি' শিরোনামে গবেষণায় ১০০ জন মানুষের উপর জরিপ চালাও আর ইচ্ছে করেই সেখানে ৬০ জন চোরকে রাখো, তাহলে অবশ্যই তোমার জরিপের ফলাফলে দেখা যাবে বাংলাদেশের প্রায় ৫০-৬০% মানুষের মধ্যে চুরির প্রবণতা আছে। কিনসি ঠিক এ কাজটাই করেছিল।[১৭৩]

---

[১৭৩] অ্যালফ্রেড কিনসির ধাপ্পাবাজি নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ে যেতে পারে এই বইটি - Kinsey, Sex and Fraud: The Indoctrination of a People.

চল্লিশের দশকের শেষ দিকে আর পঞ্চাশের দশকে কিনসির 'রিসার্চ' ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। রকাফেলার ফাউন্ডেশানের প্রত্যক্ষ অর্থায়ন ও সমর্থনে অ্যামেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে নিজের আবিষ্কৃত 'বৈজ্ঞানিক সত্য'গুলো প্রচার করে বেড়ায় কিনসি। তার বইগুলো পরিণত হয় বেস্টসেলারে। কিনসির এই জালিয়াতি ভরা গবেষণার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে যৌনতার ব্যাপারে আধুনিক পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গি। কিনসির উপসংহারের উপর ভিত্তি করে স্কুলের যৌনশিক্ষা বই এবং আইন পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়। ষাট ও সত্তরের দশকে যৌনবিপ্লবের দুজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, প্লেবয় ম্যাগাযিনের হিউ হেফনার এবং সমকামী অধিকার আন্দোলনের হ্যারি হেই– গভীরভাবে কিনসির দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

অন্যদিকে ফ্রয়েড, মার্ক্স আর রাইশের চিন্তার সমন্বয় করে কালচারাল মার্ক্সিসম ও আইডেন্টিটি পলিটিক্সের ছাঁচে সমকামিতাসহ অন্যান্য বিকৃত যৌনাচারের স্বাভাবিকীকরণের আন্দোলনের জন্য একটি আদর্শিক কাঠামো তৈরি করে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুলের নিও-মার্ক্সিস্ট তাত্ত্বিক হার্বার্ট মারক্যুসা (মৃত্যু. ১৯৭৯)। ১৯৫৫ সালে লেখা Eros and Civilization বইয়ে সে বলে -

> 'যৌনতার ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা বা দমন করার মানসিকতা, মানবজাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আর যৌনতার ক্ষেত্রে ভিক্টোরিয়ান (অর্থাৎ রক্ষণশীল) মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই একটি উন্নত বিশ্ব নির্মাণ সম্ভব!'[১৭৪]

কিনসির দেওয়া ন্যায়-অন্যায় থেকে মুক্ত যৌনতার বর্ণালীতে নতুন একটি অক্ষ যোগ করে জন্‌স হপকিন্সের ড. জন মানি। যৌনতা (sexual preference), লিঙ্গ (gender) ও লৈঙ্গিক পরিচিতির (gender identity) মাঝে মানি পার্থক্য খুঁজে বের করে। সে বলে বসে মানুষের ধরাবাঁধা কোন যৌনতা তো নেই-ই, কোন ধরাবাঁধা লৈঙ্গিক পরিচয়ও নেই। আজ আমরা যে পুরুষের দেহে নারী, নারীর দেহে পুরুষ-জাতীয় বিভ্রান্তি এবং বিকৃতি দেখছি (transgender movement/ রূপান্তরকামীতা), সেটার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে জন মানির এই ধারণাগুলো।

কিনসি, ও বিশেষ করে মানির কাছ থেকে আসা ধারণাগুলো লুফে নেয় ষাট ও সত্তরের দশকে তুঙ্গে থাকা ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট। এই যে "বৈজ্ঞানিক প্রমাণ' পাওয়া গেছে–নারী ও পুরুষ আসলে একই। তাদের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। পুরুষ ও নারীর চিন্তা, সামর্থ্য, সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকার যে পার্থক্য সমাজে আছে তা আসলে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া। এসব ধারণা আসলে গড়ে উঠেছে পুরুষতন্ত্রের মাধ্যমে। প্রথা, ধর্ম, সংস্কার ব্যবহার করে পুরুষরা আসলে নারীদের ঘরে বন্দী করে রেখেছে। নারীবাদ আক্রমণ করে পরিবারকে। নারীবাদের চোখে পরিবার হলো একটি

পিডিএফ লিঙ্ক - tinyurl.com/yc2phsve
[১৭৪] পৃ. ২২৭-২২৮

'পুরুষতান্ত্রিক' কাঠামো যার উদ্দেশ্য নারীকে ঘরে আটকে রেখে পুরুষের আধিপত্য নিশ্চিত করা। নারীবাদে এসে সাইকোলজি, সেক্সোলজি, বিকৃতি, মানবিক পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির অদ্ভূত এক জগাখিচুড়ি তৈরি হয়। নারীবাদ নারীকে শেখাতে শুরু করে, *'একজন নারীর জন্য পুরুষের কোনো দরকার নেই। প্রয়োজন নেই পরিবারের মধ্যে নিজের পরিচয় বা পূর্ণতা খোঁজার। পরিবার, সন্তান এগুলো তোমাকে শুধু আরো পিছিয়ে দেবে। বরং তোমার উচিত নিজের স্বাতন্ত্র্য, নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের ক্যারিয়ারের মাঝে সাফল্য খোঁজা।'*

যৌনবিপ্লব এসে নারী ও পুরুষ, দুজনকেই দীক্ষা দিতে শুরু করে–শরীরের চাহিদা পূরণের জন্য বিয়ের কী দরকার? সেক্স শুধু শরীরের জন্য, আনন্দের জন্য। যা ইচ্ছে করো, কিন্তু এর সাথে আর কোনো কিছু জড়ানোর প্রয়োজন নেই। যখন ইচ্ছা, যার সাথে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা শুয়ে পড়তে পারাই তো স্বাধীনতা। এটাই তো প্রগতি, এটাই তো সভ্যতা!

ষাট ও সত্তরের দশকে যা ছিল (নৈতিকতা, পরিবার, যৌনতা ইত্যাদির ব্যাপারে) খুব র‍্যাডিকাল 'বিপ্লবী চিন্তা', পরের দশকগুলোতে সেগুলোই ধীরে ধীরে স্ট্যান্ডার্ডে পরিণত হয়। কিনসি, মানি ও মারক্যুসাদের চিন্তাধারা এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত তত্ত্বগুলো শেখানো হতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর উপর এই চিন্তাধারা প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। একই সাথে সাধারণ মানুষের চিন্তায় এ বিশ্বাসগুলো বিভিন্নভাবে গেঁথে দিতে থাকে মিডিয়া। এই কলুষিত দর্শন, চিন্তার বিকৃতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা বিশ্বে। আর এভাবেই ধাপে ধাপে সব শেকল থেকে মুক্ত হয়ে যৌনতা পরিণত হয় নিছক আনন্দের এক অতৃপ্ত অন্বেষণে।

যৌনতার ব্যাপারে এই দর্শনকে এই বিশ্বব্যবস্থা আজ মোটাদাগে গ্রহণ করে নিয়েছে। যৌনতাকে এখন এভাবেই দেখা হচ্ছে, সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে। অবাধ যিনার পাশাপাশ সমকামী অধিকার, ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকারের নামে বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ চলছে জাতিসঙ্ঘের মতো সংস্থাগুলোর মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো উন্নয়ন, মানবাধিকার আর স্বাধীনতার নামে মুসলিম বিশ্বে এই চিন্তাধারা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। সোজা কথায় কাজ না হলে, নানাভাবে বাধ্য করছে। বিকৃতি ও অবক্ষয় সমগ্র সভ্যতার উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছে।

এভাবেই আমরা এমন এক বিচিত্র সময়ে এসে পৌঁছেছি যখন অ্যামেরিকাতে বছরে সাড়ে ছয় লক্ষ আর বাংলাদেশে বছরে সাড়ে ৭ লক্ষের উপর গর্ভপাত হয়।[১৭৫]

---

[১৭৫] Total abortions in the United States in 2020, Guttmacher Institute–tinyurl.com/j5rpmhnc

Zaidi et al., (2014). Achievements of the FIGO initiative for the prevention of

এভাবেই বিবাহপূর্ব ও বিবাহ বহির্ভূত যৌনতা সামাজিক নিয়মে পরিণত হয়। সিনেমা, সাহিত্য, টেলিভিশন, ইউটিউব সেলিব্রেটি থেকে শুরু করে নকশা, অধুনা আর পরামর্শের কলাম সন্তান আর সন্তানদের অভিভাবককে শিখিয়ে দেয় উঠতি বয়সে 'প্রেম করা' আর 'শারীরিক ঘনিষ্ঠতা' স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এমন কিছু ঘটে যা পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে কখনো ঘটেনি–পর্নোগ্রাফি ঢুকে পড়ে প্রতিটি ঘরে, চলে আসে প্রতিটি মানুষের হাতের নাগালে, পরিণত হয় শত বিলিয়ন ডলারের এক বৈশ্বিক ইন্ডাস্ট্রিতে। আর সেক্সুয়াল রেভোলুশানের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে অ্যামেরিকার কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের টেবিলে রাখার পত্রিকার পাতাতে।

---

unsafe abortion and its consequences in South-Southeast Asia. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 126, S20-S23.

অগ্ন্যুৎসব

এক.

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের উপর প্রেম এবং অবাধ যৌনতার কিছু কিছু নেতিবাচক দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এতোক্ষণের আলোচনা ছিল মূলত স্বল্পমেয়াদী প্রভাবগুলো নিয়ে। কিন্তু যৌনবিপ্লবের চেতনা বাস্তবায়নের আছে গভীর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব। যা বর্তমানের সীমানা ছেড়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ক্ষত এঁকে দিতে থাকে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে অতিক্রম করে যা বিচ্যুত করে সভ্যতাকে।

অবাধ প্রেম ও যৌনতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিয়ে এবং পরিবারকে দুর্বল করে। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হল যৌনবিপ্লবের জন্মস্থান অ্যামেরিকার বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা। ক্ষয় হতে হতে অ্যামেরিকার অধিকাংশ পরিবার আজ ফাঁপা খোলসে পরিণত হয়েছে। অ্যামেরিকায় জন্ম হওয়া মোট শিশুর প্রায় ৪১%-ই হলো বিয়ে বহির্ভূত প্রেমের ফসল। অর্থাৎ, আজ অর্ধেকের কাছাকাছি অ্যামেরিকান শিশু আক্ষরিক অর্থেই জারজ। যেসব ক্ষেত্রে বিয়ের পর বাচ্চা হচ্ছে, সেই বিয়েগুলোরও বড় একটা অংশ টিকছে না। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে প্রতি ৪ জনে ১ জনের ঘরে বাবা নেই। আফ্রিকান অ্যামেরিকানদের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি, ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৬৫ জনের ঘরেই বাবা নেই।

এই শিশুরা বড় হচ্ছে ভাঙা পরিবারে, বাবার ছায়া ছাড়া। সন্তানদের সঠিক মানসিক এবং আত্মিক গঠনের জন্য বাবা এবং মা, দুজনের উপস্থিতিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাবাকে ছাড়া বেড়ে ওঠা প্রজন্মের মধ্যে দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের অস্থিরতা আর অসুখ। বিচ্ছিন্ন পরিবারের সন্তানদের অপরাধে জড়িত হবার প্রবণতা বেশি থাকে। এরা পড়াশোনায় খারাপ করে, স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। দরিদ্রতা, বৈষ্যমের মধ্যে বড় হয়। গবেষণার পর গবেষণা জানালো অল্প বয়স্ক খুনি, সিরিয়াল কিলার, 'ভালো লাগছে না, যাই ক্লাসরুমে, শপিং মলে কিংবা জনসমাবেশে গুলি করে পাখির মতো মানুষ মেরে আসি'—মানসিকতার ম্যাস কিলার, মাদকসেবী, মাদক ব্যবসায়ী, ধর্ষক, মাস্তান, গ্যাং মেম্বার[১৭৬], বাসায় বউ পেটানো, বাচ্চাদের মারধর করা, বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক

[১৭৬] বিশেষজ্ঞরা বলছেন- বাবার অভাব পূরণ করার জন্য, নিজের পরিচয়, স্বীকৃতি প্রটেকশনের

জটিলতায় ভোগা মানুষদের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য কমন—তাদের ঘরে বাবা নেই, তাদের বাবা মায়ের বিচ্ছেদ হয়েছে। শুধু তাই না, লিভ টুগেদার করা যুগলদের বাচ্চাদের ৪২% এর মধ্যে বন্ধুদের ধরে মারপিট করার প্রবণতা দেখা যায়, যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এদের কারাগারে যাবার সম্ভাবনাও স্বাভাবিক পরিবারের বাচ্চাদের তুলনায় ১২ গুণ বেশি![১৭৭]

একটা সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেবার জন্য এমন বাবা-মা ছাড়া, বিবাহ বহির্ভূতভাবে জন্ম নেওয়া, স্থায়ী পরিবার ছাড়া বেড়ে ওঠা একটা জেনারেশনই যথেষ্ট। বেগতিক অবস্থা দেখে বিবাহ বহির্ভূত যৌনতাকে পূজা করা পশ্চিমারাই এখন বলতে শুরু করেছে শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য সবচেয়ে আদর্শ ব্যবস্থা হলো বিয়ের পবিত্র বন্ধনে গড়ে ওঠা পরিবার।

সস্তা প্রেম আর যৌনতাকেন্দ্রিক চিন্তাধারা সমাজেও অস্থিরতা তৈরি করে। জন্ম দেয় নানা সামাজিক অসুখের। পারিবারিক বন্ধনের মতো পশ্চিমে সমাজ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে। ওদের তরুণ-তরুণীরা ক্ষুব্ধ, একা। ওরা বিভ্রান্তিতে ভুগছে আত্মপরিচয়, নিজের দেহ, পৃথিবীতে নিজের অবস্থান ও ভূমিকা—সবকিছু নিয়েই। নারীর দেহে আটকা পড়া পুরুষ, পুরুষের দেহে আটকা পড়া নারী, সাদার দেহে আটকা পড়া কালো, মানুষের দেহে আটকা পড়া পশু—এমন হাস্যকর সব বিভ্রান্তিতে দিন পার করছে ওরা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দারিদ্র্য, অস্থিরতা, সহিংসতা। যৌনরোগ, গর্ভপাত, বিচ্ছেদ, মাদকাসক্তি, পর্ন আসক্তি, খুনোখুনি, সহিংসতা আগের সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ছোটবেলায় কোলেপিঠে করে মানুষ করা বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। করোনার সময় অ্যামেরিকাতে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছে বৃদ্ধাশ্রমে।[১৭৮]

জন্য শিশু কিশোররা গ্যাং কালচারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

[১৭৭] The Fury of the Fatherless, firstthings.com, December 2020-
tinyurl.com/yrunzhwn

Americans must finally get a grip on the sexual revolution's excesses, thehill.com - tinyurl.com/4rxty8wm

Married Parenthood Remains the Best Path to a Stable Family,Institute for Family Studies, March 8, 2017- tinyurl.com/3av4chna

পরকীয়া ও শিশুদের মানসিক চাপ, ntvbd.com, জানুয়ারি ২৫, ২০১৭-
tinyurl.com/ms3p2x28

Consequences of the Sexual Revolution -tinyurl.com/mr3bsupb

Family status of delinquents in juvenile correctional facilities in Wisconsin, Division of Youth Services (1994) - tinyurl.com/yuwjkhb9

[১৭৮] Nearly One-Third of U.S. Coronavirus Deaths Are Linked to Nursing Homes, The New York Times, Updated June 1, 2021

অথবা বৃদ্ধ বাবা-মা কোনোমতে একা ফ্ল্যাটে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। ঘরের কোণে পড়ে থাকছে তাদের বিস্মৃত জীবনের বিস্মৃত লাশ। কেউ জানছে না, খোঁজও নিচ্ছে না। পচেগলে গন্ধ বের হবার পর প্রতিবেশীদের টেলিফোনে পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করছে। এভাবেই পশ্চিমা সমাজ তার প্রবীণ সদস্যদের সাথে আচরণ করে। এই বুঝি আধুনিকতা?

পতনোন্মুখ সভ্যতায় যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে, দেখা যাচ্ছে তার সবক'টিই। স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ মাত্রায় হতাশা আর বিষণ্ণতায় ভুগছে তারা। মেয়েদের মধ্যে এ সংখ্যা অনেক বেশি। হতাশার অনিবার্য পরিণতি সুইসাইডকেও আপন করে নিচ্ছে তারা। আত্মহত্যার হার তরুণ-তরুণীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। প্রতি ৫ জনে ১ জন আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে। ২০০৭ সালের তুলনায় সুইসাইড বেড়ে গিয়েছে প্রায় ৬০%। অ্যামেরিকার টিনেজারদের মৃত্যুর দুই নম্বর কারণই হচ্ছে সুইসাইড।[১৭৯]

স্বপ্নের দেশ কানাডার অবস্থাও একই রকম। প্রতি ৩ জন কানাডিয়ানের ১ জন ভয়াবহ মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন। কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা ভয়াবহ। ছোট্ট বয়সটাতেই হতাশা, অবসাদ, ক্লেদ জাঁকিয়ে বসেছে এমন কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। প্রতি ৫ জনে একজন মনোযাতনায় ভুগছে। এদের সামনে লম্বা একটা সময় পড়ে আছে, জীবন শুরুই হয়নি কিন্তু এরই মধ্যে তাদের পৃথিবী এতোটাই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে যে অনেকেই আত্মহত্যা করে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে। এই বয়সের কানাডিয়ানদের মৃত্যুবরণের দ্বিতীয় শীর্ষ কারণ হলো আত্মহত্যা।

এই বিষণ্ণতা আর হতাশার প্রভাব পড়ছে সমাজে। সমাজের তরুণদের বড় একটা অংশ যদি বিষাদে মগ্ন থাকে, যদি স্বেচ্ছায় ডুব দেয় মাদক আর সহিংসতার জগতে, যদি জীবনকে তাদের কাছে অর্থহীন, শূন্য আর স্রেফ সাময়িক সুখের খোঁজ করার মাধ্যম মনে হয়—তাহলে অবধারিতভাবেই ঐ সমাজ খারাপ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে।

---

[১৭৯] More young people are dying by suicide, and experts aren't sure why, USA TODAY, September 11,2020-tinyurl.com/akprw45x

Suicide rate highest among teens and young adults, ULCA health, March 15, 2022 -tinyurl.com/2p8kvftb

Suicide Replaces Homicide as Second-Leading Cause of Death Among U.S. Teenagers, www.prb.org,June 9, 2016 -tinyurl.com/y3sjrvpz

Why are American teens the most depressed they've ever been? globaltimes.cn,Apr 15, 2022- tinyurl.com/n6c8ry7m

Depression Is on the Rise in the U.S., Especially Among Young Teens, publichealth.columbia.edu,Oct. 30 2017- tinyurl.com/4hdr6yw8

সমাজের সংহতি নষ্ট হবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেবে—এটুকু বুঝতে আসলে বিজ্ঞানী হতে হয় না।

ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ড. জন ক্লিনটন সতর্ক সঙ্কেত জানিয়ে বলেছেন, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মানসিক সমস্যা ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, আমাদের সমাজ এক মহা সঙ্কটের ভেতর পড়েছে।[১৮০]

পশ্চিমের তরুণ সমাজকে যে বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রাস করে নিচ্ছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল—অপরিপক্কতা (immaturity), আত্মকেন্দ্রিকতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, ঔদ্ধত্য, অস্থিরতা এবং আত্মমুগ্ধতা। আর এই অসুখগুলো দিন দিন ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের মাঝেও।

দুই.

যৌনবিপ্লবের অন্যতম ফিচার ছিল নারীমুক্তি। কিন্তু নারীদের উপরই ঝড় ঝাপটা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি। সাদা চামড়ার সব দেশগুলোতেই প্রচণ্ড মাত্রার যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তারা। যৌন নির্যাতনের হাত থেকে বাদ যাচ্ছে না পুরুষরাও। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, রাস্তাঘাট, মিলিটারি, চার্চ, পাবলিক প্লেইস, বয়ফ্রেন্ডদের সাথে ডেইট করতে গিয়ে... সবখানেই ধর্ষিত, যৌন নির্যাতিত, নিপীড়িত হচ্ছে নারীরা। যার অধিকাংশেরই কোনো বিচার হয় না। বা রিপোর্ট করা হয় না।

যৌনবিপ্লব আর নারীবাদের আদর্শ নারীকে পরিবার আর বিয়ে থেকে 'মুক্ত' করেছে। তাকে শিখিয়েছে, তোমার পরিবারের দরকার নেই, তোমার জীবনের সাফল্য হলো পুরুষের মতো যা ইচ্ছে তা করতে পারায়। তোমার সাফল্য নিহিত তোমার ক্যারিয়ারে, তোমার ডিগ্রিতে, তোমার আত্মপরিচয়ে। তুমি স্বাধীন, শক্তিশালী নারী, যা ইচ্ছে তাই করতে পারো। যে কারো সাথে শুতে পারো।

স্বপ্নালু চোখের তরুণীরা যৌনবিপ্লবের প্রেসক্রিপশান মেনে চলেছে অক্ষরে অক্ষরে। শতভাগ কাজে লাগিয়েছে নতুন পাওয়া 'স্বাধীনতা'কে। যৌবনে চুটিয়ে প্রেম করেছে। নিজের সৌন্দর্য আর আর শরীর প্রদর্শন করেছে। লোলুপ চোখের পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া মনোযোগ উপভোগ করেছে তারিয়ে তারিয়ে। নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে অনেককে। নিজের যৌন চাহিদা মেটাতে বিছানায় গেছে অনেকের সাথে। সেই সাথে

---

[১৮০] Young Minds: Stress, anxiety plaguing Canadian youth, globalnews.ca, May 6, 2013- tinyurl.com/ycps7wur

Why more Canadian millennials than ever are at 'high risk' of mental health issues, globalnews.ca, May 2, 2017- tinyurl.com/ya6uc68p

One-third of Canadians at 'high risk' for mental health concerns: poll, globalnews.ca, April 29, 2015- tinyurl.com/yazjssqw

তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে নিজেদের পড়াশুনা, চাকরি, ক্যারিয়ারকে।

কিছুদিন ব্যাপারটা ভালোই চলছে। কিন্তু একপর্যায়ে তারা আবিষ্কার করছে এই স্বাধীনতা, এই অবাধ যৌনতা সাময়িক আনন্দ দিলেও, বুকের ভেতরের শূন্যতা দূর করতে পারছে না। আরো কিছুদিন যাবার পর দেখছে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের কদর কমে আসছে। চোখগুলো আর আগের মতো তাদের দিকে ফিরছে না। পুরুষগুলো আর আকৃষ্ট হচ্ছে না আগের মতো। তাদের সন্ধানী চোখগুলো খুঁজে ফিরছে কমবয়সী শিকারকে।

একজন পুরুষ পরিবার শুরু করতে পারে মোটামুটি যেকোনো বয়সে। ৬০ বছর বয়সের পুরুষও নতুন বিয়ে করা বাবা হতে পারে। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। শারীরিকভাবে নারীর উর্বরতা, অর্থাৎ মা হবার সক্ষমতা সবচেয়ে বেশি থাকে কৈশোরের শেষ দিক থেকে শুরু করে মোটামুটি ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর খুব দ্রুত এই সক্ষমতা কমতে থাকে। আগে কখনো মা হয়নি, এমন কারো পক্ষে ৩৫ বছরের পর নতুন করে মা হওয়া কঠিন। ৪৫ বছরের পর মোটামুটি অসম্ভব। সহজ ভাষায়, ৩৫ এর আগে পরিবার শুরু না করলে, এর পর পরিবার শুরু করে সফল হওয়া, মা হওয়া একজন নারীর জন্য কঠিন।

কিন্তু যৌনবিপ্লব আর নারীবাদের মন্ত্রে মুগ্ধ হওয়া নারীরা এ সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছে স্বাধীনতার সুখে মজে, ক্যারিয়ার নিয়ে। সুখের তীব্রতা একটু ভোঁতা হয়ে আসার পর হঠাৎ আবিষ্কার করছে, তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এমন একটা সময় পার হয়ে গেছে, যা আর ফিরে পাওয়া সম্ভব না। যৌবনে অনেক পুরুষের মনে ঝড় তোলা, অনেকের নির্ঘুম রাতের কারণ হওয়া, অনেক বান্ধবীর ঈর্ষার পাত্র হওয়া নারী চল্লিশের কোঠায় এসে নিজেকে একা, শূন্য আবিষ্কার করছে। মদের বারগুলোতে, মনোবিদের চেম্বারের ওয়েটিং রুমে, পর্নসাইটে মধ্যবয়স্ক একাকী নারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে, স্বামীর ভালোবাসার স্পর্শ শরীরে মেখে নিশ্চিন্তে ঘুমানোর সৌভাগ্য ওদের হয় না, ওদের ঘুমাতে হয় পোষা কুকুর আর বিড়ালকে জড়িয়ে।

নারীর ভূমিকা শুধু সন্তান জন্ম দেওয়া না। কিন্তু সন্তান নারীত্বের অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ। নারীর শরীর, মন, মস্তিষ্ক সবকিছু গড়ে ওঠে তার মাতৃত্বের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে। এগুলো অনস্বীকার্য বাস্তবতা। কিন্তু আধুনিক পৃথিবী নারীত্বকে কেবল নারীর যৌবন, যৌনতা এবং শরীরে সীমাবদ্ধ করেছে। মিডিয়া, গল্পে, সিনেমায় কিশোরী, তরুণী, বেশি হলে মধ্য ত্রিশের কোঠায় থাকা একাকী, স্বাধীন নারীর গল্প তোমাকে বলবে, কিন্তু মধ্যবয়স্ক নারীর জন্য সেই একাকীত্ব আর স্বাধীনতার অর্থ কী—সেটা বলবে না। পরিবারে নারীকে শুধু তার শরীর আর যৌবন দিয়ে মাপা হয় না। আধুনিকতার চোখে একটা বিগতযৌবনা নারী কেবল অতোটুকুই—বিগতযৌবনা, পুরনো মাল। ডেইটওভার।

কিন্তু পরিবারে সেই নারী হলো সম্মানিতা স্ত্রী, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মা, সংসার নামের জাহাজের দায়িত্বশীল কর্ত্রী। আরো বয়স হলে তিনি দাদীমা-নানীমা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আধার। পরিবারে যৌবন ফুরালে নারীর প্রয়োজন ফুরায় না। বরং বয়সের সাথে সাথে তার সম্মান ও মর্যাদা বাড়ে। পরিবার ও বিয়ে নারীকে সম্মান করে তার শৈশব, তারুণ্য, মধ্যবয়স এবং বার্ধক্যে। আধুনিকতা কেবল নারীর যৌবনের দাম দেয়। আধুনিক সমাজ নারীর কাছে রঙিন, চকচকে একটা স্বপ্ন বিক্রি করেছে। কিন্তু বরাবরের মতোই সেই স্বপ্নের বাস্তবতা দুঃস্বপ্নের মতো হয়েই রয়ে গেছে। এ বিষয়গুলো শুধু নারীকে না, প্রভাবিত করে পুরো সমাজ ও সভ্যতাকেই।

তিন.

যৌনবিপ্লবের এবং অবাধ যিনার খুব ভয়াবহ একটা দিক হলো জন্মহার কমে যাওয়া। টেসলার সিইও ইলন মাস্ককে তো চেনো, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনীদের একজন। জন্মহার কমে যাবার এই ব্যাপার নিয়ে মাস্ক বেশ সোচ্চার। সে জোর দিয়ে বলেছে পুরো সভ্যতার জন্য এটা এক বিশাল হুমকি। এটা শুধু ইলন মাস্কের কথা না। অনেক গবেষক, বিশেষজ্ঞ, ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে মুখ খুলেছেন। দিন দিন তাদের সংখ্যা বাড়ছে।[১৮১] কিন্তু জন্মহারের গুরুত্বটা আসলে ঠিক কোন জায়গায়?

একটা সমাজকে টিকিয়ে রাখতে হলে সেই সমাজের পরিবারগুলোতে কমসেকম গড়ে ২.১ জন সন্তান থাকতে হয়। ধরো, তুমি বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। তুমি যাকে বিয়ে করলে সেও তার বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। অর্থাৎ চার জন মানুষ থেকে তুমি আর তোমার স্ত্রী বা স্বামী, এই দু'জন আসলো। এখন তোমরা সন্তান নিলে একটা। তাহলে দু' জন মানুষ থেকে আসলো এক জন। দুই প্রজন্মের ব্যবধানেই (৫০ বছর) চার থেকে সংখ্যাটা নেমে আসলো একে। এ ব্যাপারটা যদি পুরো সমাজ জুড়ে হয় তাহলে দিন দিন শিশু ও তরুণদের সংখ্যা কমে আসবে আর বৃদ্ধদের সংখ্যা বাড়বে। আবার প্রতি প্রজন্মে সমস্যাটা আরো গুরুতর হতে থাকবে।

এ ব্যাপারটাই এখন ঘটছে বৈশ্বিকভাবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে জন্মহার গড়ে ১.৬। কানাডা আর অ্যামেরিকাতে জন্মহার ঘোরাফেরা করে ১.৩ থেকে ১.৮ এর মাঝে। প্রায় সবগুলো উন্নত দেশে জনসংখ্যার হার এমন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোও তাদেরকে অনুসরণ করছে। বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেট-এ একটা গবেষণা প্রকাশিত হয় ২০২০ সালে। সেই গবেষণাতে বলা হচ্ছে ২১০০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক জন্মহার নেমে আসবে ১.৭-এ! বিশ্বব্যাপী জন্মহার কমার এই প্রবণতা নিয়ে গবেষক প্রফেসর ক্রিস্টোফার মারে বলছেন,

[১৮১] Elon Musk: Declining birth rate one of 'biggest' threats to civilization, The Hill, July 12, 2021 - tinyurl.com/27hh94dj

'এটা বিস্ময়কর। আসলে এটা যে আসলে কতো বিশাল তা নিয়ে ঠিক মতো চিন্তা করা এবং সমস্যাটাকে চিনতে পারাই অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন। সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে...'

তুমি বলতে পারো, *মানুষ কম হলে পরিবেশ দূষণ হবে না। অনেক কৃষিজমি থাকবে...* এগুলো সবই সত্য। কিন্তু সেই কৃষি জমি চাষ করবে কে? নতুন মানুষ না জন্মালে পুরোনোরা তো সবাই একসময় বৃদ্ধ হয়ে যাবে। তারা তো কাজ করতে পারবে না। কোনো উৎপাদন করতে পারবে না। উল্টো তাদেরই দেখাশোনা করা লাগবে। কে তাদের দেখাশোনা করবে? কলকারখানায় কে কাজ করবে? অর্থনীতির চাকা কে চালু রাখবে? নতুন করে নির্মাণ করবে কে?[১৮২] একটা সমাজে যদি শিশু ও তরুণদের তুলনায় বৃদ্ধদের সংখ্যা বেশি হয়, দিন দিন যদি সন্তান জন্ম দেওয়ার হার কমতে থাকে, তাহলে সময়ের সাথে সাথে বিষয়টা কোন দিকে যাবে? বুঝতে পারছো, কেমন ভয়ংকর একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে?

ছোট থেকেই সমাজবিজ্ঞান বইয়ের জনসংখ্যা চ্যাপ্টার পড়ে, দেশীয় এবং বৈশ্বিক বিভিন্ন প্রোপ্যাগান্ডার ফলে আমাদের মাথায় গেঁথে গেছে জনসংখ্যা মানেই বোঝা। কিন্তু আসলে জনসংখ্যা হলো সম্পদ। মানুষ শুধু সম্পদ ভোগ করেই শেষ করে না। সম্পদ তৈরিও করে। আল্লাহর দেওয়া উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে কল্যাণের পথে, সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে।

১৭৯৮ সালে থমাস ম্যালথাস তার মারাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী বই Essay on the Principle of Population প্রকাশ করে। সে দাবি করে, জনসংখ্যার দ্রুতগতির সাথে পাল্লা দিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে না। কাজেই জন্মহার কমানো না গেলে মানুষ না খেয়ে, দুর্ভিক্ষে, রোগব্যাধির শিকার হয়ে মারা যাবে। সভ্যতা শেষ হয়ে যাবে। ধ্রুব সত্য হিসেবে ম্যালথাসের এই দাবির রেফারেন্স আজও টানা হয়। কিন্তু ম্যালথাস মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে বহু আগেই। গত কয়েক শতাব্দীতে বিশ্বের জনসংখ্যা হু হু করে বেড়েছে। কিন্তু ম্যালথাস যেসব দাবি করেছিল তার প্রায় কিছুই হয়নি। বরং আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় উৎপাদন বেড়েছে অভাবনীয় মাত্রায়। উন্নতি হয়েছে স্বাস্থ্যখাতে, শিশুদের অসুখ-বিসুখ কমেছে, মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে চিন্তা করলে ম্যালথাসের দাবির অসারতা বুঝতে কোনো কষ্টই হবার কথা না।

মহান আল্লাহ হলেন আর-রাযযাক, তিনি রিযকদাতা। তাঁর সৃষ্টির জন্য যা প্রয়োজন তাঁর ব্যবস্থা তিনি করে দেন। কিন্তু আধুনিক পৃথিবী একদিকে ম্যালথাসের বক্তব্য গ্রহণ করে জন্মহার কমাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। অন্যদিকে যৌনবিপ্লবের মাধ্যমে

---

[১৮২] Fertility rate: 'Jaw-dropping' global crash in children being born, July 15, 2020 - tinyurl.com/yaframnv

নারীপুরুষের চিরন্তন সম্পর্ক এবং পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। যৌনবিপ্লবের আদর্শ ও অবাধ প্রেম কীভাবে এই সভ্যতাগত বিপর্যয়ের পেছনে ভূমিকা রাখছে, এক নজর দেখে নেওয়া যাক। যে কারণে জন্মহার কমে যাচ্ছে:

১। ডিভোর্সের উচ্চ হার। অ্যামেরিকাতে প্রায় ৫০ শতাংশের মতো বিয়েতে তালাক হয়ে যায়। অন্যদিকে বিয়ে স্থায়ী হওয়া নিয়ে যদি আশঙ্কা থাকে, তাহলে স্বভাবতই সন্তান জন্মদানের ইচ্ছা কমে আসে।

২। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিয়ে করার হার এখন অনেক কমে গেছে। জাপানে তো বিবাহে অনিচ্ছুকদের জন্য একটা নামই বরাদ্দ করা হয়েছে- 'শো'। যাদের বয়স ৩০ এর কোঠায়, কিন্তু বিয়ে করার ধারেকাছেও নেই তাদের বলা হয় শো। জাপানে এমনিতেই বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা বেশি। বিয়েতে এমন অনীহা জন্মহার কমে যাওয়া সমস্যার আগুনে একেবারে ঘি ঢালার মতো। কেবিনেট অফিসের জেন্ডার রিপোর্ট ২০২২ বলছে- ৩০+ বয়সীদের প্রতি ৪ জনে ১ জন বিয়ে করতে চায় না। ২০+ বয়সীদের অবস্থাও প্রায় একই রকম।

কেন বিয়েতে আগ্রহী না এই প্রশ্নের উত্তরে জরিপে অংশ নেওয়া মেয়েদের উত্তরগুলো পরিচিত। তথাকথিত প্রগতিশীলতা আর স্বাধীনতার সেই মুখস্থ বুলি–বিয়ে করলে আমরা স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলবো, আমাদের সামনে সুন্দর ক্যারিয়ার আছে, গতানুগতিক গৃহিণীরা যে ঝামেলাগুলো নেয় যেমন, বাড়ির দেখভাল করা, বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করা, ঘরের বয়স্কদের দেখাশোনা করা... আমরা সেগুলো করতে চাই না।

পুরুষরাও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা বললো। সেই সাথে বললো চাকরির নিরাপত্তাহীনতা এবং পরিবার চালানোর জন্য যথেষ্ট আয় রোজগার না থাকার কথা।[১৮৩]

৩। যিনা। ক্যাসুয়াল সেক্সকে সারা বিশ্বজুড়ে স্বাভাবিক করে ফেলা হয়েছে। যৌনতাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বিয়ে থেকে। পরিবার গড়াকে অনেকেই উটকো ঝামেলা মনে করে।

৪। যারা বিয়ে করছে তারাও করছে বেশি বয়সে। ত্রিশের ঘরে বয়স না গেলে বিয়ে হচ্ছে না। দাম্পত্য জীবনের সময়সীমা কমে আসছে। বয়স পঁয়ত্রিশ হবার পর প্রথমবারের মতো মা হওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। সব মিলিয়ে বাচ্চা কম হচ্ছে।

৫। পঙ্গপালের মতো নারীরা ঘর থেকে বের হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। প্রেগন্যান্সি, ডেলিভারি, বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ঠিক পরের সময়টাতে নারীদের কাজ থেকে ছুটি নিতে হয়। এটা তাদের ক্যারিয়ারের জন্য ভালো না। কাজেই ক্যারিয়ারের স্বার্থে নারীরা সন্তান নিতে চাচ্ছে না। একটা বা খুব বেশি হলে কষ্টেমষ্টে দু'টা। বাচ্চা পালনের সময়

[১৮৩] Why are young Japanese rejecting marriage?, DW, June 24, 2022 - tinyurl.com/bdf85nxf

বের করাই মুশকিল, তিন-চারটা বাচ্চা মানুষ করার কথা তো কল্পনাও করা যায় না।

৬। মহামারির মতো বাড়ছে বিভিন্ন যৌন-মানসিক বিকৃতি: সমকামিতা, নারী থেকে পুরুষ, পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হওয়া সহ আর কতো কী!

আর এর সবকিছুই যৌন বিপ্লবের ফল। অবাধ ভালোবাসা আর যৌনতার সংস্কৃতি।

জন্মহার কমে যাওয়া একটা সভ্যতাগত সমস্যা। মানুষ ছাড়া সভ্যতা কীভাবে টিকে থাকবে? তরুণরা না থাকলে সমাজকে কে এগিয়ে নেবে? কে কাজ করবে? কে সভ্যতা গড়বে? কারা নিত্য নতুন উদ্ভাবন করবে? বৃদ্ধদের দেখাশোনা কারা করবে? পাশ্চাত্যের তরুণেরা এই সবকিছুতেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এসব দূরে থাক, পৃথিবীতে নতুন প্রজন্মকে নিয়ে আসার ব্যাপারেই তাদের কোনো আগ্রহ নেই। সন্তান মানুষ করা বিশাল স্যাক্রিফাইসের কাজ। টাকাপয়সা, সময়, মনোযোগ, ধৈর্য, মানসিক শক্তি...অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় এতে। পাশ্চাত্যের ওরা তো সর্বোচ্চ মাত্রায় ভোগ নিয়ে ব্যস্ত, নিজের প্রতিটা ইচ্ছা মেটাতে অস্থির। সন্তানের জন্য এতো স্যাক্রিফাইস করার, এতো কষ্ট সহ্য করার কোনো ইচ্ছাই তাদের নেই। তারা আজ এতোটাই আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপর হয়ে গেছে যে সন্তানকেও বোঝা মনে করছে।

ভয়ংকর নৈতিক অবক্ষয় হয়েছে পশ্চিমাদের। ধর্ম পারতো এই নৈতিক অবক্ষয় রোধ করতে। কিন্তু ধর্ম থেকেও ক্রমাগত দূরে সরে গেছে ওরা। মড়মড় করে ভাঙছে পরিবার, সামাজিক সংহতি। মরণ ডেকে আনা এক চোরাবালিতে ফেঁসে গেছে আজ পশ্চিমা বিশ্ব।[১৮৪] যন্ত্রণাদায়ক ধীর গতির এক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পুরো পশ্চিমা সভ্যতা।[১৮৫] আর আমরা? আসমানী দিকনির্দেশনা ভুলে আমরা অন্ধের মতো পশ্চিমকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছি ওদের মতোই ধ্বংসের চোরাবালির দিকে।

চার.

যৌনতা, মানব মানবীর একে অপরের প্রতি আকর্ষণ যেমন পৃথিবীতে মানুষ টিকিয়ে রাখার শর্ত তেমনি এর ব্যাপক ধ্বংসাত্মক শক্তিও রয়েছে। প্রত্যেক সমাজই এই প্রবল ক্ষমতাকে বিভিন্ন নিয়মকানুনের কাঠামোর ভেতরে রাখার চেষ্টা করেছে। এর উপর বাঁধ দিয়ে এই স্রোতকে ব্যবহার করতে চেয়েছে সমাজ ও সভ্যতার কল্যাণে। কিন্তু

[১৮৪] Americans must finally get a grip on the sexual revolution's excesses - tinyurl.com/4rxty8wm

The Sexual Revolution Ruined Everything It Touched | The Matt Walsh Show Ep. 32, May 17, 2018- tinyurl.com/mufu943c

Consequences of the Sexual Revolution, upliftingeducation.com- tinyurl.com/mr3bsupb

[১৮৫] The End Of The American Empire Is Here, The Jimmy Dore Show Youtube Video, May 26, 2022- tinyurl.com/5n7hdser

যখনই যৌনতার লাগাম ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তখনই অবক্ষয় ও পতন হয়েছে সমাজ ও সভ্যতার।

সোশ্যাল অ্যানথ্রোপলোজিস্ট জন ড্যানিয়েল আনউইন ৫,০০০ বছরের ইতিহাস ঘেঁটে ৮৬টি আদিম গোত্র এবং ৬টি সভ্যতার উপর এক পর্যালোচনা করেন।[১৮৬] কিন্তু ফলাফল দেখে হকচকিয়ে যান আনউইন নিজেই। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত Sex & Culture বইতে দীর্ঘ এ গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন তিনি। বিভিন্ন সভ্যতা ও সেগুলোর পতনে আনউইন দেখতে পান একটা স্পষ্ট প্যাটার্ন–কোনো সভ্যতার বিকাশ সেই সভ্যতার যৌনসংযমের সাথে সম্পর্কিত। যৌনতার ব্যাপারে কোনো সমাজ যতো বেশি সংযমী হবে ততো বৃদ্ধি পাবে বিকাশ ও অগ্রগতির হার। বিস্মিত আনউইন আবিষ্কার করলেন–সুমেরিয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রীক, রোমান, অ্যাংলো-স্যাক্সনসহ প্রতিটি সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে এমন সময়ে যখন যৌনসংযম ও নৈতিকতাকে এসব সমাজে কঠোরভাবে মেনে চলা হতো। পুরুষত্বকে মহিমান্বিত করা হতো। সফলতা পাবার পর সভ্যতাগুলো হারানো শুরু করে নিজেদের নৈতিকতা। পুরুষত্ব, পরিবার, যৌনসঙ্গমের বদলে মহিমান্বিত করা হয় যৌনবিকৃতিকে। বহুগামিতা, সমকামিতা, উভকামিতার মতো ব্যাপারগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং একপর্যায়ে এগুলোকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নেয় সমাজ।

যৌনাচার ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার, সমাজে এর কোনো নৈতিক বা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না–আজকের আধুনিক সভ্যতার আধুনিক মানুষগুলোর মতো এ মিথ্যে কথাটা বিশ্বাস করেছিল আগেকার সভ্যতাগুলোও। অবধারিতভাবেই একসময় সবার ভুল ধারণা ভাঙে, কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে যায় অনেক। একবার শুরু হয়ে গেলে আর থামানো যায় না অবক্ষয়ের চেইন রিঅ্যাকশান। অবাধ, উচ্ছৃঙ্খল যৌনাচারের সাথে সাথে কমতে থাকে সামাজিক শক্তি। কমতে থাকে সভ্যতার রক্ষণাবেক্ষণ ও উদ্ভাবনের সক্ষমতা। ক্রমশ কমতে থাকে সমাজের মানুষের সংহতি, দৃঢ়তা ও আগ্রাসী মনোভাব। আর একবার এই অবস্থায় পৌঁছোবার পর সভ্যতার পতন ঘটে দুটি উপায়ের যেকোনো একটির মাধ্যমে–অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা অথবা আগ্রাসী শত্রুর আক্রমণ।

আনউইন উপসংহার টানেন, বিয়ে পূর্ববর্তী ও বিয়ে বহির্ভূত যৌনতা এবং অবাধ ও বিকৃত যৌনাচার যে সমাজে যতো বেশি সে সমাজের সামাজিক শক্তি ততো কম। যৌনতার উপর যে সমাজ যতো বেশি বাধানিষেধ আরোপ করে, তার সামাজিক শক্তি ততো বাড়ে।

---

[১৮৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখো, চিন্তাপরাধ, আসিফ আদনান, পৃষ্ঠা নম্বর, ১৫০। ইলমহাউস পাবলিকেশন, ২০১৯।

> 'যেকোনো সমাজকে সামাজিক শক্তি অথবা যৌন স্বাধীনতার মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে হবে। আর এর পক্ষে প্রমাণ হলো কোনো সমাজ এক প্রজন্মের বেশি এ দুটো একসাথে চালিয়ে যেতে পারে না।'
>
> আনউইনের মতে ৫,০০০ বছরের ইতিহাস জুড়ে, প্রতিটি সভ্যতা ও সমাজের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য।

ঠিক একই রকম উপসংহার টানেন ঐতিহাসিক জন গ্লাব। তিন হাজারের বছরের প্রায় দশটিরও বেশি সাম্রাজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করে প্রকাশ করেন তার সাড়া জাগানো গবেষণা- The Fate of Empire। এই গবেষণায় তিনি দেখান প্রতিটি সাম্রাজ্যের তখনই পতন ঘটেছে যখন তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ভোগবাদী বিলাসী জীবনযাপনে। যখন তারা বিকৃত যৌনতার পূজা শুরু করে। বুঁদ হয়ে যায় মদ আর শরীরের নেশায়![১৮৭]

বিয়ে বহির্ভূত যৌনতা কখনোই দুজন মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় নয়। এর সাথে জড়িত রয়েছে একটা সমাজের, একটা জাতির, একটা সভ্যতার উত্থান-পতনের গল্প। এজন্যই আমরা দেখি ইসলামী শরীয়াহতে যিনা-ব্যভিচার এবং অশ্লীলতার প্রচার-প্রসারের শাস্তি অনেক গুরুতর। এর জন্য আল্লাহ্ আখিরাতে যেমন ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা জানিয়েছেন, তেমনি দুনিয়াতেও শাস্তি নির্ধারণ করেছেন—যিনাকারী অবিবাহিত হলে প্রকাশ্যে ১০০ বেত্রাঘাত ও নির্বাসন দেওয়া, আর বিবাহিত হলে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা![১৮৮] কি কঠোর শাস্তি একবার চিন্তা করো! আল্লাহ্ আমাদেরকে মা-বাবার চাইতেও বহুগুণে বেশি ভালোবাসেন। সেই তিনিই এমন কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছেন। যেন মানুষ এর থেকে ১০০ হাত দূরে থাকে।

যিনা-ব্যভিচার, অশ্লীলতাকে ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত অঙ্গনের অপরাধ হিসেবে দেখে না, বরং একে সামাজিক অপরাধ হিসেবেও দেখে। এজন্যই শরীয়াহর বিধান অনুযায়ী এই শাস্তি প্রয়োগ হবে প্রকাশ্যে এবং কিছু মানুষকে দর্শক হিসেবে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে।

বুঝতেই পারছো অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কতোটা ভয়াবহ! এটা পৃথিবীর ও মানুষের টিকে থাকার প্রশ্ন! আল্লাহ্ বলেছেন,

> 'যারা চায় যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার ঘটুক তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানো না।'[১৮৯]

---

[১৮৭] The Fate Of Empires And Search For Survival, Sir John Glubb- tinyurl.com/kfzvjjcp

[১৮৮] Who is the one who should carry out the hadd punishment for zina? IslamQA - tinyurl.com/4m7akr6e

Punishment for Rape in Islam, IslamQA- tinyurl.com/2p8d3tjy

[১৮৯] সূরা নূর, ২৪: ১৯ আয়াত

মানুষ যেন অশ্লীলতা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে নিজেকে এবং পৃথিবীকে নষ্ট করে না ফেলে, পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ না হয়, তাই তিনি মানুষকে বিভিন্নভাবে অশ্লীলতা ও যিনা-ব্যভিচার সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সতর্ক করেছেন তাঁর রাসূল (ﷺ)-

> যখনই কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন রোগব্যাধি ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।[১৯০]

আল্লাহ এবং তার রাসূলের সতর্ক সংকেতকে উপেক্ষা করেছে এই বিশ্বব্যবস্থা। আল্লাহর পরিবর্তে খোদা মেনেছে অন্য মানুষকে, সিস্টেমকে, আইনকে। নবীর নির্দেশনার বদলে অনুসরণ করেছে শয়তানের পদাঙ্কের। ফলাফল পেয়েছে হাতেনাতে। মানবতা হারিয়ে আজ মানুষ নেমে গেছে পশুত্বের পর্যায়ে। যৌনবিপ্লবের গডফাদার আর কলুষতার কারিগররা বলেছিল মানুষ মুক্ত হবে, কিন্তু আধুনিক মানুষ আজ অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি বন্দী। নিজের নফসের কাছে বন্দী, সরকারের কাছে বন্দী, কর্পোরেট আর গ্লোবাল এজেন্ডাধারীদের কাছে বন্দী। পচে গেছে সমাজ ও সভ্যতা। চোরাবালিতে আটকা পড়া মানুষের মতো আজ সবাই যেন হাল ছেড়ে দিয়ে মেনে নিয়েছে পতনের বাস্তবতা। নিশ্চিত মৃত্যুতে তলিয়ে যেতে যেতেও মেতে উঠছে সাময়িক সুখের উত্তেজনাতে।

আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ আজ আশরাফুল মাখলুকাত থেকে পরিণত হয়েছে পেট আর প্রবৃত্তির পূজায় লিপ্ত কুকুর আর শূকরবৃত্তির সংকরে।

---

[১৯০] ইবনু মাজাহ: ৪০১৯, তারগীব : ৫১৭২। ইমাম সাখাবী বলেছেন, হাদিসটির সনদে দুর্বলতা আছে কিন্তু তার স্বপক্ষে শাহেদ আছে (যা তাকে শক্তিশালি করে।) ইবনু হাজারও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। আলবানী হাদিসটিকে হাসান সনদে বর্ণিত বলেছেন। (আল-আজউয়িবাতুল মারদ্বিয়াহ হা: ৩৩১, ফাতহুল বারী হা: ৫৭৩৪ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, সহীহাহ: ১০৬)

কলুষতার কারিগর

প্রেমের এতো ভয়াবহ দিক থাকার পরেও, ফ্রি সেক্স কালচার, অশ্লীলতা এতো ধ্বংসাত্মক হবার পরেও, কোটি কোটি মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবার পরেও কেন এগুলোকে প্রমোট করা হয়? বিশ্বব্যাপী এগুলোকে মানবাধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মহান হিসেবে কেন উপস্থাপন করা হয়? এই মৌলিক প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। কিন্তু বইয়ের কলেবর ছোট রাখার উদ্দেশ্যে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে বাধ্য হলাম।

সহজ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যাক। মানুষ অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে, প্রেম-ভালোবাসার নামে অবাধ যৌনতায় মেতে উঠলে কার লাভ? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে দা'ঈ এবং অ্যাক্টিভিস্ট ড্যানিয়েল হাকিকাতযু 'আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কেন যৌনতা ফেরি করে'–শিরোনামের প্রবন্ধে বলেন:

> 'অশ্লীলতা আর অবাধ যৌনতা ছড়িয়ে পড়লে সমাজে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে। এর মধ্যে এক নাম্বার হলো ভোগবাদ। কেউ যখন নিজের সব শারীরিক কামনাবাসনা, সব ফ্যান্টাসি চরিতার্থ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে কোনো ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রণ আর কাজ করে না। এ ধরনের মানুষ খুব ভালো ভোক্তা আর ক্রেতা হয়। পকেটে যতোক্ষণ টাকা থাকে ততোক্ষণ যা ইচ্ছে তা-ই সে কেনে। যা ইচ্ছে তা-ই সে করে। কাজেই অশ্লীলতা এবং অবাধ যৌনতার প্রভাবে ভোগবাদ বাড়ে। ভোগবাদ বাড়লে লাভ বিভিন্ন করপোরেশান আর সরকারগুলোর, যারা এই নিরন্তর ভোগ থেকে মুনাফা অর্জন করে। কোনো শহরের অধিবাসীদের মধ্যে মদের আসক্তি বাড়লে যেমন মদবিক্রেতার লাভ, তেমনি মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে কামনাবাসনা পূরণে অভ্যস্ত করে তুলতে পারায় করপোরেশানগুলোর লাভ।
>
> এভাবে আত্মকেন্দ্রিক সমাজ গড়ে ওঠে। বিচ্ছিন্ন, একাকী মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। সংঘবদ্ধ সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।
>
> সমাজে অশ্লীলতা এবং অবাধ যৌনতার প্রসার ঘটানোর আরেকটা উদ্দেশ্য হলো মানুষের ভালোমন্দ নির্ধারণের ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া। মানুষের যখন তাকওয়া থাকে না, তখন সত্যমিথ্যা আর ভালোমন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ নিয়ে রাজাদের তখন আর মাথা ঘামাতে হয় না। মানুষ

যদি মন্দকে চিনতেই না পারে তাহলে মন্দকে প্রতিরোধ করবে কীভাবে?

তাছাড়া মানুষ যখন ইচ্ছেমতো কামনাবাসনা চরিতার্থ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন অন্যায়কে চিনতে পারলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে কথা বলতে চায় না। অন্যায়ের প্রতিরোধ করার মতো ইচ্ছাশক্তি আর সাহস তার মধ্যে থাকে না। তার মধ্যে এক ধরনের অভ্যস্ত আলস্য কাজ করে। আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, তাঁর বেঁধে দেওয়া সীমানা লঙ্ঘন করে ক্রমাগত নফসকে সন্তুষ্ট করার কারণে, তার মধ্যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো আত্মিক শক্তি আর থাকে না...[১৯১]

সহজ ভাষায়, যৌনতা, অশ্লীলতা আর সহজলভ্য প্রেম হল মানুষকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। জনগণকে প্রেমের মাদকে, শরীরী নেশার মায়াজালে আর অশ্লীল বিনোদনে ডুবিয়ে রাখতে পারলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।[১৯২] মনমতো আইনকানুন, জীবনব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া যায়। শোষণ করা যায়। বিশ্বব্যবস্থার রাজারা তাই প্রজাদের জন্য অসীম প্রেম, বিনোদন, শরীরী নেশার স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে–তোমার মন যা চায় তুমি তাই করো–বিনিময়ে তারা প্রজাদের পায়ে পরিয়ে দেয় পরাধীনতার এক অদৃশ্য শেকল। বানিয়ে ফেলে হাতের পুতুল!

এসো, আমাদেরকে বন্দীত্বের শেকল পরানো কলুষতার এই সব কারিগর আর তাদের নানা কারিগরি চিনে নেওয়া যাক।

শয়তান: কলুষতার প্রথম কারিগর ইবলিস। মানুষের আদি এবং চির শত্রু। দুনিয়াতে পাঠানোর আগে আল্লাহ আদম (আ.), হাওয়া (আ.) এবং শয়তানকে বলেছিলেন– তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু।[১৯৩]

সেই থেকে ইবলিস আমাদের সাথে শত্রুতা করে যাচ্ছে। ইবলিস ঔদ্ধত্যভরে মহান আল্লাহকে বলেছিল, মানবজাতিকে সে পথভ্রষ্ট করবে। সেই প্রতিশ্রুতি সে আজও নিষ্ঠা ভরে পালন করে যাচ্ছে। আর মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য শয়তানের মোক্ষম হাতিয়ার হলো যিনা। যৌনতার প্রতি মানুষের ফিতরাতি

---

[১৯১] সংশয়বাদী, ড্যানিয়েল হাকিকাতযু। ইলমহাউস পাবলিকেশন, ২০২১

[১৯২] ইসরাঈল ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে পর্নোগ্রাফিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তারা সামরিক আগ্রাসন চালানোর সময় ফিলিস্তিনের শহর দখল করে টিভিতে পর্নমুভি ছেড়ে দেয়। মুসলিমদের দেখতে বাধ্য করে। আমেরিকার কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এর সাথে হলিউডের মাখামাখি সম্পর্ক তো ওপেন সিক্রেট। বলিউডকেও ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের প্রোপ্যাগান্ডার জন্য ব্যবহার করে এমন অভিযোগ বহু পুরোনো।

Pornography as Israel's Weapon of Choice, muslimskeptic.com, January 10, 2019- tinyurl.com/2urp9j69

How CIA Spies Infiltrated Movies, Music, Art and More,spyscape.com- tinyurl.com/286cue3h

[১৯৩] সূরা আল আ'রাফ, ৭:২৪

আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে যুগে যুগে শয়তান মানুষকে অনবরত কুমন্ত্রণা দিয়ে গেছে। পাশাপাশি মানুষের ভেতর তার দোসরদের সে পরামর্শ দিয়ে গেছে অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসারের জন্য। আল্লাহ আমাদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন –

> হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে–যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়।[১৯৪]
>
> 'আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো এ নির্দেশই তোমাদেরকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাকো।'[১৯৫]
>
> 'শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় আর তোমাদেরকে অশ্লীল কাজ করতে তাগাদা দেয়। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং প্রাচুর্যের নিশ্চয়তা দেন। আল্লাহ তো সবকিছু ঘিরে আছেন, তিনি সব জানেন।'[১৯৬]

কিন্তু এতো সতর্কবাণীর পরও মানবজাতি বারবার শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রের ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি হয়েছে একই ভুলের।

পশ্চিমা বিশ্ব: অবাধ যৌনতা তথা যৌনবিপ্লবের আদর্শ প্রচারকে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছে। যেসব যৌন বিকৃতি ও অবক্ষয় পশ্চিমে আজ স্বাভাবিক হয়ে গেছে, সেগুলো তারা ছড়িয়ে দিতে চায় বাকি পৃথিবীতেও।[১৯৭] এ উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সাথে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন অ্যামেরিকাসহ সারা বিশ্বে তাদের কাজ চলছে। এর জন্য তারা ব্যবহার করছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও, থিঙ্কট্যাঙ্ক, বিভিন্ন সেলিব্রেটি এবং নারীবাদী আন্দোলনকে।[১৯৮] অবাধ যৌনতার আদর্শকে উপস্থাপন

---

[১৯৪] সূরা আল-আরাফ, ৭:২৭

[১৯৫] সুরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৬৮-১৬৯

[১৯৬] সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৬৮

[১৯৭] US State Department advances LGBT equality globally with first Special Envoy for LGBT Persons, GLAAD, Febr 27, 2015 - tinyurl.com/2p9y65u9

US Department of State, LGBT Rights - https://www.state.gov/subjects/lgbt-rights/

[১৯৮] Eliminating Discrimination Against Children And Parents Based On Sexual Orientation And/ Or Gender Identity, Unicef Current Issues, No 9,November 14- tinyurl.com/2p8aabmh

International Groups Seeking to Impose Sexual Revolution on Africa, The Ruth Institute, Dec 11, 2020 - tinyurl.com/3bddeuk5

The New Colonialism of the Sexual Revolution, Dr. Jennifer Roback Morse, tinyurl.com/2s3njwj9

করছে মানবাধিকার এবং উন্নয়নের মোড়কে।[১৯৯] সর্বোপরি, সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যৌনশিক্ষার নামে শিশু-কিশোরদের যৌনবিপ্লবের আদর্শ শেখানো হচ্ছে,[২০০] একইসাথে তাদের মাথা থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে যৌনতার ব্যাপারে ধর্মীয় নৈতিকতা ও বিধিবিধান। বিভিন্ন দেশকে সমকামিতাসহ অন্যান্য যৌন বিকৃতির আইনী বৈধতা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। না মানলে ভয় দেখানো হচ্ছে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার।[২০১]

এনজিও, লিবারেল মিশনারী: উপনিবেশবাদের সময় কোনো জায়গায় ঘাঁটি গাড়তে গেলে পশ্চিমারা সাথে করে খ্রিষ্টান মিশনারীদের নিয়ে যেতো। খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি সাহায্য দেওয়ার নাম করে মিশনারীরা খ্রিষ্টধর্মের প্রচার করতো। তারা মনে করতো, স্থানীয় লোকেরা মিশনারীদের দাওয়াহ গ্রহণ করতে শুরু করলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়।

এই পশ্চিমা আগ্রাসন আর মিশনারীদের এই পার্টনারশিপ আজও আছে। শুধু খ্রিস্টান মিশনারীর বদলে এসেছে লিবারেল মিশনারী। আজকের পশ্চিমা বিশ্ব খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করে না, প্রচার করে লিবারেল-সেক্যুলারিসম। যৌনবিপ্লবের আদর্শ রপ্তানি করে। বাপ-দাদাদের মতো আজকের পশ্চিমারাও লক্ষ্য করেছে, কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে লিবারেল-সেক্যুলার ধারার চিন্তা প্রচলিত হয়ে গেলে সেই জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। আজকের উপনিবেশবাদ তাই এনজিও, অ্যাকটিভিস্ট, কালচারাল আইকন, ইয়ুথ আইকন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে এক বিশাল লিবারেল মিশনারী বাহিনী গড়ে

---

[১৯৯] জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Sustainable Development Goals (এসডিজি) এর ভেতরে অবাধ যৌনতা, সমকামিতা, ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকারসহ নানা বিষয় ঢোকানো হয়েছে। এসডিজির মধ্যে ১৭টি লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে, যার মধ্যে ১০ নম্বর হল "অসমতার হ্রাস"। আপাতভাবে নিরীহ মনে হলেও, মূলত এর মাধ্যমে সারা বিশ্বজুড়ে অবাধ ও বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণের ক্যাম্পেইন চলছে।

LGBTI and the Sustainable Development Goals: Fostering Economic Well-Being, Brieanna Scolaro, June 24, 2020 - tinyurl.com/ve6s7fjh

LGBT Inclusion and the Sustainable Development Goals, Stonewall.org, January 2016 - tinyurl.com/bd48dn3k

Ban calls for efforts to secure equal rights for LGBT community, UN.org, Sep 21, 2016 - tinyurl.com/mvvua678

[২০০] The War on Children. The Comprehensive Sexuality Education Agenda, carlistas tv ইউটিউব ভিডিও, Apr 19, 2017- tinyurl.com/3fub6sbu

[২০১] US imposes sanctions on Uganda for anti-gay law, BBC, June 19, 2014- tinyurl.com/mryv4t9m

Hungary threatened with EU sanction over anti-LGBT law, Euronews, Oct 4, 2021 - tinyurl.com/yc5d2cn9

তুলেছে। এদের কাজ হলো বিভিন্ন সাহায্য দেওয়ার নাম করে যৌনবিপ্লবের মতো নানা পশ্চিমা দর্শনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। দাসত্বকে স্বাধীনতা হিসেবে দেখানো। লিবারেল-সেক্যুলারিসমের দাওয়াহ করা।

সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা: সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে নারী পুরুষকে কাছাকাছি এনেছে, সহজাত লজ্জা ভেঙে দিয়েছে। পাশাপাশি আসমানী শিক্ষা ও নৈতিকতা থেকে শিশুদের দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য ভুলিয়ে দিয়েছে। শিখিয়েছে– বস্তুগত লাভক্ষতির মাপকাঠিতে সব কিছু মাপতে, শিখিয়েছে You only *live once* - *জীবন তো একটাই*। যেকোনো মূল্যে ভোগ করাই হলো জীবনের সফলতা। সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ব্রেইনওয়াশ করেছে পশ্চিমের চাপিয়ে দেওয়া সেক্যুলার ব্যবস্থা ও দর্শনের অন্ধ অনুসরণের জন্য।

পপ কালচার: মানুষকে ব্রেইনওয়াশ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হলো মিডিয়া। অসংখ্য গবেষক, গবেষণা, বিশেষজ্ঞরা বারবার বলেছেন–মিডিয়া মানুষকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে খুবই প্রভাবিত করে। মিডিয়া কিশোর-তরুণদের সামনে নতুন নতুন ট্রেন্ড নিয়ে আসে, অনুসরণীয় 'আইডল' তৈরি করে। তুলে ধরে ভোগবাদী লাইফস্টাইলের রঙিন ছবি। প্রেম-ভালোবাসার ক্ষেত্রে এর প্রভাবটা আরো ব্যাপক। প্রেমের নিয়মকানুন, প্রেমের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি অধিকাংশই আসে এই মিডিয়া থেকে। মানুষ পর্দায় যা দেখে বাস্তবেও তাই করতে চায়।[২০২]

করপোরেট ব্যবসা: কথিত প্রেম ভালোবাসা, ফ্রি সেক্স কালচার, সমকামিতা, অশ্লীলতার সাথে জড়িত রয়েছে বাঘা বাঘা করপোরেশন আর ইন্ডাস্ট্রির ভাগ্য। বার্ষিক প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলারের সিনেমা, ওয়েবসিরিয, টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি, ৫৩ বিলিয়ন ডলারের মিউযিক ইন্ডাস্ট্রি, ১৮৬ বিলিয়ন ডলারের সেক্স ইন্ডাস্ট্রি, ৯৭ বিলিয়ন ডলারের পর্ন ইন্ডাস্ট্রি, ৫০৭ বিলিয়ন ডলারের কসমেটিকস ও বিউটি ইন্ডাস্ট্রি, ৩

---

[২০২] Nandini Jagadeesan, Jemmy Suthandiradas, "Exposure Time to Romance Depicted in Media and its Influence on Beliefs about Romantic Relationships among Adults", The International Journal of Indian Psychology, Volume 6, Issue 4, october-December, 2018- tinyurl.com/3h2n39dn

Banjo, O.O., "The effects of media consumption on the perception of romantic relationships", Penn State McNair Journal, 9, 9-33,2002- tinyurl.com/542795t4

Myrien Eulah Kezia G. Banaag, ''The Influence of Media on Young People's Attitudestowards their Love and Beliefs on Romantic andRealistic Relationships'', International Journal of Academic Research in PsychologyJuly 2014, Vol. 1, No. 2 - tinyurl.com/37fwbzuc

Why Bollywood movies ruined my idea of love and marriage! Times of India, January 11,2019- tinyurl.com/2p89wvxr

ট্রিলিয়ন ডলারের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ডলারের ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রি, প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের ডিপ্রেশনের চিকিৎসা সেক্টর, ৪৭ বিলিয়ন ডলারের যৌনবাহিত রোগের চিকিৎসা মার্কেট, টেস্টিং কিটের ৯৫ বিলিয়ন মার্কেট... অধিকাংশই কোনো না কোনো মাত্রায় টিকে আছে এই প্রেম ভালোবাসা আর ফ্রি সেক্স কালচারের উপর ভর করে।[২০৩]

প্রেম, অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচারকে লাল কার্ড দেখালে এগুলোর কী হবে? বিশ্ব পরিচালনার নিয়মনীতি, বিশ্ব রাজনীতির হিসেব-নিকেশ, সবক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীরা প্রভাবশালী খেলোয়াড়। তাই বিদ্যমান বিশ্বকাঠামো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেলেও কথিত প্রেম ভালোবাসা, ফ্রি সেক্স কালচার, সমকামিতা, অশ্লীলতাকে প্রগতিশীলতা, উন্নতি, আধুনিকতা, স্মার্টনেস ইত্যাদির প্যাকেটে মুড়িয়ে প্রমোট করে যাচ্ছে এবং যাবে। এটা কখনোই বন্ধ হবে না। সোনার ডিম পাড়া

---

[২০৩] The Film Industry Made A Record-Breaking $100 Billion Last Year, forbes.com, 12 March, 2020- tinyurl.com/y55rkdjd

১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি, ১ ট্রিলিয়ন = ১ লাখ কোটি , ২৩ জুলাই ২০২২ তারিখে সরকারি তথ্যমতে বাংলাদেশের মোট রিজারভের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার। প্রেম, যিনা-ব্যভিচারের উপর নির্ভর করে যে বাজারগুলো দাঁড়িয়ে আছে তাদের বার্ষিক বাজারমূল্যের উপর আর একবার চোখ বুলাও। বুঝতে পারছো- সংখ্যাটা কতো বড়?

Music industry revenue worldwide from 2012 to 2023, statista.com, August 10, 2021- tinyurl.com/45u8xkn4

Depression Treatment Market Outlook (2022-2032), futuremarketinsights.com, May 2022- tinyurl.com/2ctr7pa8

Spending on illegal drugs this year, worldometers.info, September, 20, 2022- tinyurl.com/3kcfrrbp

Things Are Looking Up in America's Porn Industry, nbcnews.com, January 20, 2015- tinyurl.com/22esh2kk

Prostitution Revenue By Country, havocscope.com- tinyurl.com/hxddzunp

Sexually Transmitted Diseases (STDs) Drug - Global Market Trajectory & Analytics, researchandmarkets.com, April 2021- tinyurl.com/4twyykxf

Family Planning & Abortion Clinics in the US - Market Size 2003–2028, ibisworld.com, June 24, 2022- tinyurl.com/2ayd2ywv

Fashion Industry Statistics: The 4th Biggest Sector Is Way More Than Just About Clothing, fashinnovation.nyc- tinyurl.com/3sz4bmun

STD Testing Market Size Was Valued at USD 95 Billion in 2021 and Will Achieve USD 141 Billion by 2030 growing at 4.7% CAGR due to the Increasing Rates of STDs Globally- Exclusive Report by Acumen Research and Consulting,July 28, 2022- tinyurl.com/4mu2z5jw

রাজহাঁসকে এই বিশ্বব্যবস্থার কেউই খুন করবে না।

এটা ছিল বৈশ্বিক ছবি। এবার এসো বাংলাদেশের দিকে তাকানো যাক। দেখা যাক, প্রেম ও যৌনতার মহামারির ফলে বাংলাদেশের সমাজ আজ যে খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার পেছনে কারা ভূমিকা রেখেছে।

১। বলিউড, আকাশ সংস্কৃতি: ৯০ দশকের সিনেমা, নাটক, গানগুলো ছিল ভীষণ রোমান্টিক। প্রেম সম্পর্কে সমাজের রক্ষণশীল ধারণাগুলো দূর করে দেয় শাহরুখ খান, সালমান খান, আমির খান আর এদেশের সালমান শাহ, রিয়াজ, মাহফুয আহমেদ, জাহিদ হাসানেরা। মানুষ দেখলো, পর্দার প্রেমিক পুরুষরা অনেক স্মার্ট, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, মারপিট করে, কঠিন ভাব নিয়ে চলে, আবার প্রেমও করে, নাচগান করে। অন্যদিকে গুন্ডা, ভিলেন, বাপ-বড় ভাইদের দেখানো হলো প্রেমের বিরোধিতাকারী হিসেবে। নায়করা পবিত্র প্রেমের পক্ষে, ভিলেনরা অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ আর রক্ষণশীলতার পক্ষে। স্বভাবতই দর্শকদের মস্তিস্ক দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিল–যারা হিরো, তারাই প্রেম করে। প্রেম মহান। প্রেমে বাধা দেওয়াটা ভিলেনের কাজ, শয়তানের কাজ। অভিনেতারা হয়তো নিছক টাকা আর খ্যাতির জন্যেই এমন করেছে, হয়তো পরিচালকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল টিকেট বেচে টাকা কামানো। কিন্তু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়, পুরো উপমহাদেশের সমাজকে তারা অপরিবর্তনীয়ভাবেই বদলে দিলো।

২। নাটক, সিরিজ, গান, কবিতা, সাহিত্য: সুদীর্ঘকাল ধরেই এগুলো সমাজের মনস্তত্ত্বের ওপর ভূমিকা রেখে এসেছে। তবে হুমায়ূন আহমেদের জাদুকরী লেখার স্পর্শে প্রেম আমাদের জাতীয় দুঃখবিলাসে পরিণত হলো। তরুণ, তরুণীরা প্রেম ছাড়া জীবনকে অর্থহীন মনে করা শুরু করলো। এছাড়া বিভিন্ন জনপ্রিয় লেখকদের কিশোর উপন্যাস কিশোর-তরুণদের সামনে প্রেম, ফ্রি-মিক্সিং আর সেক্যুলার চিন্তাধারাকে সুকৌশলে উপস্থাপন করলো আকর্ষণীয়ভাবে। তারপর বড় একটা পরিবর্তন আনে মোস্তফা সারোয়ার ফারুকি আর তার ভাইবেরাদররা। নতুন সহস্রাব্দে টেলিফিল্ম, আইটেম সং[২০৪], আর ওয়েবসিরিযের ফেরিওয়ালারা নব্বই দশকের রোমান্টিক মিষ্টি প্রেমের মধ্যে উদারভাবে যৌনতার মশলা মিশিয়ে সেগুলো সমাজে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করে। লিভ টুগেদার, পরকীয়া, লিটনের ফ্ল্যাট, গার্লফ্রেন্ডকে লঞ্চের কেবিনে নিয়ে যাওয়া, ছেলে মেয়ে একসাথে ট্যুর দেওয়া, মারামারি, সহিংসতা, জাস্ট ফ্রেন্ড বা যার তার সাথে শুয়ে পড়া, মাদক–সবকিছু তারা স্বাভাবিক এবং আকর্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করে। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের সাথে আগের প্রজন্মের বন্ধনকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। তরুণদের বোঝায়–বাবা, মা, পরিবারের চাইতেও বন্ধু বান্ধবেরাই বেশি আপন।

---

[২০৪] মুক্ত বাতাসের খোঁজে বইয়ে পাবে বিস্তারিত-tinyurl.com/4rarahs2

২। লিবারেল মিশনারী: বাংলাদেশে অবাধ যৌনতা ও সেক্যুলার আদর্শ প্রচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এনজিওসহ বিভিন্ন লিবারেল মিশনারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি। এর উদাহরণ অনেক, সংক্ষেপে শুধু একটার দিকে তাকানো যাক।

বেশ কয়েক বছর যাবত রবি টেন মিনিট স্কুল বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন উপকারি অনলাইন কোর্স পরিচালনা করে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। এ ধরনের কাজ অবশ্যই সাধুবাদ পাবার যোগ্য। তবে প্রশংসনীয় এসব কাজের পাশাপাশি এই ধরনের উদ্যোগের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের এমন কিছু কথা ও কাজ আছে, যা বেশ বড়সড় প্রশ্নের জন্ম দেয়।

রবি টেন মিনিট স্কুলের চিফ ইন্সট্রাক্টর জনপ্রিয় শিক্ষক সাকিব বিন রশীদকে যেমন এক ভিডিওতে দেখা যায় বাচ্চাদের উপদেশ দিচ্ছে- তুমি যদি ফ্রেন্ডদের সাথে রাতে স্লিপ ওভার করতে চাও তোমার এটা করতে পারা উচিত! অন্য এক ভিডিওতে সে বলছে-

> ভ্যালেন্টাইনে তুমি তোমার জাস্ট ফ্রেন্ড, বয় ফ্রেন্ড, অনলি ফ্রেন্ডকে নিয়ে ঘুরতে যাও, মজা করো।

অভিভাবকরা কেন ছেলেদের সাথে ঘুরলে মেয়ে সন্তানদের বকাবকি করে, কেন দূরে একা একা ছাড়তে দিতে চায় না, ট্যুরে যেতে দিতে রাজি না এটা নিয়ে অভিভাবকদের চার্জ করতে দেখা যাচ্ছে আরেক ভিডিওতে। অন্য একটা ভিডিওতে তাকে দেখা যাচ্ছে সেক্স এডুকেশনের নামে কিশোর তরুণদের সামনে পর্নোগ্রাফি নিয়ে মজা করছে। আরেক সেলিব্রেটি মিথিলার সাথে মিলে এক ভিডিওতে সে শেখাচ্ছে- নারী পুরুষের মধ্যে সম্মতি থাকলেই যৌন মিলন করা যায়। এটাই একমাত্র শর্ত। পারস্পরিক সম্মতি থাকলে যিনা করো। সমস্যা নেই।

সে যে সমাজের মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার পরিবর্তন করতে চায় এমন কথা সাকিব বিন রশিদ নিজের মুখেই স্বীকার করেছে। টেন মিনিট স্কুলের আরেক শিক্ষক, তরুণদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় মুনজেরিন শহীদের সঙ্গে এক অনলাইন আলোচনায় সে যা বলে তার সারমর্ম হলো-

> 'আমি কমেডির মাধ্যমে কিছু জিনিস সমাজে প্রচলন করতে চাই, আমার গোপন এজেন্ডা আছে, এমনি স্বাভাবিকভাবে বললে পাবলিক আমাকে মাইর দিবে।'

সাকিব বিন রশীদরা সমাজে কীসের প্রচলন চায়, কোন মূল্যবোধ আমদানি করতে চায়, তা স্পষ্ট।

টেন মিনিট স্কুলের সহপ্রতিষ্ঠাতা, সাবেক শিক্ষক শামির মোন্তাজিদ সমকামিতাকে সমর্থন করে পোস্ট দেয়। সেই পোস্টে আবার লাইক দিয়ে সমর্থন জানায় সাকিব বিন রশীদ। শামির বিভিন্ন সময় তার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে আকারে ইঙ্গিতে ইসলাম এবং ইসলামের শিক্ষাকে তাচ্ছিল্য করে। অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পিরিয়ড নিয়ে ট্যাবু ভাঙ্গার নাম করে নিয়মিত নির্লজ্জতা ছড়িয়ে বেড়ায়।

রবি টেন মিনিট স্কুল, সাকিব বিন রশীদ, আয়মান সাদিক...সবারই লাখ লাখ অনুসারী রয়েছে, যারা সবাই বয়সে কিশোর বা তরুণ। যারা তাদেরকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে।

এতো বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের পরেও সাকিব বিন রশীদকে টেন মিনিট স্কুল থেকে বহিষ্কার না করা, টেন মিনিট স্কুল সমকামিতার সমর্থন করে–এমন শক্ত অভিযোগের সুস্পষ্ট জবাবে 'আমরা সমকামিতার সমর্থন করি না' এমনটা না বলে কথা ঘোরানো ইত্যাদি কারণে আয়মান সাদিক এবং টেন মিনিট স্কুল নব্য মিশনারীদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে কিনা এমন শক্ত অভিযোগ উঠেছে বেশ কিছুদিন যাবত![২০৫] এসব বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, এ ধরনের সেলিব্রেটিরা যৌনবিপ্লবের আদর্শগুলোকে সূক্ষ্ম কৌশলে প্রচার করছে।

আরো বেশ কিছু অনলাইন সেলিব্রেটি, ইউটিউবার, ট্রল পেইজ প্রকাশ্যে অশ্লীলতার প্রচার প্রসার এবং স্বাভাবিকীকরণের কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ বাহিনী এনজিওগুলো তো আছেই।

৩। সংবাদ মাধ্যম: প্রগতিশীলতার নামে অবাধ যৌনতা ও প্রেমের সবক দেওয়ার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর রকমের কার্যকরী আরেকটি মাধ্যম হলো নিউস মিডিয়া। পত্রিকাগুলোর বিনোদন পাতা, দেশীবিদেশী সেলিব্রেটিদের ছবি, ব্যক্তিগত জীবনের নানা গসিপ, যিনা আর প্রেমের গল্পকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ উপস্থাপন করে গেছে আকর্ষণীয়ভাবে।

---

[২০৫] কিশোরী আনুশকা হত্যার জন্য দায়ী অসভ্য সংস্কৃতি, বিচার হোক সংশ্লিষ্টদের - শায়খ আহমাদুল্লাহ, As-Sunnah Foundation আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশন ইউটিউব ভিডিও, জানুয়ারি ৯, ২০২১- tinyurl.com/4tu7cru2

Sakib Bin Rashid । Sex education in BD | standup comedy | 10 minute school, Md. Mohiminul Islam Himo ইউটিউব ভিডিও, এপ্রিল ৪,২০১৭- tinyurl.com/yc42pf4s

Requests to all parents | Rafiath Rashid Mithila & Sakib Bin Rashid, ALL VIDEO 2018/12 ইউটিউব ভিডিও, ডিসেম্বর ৮, ২০১৮ - tinyurl.com/2sm3r4vc

Consent Sakib Bin Rashid & Rafiath Rashid Mithila, Rimon Hassan Raihan ইউটিউব ভিডিও, মার্চ ২৫,২০১৯- tinyurl.com/yrepphzu

আপনি কি একটি বিষাক্ত প্রেমে আটকে আছেন? Sakib Bin Rashid ফেইসবুক পোস্ট, ফেব্রুয়ারি ২৫,২০২০ - tinyurl.com/msse32jw

Honestly Speaking with SBR Episode ০১: Social Media Content Making| Guest: Munzereen Shahid, MSF Company ইউটিউব ভিডিও, জুন ১২,২০২০-tinyurl. com/ycx2bbk4

দুনিয়াটা তোমার প্লে-গ্রাউন্ড... প্লে উইথ কনফিডেন্স, Sakib Bin Rashid ফেইসবুক পোস্ট, মার্চ ২০,২০২২- tinyurl.com/4e7cnnej

বি.দ্র.- প্রতিবাদের মুখে দুই একটি ভিডিও টেন মিনিট স্কুল তাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে সরিয়ে নিয়েছে। তাই অন্য চ্যানেলে আপলোড করা ভিডিও লিংক দেওয়া হলো।

ভারতীয় এক বিশেষ পর্ন অভিনেত্রীকে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভাইরাল করার দায়িত্ব খুব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছে। প্রথম আলোর ফিচার পাতা নকশা আর অধুনা নারীদের উগ্র, অশালীন পোশাক-আশাক পরার তালিম দিয়েছে, বিয়ে বহির্ভূত যৌনতাকে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরেছে, পরকীয়ার সবক দিয়েছে, ইসলামী শিক্ষা ও বিধি-বিধানকে সেকেলে হিসেবে উপস্থাপন করেছে বিভিন্ন প্রবন্ধ, ফিচার আর লেখায়।[২০৬] অন্যান্য পত্রিকাগুলোও হেঁটেছে একই পথে। প্রথম আলোর কিশোর ম্যাগাজিন কিশোর আলো (কিআ) বাচ্চাদের শিখিয়েছে–প্রেমের প্রপোজ করে তুমি খুব সাহসী কাজ করেছো। আরো শিখিয়েছে জিন্স-টপস পরে ছেলেদের সাথে বৃষ্টিতে ভেজাই হলো ভালো থাকার নমুনা। বন্ধুসভা, কিশোর আলোর বিভিন্ন প্রোগ্রামে ছেলেমেয়েদের শেখানো ফ্রি-মিক্সিং, জুটি বেঁধে নাচ গান, মডেলিং করা।[২০৭] এ ধরনের কার্যক্রম শুধু প্রথম আলো না, অন্যান্য অধিকাংশ মিডিয়াই করছে। পিছিয়ে নেই বিদেশী সংবাদমাধ্যমগুলোও।

লিভ টুগেদার: বিয়ে না করেও একসাথে থাকছেন বাংলাদেশের যে নারী-পুরুষেরা।

ব্রিটেনে এশীয় মুসলিম পরিবারে সমকামী এক নারীর অভিজ্ঞতা: 'মুসলিম হলেও সমকামী হওয়া যায়'।

সমকাম বিদ্বেষ কী কোনো রোগ? চিকিৎসা করিয়ে কি একে সারিয়ে তোলা যায়?

'ভুল দেহে' জন্ম নিয়ে লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের বিড়ম্বনায় নিশাত...

কেমন আছেন বাংলাদেশের সমকামীরা

কোভিড: ব্রিটেনের লকডাউনে তরুণরা কীভাবে তাদের যৌন অভ্যাস বদলাচ্ছে

এ ধরনের বিভিন্ন সংবাদ বিবিসি বাংলা ও জার্মানি ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম ডয়েচেভেল তাদের ফেইসবুক পেইজ থেকে টাকা খরচ করে স্পনসরড পোস্ট দিয়ে প্রচার করছে।[২০৮] উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। যিনা, লিভ টুগেদারের মতো কাজগুলো সমাজে স্বাভাবিক করে তোলা। সমকামিতার মতো বিকৃতির প্রতি সহানুভূতি তৈরি করা। মানুষ পুরুষের শরীরে

---

[২০৬] কীভাবে বুঝবেন আপনি প্রেমে পড়েছেন? প্রথম আলো, জুন ১৩, ২০১৭- tinyurl.com/2p8b6wnh

টিন টিন প্রেম, প্রথম আলো, মার্চ ২০,২০১৮- tinyurl.com/yxx9hutz

[২০৭] প্রপোজ করে তুমি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছ, কিশোর আলো, মে ২৫, ২০২২ – tinyurl.com/ffybtcah

কিশোর আলোঃ ফ্রি-মিক্সিং প্রপাগাণ্ডা, Lost Modesty ফেইসবুক পোস্ট, আগস্ট ১৩, ২০১৭-tinyurl.com/yyn6adss

[২০৮] বাংলাদেশে সমকামিতার প্রচারকদের কর্মকৌশল নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই পড়ো- সমকামী এজেন্ডাঃ ব্লু-প্রিন্ট, lostmodesty.com, আগস্ট ৩০, ২০১৮ - tinyurl.com/3dzxbuaw

জন্মগ্রহণ করলেও সে যে নারী হতে পারে বা নারীর শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও পুরুষ হতে পারে–এমন বিকৃত, মিথ্যা, অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে প্রমোট করা। সর্বোপরি যৌনবিপ্লবের তত্ত্ব আর আকীদাহ উন্নতি আর প্রগতি হিসেবে তরুণদের গেলানো।

৪। **বিজ্ঞাপন:** বিজ্ঞাপন বিশেষ করে, কমসেকম গত পনেরো বছর ধরে মোবাইল সিম কোম্পানিগুলোর[২০৯] বিজ্ঞাপনের মূল কথাই হলো- ছেলেমেয়ের কোনো ভেদাভেদ নেই; জড়াজড়ি, হাতাহাতি করো কোনো সমস্যা নেই। বাঁধ ভাঙো, সীমানা ছাড়াও, বন্ধু-আড্ডা-গানে হারিয়ে যাও। এদের বিজ্ঞাপনের ধরাবাঁধা ফরম্যাটই হলো ক্যাচি গান আর ট্রেন্ডি নাচের সাথে তরুণ-তরুণীদের 'মজা করার' নানা দৃশ্য জুড়ে দেওয়া। মোবাইল সিম কোম্পানীগুলো ছাড়াও অন্যান্য আরো বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভালোবাসার বাতিক উস্কে নিজেদের পকেট ভারী করার এই প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে।

প্রতিবছর ১৪ই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষ্যে জাতীয়ভাবে যিনার মহা উৎসব হয়। ২০১০-১২ সালের দিকেও অবস্থা এতোটা ভয়াবহ ছিল না। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-কে জনপ্রিয় করা হয়েছে ব্যবসায়িক স্বার্থে। এদিন কেবল ফুলই বিক্রি হয় কোটি কোটি টাকার। কনডম, রেস্টুরেন্ট, হোটেল ব্যবসা সহ অন্যান্যগুলো তো বাদই থাকলো। ভ্যালেন্টাইন্স ডে, একটা নিখুঁত করপোরেট হলিডে। পুঁজি ও প্রফিটের স্বার্থে বোকা জনগণের যৌনতাকে উস্কে দেওয়ার উজ্জ্বল উদাহরণ।

বহুজাতিক করপোরেশনের প্রফিটের হিসেব আর আন্তর্জাতিক এজেন্ডার মিশেলে ভ্যালেন্টাইন্স ডে-কে জাতীয় ক্রেজে পরিণত করার ব্যাপারটা কীভাবে ঘটে গেল, তার সবচেয়ে ভালো প্রমাণ সম্ভবত বহুজাতিক কোম্পানি ইউনিলিভার। ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষ্যে ইউনিলিভার ২০১১-১২ সাল থেকে নাটক বানানোর ব্যাপক জনপ্রিয় এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সেরা 'কাছে আসার গল্প' নিয়ে প্রথম সারির অভিনেতা অভিনেত্রীদের দিয়ে নির্মাণ করে নাটক।[২১০] যেমনটা আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যিনা-ব্যভিচারের ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে এই নাটকগুলোর ভূমিকা ব্যাপক!

প্রথমদিকে কাছে আসার গল্পের নামে যিনা প্রমোট করলেও ২০২২ সালে এসে এই স্লোগান বদলে যায়। এবার বলা হয় দ্বিধাহীনভাবে কাছে আসার গল্প। বোরখা পরা এক মেয়ের সাথে ক্রুশ পরা এক ছেলের কাছে আসার গল্প বলে ওরা। মজার ব্যাপার হলো ইউনিলিভার এই ক্যাম্পেইনটা শুধু বাংলাদেশে না, আরো অনেক দেশে করে। সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনায় আপাতত বাংলাদেশে শুধু যিনা আর 'ধর্ম ভুলে ভালোবাসা'র গল্প

---

[২০৯] বিশেষ করে ভারতীয় কোম্পানি এয়ারটেল, রবি, বাংলালিংক

[২১০] 'ক্লোজআপ কাছে আসার গল্প'-এর আরও একটি বছর, প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২১- tinyurl.com/yb5755bt

শোনালেও, একই ধরনের স্লোগান দিয়ে অন্যান্য দেশে ইউনিলিভার সমকামিতা আর ট্রান্সজেন্ডারিসমের পক্ষেও প্রচারণা চালায়। দেশে দেশে এই ক্যাম্পেইনগুলো চলে #FREETOLOVE - হ্যাশট্যাগ দিয়ে। আর এই ক্যাম্পেইনগুলোর উদ্দেশ্য হলো ষাটের দশকের যৌনবিপ্লবের আদর্শগুলো বাস্তবায়ন করা। যার স্বীকৃতি তারা তাদের ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন পাবলিকেশনে দিয়ে রেখেছে।[২১১]

৫। যৌন শিক্ষা: যৌন শিক্ষা সব মানুষেরই দরকার। তবে যৌন শিক্ষার নামে অবাধ যৌনতার দীক্ষা না। যৌন শিক্ষার নামে আজ যা চলছে তা মূলত যৌনবিপ্লবের আদর্শ শেখানোর মাধ্যম। যেখানে 'সেইফ সেক্স' আর 'কনসেন্ট'ই শেষ কথা, সেই যৌন শিক্ষার মূল বক্তব্য হলো—যা খুশি, যেমন খুশি করো, শুধু যৌনতা 'নিরাপদ' এবং পরস্পরের সম্মতিতে হতে হবে। বাংলাদেশে পশ্চিমাদের অর্থায়নে এই শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে স্কুলে। ছেলেমেয়েদেরকে পাশাপাশি বসিয়ে কনডম আর মাসিক-এর ব্যাপারে জানানো হচ্ছে। মেয়েরা জানাচ্ছে, আগে তারা ছেলেদের সাথে মিশতে লজ্জা পেতো, যৌন শিক্ষা ক্লাসের পর এখন আর মিশতে লজ্জা পায় না। প্রেমের সবক দেবার পাশাপাশি শেখানো হচ্ছে দুজনের সম্মতিতে যৌন অনুভূতি প্রকাশ দোষের কিছু না।[২১২]

৬। ইসলামবিদ্বেষ: বাংলাদেশের সমাজে অবাধ যৌনতা প্রচার ও প্রসারের আরেকটি বাহন হলো ইসলামবিদ্বেষ। পশ্চিমারা এবং তাদের দেশীয় গোলামরা জানে অশ্লীলতা এবং অবক্ষয়ের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হলো ইসলাম। তাই তারা ইসলামের শিক্ষা প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। সরাসরি করলে মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়বে, তাই কাজটা তারা করে একটু ঘুরিয়ে।

প্রথমে ইসলামের বিভিন্ন দিককে 'উগ্রবাদ' বা 'চরমপন্থা' নাম দেয়। তারপর উগ্রবাদ থেকে মুক্তির পথ হিসেবে, ইসলামী চরমপন্থার দাওয়াই হিসেবে পেশ করে অবাধ যৌনতার আদর্শকে। কিছু উদাহরণ দেই, দেখো হিসেবটা মেলাতে পারো কি না।

---

[২১১] বিস্তারিত দেখ- ক্লোজআপের দ্বিধাহীন ভালোবাসার গল্প আয়োজনে উত্তপ্ত সোশ্যাল মিডিয়া, The Global Affairs,জানুয়ারি ২৭,২০২২- tinyurl.com/mr455by8

Dr. Holly Parker (Ph.D). "Closeup Freedom to Love Campaign White Paper", 2018- tinyurl.com/4px4bcjf

Closeup Philippines @CloseupPH টুইটার পোস্ট, সেপ্টেম্বর ২০, ২০১৮- tinyurl.com/393tduh5

#freetolove presents 3 JOURNEYS OF LOVE, close-up.com –tinyurl.com/mretcaxa

[২১২] পশ্চিমা বিশ্বের সেক্স এডুকেশনের মতোই 'জেনারেশন ব্রেকথ্রু' প্রকল্পটি, বিবিসি বাংলা, মার্চ ২৫, ২০১৯- tinyurl.com/bdzf7bte

পাঠ্যবইয়ে কী শিখছে শিশুরা >> দুইজনের সম্মতিতে যৌন অনুভূতি প্রকাশ দোষের নয়! বিডিটুডে. নেট, জুলাই ২৫, ২০১৪- tinyurl.com/yd7r6v6n

২০১৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ঘোষণা দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উগ্রবাদের প্রভাব প্রকট। কারণ এই গবেষকরা দেখেছেন ছাত্রছাত্রীরা সম্ভাষণ, বিদায়সহ দৈনন্দিন নানা বিষয়ে কিছু আরবি শব্দের ব্যবহার করছেন। যেমন, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, ইত্যাদি। তাদের মধ্যে হিজাব, নিকাব কিংবা গোড়ালির ওপর প্যান্ট পরার প্রবণতা বাড়ছে। সেই সাথে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করার ব্যাপারে আগ্রহের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা ইসলামের কিছু বিষয় মানার চেষ্টা করছে। আর তা থেকেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে উগ্রবাদের প্রভাব বাড়ছে।[২১৩]

২০১৯ সালে সম্প্রীতি বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠন দেশের প্রথম সারির পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞাপন দেয়। সেই বিজ্ঞাপনে বলা হয়- দাড়ি টুপি রাখা, টাখনুর উপর প্যান্ট পরা, ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা হয় এমন অনুষ্ঠানে না যাওয়া নাকি জঙ্গিবাদের লক্ষণ![২১৪]

পরের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর বলে বসে, শুদ্ধভাবে সালাম দেওয়া – আসসালামু আলাইকুম বলা নাকি জামাত শিবির, জঙ্গিবাদের লক্ষণ![২১৫]

এমনকি এমন বিজ্ঞাপনও দেওয়া হচ্ছে যে, পাশের বাসার ভাবির দিকে না তাকানো, মেয়েদের সাথে ঢলাঢলি না করে জন্মদিন পালন না করা, প্রেম না করা, লুতুপুতু না করা, গুনাহর জীবন ছেড়ে ইসলামের পথে ফিরে আসা এগুলোও জঙ্গিবাদের লক্ষণ!

হিসেবটা কি মেলাতে পারলে?

ইসলাম পালন = উগ্রবাদ

আর উগ্রবাদ থেকে বাঁচার উপায় হলো প্রগতিশীল, মুক্তমনা হয়ে অবাধ যৌনতার দর্শনে ঈমান আনা।

৭। ক্যারিয়ার ক্লাব, সোসাইটি: ডিবেট সার্কিট, করপোরেট ক্যারিয়ারের প্রস্তুতি শেখানো স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির বিভিন্ন সোসাইটি, ক্যারিয়ার ক্লাবের মতো উদ্যোগগুলোর বিভিন্ন ইতিবাচক দিক আছে। নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশার মতো হারাম উপাদানগুলো থেকে মুক্ত হলে শর্তসাপেক্ষে এগুলো জায়েজও হতে পারে। কিন্তু এখন এগুলো পুরোপুরিভাবে তরুণ প্রজন্মকে সেক্যুলার-লিবারেল আদর্শে দীক্ষিত করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলোর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের ব্রেইনওয়াশ করা হচ্ছে। ফ্রি-মিক্সিং শেখানো হচ্ছে। সূক্ষ্মভাবে বদলে দেওয়া হচ্ছে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। এজন্যই

[২১৩] বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উগ্রবাদের প্রভাব প্রকট। প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৬, ২০১৭ - tinyurl.com/yu2au5jc

[২১৪] 'সম্প্রীতি বাংলাদেশ' দেননি, তাহলে বিজ্ঞাপনটা দিলো কে? আওয়ার নিউজ ডেস্ক | মে ১৬, ২০১৯- tinyurl.com/ym5j6nw2

[২১৫] শুদ্ধ করে সালাম দেওয়া, কথা শেষে আল্লাহ হাফেজ বলা জঙ্গিবাদের লক্ষণ - ঢাবি প্রফেসর জিয়া রহমান, SI MEDIA,October 20, 2020- tinyurl.com/2mwmt4fe

এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলো 'হুকআপ' করার এবং অশ্লীলতার উপলক্ষ হয়ে গেছে। মডেল জাতিসংঘের অনুষ্ঠানে মেয়ে ছেলের কোলে বসে নাচছে।[২১৬] আশেপাশের সবাই উৎসাহ দিচ্ছে। ডিবেট সার্কিটে অশ্লীলতা, সমকামিতা, অবাধ যৌনতাসহ বিভিন্ন সেক্যুলার ধ্যানধারণা প্রমোট করা হচ্ছে।[২১৭]

এভাবে লিবারেলিসমের ঝান্ডাবাহী মিডিয়া, নব্য মিশনারী, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, শাহবাগী সাংস্কৃতিক জমিদারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে আমাদের এই সোনার বাংলাদেশটা অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচার, খুন, ধর্ষণ, সমকামিতা, যৌন বিকৃতিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, প্রেম, যিনা-ব্যভিচার, নারীবাদ, সমকামিতাকে আমাদের দেশের সেক্যুলার গোষ্ঠী উন্নতির পূর্বশর্ত মনে করে। ইউরোপ-অ্যামেরিকা উন্নত কারণ তারা পর্দা করে না, ফ্রি-মিক্সিং, ফ্রি সেক্সকে বৈধতা দিয়ে রেখেছে। ওদের মতো উন্নত হতে হলে আমাদেরও তেমন হতে হবে- এই হলো তাদের যুক্তি।

কিন্তু ঘোড়ার আগে গাড়িকে জুড়ে দিলে কি গাড়ি চলে? এনলাইটেনমেন্ট, শিল্পবিপ্লব, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জীবনযাত্রার উন্নতমান, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, ফ্রি সেক্স...এগুলো ফলাফল, কারণ না। পশ্চিমের উত্থানের মূল কারণ ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ অ্যামেরিকা, অ্যামেরিকার প্রকৃত মালিক রেড ইন্ডিয়ানদের উপর চালানো তাদের ঔপনিবেশিক লুটপাট, সামরিক শক্তি আর কূটনীতি। ধর্ম নিরপেক্ষতা না। কাব্য, সাহিত্য, শিল্প প্রতিভা কিংবা আর্মচেয়ারের কল্পনাবিলাস না। নারীবাদ, সমকামিতা, ফ্রি সেক্স কালচার ইত্যাদির ব্যাপারে সহনশীলতা না। বরং এগুলো পতনের চিহ্ন। পতোনোন্মুখ জাতির বৈশিষ্ট্যই এগুলো–পাশ্চাত্যেরও পতন ঘটছে এই কারণগুলোর জন্য। যার প্রমাণ আমরা দিয়ে এসেছি।

কলুষতার কারিগরেরা আজ নিপুণভাবে মানবজাতির নফসকে উস্কে দিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে চরম মাপের আত্মকেন্দ্রিক, বস্তুবাদী আর ভোগবাদী সমাজ। মানুষকে শেখানো হচ্ছে–ভোগ করো, নিজেকে তৃপ্ত করো। নিজেকে সন্তুষ্ট করো– নাফসী নাফসী নাফসী। এভাবেই ধ্বংস হচ্ছে সভ্যতা। আর সভ্যতার এই অসুখ ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের দেশেও। আক্রান্ত করেছে আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের।

---

[২১৬] #VIRAL Model United Nations Turning into Lap-Dancing session at IMUN 2019| TNEC,The North-Eastern Chronicle,March 4, 2019- tinyurl.com/rv2uhcne
নীল নকশা (চতুর্থ কিস্তি), lostmodesty.com, মার্চ ৬, ২০১৯- tinyurl.com/5n8k9wy6

[২১৭] ডিবেটিং সোসাইটিস: বাংলাদেশে সমকামিতা প্রচারের কেন্দ্র, Lost Modest ফেইসবুক পেইজ, June ৫,২০২১ ও June ২, ২০২১ - tinyurl.com/5n8ednnr, tinyurl.com/mr3b7b59

আল আকসাকে মুক্ত করা মহান বীর সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী (রহ.) বলেছিলেন-

'কোন জাতিকে যদি যুদ্ধ ছাড়া ধ্বংস করে দিতে চাও তাহলে তাদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দাও'।

চোখ বন্ধ করেই বলে দেওয়া যায় আমরা সেই ধ্বংসের দিকেই আগাচ্ছি...

হাতের মুঠোয় মরীচিকা

এক.

প্রেম বলতে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা ও সমাজে যে ব্যাপারটাকে বোঝানো হয়, সেটার নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে এতো এতো তথ্য আর আলোচনার পরও কেউ একটা আপত্তি হয়তো তুলতে পারে। কেউ হয়তো বলতে পারে –

> আমি তো এমন অনেককে দেখেছি যারা চুটিয়ে প্রেম করেছে। শরীরের আনন্দ ভাগাভাগি করেছে দেদারসে। কিন্তু তাদের তো তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। কেউ আত্মহত্যা করেনি, মাদকাসক্ত হয়নি, পরীক্ষায় ফেল করেনি, ডিপ্রেশনে ভোগেনি। বরং এদের সফল ক্যারিয়ার আছে, অনেকের রিলেশনশিপ বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়েছে। সেই বিয়ে দিব্যি ঠিকঠাক চলছে। অনেকে বিয়েই করেনি, এখনো দিব্যি এইসব করে বেড়াচ্ছে। মজায় আছে। প্রেম-ভালোবাসার যে ছবিটা আপনি আঁকলেন, তার সাথে এই বাস্তবতা তো মেলে না। এ ধরনের উদাহরণগুলো আপনার কথাকে নাকচ করে দেয়।

হ্যাঁ, প্রেমের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো মাত্রায় ভোগান্তি নিয়ে আসলেও, 'সফল' প্রেমের গল্পও পাওয়া যায়। কিন্তু এ থেকে আসলে আমাদের বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয় না।

আবারো মনে করিয়ে দেই, আমাদের মূল বক্তব্য আসলে কী। আমরা বলছি, প্রেমের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতিবাচক পরিণতি নিয়ে আসে। সেই নেতিবাচক পরিণতির মাঝে আছে প্রতারণা, প্রেমিক-প্রেমিকাকে ব্যবহার করা, ব্ল্যাকমেইলিং, ডিপ্রেশন, পড়াশোনা বা ক্যারিয়ারে প্রভাব, মাদকাসক্তি, অবাধ যৌনাচার, ধর্ষণ, পরিবারের ভাঙন, অপরাধ ইত্যাদি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেলে সেটা অধিকাংশ ফলাফলকে নাকচ করে না।

ধরো, সাত তলা থেকে লাফ দিলে সবাই মারা যায় না। শতকরা ১০% মানুষ হয়তো এর পরও বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু তার মানে কিন্তু এই না যে, যেহেতু ১০০% মানুষ মারা যাচ্ছে না, যেহেতু সাত তলা থেকে 'সফল লাফানো'র উদাহরণ আছে, তাই সবাই সাত তলা থেকে এখন লাফানো শুরু করবে। অথবা সবাইকে সাত তলা থেকে লাফাতে উৎসাহিত করা হবে। কাজটাকে খুব চমৎকার, সুখের কিছু একটা হিসেবে

তুলে ধরা হবে!

একইসাথে এটাও মনে রাখা দরকার যে প্রেম, যিনা এবং যৌনতার ব্যাপারে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব শুধু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না। এর আছে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ও সভ্যতাগত নেতিবাচক প্রভাব। আমরা এরই মধ্যে আলোচনা করেছি, কীভাবে এ বিষয়গুলো ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার ও সভ্যতাকে ধ্বংস করছে তিলে তিলে। কাজেই, অনেকে 'মজায় আছে', এই উদাহরণ ব্যক্তিপর্যায়ে টানা গেলেও, সামষ্টিক যে নেতিবাচক প্রভাব সমাজ ও সভ্যতার ওপর পড়েছে, সেই বাস্তবতা কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, প্রেম নেতিবাচক ফলাফল আনে, অতএব প্রেম থেকে দূরে থাকো—এটি আমাদের দাবি না। প্রেমের ব্যাপারে আমাদের মৌলিক আপত্তি হলো, প্রেম মহান আল্লাহর অবাধ্যতা, যা মানুষকে বিভিন্ন গুনাহর দিকে নিয়ে যায়। প্রেম সম্পর্কে আমরা যেভাবে ভাবতে অভ্যস্ত তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, এ কথা স্পষ্ট। বিয়ের বাইরে মহান আল্লাহ যৌনতার স্বাধীনতা দেননি। এটি কবীরা গুনাহ। আর কোনো রিলেশনশিপে যদি যৌনতা না-ও থাকে, তবুও সেখানে গাইর-মাহরামের সাথে কথা বলা, দেখা করা, একাকী সময় কাটানো, 'সম্পর্ক গড়ে তোলা'-র মতো অনেক বিষয় থাকে যা পরিষ্কার হারাম। মহান আল্লাহর অসংখ্য বিধানের স্পষ্ট অবাধ্যতা। দুনিয়াতে যদি কেউ এই গুনাহগুলোর ফলাফলের মুখোমুখি হওয়া থেকে বেঁচেও যায়, আখিরাতে তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই কেউ যদি দুনিয়াতে বস্তুবাদী অর্থে প্রেম করে 'সফল'ও হয়, তবু বিচারের দিনে তাকে এক মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। প্রেম এমন এক পথ যা মানুষকে ক্রমেই আরো বড় বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যায়। হয়তো শুরুটা হয় চোখের দেখা থেকে। কিন্তু ধীরে ধীরে এক গুনাহ অসংখ্য গুনাহর পথ খুলে দেয়।

আর ব্যাপারটা শুধু জেনেশুনে আল্লাহর অবাধ্যতা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। সেই অবাধ্যতাকে মানুষ উদযাপন করছে, এ নিয়ে গর্ব করছে, সবার সামনে নিজের গুনাহ প্রকাশ করছে এবং এই অবাধ্যতাগুলোকে সমাজে একরকম নিয়ম বানিয়ে ফেলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এগুলো চরম বিপর্যয়। আর সেই বিপর্যয়গুলোর কিছু কিছু আমরা ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের পুরো আলোচনা গড়ে উঠেছে এই অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে।

দুই.

বস্তুবাদী, সেক্যুলার চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে যাবার কারণে গুনাহর ব্যাপারে আমাদের অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে। ভালোমন্দ বা হারাম-হালালের ব্যাপারে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত জানাটাই যে যথেষ্ট, এখানে যে আর বাড়তি তথ্যউপাত্ত, যুক্তিতর্কের দরকার নেই, এই উপলব্ধি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের অন্তরগুলো মরে গেছে।

তাই আমরা শুধু অজুহাতের খোঁজ করি অথবা নানা যুক্তিতর্ক হাতড়ে বেড়াই। সহজ বিষয়গুলো তখন আর সহজে বোঝা যায় না।

একটা তথাকথিত সফল প্রেমের ক্ষেত্রে কী ক্ষতিগুলো হয়, এসো সংক্ষেপে একটু দেখা যাক। প্রেম হলো মানুষের প্রাকৃতিক চাহিদা মেটানোর অবৈধ পথ। এই অবৈধ পথের অনেক ক্ষতি আছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হলো, এই পথ বান্দাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়। আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের মাঝে দেওয়াল তুলে দেয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এর একটা বই আছে, 'ইগাসাহ আল-লাহফান মিন মাসায়িদিশ-শাইত্বান'। বইটাতে তিনি সুন্দর একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আমাদের কোনো একজন সালাফকে (নেককার পূর্বসুরী) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ভালোবাসার ব্যাপারে। উত্তরে তিনি খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

> 'ভালোবাসা দিলের একটি রোগ। যেসব মানুষের দিল (বা মন) আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকে, আল্লাহ ﷻ তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ কোনো মাখলুকের গোলাম বা বান্দা বানিয়ে দেন।'

ইবনুল জাওযী (রহ.)-ও এমনটা বলেছেন,

> 'প্রেমিকদের মন-মগজ প্রথম পর্যায়েই স্রষ্টার চিন্তা থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আল্লাহর পরিচয়, আল্লাহর ভয় তথা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চিন্তা তার অন্তরে থাকে না। এরপর যতো হারাম কাজ করে, ততো বেশি আখিরাতের ক্ষতিতে জড়িয়ে পড়ে। আপন সৃষ্টিকর্তার কঠোর শাস্তির হকদার সাব্যস্ত হয়। এভাবে সে যতোই তার কামনা ও প্রেমাসক্তির নিকটবর্তী হয়, ততোই তার প্রতিপালকের থেকে দূরবর্তী হয়ে যায়।'[২১৮]

তিনি আরো বলেন,

> 'নারী আসক্তি ও গুনাহের কারণে অন্তর মরে যায়, ফলে সে আল্লাহর কাছে মুনাজাতের স্বাদ পায় না, পবিত্র কুরআন তার অন্তরে অবস্থান করে না। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাসহ অন্যান্য ইবাদত তার কাছে অর্থহীন মনে হয়। আরো অনেক অবক্ষয় রয়েছে, যা তাকে আস্তে আস্তে গ্রাস করে নেয়, যা সে অনুধাবনও করতে পারে না। তার অন্তরের দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত হয় গুনাহের অন্ধকার, নষ্ট হয়ে যায় তার অন্তর দৃষ্টি'।[২১৯]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেছেন,

> 'জেনে রাখো, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ব্যতিত কোন কিছুকে

---

[২১৮] ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম ভালোবাসা, ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ, দারুস সালাম বাংলাদেশ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২৮

[২১৯] যাম্মুল হাওয়া, ইবনুল জাওযী (র.), পৃষ্ঠা ২১৭

ভালোবাসবে, অবশ্যই তার ভালোবাসার বস্তুটি তার ক্ষতি করবে।...

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ব্যতিত যে ব্যক্তি কোন কিছুকে ভালোবাসবে, পাওয়া যাক বা না পাওয়া যাক, তার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি না পাওয়া যায়, তাহলে সে না পাওয়ার শাস্তি ও কষ্ট ভোগ করবে। আর যদি পাওয়া যায় তাহলে সে তা যতটুকু উপভোগ করতে পারবে তার চেয়ে বেশি কষ্ট পাবে।'[২২০]

ব্যাপারটা একবার চিন্তা করো, তুমি নিজের হাতে মহান আল্লাহর সাথে তোমার সম্পর্কের মাঝে দেওয়াল তুলে দিচ্ছো। যে আল্লাহ তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, শত নাফরমানি সত্ত্বেও যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত, যে আর-রাহমান প্রতিনিয়ত তোমাকে রিযক দিয়ে যাচ্ছেন, যাঁর দরজা তোমার জন্য সবসময় খোলা, তুমি নিজে তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছো! কেন? একটা তুচ্ছ মানুষের জন্য? কিছু সস্তা সুখের জন্য? শরীরের আরামের জন্যে? এ কেমন অভিশপ্ত লেনদেন?

প্রেম অনেক সময় হারামের গণ্ডি পেরিয়ে আরো ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

'প্রেম কখনো এমনও হয় যে তা কুফরের পর্যায়ে পৌঁছে যায়... ওই ব্যক্তির মত যে তার প্রেমাস্পদকে আল্লাহর প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফেলে, আল্লাহকে যেভাবে ভালোবাসে, তাকে সেভাবেই ভালোবাসে।'

অতিরঞ্জন মনে হচ্ছে? মুঝে তুঝমে রাব দিখতা হ্যায়...বান গ্যায়ে হো তুম মেরে খুদা...এ ধরনের গান কিন্তু একেবারে কম না!

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম এ ধরনের প্রেমের কিছু লক্ষণ বলে দিয়েছেন। সেগুলো দেখলে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হবে। তার মতে, এ ধরনের প্রেমের লক্ষণ হলো:

'প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দেবে। যদি কখনো আল্লাহর হক আর প্রেমাস্পদের হকের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন আল্লাহর হকের ওপর প্রেমাস্পদের হককে প্রাধান্য দেবে।'[২২১]

একটু ভালো করে ভেবে বলো তো, প্রেমের সম্পর্কে এমন ব্যাপার ঘটে কি না? উত্তরটা কাউকে বলতে হবে না, শুধু নিজের কাছে স্বীকার করলেই হবে। তোমাদের মনে করিয়ে দেই, ইসলামের খুব বেসিক একটা কনসেপ্ট হলো- আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) -কে ভালোবাসতে হবে দুনিয়ার সবার চাইতে, সবকিছুর চাইতে বেশি। তাঁরা হবেন আমাদের জীবনের ফার্স্ট প্রায়োরিটি। তাঁরা আসবেন সবার প্রথমে। স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) প্রকৃত বিশ্বাসী হবার এই শর্ত আমাদের জানিয়েছেন।

---

[২২০] মাজমু'উল ফাতাওয়া ১/২৮-২৯

[২২১] আদ-দা' ওয়াদ-দাওয়া', ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহ.), দারু ইবন হাযম প্রকাশনী, ২০১৯ ঈ. পৃ: ৪৮৮

আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন,

'কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহকে অন্য যে কোনো কিছুর চাইতে বেশি ভালোবাসে'।[২২২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

'কোনো ব্যক্তি ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতামাতা, সন্তানাদি ও দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় না হবো।'[২২৩]

কাজেই যেটাকে তুমি সফল প্রেম মনে করছো, সেটা আসলে চরম ব্যর্থতা। ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। একজন মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেকে মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। হৃদয়ে ঈমানের স্বাদকে নষ্ট করে ফেলছে নিজের হাতেই। একের পর এক গুনাহে জড়াচ্ছে, পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে অবাধ্য গভীর থেকে আরো গভীরে। কেন? একজন মানুষের জন্য। একজন নশ্বর মানুষের জন্য। যার জন্ম হয়েছিল এক ফোঁটা বীর্য থেকে আর মৃত্যুর পর যার ঠাঁই হবে সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে। একজন মানুষ, যে তার শরীরের ভেতরে আবর্জনা বয়ে বেড়ায়। দিন দিন যার বয়স বাড়ে, যার চোখের আলো স্তিমিত হয়ে আসে, চামড়া ঝুলে পড়ে, সৌন্দর্য মলিন হয়ে যায়। একজন মানুষ, মৃত্যুর পর যার শরীর পচে যায়। মাটির সাথে মিশে যায়।

এর জন্য জান্নাতকে পায়ে ঠেলা? আল্লাহর অবাধ্য হওয়া? জাহান্নামের দিকে নিজেকে ছুড়ে দেওয়া?

আর সবচেয়ে দুঃখের বিষয়টা কি জানো? মহান আল্লাহ তোমাকে একা থাকতে বলছেন না। তিনি তোমাকে বলছেন না, সব মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, শুধু কষ্টে কষ্টে জীবনটা পার করে দিতে। তুমি পৃথিবীতে ভালোবাসতে পারবে, আনন্দিত হতে পারবে, সুখী হতে পারবে, যৌনতার স্বাদ নিতে পারবে। কোনো কিছুতেই আল্লাহ তোমাকে বাধা দিচ্ছেন না। তোমাকে শুধু কাজগুলো করতে হবে মহান আল্লাহর ঠিক করে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী, ব্যস! আর তাহলে তুমি আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচবে, দুনিয়ার জীবনে বারাকাহ পাবে এবং সমাজ, পরিবার ও সভ্যতা সমৃদ্ধ হবে।

তারপরও মানুষ অবাধ্য হচ্ছে। অসীমকে উপেক্ষা করে সীমিতর পেছনে এ কেমন ছুটে চলা? একে উন্মাদনা ছাড়া আর কিছু কি বলা যায়?

---

[২২২] সূরা বাকারাহ, ২:১৬৫
[২২৩] বুখারি: ১৫, মুসলিম: ১৬ (ইফা.)

এ কেমন বোকামি?

মানুষ একা বাঁচতে পারে না। মানুষের সঙ্গীর দরকার। কিন্তু ফ্যান্টাসি দরকার না। সত্যি কথা বলতে তুমি আসলে কষ্ট করতে চাচ্ছো না, বিয়ের মাধ্যমে সঙ্গী পাবার জন্য যে কষ্ট করতে হয়, যে সংগ্রাম করতে হয়, যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করার চেষ্টা করতে হয়, তুমি সেটা করার কথা ভাবছো না। এই জিনিসটাকে এড়িয়ে তুমি প্রেমের শর্টকাট খুঁজছো। বাস্তবতার মুখোমুখি হবার সাহস তোমার নেই। তুমি পালিয়ে বেড়াতে চাচ্ছো। তুমি ফল চাচ্ছো, কিন্তু সে ফল পাবার জন্য যে কষ্ট করতে হয়, তা করতে চাচ্ছো না। সেগুলোকে তোমার কাছে বোরিং মনে হয়, ফালতু মনে হয়। তুমি সঙ্গী চাচ্ছো, কিন্তু একটা সম্পর্কে জড়ালে তোমার দায়িত্ব কর্তব্য কী হবে, সেগুলো তুমি জানো না, জানার কোনো আগ্রহও নেই। তাহলে কীভাবে হবে বলো?

দিনশেষে বারবার তুমি এটাই প্রমাণ করছো যে তুমি ইমম্যাচিউর। একূলও হারাচ্ছো, ওকূলও হারাচ্ছো। তুমি একটার পর একটা রিলেশনে জড়িয়ে এখন যেমন দুঃস্থ সময় পার করছো। তেমনি ভবিষ্যৎ জীবনটাকেও বিষিয়ে দিচ্ছো। সবচেয়ে ভয়ংকর এবং গুরুতর ব্যাপার হলো তুমি ক্রমাগত মহান আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছো। গুনাহ করছো। নিজের আখিরাত নষ্ট করছো নিজ হাতে। এসব করার কোনো মানে হয়?

দেখো, এই বয়সে জীবন তোমার জন্য যতো উপহারের পসরা সাজিয়ে বসেছে, বয়স যখন ২৫/২৬ হয়ে যাবে বা ৩০ পার করবে, তখন তা থাকবে না। জীবন কৃপণ হয়ে যাবে। সুযোগের কথা বাদ দাও, ত্রিশ বছর বয়সে তোমার কাঁধে এমন অনেক দায়িত্ব কর্তব্য চলে আসবে যা এখন নেই। বিগত বছরগুলোতে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আসা ক্লান্ত বাবা তোমার ঘাড়ে দায়িত্ব তুলে দিয়ে অবসরে যেতে চাইবেন। তুমি চাইলেই অনেক কিছু করতে পারবে না। দুনিয়া সঙ্কুচিত হয়ে আসবে। এখন তোমার হাতে অনেক সময়, অনেক অবসর, জীবন তোমার প্রতি উদার। গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের পেছনে না ছুটে, সেক্সের জন্য ভাদ্র মাসের কুকুরের মতো সব জায়গায় কড়া না নেড়ে বরং সুযোগগুলোকে কাজে লাগাও। বিয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো। একটু ধৈর্য ধরো। ধৈর্যের ফল মিষ্টি। সিঙ্গেল থাকলে মানুষ মারা যায় না।

এখন তোমার হাতে অফুরন্ত সময় আছে। এ সময় নষ্ট করো না। অন্য কোনো মানুষের দাসে পরিণত হয়ো না। ডিম পাড়া রাজ হাঁসকে অতি লোভে নষ্ট করে দিও না। ধৈর্য

ধরে তার সেবা যত্ন করতে থাকো। সোনার ডিম পেতেই থাকবে তুমি। ইন শা আল্লাহ্ একসময় তোমারও সঙ্গী হবে। তোমারও সন্তান হবে। এখন যে জিনিসগুলো নিয়ে তুমি আফসোস করছো, তখন এগুলোর কথা মনে হলে তোমার হাসি পাবে!

প্রিয় ভাইয়া, প্রিয় আপু! তথাকথিত এই প্রেমের পাশেই শুয়ে আছে দুরারোগ্য অসুখ। প্রেমের অসুখে ভুগে আর কতো কোটি ঠোকর খাবে? বিয়ে বিয়ে নীল হবে? আর কতো ভুল করবে? সিদ্ধান্ত নেবার সময় কি এখনো আসেনি?

তাওহীদের আলোতে বিদায় করে দাও সেক্যুলার বিশ্বব্যবস্থার চাপিয়ে দেওয়া পুরোনো সব অন্ধকার বিশ্বাস। রঙিন চশমাটা খুলে ফেলো চোখ থেকে। তাওবাহর ঝুম বৃষ্টিতে ধুয়ে ফেলো তোমার ক্লান্ত, বিধ্বস্ত কিন্তু স্নিগ্ধ মুখটা।

জানিলাম এ জীবন স্বপ্ন নয়

এক.

ঢেউখেলানো এক মাথা চুল ছিল আমার বাবার। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামলা। সুঠাম। ঋজু ভঙ্গিতে হাঁটতেন। সুদর্শন। পুরোনো ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায় একসময় আমার পাড়াতো অনেক 'ফুপিদের' মনে ঝড় তুলতেন বাবা। ব্যডমিন্টনের তুখোড় খেলোয়াড়। ভলিবল টিমের ক্যাপ্টেন। মাটিতে শুয়ে পড়ে বল ক্লিয়ার করার দুর্দান্ত দৃশ্য আমি বহু দেখেছি আমার প্রথম তারুণ্যেও। এখন বাবা কুঁজো হয়ে হাঁটেন। সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয়। কোঁকড়া কালো চুল এক ইতিহাস!

আমার মা-ও কম ছিলেন না। দুধে আলতা গায়ের রং, কাটা কাটা কালো চোখ। অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে ছোটাছুটি করতেন সারা ঘরময়। মা এখন বামহাত নাড়াতে পারেন না ঠিকমতো। চোখে কম দেখেন। মুখে বলিরেখা পড়ে গিয়েছে।

এইতো সেদিনের কথা। কতো উদ্যম, কতো প্রাণশক্তি নিয়ে তাঁরা ছুটে বেড়াতেন, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের বর্তমানকে বিসর্জন দিয়ে যেতেন! আজ সেই দিনগুলো অতীত।

বাবা-মাকে বুড়ো হতে দেখা, তাদের বর্তমান অসহায়ত্ব দেখার চাইতে কষ্টকর কিছু কি আছে? একসময় যে বাবার আঙুল ধরে তুমি ব্যস্ত রাস্তা পার হতে, সেই বাবা আজ খুব ধীরে ধীরে কষ্ট করে হাঁটেন, এটা কীভাবে সহ্য করা যায়? অসুস্থ হলে যেই মা সারারাত তোমার সেবা করে কাটিয়ে দিতেন, সেই মা বিছানায় শুয়ে আছেন অসুস্থ হয়ে, তুমি তাকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছো–এর চেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর কি হতে পারে?

যেই বাবার ঘাড়ে চড়ে তুমি স্কুলে যেতে, মেলায় যেতে সেই বাবার লাশের খাটিয়া তোমার ঘাড়ে, এর চেয়ে কষ্টের কিছু কি আছে এই দুনিয়ায়?

জীবন বড় অদ্ভূত! বড় নিষ্ঠুর!

আমাদের শৈশব কৈশোরকে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন যেসব মানুষেরা, শিশু মনে, জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নিখাদ বিস্ময় আর নির্ভেজাল মুগ্ধতা, তারাই আজ ইতিহাস!

বুড়ি হয়ে গেছেন এলাকার জাতীয় ক্রাশ সুমি আপা। মাথায় টাক পড়ে গেছে এলাকার টিনা-মিনা-পিংকিদের হার্টথ্রব সজীব ভাইয়ের। সেদিন অনেকদিন পর সামিউল ভাইয়ের সাথে দেখা। সাঁতার কাটা শিখেছিলাম উনার হাত ধরে। ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন। ভাইয়া আমাকে ধরে ধরে ক্রিকেট শিখিয়েছিলেন। ফিল্ডিং মিস করার অপরাধে কতোবার মাথায় গাট্টি মেরেছেন! সেই চঞ্চল সামিউল ভাই কতো বদলে গেছেন। খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। মাথার চুলও পেকে গেছে। ধীর, স্থির, শান্ত এখন। ঘাড়ে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন চলছে তোর দিনকাল? ভালো আছিস তো'?

জীবন বড় অদ্ভুত। বড় নিষ্ঠুর। বড় প্রতারক!

মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম সবাই আজ কবরে। আমাকে কী আদরটাই না করতেন উনারা! মসজিদের উঠোনে আম গাছ ছিল অনেক। সবার জন্য নিষিদ্ধ হলেও আমার জন্য ছিল উন্মুক্ত। আর ছিল ফ্রি বৈকালিক নাস্তা—চায়ের কাপে ডুবিয়ে পাউরুটি খাওয়া।

কবরে শুয়ে আছেন লজেন্স খাবার পয়সা দেওয়া তালুকদার বড়াব্বু, পঙ্গু হয়ে গেছেন মজার মজার গল্প বলা কবির চাচা। একটা দ্রুতগতির বাস পিষে দিয়েছে ফারুক কাকুকে—আমার ছোটবড় সব আবদার যিনি মেটাতেন। পিচঢালা রাজপথের এখানে সেখানে লেপ্টে ছিল ফারুক কাকুর মগজ। বড় বীভৎস সেই দৃশ্য!

জীবন বড় অদ্ভুত। বড় নিষ্ঠুর!

কয়দিন আগের কথা! এইতো সেদিন! সেদিন বাবার হাত ধরে প্রথম স্কুলে গেলাম। গতকালের কথা মনে হয়। কিন্তু ঠিকঠাক হিসেব কষলে দেখা যায় বিশ বছরও পেরিয়ে গেছে অনেক আগে। বিশ বছর! চোখের পলকে বিশ বছর পার হয়ে গেল! একদম টের পেলাম না!

জীবন কতো অভিনয় জানে! কতো মুখোশ পরে থাকে এই জীবন! চোখের পলকেই এভাবে পার হয়ে যায় মাটির পৃথিবীর এই এক জীবন। কতো মায়া, কতো স্মৃতি, কত স্বপ্ন, কতো ভালোবাসা, কতো পিছুটান সব একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়। মালাকুল মাউতের সাথে সাক্ষাৎ হবার প্রথম মুহূর্তেই মানুষ বুঝে ফেলে এ জগৎ ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই না। জেনে যায় আখিরাতের সেই অনন্ত জীবনের কথা কোনো স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, অবাস্তব কিছু নয়। অনাবিল সুখ আর নির্মম শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া সেই আল-কুরআন মিথ্যে নয়। মিথ্যা বলেন না আল্লাহর রাসূল (ﷺ), মিথ্যে বলেননি আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা।

সবাই বোঝে, আমিও বুঝবো, তুমিও বুঝবে। কষ্টের দিন আসুক আর সুখের দিন আসুক, দিন একসময় চলে যাবেই। পৃথিবীর যতো সুখ আর ভালোবাসা আছে সব তুমি বেসে ফেললে, ধরো প্রতি দিন গার্লফ্রেন্ড বদলালে, ধরো দুনিয়ার সবচেয়ে রূপবতীরা

তোমার গার্লফ্রেন্ড, ধরো তুমি প্রত্যেকদিন একজন একজন করে পৃথিবীর সবচেয়ে হট, লাস্যময়ী নারীদের সাথে বিছানায় গেলে, ধরো এই পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ানো যেকোনো মানুষের চেয়ে বেশি সম্পদের মালিক হলে। তুমি এভাবেই জীবন কাটিয়ে দিলে। কিন্তু তারপর? তারপর কী হবে?

সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যাবে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। একদিন বয়স ঘড়িটা জানান দিবে—তোমার সময় শেষ। তুমি টেরও পাবে না।

একদিন মরতে হবে তোমাকে। হ্যাঁ, তোমাকেই মরতে হবে। একা একা অন্ধকার কবরে যেতে হবে। কেউ থাকবে না সেখানে। তোমার গার্লফ্রেন্ড/বয়ফ্রেন্ড, জাস্ট ফ্রেন্ড, অনলি ফ্রেন্ড, তোমার গ্যাং, তোমার বাডিস, তোমার বাবা-মা—কেউই না। এমন এক জীবন শুরু করতে হবে যার শুরু আছে কিন্তু কোনো শেষ নেই। সেখানে তুমি কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। ১০০ বছর? ৫০০ বছর? ১০ লাখ বছর? ১০ কোটি বছর? ১০০০,০০,০০,০০০ কোটি বছর?

কখনোই না। সেই জীবনের শুরু আছে। কিন্তু শেষ নেই।

দুই.

তোমাকে ছোট্ট একটা পরীক্ষা করতে বলি। মোমবাতি জ্বালাও বা আগুনের শিখার উপর কিছুক্ষণ আঙুল ধরে রাখো। কেমন লাগছে? এই সামান্য আগুনের শিখার উত্তাপ তুমি সহ্য করতে পারছো? হাতে কখনো পিন ঢুকেছে তোমার, বা সূঁচ?

দীর্ঘ একটা স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। আর নবীদের স্বপ্ন সত্য। নবীদের স্বপ্ন ওয়াহীর অংশ। স্বপ্নের ব্যাপারে তিনি (ﷺ) বলেন,

> ‘একপর্যায়ে আমরা (বড়) একটা চুল্লির মত বস্তুর কাছে এসে পৌঁছলাম। সে চুল্লির উপরিভাগ সংকীর্ণ ও নিম্নভাগ প্রশস্ত। ভেতরে বিরাট চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। আমরা চুল্লিটার ভেতরে দেখতে পেলাম উলঙ্গ নারী ও পুরুষদেরকে। তাদের নিচ থেকে কিছুক্ষণ পর পর এক একটা আগুনের হলকা আসছিল, আর তার সাথে সাথে আগুনের তীব্র দহনে তারা প্রচণ্ডভাবে চিৎকার করছিল। আমি বললাম, ‘হে জিবরীল, এরা কারা?’ তিনি বলেন, এরা ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ।’[২২৪]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেছেন,

> ‘নিশ্চয়ই তোমাদের কারো মাথায় লোহার পেরেক ঠুকে দেয়া ওই নারীকে স্পর্শ করা থেকে অনেক ভালো, যে নারী তার জন্য হালাল নয়।’[২২৫]

---

[২২৪] সহীহ বুখারী: ৭০৪৭, ১৩৮৬

[২২৫] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-ত্বাবারানী: ৪৮৭, মাজমাউয যাওয়াইদ: ৭৭১৮, সহীহাহ: ২২৬। ইমাম হাইসামী বলেছেন, হাদিসটির বর্ণণাকারীগণ সহীহ (মুসলিম) গ্রন্থের বর্ণনাকারী (অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য)। আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

পৃথিবীর এই ছোট ছোট ব্যথা তুমি সহ্য করতে পারছো না। তাহলে মৃত্যুর ওপারের ভয়ঙ্কর ব্যথা কীভাবে সহ্য করবে তুমি? যেখানে জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা হবে দুনিয়ার আগুনের ৭০ গুণ বেশি?

নাকি তুমি মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা মনে করো? নবীজি (ﷺ) -কে অস্বীকার করো? নাকি তুমি মনে করো পরকাল বলে কিছু নেই, আর এসব কোনো কিছুর কোনো শাস্তি হবে না?

নিজেকে প্রশ্ন করো, কেন তুমি এমন করছো?

তুমি নিজেকে বিশ্বাসী বলে দাবি করো। একবার ভেবে দেখো তো আসলেই তুমি বিশ্বাস করো কি না আল্লাহর বাণীকে? তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর কথাকে? কোথাও ঠাণ্ডা হয়ে বসে নিজের মনের ভেতর একটু ঘুরে এসো তো। তুমি কি আসলেই পরকাল বিশ্বাস করো? নাকি ওগুলো তোমার কাছে একটা রহস্যময় অবাস্তবতা মনে হয়? মনে হয় বহু আলোক বর্ষ দূরের কিছু। হয়তো ঘটবে, হয়তো ঘটবে না! এসব পরে ভেবে দেখা যাবে। এই যৌবন প্রেমহীন গেলে মানবজন্মের নামে কলংক হবে। তাই চুটিয়ে প্রেম করি...

আমি অনেককেই বলতে দেখি, সে তার প্রেমিকা-প্রেমিককে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। কেউ কি ভালোবাসার মানুষকে ধাক্কা মেরে আগুনে ফেলে দিতে পারে? আচ্ছা, এটা কেমন ভালোবাসা যেই ভালোবাসা প্রিয় মানুষকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়? যাকে তুমি এতটাই ভালোবাসো কি করে তাকে দিয়ে দিনের পর দিন গুনাহ করিয়ে নিচ্ছো? এটা কেমন ভালোবাসা! নিজেকে প্রশ্ন করো, এই ভালোবাসার পরিণাম কী হবে? প্লিজ উত্তরটা তুমি দিয়ে যেও..

নাকি ভাবছো, এখন মজা লুটে নেই, পরে তাওবাহ করে নেবো! বোকা ভাই আমার, বোকা বোন আমার, তোমার বয়সী এমন অসংখ্য মানুষ আজ কবরে শুয়ে আছে যারা তোমার মতোই ভেবেছিল পরে তাওবাহ করে নেবো। কিন্তু তাওবাহ করার সুযোগ পায়নি। হয়তো যিনারত অবস্থাতেই তাদের সামনে খুলে গিয়েছে মৃত্যুর পর্দা। আর তুমি কি মনে করো তুমি এভাবে প্ল্যান করে পাপ করে তারপর তাওবাহ করার বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারবে? সেই আল্লাহকে যিনি সবকিছু জানেন? যাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ? তোমার মনের ঘরের সবচেয়ে গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে রাখা কথাও যাঁর অজানা নেই? যাঁর ইলমের বাইরে কোনো কিছুই নেই? আসলেই কি তুমি মনে করো, আসমান ও যমীনের মালিককে তুমি এভাবে ধোঁকা দিতে পারবে? নাকি এসব বলে নিজেকেই ধোঁকা দিচ্ছো তুমি?

তোমাকে যদি প্রশ্ন করি, নিজের রব আল্লাহকে ভালোবাসো? যদি বলি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ভালোবাসো? চোখ বন্ধ করেই তুমি 'হ্যাঁ' বলে দেবে, কোনো কিছু চিন্তা করার আগেই... অথচ তুমি রবের হুকুম আর হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করেই

হারাম রিলেশন করে যাচ্ছো!

আল্লাহ্ বলেছেন, 'যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না।'[২২৬]

তিনি বলেছেন দৃষ্টির হিফাযত করতে।[২২৭]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

> 'দুই চোখের যিনা হচ্ছে- দেখা, দুই কানের যিনা হচ্ছে- শোনা, জিহ্বার যিনা হচ্ছে- কথা, হাতের যিনা হচ্ছে- ধরা, পায়ের যিনা হচ্ছে- হাঁটা, অন্তর কামনাবাসনা করে; আর লজ্জাস্থান সেটাকে বাস্তবায়ন করে অথবা করে না।' [২২৮]

তাহলে তুমি কীভাবে হারাম রিলেশন করে যাচ্ছো? দিনের পর দিন রবের নাফরমানি করে যাচ্ছো... দিনশেষে আবার বলছো, আমি আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসি, আমি নবিজী (ﷺ)-কে ভালোবাসি! একটুও কি অনুশোচনা হয় না? ফেইসবুক আর ইন্সটাতে কাপল পিক দিতে তোমার একটুও লজ্জা লাগে না? দুঃখ হয় না, নিজের গুনাহর জন্য?

যেই বাবা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কতো কষ্ট করে টাকা দেন, সেই টাকা গার্লফ্রেন্ডের পেছনে ঢালতে তোমার খারাপ লাগে না? যেই মা তোমাকে দশ মাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেছেন, নিজে না খেয়ে তোমার মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন, বয়ফ্রেন্ডের সাথে লিটনের ফ্ল্যাটে যাবার জন্য সেই মায়ের চোখে তাকিয়ে–এক্সট্রা ক্লাস আছে, আজকে আসতে দেরি হবে–এতো বড় মিথ্যা কথা বলতে তোমার কি একবারও বুক কাঁপে না? বাবা-মা'র প্রতি তোমার এ কেমন ভালোবাসা?

ভাই জেনে রাখো, নিশ্চিত জেনে রাখো, তোমার এই যৌবন, তোমার এই লঞ্চের কেবিনে যাওয়ার সাময়িক সুখ, ট্যুর আর রিকশায় হাতাহাতি করার মজা সব শেষ হয়ে যাবে। খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু পাপের বোঝা থেকে যাবে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমি করবে বছরের পর বছর আগুনে পুড়ে। অনেকে ভাবে... থাকলাম না হয় জাহান্নামে কিছুদিন। সমস্যা কি! একটু কষ্ট সহ্য করলাম। এরপর তো জান্নাতে যাবোই একদিন। আমি তো মুসলিম... একদিন না একদিন জান্নাতে যাবোই!

শোনো, জাহান্নামে কবরের প্রথম রাতেই তুমি ভুলে যাবে প্রিয়তমার সব উষ্ণ আলিঙ্গন! তোমার মৃত্যুর পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই এই জীবনের সব সুখকে তুমি চিনতে পারবে তুচ্ছ কিছু অভিজ্ঞতা হিসেবে। বিচারের দিন বিচার শুরুর অপেক্ষা করতে করতে পুরো দুনিয়ার জীবনকে তোমার কাছে মনে হবে অর্থহীন, স্রেফ অর্থহীন!

আর জাহান্নাম?

---

[২২৬] সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৩২

[২২৭] সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩০

[২২৮] সহীহ বুখারী : ৬২৪৩ ও সহীহ মুসলিম : ২৬৫৭ (ইফা. ৬৫১২, ৬৫১৩)

জাহান্নামের প্রথম স্পর্শ ঝলসে দেবে পৃথিবীর সকল সুখের প্রহর![২২৯] জাহান্নাম, জাহান্নামের আগুন এতোটাই ভয়াবহ হবে যে, জাহান্নাম দেখা মাত্রই মানুষ আল্লাহর কাছে ভিক্ষা করতে শুরু করবে- ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার ভাই/বোন, স্বামী/স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি সবাইকে জাহান্নামের মধ্যে ফেলে দাও, কিন্তু আমাকে ফেলো না[২৩০]। জাহান্নামের নিঃশ্বাস পাওয়া মাত্র মানুষ আর এক সেকেন্ডের জন্যেও জাহান্নামে যেতে রাজি হবে না। এটা জাহান্নাম–কোনো ছেলেখেলা নয়।

কোন মুখে তুমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে? একটু চিন্তা করো। তোমার যিনা করার দৃশ্য যদি কেউ ভিডিও করে ভাইরাল করে দেয়, তুমি মুখ দেখাতে পারবে? তোমার মা-বাবার চোখের দিকে তাকাতে পারবে? হাশরের ময়দানে পৃথিবীর আদি থেকে শুরু করে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ থাকবে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ), থাকবেন সকল নবী রাসূল। আলাইহিমুস সালাম। থাকবেন আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা স্বয়ং। সেখানে সকলের সামনে যদি তোমার লীলাখেলা দেখানো হয় তখন তুমি কি লজ্জায় মিশে যেতে চাইবে না?

এটা কি পাগলামি না? এমন কাজ করা যার জন্য সেই জীবনে চিরকাল আগুনে পুড়তে হয়, বিষাক্ত সাপের দংশনে দংশিত হতে হয়, ফেরেশতার মুগুরের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে হয়। বছরের পর বছর ধরে! হাজার হাজার বছর ধরে যেখানে তুমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে ডাকবে। কিন্তু কখনোই তোমার মৃত্যু হবে না!

এসব শাস্তির কথা, ভয়ের কথা বলতে ইচ্ছা করছে না ভাইয়া, আপু। জানি তোমার মন খারাপ হচ্ছে। হয়তো আমার উপর অনেক রাগ হচ্ছে। তুমি এখন বড় হয়েছো, বুঝতে শিখেছো। নিজের মতোই চলতে পারো। ভাবছো, আমি তোমাকে খুব জ্ঞান দিচ্ছি, মোল্লাগিরি করছি। অপমান করছি। দেখো, আমার এরকম কোনো কিছু করার ইচ্ছা নেই। আসলে তোমাকে জাহান্নামীদের মতো কাজ করতে দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। বিশ্বাস করো! ঐ পথে সুখ নেই, শান্তি নেই, প্রেম নেই, প্রীতি নেই। নেই মহৎ কোনো সত্য। আছে শুধু যন্ত্রণা। চরাচরে ভেসে যাওয়া যন্ত্রণা। তোমার এই বয়সে হয়তো তুমি বুঝতে পারছো না। তোমার চোখে এখন রঙিন চশমা। কিন্তু একটা বয়স পর তুমিও বুঝে যাবে। কিন্তু তখন আর কিছুই করার থাকবে না।

---

[২২৯] আনাস বিন মালেক রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে দুনিয়ায় সর্বাধিক সুখের অধিকারী ব্যক্তিকে আনা হবে। তারপর তাকে (জাহান্নামের) আগুনে একবার ডুবিয়ে বলা হবে, 'হে আদম সন্তান, তুমি কোনদিন ভালো কিছু দেখেছ? কোনদিন তুমি সুখে ছিলে কি? সে বলবে, 'আল্লাহর কসম, হে আমার প্রতিপালক, না'। সহীহ মুসলিম: ২৮০৭ (ইফা. ৬৮২৯)

[২৩০] আল মা'আরিজ ৭০:১১-১৪

বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি ভালোবাসা মানুষের স্বভাবজাত। তোমাকে তো একেবারে এটা অবদমন করে রাখতে বলা হচ্ছে না। এটা একেবারে দমিয়ে রাখা বাস্তবসম্মত কোনো কথা নয়। কিন্তু ভালোবাসার ফানুস ভুল আকাশে উড়ানো যাবে না। আল্লাহ আমাদের জন্য বিয়ের ব্যবস্থা দিয়েছেন। বিয়ের চেষ্টা করতে হবে। আর সবর করতে হবে। মহান আল্লাহর উপর আস্থা রেখে ধৈর্য ধরতে হবে। তুমি এই ভেবে ভয় পাবে না বা এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগবে না যে—আমি সবর করতে পারবো না। তুমি যদি একটু সাহস করে সবরের চেষ্টা করো, তাহলে আল্লাহ তোমার জন্য সহজ করে দেবেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এমন ওয়াদাই করেছেন।

> 'আর যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি তাঁর অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।'[২৩১]

> 'যে ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বনের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীলতা দান করবেন।'[২৩২]

একটু কষ্ট করো ভাইয়া, আপু। সময় খুব দ্রুত যায়। একাকীত্ব, হাহাকার আর কিছু ক্ষোভ বুকে নিয়েই হোক, একটু অপেক্ষা করো। যারা আল্লাহর উপর ভরসা করেন, তাদেরকে তিনি ঠকান না। ইনশাআল্লাহ, এই মাটির পৃথিবীতেই অবাক চাঁদের আলোয় একদিন ধরা দেবে তোমার চোখের দুঃখগুলো শান্ত করার মতো একজন মানুষ। তারপর শুরু হবে পৃথিবীর পথে নতুন এক পথচলা। যে পথের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে দুষ্টুমি, খুনসুটি, মান-অভিমান, মায়া, মমতা আর সত্যিকারের পবিত্র ভালোবাসা।

একটু কষ্ট সহ্য করো। অন্তরে গেঁথে নাও একটি কথা - জান্নাতের প্রথম মুহূর্তেই তুমি ভুলে যাবে দুনিয়ার সব দুঃখকষ্ট!

---

[২৩১] আত-তাগাবুন, ৬৪: ১১

[২৩২] বুখারি: ১৪৬৯, মুসলিম: ১০৫৩ (ইফা. ২২৯৫)

আয় কান্না ঝেঁপে...

সব বাতি নিভে গেছে দশ তালা বিল্ডিংয়ের। চিলেকোঠার ঘরে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে কেবল। ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া তরুণের হাতের জ্বলন্ত সিগারেট পুড়ছে ধীরে ধীরে। সিগারেটের সাথে তাল মিলিয়ে পুড়ছে তরুণও। এতো বছরের সম্পর্কটা ভেঙে গেল গত পরশু। তরুণের গাল বেয়ে নামছে সরু একটা কান্নার স্রোত। সাউন্ড সিস্টেমে বাজছে পিউর ছ্যাঁকা খাওয়া একটা গান।

সেই একই রাত। পাশের বিল্ডিং। ষোড়শী এক বালিকার চোখে নেমেছে কান্নার বৃষ্টি। উহু, তরুণের প্রেমিকা নয় সে। তার দুঃখ অন্য একজনের জন্য। কোরিয়ান এক সিরিজ দেখে শেষ করলো সে এই রাতদুপুরে। নায়কের কষ্টে কাঁদছে সে। হাপুস নয়নে!

কবিদের মতো দুঃখবিলাসী অনেক মানুষ দেখা যায় আশেপাশে। দুঃখ নিয়ে বিলাস করে। দুঃখ পেতে, কষ্ট পেতে ভালোবাসে। ভালোবাসে কাঁদতে। হুমায়ূন বা বিশ্বযুদ্ধের কোনো উপন্যাস পড়ে এরা কাঁদে, খেলায় প্রিয় দল হেরে গেলে কাঁদে, গান শুনে কাঁদে, কখনো কখনো কোনো কারণ ছাড়াই মন খারাপ করে। খুঁজে খুঁজে, খুঁড়ে খুঁড়ে, কষ্ট বের করে করে কাঁদে।

অথচ এই চোখের পানি, এই দুঃখবিলাস–মহাকালের কাছে আদৌ কি এর কোনো মূল্য আছে? চোখের পানি কি এতোটাই সস্তা? আমরা আসলে জানি না চোখের পানির মূল্য কতোটুকু। এ কারণেই অকারণে অপাত্রে চোখের জল ফেলি।

জাহান্নামের আগুন পৃথিবীর আগুনের সত্তর গুণেরও বেশি তীব্র। পুড়তে পুড়তে জাহান্নামের আগুন কুচকুচে কালো হয়ে গেছে! দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষটা যদি এক মুহূর্ত জাহান্নামের আগুনে কাটায়, তাহলে সে ভুলে যাবে জীবনে কখনো সুখের স্পর্শ পেয়েছিল কি না। এই ভীষণ, ভয়ঙ্কর আগুনও নিভে যেতে পারে[২৩৩] মাত্র এক ফোঁটা চোখের জলে![২৩৪]

---

[২৩৩] এখানে আগুন নিভে যাওয়া বলতে জাহান্নামের আগুনের স্পর্শ থেকে বেঁচে যাওয়া বোঝানো হয়েছে।

[২৩৪] তিরমিযী: ১৬৩৯, আত-তারগিব: ১৯১৮, মিশকাত: ৩৮২৯, সহীহ আল-জামে': ৪১১২। ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। বিস্তারিত পড়ো- আল্লাহভীতি, hadithbd.com - tinyurl.com/8kz6vz9s

আল্লাহর ভয়ে মুসলিমের চোখ থেকে নির্গত অশ্রু নিভিয়ে দিতে পারে জাহান্নামের এই ভয়ঙ্কর আগুনও। তুমি হয়তো অনেক পাপ করেছো, অনেক বার যিনা করেছো, আরো অনেক জঘন্য জঘন্য পাপ করেছো কিন্তু আল্লাহর রহমতের কাছে এসব কিছুই না। তুমি পাপ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও আল্লাহ বারবার ক্ষমা করতে করতে ক্লান্ত হন না। তিনিই জঘন্য জঘন্য সব পাপীকে, তাওবাহ করলে ক্ষমা করে দেন।[২৩৫] আল্লাহর জন্য তোমার চোখ থেকে নির্গত অশ্রুর এক ফোঁটা ধুয়ে মুছে পবিত্র করে ফেলতে পারে সকল পাপের পঙ্কিলতাকে।

এক মায়ের ছেলে হারিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুজির পরও ছেলেকে পাওয়া গেল না। মায়ের পাগল হতে বাকি। এমন সময় হারানো ছেলেকে পাওয়া গেল। মা পরম মমতায় জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। ভালোবাসার অশ্রু নামছে তার দু'গাল বেয়ে, অঝোরে। এই মায়ের পক্ষে কি এই অবস্থায় সাত রাজার ধন এই ছেলেকে আগুনে ফেলে দেওয়া সম্ভব হবে? আল্লাহ আমাদেরকে এই মায়ের চেয়েও অনেক অনেক গুণ বেশি ভালোবাসেন। ভালোবাসার ১০০ ভাগের মধ্যে ৯৯ ভাগ আল্লাহ নিজের কাজে রেখে দিয়েছেন। বাকি ১ ভাগ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন।[২৩৬]

বাবা-মা'র অবাধ্য হলে, তাদের কথা না শুনলে, তাদের মনে কষ্ট দিলে সন্তানদের প্রতি তাদের ভালোবাসায় ভাটা পড়ে যায় কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসায় কখনো ভাটা পড়ে না। তুমি যখন আল্লাহকে স্মরণ করো, আল্লাহও তোমাকে স্মরণ করেন।[২৩৭] যখন তাঁকে ভুলে যাও, তাঁর অবাধ্যতা করো তখনো তিনি তোমার জন্য ক্ষুধার খাদ্য পাঠিয়ে দেন, তৃষ্ণার পানি পাঠিয়ে দেন, বুক ভরে শ্বাস নিতে দেন মুক্ত বাতাসে। গুনাহর পর একবার 'ইয়া রব' বলে ডাক দিলেই তিনি সাড়া দেন– 'ইয়া আবদী! হে আমার বান্দা বলো, বলো তোমার কি চাই?'[২৩৮] বিশ্বাস করো, আল্লাহর মতো আর কেউ তোমাকে ভালোবাসে না।

তুমি যখন আল্লাহর দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাও আল্লাহ তোমার দিকে দশ ধাপ এগিয়ে আসেন, তুমি আল্লাহর দিকে হেঁটে গেলে তিনি দৌড়ে আসেন।[২৩৯] আল্লাহ সুযোগ খোঁজেন তোমাকে ক্ষমা করে দেবার। অজুর পানির মাধ্যমে তিনি তোমার পাপগুলো ঝরিয়ে দেন, দুই সালাতের মাধ্যমে মাঝের সময়গুলোতে করা পাপগুলো ক্ষমা করে

---

[২৩৫] ১০০ খুন করা পাপীকেও আল্লাহ ক্ষমা করেছেন! (বুখারি: ৩৪৭০, মুসলিম: ২৭৬৬ (ই.ফা ৬৭৫২)) পুরো হাদীস পড়তে পারো hadithbd.com এর এই লিংক থেকে-tinyurl.com/bd9pn2mz

[২৩৬] বুখারী: ৬০০০, মুসলিম: ২৭৫২-২৭৫৪ (ইফা. ৬৭১৯-৬৭২৫)

[২৩৭] বুখারী : ৭৪০৫, মুসলিম : ২৬৭৫ (ইফা. ৬৫৬১)

[২৩৮] আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যে (আমাকে) ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই যখনই সে আমাকে ডাকে" আল-বাকারাহ ২:১৮৬

[২৩৯] বুখারী : ৭৪০৫, মুসলিম : ২৬৭৫ (ইফা. ৬৫৬১)

দেন। তিনি রাতে ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দেন দিনের পাপীদের জন্য আর দিনে ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দেন রাতের পাপীদের জন্য।[২৪০]

তিনি ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন কেউ যদি আকাশ সমান উঁচু পাপ নিয়েও তার সঙ্গে দেখা করে, কিন্তু শিরক না করে, তাহলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন।[২৪১] তারপর তিনি প্রবেশ করাবেন এমন এক জান্নাতে যা কোনো চোখ দেখেনি, কোন অন্তর চিন্তাও করেনি। এতোটা ভালোবাসেন তোমাকে যে আল্লাহ, বলো তো সেই আল্লাহর জন্য শেষ কবে কেঁদেছো?

আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন নবী আলাইহিমুস সালাম-গণের পর এই যমীনের বুকে হেঁটে বেড়ানো সবচেয়ে পুণ্যবান মানুষ। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) -এর কাছে বেশ কয়েকবার জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন তিনি। তারপরও সালাতে আল্লাহর ভয়ে তিনি কাঁদতেন। উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মতো জাঁদরেল মানুষও সালাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে শিশুর মতো কাঁদতেন। উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে কাঁদতে নিজের দাড়ি ভিজিয়ে ফেলতেন। অথচ তাঁরা দুনিয়াতে থাকতেই পেয়েছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ। আমরা কিন্তু তাদের মতো এমন সুসংবাদ পেয়ে যাইনি। তারপরও তোমার আমার চোখগুলো শুকনো। আমাদের মনগুলো পাথর। অভিশপ্ত আমাদের দু'চোখ। অভিশপ্ত আমাদের হৃদয়।

তোমার কোনকিছুরই প্রয়োজন নেই তাঁর। তিনি আল-জাব্বার, আল-কাহহার, আল-মুতাকাব্বির, রাব্বুল আরশীল আযীম। রাজাদের রাজা তিনি, বাদশাহদের বাদশাহ। তাঁর বড়ত্ব এমন যা কল্পনা করা, অনুধাবন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব না। তারপরও আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন, তোমার জন্য জান্নাতে এতো এতো নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর কতোকাল এই আল্লাহকে ভুলে থাকবে? আর কতোকাল নিজের নফসের কাছে পরাজিত হবে? আল্লাহর স্মরণে অন্তর বিগলিত হবার সময় কি এখনো আসেনি?

উঠো, ওযু করে আসো। দাঁড়াও তোমার রবের সামনে নতমুখে। সব জানেন তিনি, সব। গোপনে রাতের আঁধারে একা একা তুমি যা করেছিলে সব জানেন তিনি। তোমার সব ব্যথা, সব কষ্ট, যে কথাগুলো তুমি নিজের কাছেও স্বীকার করো না, সব তিনি জানেন। তুমি অনেকবার তাওবাহ করেছে, আবার পাপ করেছো, আবার তাওবাহ করেছো, আবার পাপ করেছো... তাওবাহ আর পাপ করতে করতে তুমি নিজের ব্যাপারে সন্দেহে পড়ে গেছো, আল্লাহ কি আমাকে আর মাফ করবেন? নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে গিয়েছো, লজ্জিত হয়েছো... কিন্তু তারপরও তিনি অপেক্ষা করে আছেন তোমার জন্য। হ্যাঁ, আর-রাহমান ক্ষমা করবেন, আল-গাফফার তোমাকে মাফ করে

[২৪০] মুসলিম: ৯৮৬ (ইফা. ৬৭৩৪)
[২৪১] তিরমিযী: ৩৫৪০। ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

দেবেন। তোমাকে ক্ষমা করে তিনি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[২৪২]

তিনি বলেছেন,

> 'প্রত্যেক আদম সন্তান ক্রটিশীল ও অপরাধী আর অপরাধীদের মধ্যে উত্তম লোক হলো যারা তাওবাহ করে।'[২৪৩]

> 'হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবাহ করো! যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো।'[২৪৪]

উঠে দাঁড়াও। দুই রাকাত সালাত আদায় করো। আরো একবার তোমার রবকে কথা দাও–তুমি ভালো হয়ে যাবে। শিশুর মতো অঝোরে কাঁদো, এই চোখের পানি তোমার রবের কাছে সব চাইতে প্রিয়।

> "হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছো তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়। [২৪৫]

> 'যারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা (অপরাধ) করে ফেলে, তাতে জেনেশুনে অটল থাকে না। সেসব লোকের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা এবং জান্নাত; যার নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং (সৎ) কর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম।'[২৪৬]

---

[২৪২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন কোনো বান্দা কোনোরূপ গুনাহ করার পর উত্তমরূপে ওযু করে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায পড়ে এবং আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। (তিরমিযী: ৪০৬, আবু দাউদ: ১৫২১, ইবনু মাজাহ: ১৩৯৫, মুসনাদ আহমাদ: ০২, ইবনু হিব্বান: ৬৩২, ইবনু খুজাইমাহ, বায়হাকী) ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ আল-জামে': ৫৭৩৮)

[২৪৩] তিরমিযী : ২৪৯৯, সহীহ আল-জামে': ৪৫১৫। ইবনু হাজার হাদিসটির সনদকে শক্তিশালী বলেছেন (বুলুগুল মারাম: ১৪৯১) এবং আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

[২৪৪] সূরা আন-নূর, ২৪:৩১

[২৪৫] সূরা আয-যুমার, ৩৯: ৫৩

[২৪৬] সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৩৫-১৩৬

ফিরে আয়

ফাগুনের ভরা জ্যোৎস্না ছিল সেই রাতে। তবু তোর একলা ঘর ভাসিয়ে নিলো ঘোর অন্ধকার। ঝিরিঝিরি হাওয়া তোর ঘরে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেললো। ভেসে গেলি তুই। মাদক, অশ্লীলতায়... ভেসে গেলি সুখসাগরে। খানিকপরেই পুরোনো শত্রুরা সব ফিরে এলো—হতাশা, শূন্যতা, রিক্ততা, রাজ্যের সব বিষাদ নিয়ে। তোর চোখে নামলো শ্রাবণের ঢল। সবাই ঘুমিয়ে ছিল সে রাতে। ঘুমিয়ে গিয়েছে একটু আগে তুই যার সাথে অশ্লীল চ্যাট করছিলি, সে-ও। একটা নেড়ি কুকুর কেবল জেগে ছিল সে রাতে। সারারাত করুণ সুরে কেঁদেছিল তোর সঙ্গী হয়ে।

ফিরে আয়...

মায়ের বুকে ফিরে আয়। আর কতো ভুল করবি? মোবাইলের অপরপ্রান্তে যে থাকে, যে জানু, বেইবি, বাবুটা আমার, পাখি, ময়না বলে সে একটা মিথ্যুক। তোকে সে তোর মায়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসে না। আর কতো কাল মা'কে কষ্ট দিবি, পাগল ভাই আমার, পাগলি বোন আমার?

ফিরে আয়...

বাবা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। শক্ত করে ধরে রাখ তোর বাবার হাতটা। নষ্ট মানুষের জঙ্গলে হারিয়ে যাবি না হলে!

ফিরে আয়...

আমরা অনেক ভুল করেছি। আমি, আমরা, আমাদের জেনারেশন। আমাদের কেউ পথ বাতলে দেয়নি, আলো জ্বেলে অন্ধকারে কেউ পাশে দাঁড়ায়নি। ভাই হয়ে কেউ ঘাড়ে হাত রাখেনি। আমরা চাই না তোরা সেই একই ভুল করিস। আমরা অনেক কেঁদেছি। আমরা আর দেখতে চাই না তোদের চোখের জল। হারাম রিলেশন, মাদক, অশ্লীলতার জগতে কোনো সুখ নেই। যতোই আকর্ষণীয় হোক না কেন, যতোই তোকে টানুক না কেন ভুলেও ঐ পথে পা বাড়াস না। এই পথের শেষে শুধু ধ্বংস, শুধু দুঃখ, শুধু হতাশা। আমরা হেঁটেছি সেই পথে। আমরা চিনেছি সেই পথের চোরাবালি। বিশ্বাস কর আমাদের কথা!

ফিরে আয়...

তোকে আমি কিনে দেব লাল ঘুড়ি। শনপাপড়ি। বরফ। সাইকেল। কাঁচের চুড়ি। বেলী ফুলের মালা।

ফিরে আয় বোন...

আমরা আবার চড়ুইভাতি করবো, জ্যোৎস্না রাতে লোডশেডিংময় উঠোনে গোল হয়ে আলাদিন আর জাদুর জিনের গল্পের আসর বসাবো।

ফিরে আয় ভাই...

আবার আমরা বৃষ্টিতে ভিজে ফুটবল খেলবো, শর্টপিচ ক্রিকেট খেলবো যতোসব অদ্ভূত আইন বানিয়ে। মোড়ের দোকানের রং চা খাব, সোডিয়াম লাইটে মোড়ানো শহরে ঘাড়ে হাত রেখে সারারাত আমরা হেঁটে বেড়াবো। তারপর বিরিয়ানির দোকানে গিয়ে কোপ দেবো।

ফিরে আয় বোন...

তোর মালিক, তোর রব কেবল একটা ডাকের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। তুই তাঁকে একবার মন থেকে ডেকে দেখ না, তিনি তোর জীবনের সব গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। মুছে দেবেন তোর সব অপরাধ।

ফিরে আয় ভাই...

কতোকাল আর আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতা করবি? তুই বদ্ধ ঘরে যখন নির্লজ্জতায় মেতে যাস, তাঁর অবাধ্য হোস, তখনো চাইলে তিনি তোর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করেন না। এই আল্লাহর অবাধ্য হয়ে আর কতোকাল দস্যুতা করবি?

ফিরে আয় বোন...

আল্লাহ তোকে জান্নাতে ঠাঁই দেবেন। সেখানে তোর কোনো দুঃখ, কোনো কষ্ট থাকবে না। দুনিয়ার সব কষ্টগুলো দলবেঁধে গিয়ে বলবে- সরি, আমরা সবাই মিথ্যে ছিলাম!

ফিরে আয় ভাই...

ইনশাআল্লাহ, আমরা একসঙ্গে জান্নাতের বাগানে পাখি হয়ে উড়বো, দুই ভাই মিলে উমার আর খালিদের সঙ্গে কুস্তি লড়বো। সারারাত কাটিয়ে দেবো আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের কুরআন তিলাওয়াত শুনে শুনে। আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন। দৌড়ে গিয়ে বলবো– আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ), আমরা দুই ভাই, আপনাকে কি একবার জড়িয়ে ধরতে পারি?' মা আইশার, মা খাদিজার কাছে গিয়ে বলবো– মা আমরা আপনাদের ছেলে, কেমন আছেন আপনারা?

আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন।

ফিরে আয়...

পায়ে এতো ক্ষত তোর, তবুও মিটলো না ভুলপথে হাঁটবার সাধ?

ফিরে আয়...

হতাশার অশ্রু মুছে ফেল, ঐ যে ফজরের আযান শোনা যায়... ওঠ, জীবনটাকে রিস্টার্ট মারবি। নতুন করে জীবন শুরু করবি চল।

একদম নতুন করে।

চোখ মেলে একবার দেখ, তোকে বরণ করে নেবার জন্য কী অপূর্ব এই আয়োজন!
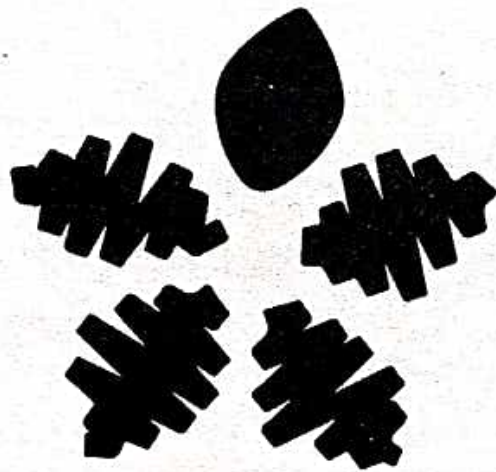
শুভ্রতার ব্যাকরণ

হারিয়ে পাওয়া

হয়তো তোমার একটা রাজপুত্র ছিল, অদ্ভুত আইনে প্রেম করতে তোমরা- রমাদানে হাত ধরা যাবে না, এক রিকশায় বসা যাবে না, এরকম আরো অদ্ভূত অনেক কিছু। নিউমার্কেটের বহু অলিগলি ঘুরে খুঁজে এনেছিল পায়েল, সযত্নে পরিয়ে দিয়েছিল তোমার পায়ে, রোজ রাতে নিটোল প্রেমের গান শোনাতো সে... তোমাকে আর ব্যালকনির ওপাশের রাত জাগা ক্লান্ত তারাটাকে। এখনও সে গান শোনায়। তবে সেটা তুমি না। ইনবক্সে চাহিদামাফিক ছবি দিতে পারোনি। এটাই ছিল তোমার অপরাধ।

অথবা তোমার কেউই ছিল না, বুকে ছিল শুধু হাহাকার, চরাচর ডুবে যাওয়া সিক্ত বিষণ্নতা, অন্ধকারে নির্বাসিত। অথবা হয়তো কাউকে ভালো লেগেছিল তোমার, নির্নিমেষ দৃষ্টি ফেলে একদিন দেখেছিলে কৈশোর পেরোনো অশ্বত্থ গাছটার নিচে রিকশাতে উঠছে সে। কী জানি বলবে বলে এক দৌড়ে রাস্তা পেরুলে, ভীরু সমর্পিত চোখে রিকশা থামিয়ে নেমে গিয়েছিল সে-ও। কিন্তু কোনো এক অন্তর্নিহিত বাধায় বলতে পারোনি কিছু। নিষ্প্রাণ চোখে অসংখ্য ব্যথা আর প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে কিছুক্ষণ। অন্তহীন নৈরাশ্য বুকে ফিরে এসেছিলে তুমি।

অথবা হয়তো হঠাৎ করেই একজনের সাথে দেখা হয়ে গেল তোমার। বছর দশেক পরে। দেখা না হলেই মনে হয় ভালো হতো। শরীরের সমস্ত অণু-পরমাণু দিয়ে ভালোবেসেছিলে তাকে। আন্ত:পারমাণবিক ব্যবধান ভুলে রেখেছিলে হৃদয়ের একেবারে কাছে। একদিন সেই তোমার পুরুষত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে... লঞ্চের বদ্ধ কেবিনে বরিশাল যাওনি বলে।

হঠাৎ দেখা হওয়ায় বিস্মৃতির পথ ধরা স্মৃতিরা প্রত্যাবর্তন করছে। একে একে এসে ঝাপটা মারছে। ছাইচাপা আগুন ধিকিধিকি করে মাথাচাড়া দিচ্ছে আবার। আঁধারের মতো কষ্ট নামছে বুকে। হয়তো রাত জাগা তালিকায় যোগ হতে যাচ্ছে আরো কিছু রাত...

দুই.

সুশীল প্রগতিশীলদের ক্রমাগত প্রোপ্যাগান্ডার ফলে প্রেম করতে না পারলে, প্রেমে ছ্যাঁকা খেলে বা লিটনের ফ্ল্যাটে না যেতে পারলে তোমরা নিজেদের মনে করো জীবনে

পরাজিত এক সৈনিক। ঘোর বর্ষা নামা চোখে, তামাক পাতার ধোঁয়ায় নিজেকে পুড়িয়ে ভাবো- আমার বন্ধুরা কতই না এনজয় করছে, আর আমি জীবনে কিছুই করতে পারলাম না। আমার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল!

বিয়ে বহির্ভূত এই রিলেশনগুলো যে হারাম, এগুলো করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন– এমন কিছু বলে সান্ত্বনা দিতে গেলে তোমরা মুখে হয়তো কিছু বলো না, কিন্তু মনের ভেতর ঠিকই একটা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো- ধুর, এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, সবই খালি হারাম! ইসলাম মানতে গেলে জীবনটা একেবারে তেজপাতা হয়ে যাবে। আনন্দ, মজা করার কোনো সুযোগই নেই।

আল্লাহ বলেছেন এই হারাম রিলেশন, এই যিনা-ব্যভিচার এসবের মধ্যে সুখ নেই।[২৪৭] অন্যদিকে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, মিডিয়াসাহা-রা বলছে– না! জীবনের চরম মজা লুকিয়ে আছে এর মধ্যেই!

তুমি কার কথা বিশ্বাস করবে? আল্লাহকে নাকি সুশীল প্রগতিশীলদের? আল্লাহকে নাকি বিনোদন যন্ত্র আর মিডিয়াসাহা-কে?

আমাদের সবচেয়ে ভালোবাসেন কে?

-আল্লাহ

এখন বলো, আল্লাহ কি আমাদের খারাপ চান? আমাদের জীবন থেকে সকল আনন্দ কেড়ে নিতে চান? আল্লাহ কি আমাদের কষ্ট দিতে চান? আমাদের জীবনকে দুঃখের মহাসাগর বানাতে চান? প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে ভালোমতো ভাবো।

আল্লাহ বিয়ে বহির্ভূত প্রেমকে যখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তার মানে অবশ্যই এটার মধ্যে প্রকৃত সুখ বা শান্তি নেই। লিটনের ফ্ল্যাটে দশ-বারোটা মেয়ের কাপড় খুলতে পারার মধ্যে ক্ষণিকের মজা থাকলেও শান্তি নেই।[২৪৮] যারা এটা করতে পারে না তাদের নিজেকে লুযার মনে করার কিছু নেই বরং এর উল্টোটা সত্যি। যারা এই তথাকথিত প্রেম ভালোবাসা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে তারাই আসল পুরুষ। তারাই পরিপূর্ণ, আলোকিত, সাহসী নারী। যুগে যুগে কালে কালে পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ানো সবচেয়ে মহান, সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে ড্যাশিং স্মার্ট মানুষদের দলে তারা। তারাই এমন মানুষ, এপারের জীবনে যাদের নানান জাতের, নানার রঙের আদি ও আসল সুখ আর শান্তি অনুগত ভৃত্যের মতো অনুসরণ করে সবসময়, ঠিক তেমনি ওপারের অসীম জীবনটাতে এমন কিছু পুরষ্কার অপেক্ষা করে থাকে যা মানব মস্তিষ্কের কল্পনারও বাইরে!

[২৪৭] আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে তার জন্য থাকবে সংকীর্ণ জীবন।" সুরা ত্বহা ২০:১২৪।

[২৪৮] এগুলো নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

তিন.

এলাকায় এলাকায় ঘোষণা দেওয়া হলো। 'খুনী মূসা' যেন পালাতে না পারে। যে করেই হোক ওকে গ্রেফতার করতে হবে- এমন কড়া নির্দেশ জারি করলো ফিরআউন। নগরের একপ্রান্ত থেকে ছুটে এলেন মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি সহানুভূতিশীল এক ব্যক্তি। ত্রস্ত কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন- পালাও মূসা! তোমাকে খুন করার জন্য তন্ন তন্ন করে খুঁজছে ফিরআউনের লোকেরা!

মূসা আলাইহিস সালাম তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করলেন। পাড়ি দিলেন এক দীর্ঘ বিরান পথ। পৌঁছালেন মাদায়েনে। ক্ষতবিক্ষত পায়ে বিশ্রাম নেবার জন্য বসলেন এক গাছের ছায়ায়। পেছনে গ্রেফতারি পরোয়ানা, সামনে ফেরারি অনিশ্চিত জীবন, অপরিচিত পরিবেশ... নিঃস্ব, রিক্ত।

গাছের অদূরেই ছিল এক কুয়া। রাখালেরা পশুদের পানি পান করাচ্ছে সেখানে। পশু আর রাখালের ভিড়, হাঁকডাকে জায়গাটা সরগরম হয়ে আছে। কে কার আগে পশুকে পানি খাওয়াতে পারে চলছে তার প্রতিযোগিতা। ভিড় থেকে একটু দূরে দুজন তরুণী তাঁদের পশু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকক্ষণ ধরে। পুরুষদের এই হট্টগোলের মাঝে তাঁদের পশুকে পানি খাওয়ানোর সুযোগ মিলছিল না। রাখালদের কারো কোনো খেয়াল নেই তাঁদের প্রতি।

ক্লান্ত মূসা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, আপনাদের ব্যাপারটা কী'?

তাঁরা উত্তর দিলেন- রাখালরা চলে গেলে তারপর আমরা আমাদের পশুদের পানি পান করাবো। আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ।

মূসার মনে দয়া হলো। সেই সাথে কিছুটা বিরক্তও হলেন রাখালদের উপর। এরা কেমন পুরুষ! নারীদের সম্মান করতে জানে না। শক্তিশালী মূসা রাখালদের ভিড় ঠেলে পশুকে পানি পান করালেন। তারপর কোনো কথা না বলে, কোনো বিনিময় না চেয়ে সোজা ফিরে গেলেন আগের জায়গায়, গাছের ছায়ায়। ফিরেও তাকালেন না আর তাঁদের প্রতি। নিঃসঙ্গ এক আগন্তুক তিনি। বাড়ি থেকে বহুদূরে, ফিরআউনের প্রাসাদে প্রাচুর্যের মাঝে বড় হয়েছেন। আজ হঠাৎ করেই তিনি নেমে এসেছেন অতি সাধারণের কাতারে। ঠিক এই সময়টাতে মূসা আলাইহিস সালাম করলেন তাঁর সেই বিখ্যাত দু'আটি -

> 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার উপর যেকোনো কল্যাণই অবতীর্ণ করবেন, আমি তার অত্যন্ত মুখাপেক্ষী।'[২৪৯]

---

[২৪৯] সূরা ক্বাসাস, ২৮:২৪

খানিক বাদেই দিগন্তে দেখা গেলো সেই দুই তরুণীর একজনকে। লাজ-নম্র কুণ্ঠিত পায়ে এগিয়ে আসছিলেন তিনি। আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলাও পছন্দ করলেন তাঁর এভাবে হেঁটে আসা। কুরআনের আয়াত নাযিল করে সম্মানিত করলেন তাঁকে,

> 'অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করলো।'[২৫০]

মূসার কাছে এসে বললেন- 'আপনি কি একবার আমাদের বাড়িতে আসবেন? আমাদের পশুকে পানি পান করানোর জন্য বাবা আপনাকে কিছু পুরস্কার দিতে চান'।

'আপনি পথ বলে দিন, আমি সামনে যাচ্ছি, আপনি পেছনে আসুন। যদি আমি ভুল পথে যাই তাহলে নুড়ি পাথর ছুঁড়ে আমাকে পথ বাতলে দিবেন'- মূসা উঠে দাঁড়ালেন।[২৫১]

মূসা আলাইহিস সালাম এগোতে থাকলেন। তাঁর পিছু নিলেন সেই তরুণী।

সেই দুই তরুণীর বাবা ছিলেন একজন বৃদ্ধ ধার্মিক ব্যক্তি।[২৫২] পিতৃসুলভ স্নেহের সুরে মূসার কাছে জানতে চাইলেন- ব্যাটা বলো তো তোমার কাহিনী।

মূসা আলাইহিস সালাম একে একে সব বললেন। জানালেন কেন তাঁকে বেছে নিতে হয়েছে এই ফেরারি অনিশ্চিত জীবন। দুই তরুণীর একজন পিতাকে বললেন- আপনি দয়া করে তাঁকে কর্মচারী হিসেবে নিয়ে নিন। কর্মচারী হিসেবে শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিই তো সবচেয়ে ভালো।

সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি বললেন, আমার মেয়েদের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, আর আমার সাথে আট বছর কাজ করতে হবে এবং তুমি চাইলে দশ বছরও করতে পারো।[২৫৩]

কিছুক্ষণ আগেও মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন নিঃস্ব, রিক্ত, একা। হঠাৎ করে মহান আল্লাহ তাঁর থাকার নিরাপদ আশ্রয়, উপার্জনের পথ, পরিবার, সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিলেন।

কী অপূর্ব এক গল্প! এই গল্প থেকে আমাদের জন্য রয়েছে অনুপ্রেরণা পাবার বেশ কিছু উপাদান। প্রথমে চলো মূসা আলাইহিস সালামের কাজের কিছু বিশ্লেষণ করা যাক-

ক) আমাদের খেলার মাঠের পাশ দিয়ে মাঝে মাঝেই প্রাইভেট-কোচিং ফেরত বালিকারা বাসায় যেতো। এমন কোনো বালিকা পাশ দিয়ে গেলেই খেয়াল করতাম

---

[২৫০] সূরা ক্বাসাস, ২৮:২৫

[২৫১] ঘটনার এই অংশটুকু কুরআন বা হাদিসের বর্ণনা নয়। এটা ইসরাইলী বর্ণনা। এই ধরণের বর্ণনার সত্যতা জানা যায় না। তাই নিশ্চিত সত্য মনে না করে কেবল শিক্ষণীয় ঘটনা হিসেবে উল্লেখ বা বা পড়া যেতে পারে। - শরয়ী সম্পাদক।

[২৫২] অনেকে বলেছেন এই বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন নবী শুআইব আলাইহিস সালাম।

[২৫৩] সূরা ক্বাসাস,২৮:২৭-২৮

পোলাপান খুব সিরিয়াস হয়ে খেলছে। যে ব্যাট ধরছে সে ছক্কা মেরে বালিকাদের সামনে হিরো সাজতে চাচ্ছে। যে বোলিং করছে সে চাইছে ব্যাটসম্যানের মিডল স্ট্যাম্প ভেঙে চিৎকার চেঁচামেচি করে বালিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। বাইক নিয়ে উরাধুরা টান মারা, সাইকেলের স্টান্ট করা বা ডিএসএলআর দিয়ে মাঞ্জা মেরে ছবি তুলে ভার্চুয়াল জগতে মেয়ে পটানোর ব্যাপারটা ছেলেপেলে খুব নিষ্ঠার সাথে করে। মেয়ে জুনিয়রের অ্যাসাইনমেন্ট করে দিয়ে ভাই-ই-য়া ডাক শুনতে চাওয়া বা ফার্স্ট ইয়ারের জুনিয়রকে নাম্বার দিয়ে ও সমস্যা হলে এই ভাইকে স্মরণ করো, ডায়ালগ ঝেড়ে হিরোগিরি করে ইম্প্রেস করতে চাওয়া পোলাপাইনেরও অভাব নেই।

মূসা আলাইহিস সালামের পরিস্থিতি এবার একটু মিলাও। একেবারেই নিঃস্ব, কপর্দকহীন তিনি। বাড়িঘর, আপনজন ছেড়ে বহুদূরে। কবে ফিরতে পারবেন, আদৌ পারবেন কি না সেটাও জানেন না। রাজার ঘরের মানুষ। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে কখনো পড়েননি। রাখালদের ভিড় ঠেলে দুই তরুণীর পশুকে তিনি পানি পান করালেন। উপকারের বিনিময়ে কিছু অর্থ বা খাবার তাদের কাছ থেকে চাইতে পারতেন। কিন্তু বিনিময়ে তিনি কিছুই চাননি। তরুণীদের সামনে নিজেকে বীর হিসেবেও জাহির করেননি। তিনি একটা কথাও বলেননি। সোজা এসে বসেছেন গাছতলায়। পুরো ঘটনা যদি দেখো- মূসা আলাইহিস সালাম দুই তরুণীর সাথে প্রয়োজনের বাইরে একটা শব্দও বেশি বলেন নি। এমনই ছিল তাঁর শালীনতাবোধ, লজ্জাবোধ, পবিত্রতার প্রতি ভালোবাসা।

মূসা আলাইহিস সালামের মতো এমন বিপদে পড়লে আর এমন সুযোগ পেলে আমরা কী করতাম? মূসা আলাইহিস সালামের মতো কিছু করলে নিশ্চয় এ সমাজ আমাদের বোকা উপাধি দিতো, তাই না?

২) বৃদ্ধের বাড়ির পথ মূসা আলাইহিস সালাম চিনতেন না। তিনি বৃদ্ধের কন্যার পিছু পিছু যেতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি বললেন, আমি সামনে সামনে যাচ্ছি, আপনি পেছনে পেছনে আসুন। যদি আমি ভুল পথে যাই তাহলে নুড়ি পাথর ছুঁড়ে আমাকে পথ বাতলে দিবেন। দেখো, এখান থেকেও দুইটি বিষয় বের হয়ে আসে-

ক) কারো পেছনে পেছনে চললে তার দিকে তাকাতে হয়। মূসা আলাইহিস সালাম সেই নারীর দিকে প্রয়োজন ছাড়া তাকাতে চাচ্ছিলেন না। তাই অপরিচিত রাস্তাতেও সেই তরুণীর সামনে সামনে চলেছেন। এভাবে তিনি তার দৃষ্টির হিফাযত করলেন।

খ) পথ ভুল করলে পথ ঠিক করে দেবার জন্য যেন অতিরিক্ত কথা বলতে না হয়, তাই নুড়ি পাথর দিয়ে পথ চেনানোর কথা বললেন। এমনই ছিল মূসা আলাইহিস সালামের শালীনতাবোধ।

৩) মূসা আলাইহিস সালাম সব কিছু থেকে, সব সৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন এমন একজনের কাছে যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহকে ডেকেছেন। আবেদন জানিয়েছেন- *ইয়া আল্লাহ, তুমি আমার*

কাছে যে কল্যাণই পাঠাবে আমি তার পথ চেয়ে আছি। মূসা আলাইহিস সালামের এই শালীনতাবোধ, লজ্জাশীলতা, আমানতদারিতা আর সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর দিকে আসা- এই কয়েকটি কাজের প্রতিদান হিসেবে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ উনাকে যা দিলেন-

- নিরাপদ আশ্রয়।
- চোখ শীতলকারী স্ত্রী।
- খাবার-দাবার, অর্থ।

অথচ কিছুক্ষণ আগেও তিনি ছিলেন এক ফেরারি যুবক, আশ্রয়, খাবারদাবার, টাকাপয়সা কিছুই ছিল না তাঁর। আলাইহিস সালাম।

***

নিজেদের উপর কর্তৃত্বশীল, অভিজাত নারীদের নিয়ে পুরুষের একটু বিশেষ ফ্যান্টাসি থাকে। বিশেষ করে সেই নারী যদি সুন্দরী হয়। ইউসুফ আলাইহিস সালামের মালিকের স্ত্রী ছিল অত্যন্ত সুন্দরী, অভিজাত, কর্তৃত্বশীল। আল্লাহর নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম ফ্যান্টাসি থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য দেখে কুচক্রান্ত করতে শুরু করে মালিকের স্ত্রী জুলায়খা। ক্রমাগত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে প্ররোচিত করতে থাকে যিনার জন্য। কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালাম বরাবর প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন।

একদিন জুলায়খার স্বামী আযিয বাড়িতে ছিল না। কুটিল ষড়যন্ত্র করলো জুলায়খা। কৌশলে ইউসুফকে ডেকে নিলো নিজের ঘরে। বন্ধ করে দিলো ঘরের দরজা। ইউসুফের সামনে অপূর্ব সাজে সজ্জিত অভিজাত সুন্দরী নারী জুলায়খা। বদ্ধ ঘর, দুজনে একা। বারবার প্রলোভন দেখাচ্ছে জুলায়খা- চলে এসো, এতো অপরূপ সাজে সেজেছি আমি শুধু তোমার জন্য। এসো আমার কাছে...

অনড় থাকলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম। মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলেন। জুলায়খা জোর করে ইউসুফকে তার কাছে টানতে চেষ্টা করলো। পবিত্রতা রক্ষার জন্য দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন ইউসুফ। জুলায়খাও গেল পিছু পিছু এবং দরজাতেই দুজনের সাথে দেখা হয়ে গেল জুলায়খার স্বামী আযিযের। সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতার মুখোশ পরে নিলো জুলায়খা। এক গুরুতর অভিযোগ করলো ইউসুফ আলাইহিস সালামের নামে- আযিযের অনুপস্থিতিতে জুলায়খার পবিত্রতা নষ্ট করার চেষ্টা করছিল ইউসুফ! ইউসুফ আলাইহিস সালাম তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানান- না, বরং সেই আমার পবিত্রতা নষ্ট করতে চাচ্ছিল।

ইউসুফের জামা পরীক্ষা করা হোক- ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক ভৃত্য বললো-যদি দেখা যায় ইউসুফের জামার সামনের অংশ ছেঁড়া তাহলে বোঝা যাবে যে ইউসুফ দোষী। আর যদি দেখা যায় যে ইউসুফের জামার পেছনের অংশ ছেঁড়া তাহলে ইউসুফ নিরপরাধ।

জামা পরীক্ষা করার পর সকলেই নিশ্চিত হয়ে গেলো - ইউসুফ আলাইহিস সালামই সত্য কথা বলছেন। দোষী প্রমাণিত হলো জুলায়খা। কিন্তু তারপরেও জুলায়খার কোনো শাস্তি হলো না।

এদিকে খবর ছড়িয়ে গেলো শহরে- আযিযের স্ত্রী জুলায়খা তার দাসের সাথে জোর করে যিনা করতে চেয়েছে। শহরের নারীরা ছি ছি করতে থাকলো। জুলায়খা একদিন দাওয়াত করলো ওদের। সবার সামনে একটা আপেল আর একটা ছুরি রাখলো। বললো তোমরা ছুরি দিয়ে আপেল কাটো। নারীরা আপেল কাটা শুরু করলে জুলায়খা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-কে তাদের সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলো। ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর রূপে নারীরা এতোটাই মজে গেলো যে তারা আপেল কাটতে গিয়ে হাত কেটে ফেললো, কিন্তু টেরও পেলো না। অবাক বিস্মিত নারীদের মুখ থেকে বের হয়ে আসলো- এ তো মানুষ নয়, মনে হচ্ছে কোনো ফেরেশতা!

জুলায়খা বললো- 'হ্যাঁ দেখো, এর জন্যেই তোমরা আমাকে কটু কথা বলেছো। আমি ওর সাথে যিনা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও রাজি হয়নি, পবিত্র থাকতে চেয়েছে। ওকে আমার প্রস্তাবে রাজি হতেই হবে। না হলে ওকে কারাগারে যেতে হবে।'

ইউসুফ আলাইহিস সালাম জুলায়খার কথা শুনে আল্লাহকে বললেন,

> 'হে আমার রব! এই নারীরা আমাকে যেদিকে ডাকছে, এর চেয়ে কারাগার আমার কাছে বেশি প্রিয়।'[২৫৪]

অবশেষে জুলায়খার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কারাগারেই ছুঁড়ে ফেলা হলো। অভিযোগ আনা হলো- সে তার মালিকের স্ত্রীর পবিত্রতা নষ্ট করতে চেয়েছে। পুরো শহর জানে ইউসুফ নির্দোষ, আযিযের স্ত্রী জানে, আযিয জানে, সবাই জানে ... তাও কারাগারের অন্ধকূপে ছুঁড়ে ফেলা হলো ইউসুফকে।[২৫৫] ভাইদের চক্রান্তে পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে দাসের জীবনযাপন করা, তারপর বিনা দোষে কারাবরণ।[২৫৬]

***

এবার আমরা একটু বিরতি নেবো। নিজেকে একটু কল্পনা করবো ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর জায়গায়। একজন অভিজাত সুন্দরী নারীর সাথে একই বাড়িতে থাকো তুমি। দীর্ঘদিন ধরে দিনরাত অনবরত তোমাকে প্রলুব্ধ করে সে। একদিন ঘরে ডেকে

---

[২৫৪] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৩

[২৫৫] সূরা ইউসুফ, আয়াত ২৩ থেকে ৩৫ দ্রষ্টব্য।

[২৫৬] তাফসীর ইবনু কাসীর, সূরা ইউসুফ

The Story of Prophet Yusuf and the Wife of al-Aziz, Dr. Mohsen Haredy, aboutislam.net, July 01, 2020- tinyurl.com/5vnjf44d

দরজা বন্ধ করে দেয় সে। তোমার সামনে অভিজাত, অপরূপা এক নারী, আশেপাশে আর কেউ নেই। বন্ধ ঘরে সেই লাস্যময়ী উদ্ভিন্নযৌবনা নারী আহ্বান করছে তার সাথে এক হয়ে যাবার। এমন অবস্থায় তুমি কী করতে? এমন সুযোগ পেলে আমাদের অবস্থা কী হতো?

এমন সুযোগ হাতছাড়া করার কথা আমাদের কলিজার বন্ধুরা জানতে পারলে আমাদের কি মান সম্মান কিছু অবশিষ্ট থাকতো? আমাদের পুরুষত্ব নিয়ে কথা উঠতো না? এমন মজা নেবার সুযোগ কি আসলেই কেউ হাতছাড়া করতো? লাস্যময়ীর সাথে বিছানায় না গেলে কারাগারে যেতে হবে এমন হুমকি পাবার পরেও আমরা কি রাজি না হয়ে থাকতাম? বা এই কারণে কারাগারে গেলে সমাজ আমাদের কি বোকা বলতো না?

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর এই পবিত্রতাবোধের পুরস্কার আল্লাহ ফিরিয়ে দিলেন বহুগুণে।[২৫৭] কয়েক বছর পর দেশের রাজাই সসম্মানে তাঁকে কারাগার থেকে বের করে নিয়ে আসলো। সবাই স্বীকার করে নিলো ইউসুফ আলাইহিস সালাম নির্দোষ ছিলেন। অর্থমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হলো তাঁকে। তাঁর যে ভাইয়েরা তাকে ষড়যন্ত্র করে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল তারা ভুল স্বীকার করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলো। ইউসুফ আলাইহিস সালাম ফিরে পেলেন তাঁর হারানো পরিবার।

***

অনেক আগে ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে কিফ্‌ল নামের এক লোক ছিল।[২৫৮] এলাকায় নতুন কেউ আসলে স্থানীয়রা কিফ্‌লের পরিচয় দিতো এক শব্দে- প্লেবয়! একদিন একজন নারী আসে তার কাছে। কিফ্‌ল এই সেই বলে ষাট দিনারের বিনিময়ে তার সাথে যিনা করার সুযোগ পায়। অগ্রিম টাকাও দিয়ে দেয়। যিনার চূড়ান্ত মুহূর্তে প্রবেশের আগে মহিলাটি হঠাৎ কেঁদে উঠে। প্রচণ্ড অবাক হয়ে যায় কিফ্‌ল। সেই সাথে কৌতূহল।

কী হলো? তোমাকে তো আমি টাকা দিয়েছিই। কোনো জোর জবরদস্তি করে কিছু করছি না। তুমিই তো রাজি হয়েছিলে! এভাবে কাঁদছো কেন? কৌতূহলী কিফ্‌ল প্রশ্ন করে।

না, তা না...আসলে এটা একটা পাপ কাজ। আমি আগে কখনোই করিনি। আজ

---

[২৫৭] অথচ আমাদের সমাজে খুবই জঘন্য একটা কথা প্রচলিত আছে। ইউসুফ (আ) ও প্রেম করেছেন (নাউযুবিল্লাহ), গানও আছে ''প্রেম করেছে ইউসুফ নবী, তার প্রেমে জুলেখা বিবি গো...'- নিঃসন্দেহে এগুলো মিথ্যা।

[২৫৮] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছ থেকে সাতবারের বেশি শুনেছি। তিরমিযী: ২৪৯৬, মুসনাদ আহমাদ: ৪৭৪৭। তবে বর্ণনাটির বিশুদ্ধতা নিয়ে মতবিরোধ আছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইমাম ইবনু কাসীর বলেছেন, 'অতি গারীব (বিরল) একটি হাদিস। এর সনদের ব্যাপারে আপত্তি আছে' (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/২২৬)। আলবানী হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন (যয়ীফাহ: ৪০৮৩)।

নিরুপায় হয়ে এসেছি- কাঁদো কাঁদো গলায় জবাব দেয় মেয়েটি।

জবাব শুনে কী যেন হয়ে গেল কিফ্‌লের। ঐ মেয়ের কাছ থেকে সরে আসলো। কিছুক্ষণ থম মেরে থেকে বললো, 'ঠিক আছে। তুমি চলে যাও। এই দিনারগুলোও নিয়ে যাও। তোমাকে দিয়ে দিলাম।' অবাক মহিলা, দিনার নিয়ে চলে গেল।

কিফ্‌ল আল্লাহর নামে শপথ করলো– আল্লাহর কসম! কিফ্‌ল আর কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা করবে না।

সে রাতেই মারা গেল কিফ্‌ল। সকাল হতেই দেখা গেল তার দরজায় লেখা আছে- *অবশ্যই আল্লাহ কিফ্‌লকে মাফ করে দিয়েছেন।*

***

আচ্ছা, এবার তোমাকে কিছু প্রশ্ন করি।

আল্লাহর নবী মূসা আলাইহিস সালাম পশুকে পানি খেতে নিয়ে আসা তরুণীদের সাথে ফ্লার্ট করেননি। তিনি কি বোকামি করেছেন?

ইউসুফ আলাইহিস সালাম জুলায়খার মতো সুন্দরী অভিজাত নারীর শত প্রলোভন সত্ত্বেও তার সাথে পরকীয়া করেননি, সুবর্ণ সুযোগ পাবার পরও নিজেকে সংযত রেখেছেন। এমনকি জুলায়খার প্রস্তাবে সাড়া দেবার চাইতে কারাগারে যাওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি কি বোকামি করেছেন?

কিফ্‌ল.... তিনিও কি বোকা ছিলেন? না হলে এভাবে সুযোগ পাবার পরেও কিছু না করে ফিরে আসে?

সেক্যুলার রোল মডেল, বুদ্ধিজীবী, সুশীল আর আজকের ইয়ুথ আইকনদের কথা অনুসারে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর একটাই হয় না– 'হ্যাঁ, তারা সবাই বোকা ছিল।' এমন চিন্তা থেকে আমরা মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

এই মানুষগুলোর কাজের প্রশংসা করেছেন আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা। যুগ যুগ ধরে মানুষদের অনুপ্রাণিত করার জন্য, প্রেরণার বাতিঘর হিসেবে এই মানুষগুলোর গল্প তিনি মানুষের মধ্যে সংরক্ষিত রেখেছেন। যারা যিনা-ব্যভিচার থেকে নিজেদের মুক্ত রাখে, তাঁদের আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা অত্যন্ত ভালোবাসেন। তাঁদের দু হাত ভরে দান করেন। আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

> 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুইটি জান্নাত।'[২৫৯]

এই আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন,

---

[২৫৯] সূরা রহমান, ৫৫:৪৬

'এই জান্নাত দুটি সেই ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে যে গুনাহ্ করার সংকল্প করার পর আল্লাহ্র ভয়ে গুনাহ্ হতে বিরত থেকেছে।'[২৬০]

পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে বিচার চলবে হাশরের ময়দানে। সূর্য থাকবে মানুষের একদম কাছে। মাথার আড়াই হাত উপরে। সূর্য আজ আমাদের থেকে কতো কোটি কিলোমিটার দূরে, তারপরও তার তাপে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে যাই। হাশরের সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা চিন্তা করো। সেদিন কী দুরবস্থায় পড়তে হবে মানুষদের! ঘামের সাগরে মানুষ হাবুডুবু খাবে, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাবে, ছায়া মিলবে না। আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না সেইদিন। সেই আরশের ছায়ায় আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা দয়া করে যাদের আশ্রয় দিবেন তাদের মধ্যে এক শ্রেণি হলো সেই যুবকরা যাদের যৌবন কেটেছে আল্লাহর ইবাদাতে, আরেকটি শ্রেণি হলো সেই পুরুষ যে পরমাসুন্দরী অভিজাত মহিলার যিনার আহ্বান ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।'[২৬১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

'যে ব্যক্তি কোনো নারীর সাথে নিষিদ্ধ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে তাকে ছেড়ে দেয় আল্লাহ তাকে মহা ভয়ঙ্কর দিনে নিরাপত্তা দান করবেন, তাঁকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন এবং তাঁকে জান্নাতে দাখিল করবেন।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেছেন,

'হে কুরাইশ বংশের যুবকেরা, তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করো। ব্যভিচার করো না। যে তার প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণ রাখবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত।'[২৬২]

আল্লাহর জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করলে আল্লাহ এর চাইতেও শতগুণ বেশি পুরস্কার দান করেন। আল্লাহর জন্য স্যাক্রিফাইস করো। আখিরাতের সুবিশাল পুরস্কারের পাশাপাশি দেখবে তোমার দুনিয়ার এই জীবনটাতেও নেমে আসবে জান্নাতের প্রশান্তি। এমন এক শান্তির দেখা পাবে, যা ভাষায় বোঝানো অসম্ভব। তোমার জীবনটা সহজ হয়ে যাবে। তুমি বুঝতে পারবে অলক্ষ্যে থেকে কেউ একজন তোমার জীবনপথে বিছানো কাঁটাগুলো তুলে সেখানে লাগিয়ে দিচ্ছে ফুলগাছ।

গার্লফ্রেন্ড নেই, প্রেম করতে পারছো না?

---

[২৬০] তাফসীর তাবারী- উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য। (২৩/৫৬)

[২৬১] বুখারী:৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬, মুসলিম: ১০৩১ (ইফা. ২২৫২)

Those whom Allaah will shade with His shade, Islamqa- tinyurl.com/3kx42xn2

[২৬২] মুসতাদরাক আল-হাকেম: ৮০৬২, শুআবুল ঈমান: ৪৯৮৪। বুসীরী, হাইসামী, আলবানী প্রমুখ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন (মাজমাউয যাওয়াইদ: ৭৩১২, ইতহাফুল খিয়ারাহ: ৩০৬৬, ৪/৬, সহীহাহ: ২৬৯৬)

মন খারাপ করো না, আল্লাহ তোমাকে পবিত্র রাখতে চাচ্ছেন।

ব্রেকআপ হয়েছে?

আল্লাহ তোমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে আসার সুযোগ করে দিচ্ছেন, সসীম এই জগতের একটা মরণ ফাঁদ থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহ তোমাকে অসীম জীবনের জান্নাত দিতে চাচ্ছেন। এমন এক জান্নাত দিতে চাচ্ছেন যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের সমান। এরপরও কি তুমি মন খারাপ করে থাকবে? আল্লাহর কথা তোমার বিশ্বাস হয় না?

> 'সেই মুমিনরাই সফল, যারা তাঁদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে।'[২৬৩]
>
> 'যাকে আগুন হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফলকাম। বস্তুত পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।'[২৬৪]
>
> 'নিশ্চয় আমি তাদের ধৈর্যের কারণে আজ তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম, নিশ্চয় তারাই হলো সফলকাম।'[২৬৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তো তোমাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিয়েছেন। বলেছেন-

> 'যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহবা) এবং দু'পায়ের মধ্যখানের (লজ্জাস্থান) হিফাযতের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জান্নাতের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেব।'[২৬৬]

যেই আল্লাহ মূসাকে দিলেন, ইউসুফকে দিলেন, কিফ্‌লকে দিলেন সেই আল্লাহ পবিত্র থাকার পুরস্কার আমাদের দেবেন না- এমন কী কোথাও লেখা আছে? আল্লাহ তো সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েই রেখেছেন,

> 'যে আল্লাহকে ভয় করে আর ধৈর্য ধরে, আল্লাহ এমন ভালো মানুষদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।'[২৬৭]

এরপরও কেন আমরা সন্দেহ করি? কেন আল্লাহর ওপর ভরসা করতে পারি না? হারাম রিলেশন থেকে দূরে থাকলে আমাদের জীবনের সব রং, সব আনন্দ পল্লী বিদ্যুতের লোডশেডিং এর মতো একযোগে নিভে যাবে- কেন এমন হাস্যকর বিশ্বাস আমরা আঁকড়ে ধরে বসে থাকি?

আল্লাহ কি ওয়াদার খেলাফকারী? আল্লাহ কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন?

---

[২৬৩] সূরা আল-মু'মিনুন, ২৩: ১ ও ৫
[২৬৪] সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৮৫
[২৬৫] সূর আল-মু'মিনুন, ২৩:১১১
[২৬৬] বুখারী, ৬৪৭৪
[২৬৭] সূরা ইউসুফ, ১২:৯০

নিজেদের প্রশ্ন করো। প্রশ্নগুলো এড়ানোর চেষ্টা করো না। ছাড়াছাড়াভাবে তাড়াহুড়ো করে উত্তর দিয়ে মনকে ভুলিয়ে রেখো না। সময় নিয়ে ভাবো। পর্দার লাল নীল জগতের স্বপ্ন বেচার চোরাকারবারি, বিজ্ঞানমনস্ক 'স্যার' আর কিউট কিউট ভাইয়ারা কথার মায়াজাল বিছিয়ে রেখেছে:

সময় তো তোমার এখনই, এ সময় প্রেমহীন কাটালে কলঙ্ক হয়ে যাবে মানবজন্মের নামে। অনেক কিছু হারাচ্ছো তুমি, জীবনের অনেক মজা থেকে বঞ্চিত হচ্ছো, উপভোগ করতে পারছো না, পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে তারুণ্যের সব আবেগ...ব্যর্থতায় নষ্ট কষ্টে অবলীলায় কেন শেষ করছো এই স্বপ্নের জীবন এক অবেলায়?

সেক্যুলার ধর্মের পীরবাবাদের দ্বারা ব্রেইনওয়াশড হয়ে তোমরা হয়তো ভেবেছিলে বিয়োগান্তক কোনো উপন্যাসের নায়কের মতো পা টেনে টেনে হেঁটে বিদায় নেবে এই আলো ঝলমলে পৃথিবী থেকে। তোমাদের জীবনের কোনো লাভ লস নেই। পুরোটাই লস। সব সমর্পিত ব্যর্থতার কাছে, হতাশার কাছে।

তোমরা ভুল ভেবেছিলে। তোমরা ভুল ছিলে।

হয়তো তথাকথিত প্রগতিশীলদের চোখে তুমি বোকা, ধর্মান্ধ মোল্লায় পরিণত হয়েছো। হয়তো ওদের তৈরি সংজ্ঞায় হেরে গেছো তুমি সেই রূপসীর চোখে, ধোঁকা দিয়েছে তোমাকে সেই রাজপুত্র। কিন্তু তারা জানে না, হেরে গিয়েও জিতে গেছো তুমি!

'হেরে গিয়ে'ও জেতা যায়!

চশমা

বিয়ে বহির্ভূত প্রেম ভালোবাসার ভয়ঙ্কর দিক জানার পর আশা করি এখন তোমরা এর থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করবে। প্রত্যাবর্তনের পথে তোমাদের স্বাগতম। এই পথে অনেক ধরনের সংশয়, অনেক ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব তোমাদের মাঝে কাজ করবে। এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব সংশয়গুলো দূর করার পাশাপাশি প্রত্যাবর্তনের পথের প্রতিটি ফাঁদ এবং সেগুলো এড়ানোর উপায় নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। বইয়ের কলেবর ছোট রাখার জন্য খুব বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। সেগুলো আমাদের ওয়েবসাইট এবং পেইজে পাবে। তবে সে আলোচনায় যাবার আগে তোমাদের একটি বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে।

সেক্যুলার বিশ্বব্যবস্থা, মিডিয়া, সুশীল-প্রগতিশীল গোষ্ঠী আর লিবারেল মিশনারীদের মগজধোলাইয়ের শিকার হয়ে তোমরা বিশ্বকে, নিজের জীবনকে যে চশমার মধ্য দিয়ে দেখতে শিখেছো। সেই চশমা খুলে ফেলতে হবে। এর বদলে পরতে হবে ইসলামের চশমা। পৃথিবী এবং জীবনকে দেখতে হবে তাওহীদের চশমা দিয়ে।

দেখো, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদেরকে এই পৃথিবীতে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন আমাদের জন্য কোনটা উপকারী আর কোনটা ক্ষতিকর। তিনি আমাদেরকে সেই বিষয়গুলো করতে আদেশ দিয়েছেন যা আমাদের নিজেদের জন্য, পরিবার সমাজ ও সভ্যতার জন্য উপকারী। তিনি সেই বিষয়গুলোকেই নিষিদ্ধ করেছেন যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর।

নৈতিকতার ভিত্তি হলো আল্লাহ ও ইসলাম। শালীনতা, অশ্লীলতা, ঠিক-বেঠিক, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবাধিকার সবকিছুর একমাত্র নীতি নির্ধারক হলেন আল্লাহ। কোনো মানুষ, কোনো সংঘ, সভ্যতা, ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি নয়।

আল্লাহ বলেছেন,

> 'যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য জীবনব্যবস্থা অনুসন্ধান করবে, তার পক্ষ থেকে তা (অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা) কখনো গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।'[২৬৮]

---

[২৬৮] সূরা আলে-ইমরান, ৩:৮৫

তুমি যখন ইসলামের এই চশমা চোখে দুনিয়াটা দেখা শুরু করবে তখন অনেকগুলো সন্দেহ আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব তোমার মধ্য থেকে চলে যাবে। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে ইসলামের চশমায় দেখার জন্য আমাদের কিছু জিনিস জানা ও মানা জরুরি:

১। যৌনতা কেবল বিয়ের মাঝেই হবে। বিয়ের বাইরে নারী পুরষের যৌন সম্পর্ক জায়েজ নেই।[২৬৯] আল্লাহ বলেছেন,

> 'আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে রাখে সংরক্ষিত, নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ছাড়া, এতে তারা হবে না নিন্দিত। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারাই হবে সীমাঙ্ঘনকারী।'[২৭০]

২। মাহরাম ছাড়া অন্য নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলামে জায়েজ নেই। মাহরাম হলো সেই সমস্ত নারী-পুরুষ যাদের সাথে বিয়ে হারাম। মেয়েদের জন্য মাহরাম হলো– বাবা, দাদা, চাচা, মামা, নিজ ভাই, দুধ ভাই ইত্যাদি। ছেলেদের জন্য মাহরাম হলো মা, খালা, ফুপি, দাদি, নানি, নিজ বোন, দুধ বোন ইত্যাদি। মামাতো, চাচাতো, খালাতো, ফুপাতো ভাইবোন, দেবর-ভাবী, দুলাভাই-শালী একে অপরের মাহরাম না।[২৭১] এদের সাথে শরীয়াহ অনুযায়ী পর্দা করতে হবে, অবাধ মেলামেশা করা যাবে না। শুধু যে নির্জনেই মেলামেশা বন্ধ করতে হবে এমন না। সামাজিক গ্যাদারিং যেমন ধরো অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট এবং বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানেও অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে। শরীয়াহসম্মত কোনো কারণ ছাড়া অনর্থক কথা বলা যাবে না, খোশগল্প করা, চ্যাট করা হাই হ্যালো করা তো বহু দূরের কথা। আলকেমি লেখাতে আমরা দেখেছি নারী পুরুষ কাছাকাছি অবস্থান এবং কথাবার্তা কীভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে।

৩। নারী-পুরুষ উভয়কেই পর্দা করতে হবে। পোশাক পরতে হবে শরীয়াহর নির্দেশনা অনুযায়ী। শুধু শরীর ঢাকা যথেষ্ট না, শরীরের কাঠামো যেন বোঝা না যায়, তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। এই কথা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। আলকেমির লেখাতে আমরা দেখেছি নারীর সৌন্দর্য, শরীরের গঠন ছেলেদের কীভাবে পাগল করে দেয়।

৪। চোখের হিফাযত করতে হবে-. নারী-পুরুষ উভয়কেই। বিশেষ করে পুরুষের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি। নারীর তুলনায় পুরুষেরা সৌন্দর্য আর চেহারা দেখে বেশি প্রভাবিত হয়।

---

[২৬৯] ক্রীতদাসীদের সাথে যৌনতা জায়েজ আছে। তবে সেই ক্রীতদাসী আমাদের সময়কার বাসাবাড়িতে কাজ করে এমন দাসী না। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ো ডা: শামসুল আরেফিন শক্তি রচিত ইসলামে দাস-দাসী ব্যবস্থা বইটি। অবশ্যপাঠ্য একটি বই। প্রেম ভালোবাসা থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে বেশ সাহায্য করতে পারে এই বইটি!

[২৭০] সূর আল-মু'মিনুন, ২৩:৫-৭

[২৭১] সম্পূর্ণ মাহরাম লিস্ট পাবে এখানে- https://www.hadithbd.com/mahram/

৫। সবচেয়ে জরুরি হলো সঠিকভাবে তাওহীদ বোঝা। নিজেদের মুসলিম দাবি করলেও আমরা অনেকেই তাওহীদের অর্থ, এর দাবিগুলো বুঝি না। তাওহীদের একটা অর্থ হলো আল্লাহ আমার মালিক। আমি তাঁর দাস। তিনি আমাকে যা বলবেন সেটাই আমাকে করতে হবে। শুনলাম ও মানলাম, এই হবে মুসলিমের মনোভাব।

তাই যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে কাজটা শরীয়াহতে হালাল না হারাম? এই কাজটা কি আল্লাহ পছন্দ করবেন নাকি অপছন্দ করবেন? তুমি যখন এই বিষয়টা মেনে নেবে তখন ব্রেকআপ করলেও মনে কষ্ট পাবে- এমন সংশয় থাকবে না। 'দ্বীনি' গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড নামের আত্মপ্রতারণার সুযোগ থাকবে না। ব্রেকআপের পর গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডের ক্ষতি করা, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ছবি ভাইরাল করে দেওয়া, মিথ্যা ধর্ষণ বা নারী নির্যাতনের মামলা দেওয়া, আত্মহত্যা করা, মদ-গাঁজা, সিগারেট খেয়ে জীবন নষ্ট করার মতো কাজগুলো করার সুযোগ পাবে না। কারণ এগুলো সবই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা।

প্রেম-ব্রেকআপের পরের এই চরমপন্থী প্রতিক্রিয়াগুলোর মূল কারণ হলো, ক্রমাগত ব্রেইনওয়াশিং-এর ফলে আমরা প্রেমকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও সার্থকতা হিসেবে দেখি। পাশাপাশি আমাদের জীবনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য কী, জীবনের সার্থকতা কোথায়, আমরা জানি না। বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থার বিপরীতে ইসলাম আমাদের শেখায় আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদাত করা। আল্লাহ এ জন্যেই আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

> 'আর আমি সৃষ্টি করেছি জ্বীন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।'[২৭২]

এটা কিন্তু শুধু নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ করা ইত্যাদি আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। বরং মহান আল্লাহর নির্ধারিত শরীয়াহ অনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব পর্যায়ের প্রতিটি বিষয়ে আমল করা, সে অনুসারে চলাও আল্লাহর ইবাদাত। এটাই দুনিয়াতে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে দেখায়, এর মাধ্যমেই সৃষ্টির হক সংরক্ষিত হয়, দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা হয় ভারসাম্য।

কাজেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক, আচার-আচরণ, লেনদেন, সামাজিক কিংবা অন্য ইস্যুতে আল্লাহর কথা অনুযায়ী কাজ করা, তাঁকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কাজ করাও ইবাদাহ। এই জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য প্রেম করা না। বোহেমিয়ানের মতো জীবন কাটিয়ে দেওয়া, ভবঘুরের মতো দুয়ারে দুয়ারে সস্তা সুখের খোঁজ করা, মানুষের কাছে আকর্ষণীয় বা কাঙ্ক্ষিত হওয়া মানুষের জীবনের

---

[২৭২] সূরা আয যারিয়াত, ৫১:৫৬

উদ্দেশ্য না। মানুষ আল্লাহর দাস। আর হিসেবে আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহর গোলামি করা। এতেই আমাদের জীবনের প্রকৃত সফলতা, সুখ ও শান্তি নিহিত।[২৭৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) যেমনটা বলেছেন-

> 'মানুষের অন্তর সৃষ্টিগতভাবেই দুইভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। একটি হলো ইবাদাতের ক্ষেত্রে, যা মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। আর একটি হলো আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর উপর ভরসা করার ব্যাপারে। আল্লাহর ইবাদাত ছাড়া, তাঁকে ভালোবাসা ছাড়া, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া অন্তর কখনোই বিশুদ্ধ হবে না, সফলতা লাভ করবে না। খুশি হবে না, সুখ পাবে না, প্রশান্তি পাবে না। এমনকি যদি সে উপভোগের সব কিছু পেয়েও যায়, তারপরও অন্তর প্রশান্ত হবে না।'[২৭৪]

এ বিষয়গুলোর পাশাপাশি নারী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারেও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে তোমাকে। এতোদিন নারী-পুরুষের সম্পর্ককে তুমি দেখেছো প্রেমের ফিল্টারের ভেতর দিয়ে। আসলে বলা ভালো, এভাবেই তোমাকে শেখানো হয়েছে। কিন্তু নারী-পুরুষের সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো বিয়ে। আর প্রেম আর বিয়ের মধ্যে আছে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, সেটা অন্য কোনো দিনের জন্য তোলা থাক। তবে এখানে আমরা সংক্ষেপে কিছু বিষয় বলি-

ক। প্রেমের মূল বৈশিষ্ট্য হলো আকর্ষণ, নতুনত্ব, যৌনতা। অন্যদিকে যৌনতার পাশাপাশি বিয়ের বৈশিষ্ট্য হলো দায়িত্ব, সম্মান, মায়া, যত্ন, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, স্থায়িত্ব। বিয়েতে মজার সাথে সাথে আপাতভাবে কঠিন কঠিন অনেক বিষয় আছে। অন্যদিকে প্রেমে আপাতদৃষ্টিতে শুধুই মজা। কোনো দায়িত্ব নেই, কোনো টেকসই বন্ধন নেই। নতুন নতুন প্রেম করে নতুন নতুন শরীরে ডুব দেওয়া কিংবা পছন্দের মানুষের সান্নিধ্য উপভোগ করাই এর সহজাত বৈশিষ্ট্য। এখানে কেবল সুখ আর সুখ। কিন্তু সাধারণত যেসব বিষয় শুধুই সুখের প্রতিশ্রুতি দেয় সেগুলো মরীচিকা হয়। প্রেমও মরীচিকা। যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা করে এসেছি। নোঙর ছাড়া নৌকা মুক্ত ভাবে চলতে পারে। কিন্তু দিন শেষে সেই ছুটে চলার পরিণতি কী হয়? সেই নৌকা কি গন্তব্যে পৌঁছায়?

খ। এই পার্থক্যের কারণে বিয়ে এবং প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষের মাইন্ডসেট প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা থাকে। এজন্যই অনেকসময় বলতে দেখা যায়– অমুক প্রেম করার জন্য ভালো, কিন্তু বিয়ের মতো ম্যাটেরিয়াল না। মানুষ যাদের সাথে প্রেম করে তাদের

---

[২৭৩] Al-'Ubudiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah Rahimahullah, sunnahonline.com- tinyurl.com/3s4rerez

[২৭৪] Al-'Ubudiyyah: Being a True Slave of Allah, Ibn Taymiyyah Rahimahullah, sunnahonline.com- tinyurl.com/4msrb8y7

অনেককেই বিয়ের উপযুক্ত মনে করে না। বিয়ে করতে গিয়ে একজন পুরুষ শুধু তার যৌনসঙ্গী খোঁজে না, সে তার সন্তানের মা-কে খোঁজে। নারী শুধু বিছানার সঙ্গী আর টাকার মেশিন খোঁজে না, তার সন্তানদের পিতাকেও খোঁজে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানুষ সুখ দুঃখের ভাগীদারকে খোঁজে, জীবনের অংশীদারকে খোঁজে, দুনিয়া ও আখিরাতের সাথীকে খোঁজে। বিয়ের মাধ্যমে দুটো পরিবারের সম্পর্ক হয়, দুটো বংশগতি এক সূত্রে এসে মেলে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিয়ে সহজাতভাবেই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে স্থিতিশীল করে। উড়নচণ্ডী, বাউন্ডুলে ছেলেটাও বিয়ের পর সিরিয়াস হয়ে যায়। তাকে দায়িত্বশীল হতে হয়। সে নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করে। সন্তানের দায়িত্ব নেয়। পরিবার ও সমাজে অবদান রাখে।

অন্যদিকে প্রেমের উদ্দেশ্য কী? প্রেমের উদ্দেশ্যই হলো ক্ষণিকের সুখ। স্রেফ আনন্দ, আর কিছু না- হয় শরীরের মাধ্যমে নয়তো সান্নিধ্যের মাধ্যমে। প্রেমের সময় মানুষ সেই মানুষটাকেই বেছে নেয় যাকে তার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়। তৎক্ষণাৎ যার কারণে তার মস্তিকে ডোপামিন কিংবা সেক্স হরমোন রিলিয হবে। যৌনতা অথবা বিচ্ছেদ ছাড়া প্রেমের আর কোনো চূড়ান্ত গন্তব্য নেই। প্রেম সবসময়ই একটা সাময়িক অবস্থা। সাময়িক সুখ, সাময়িক সান্নিধ্য, সাময়িক মনোযোগ, সাময়িক আবেগ ও অবস্থান। কাজেই এ সম্পর্ক হয় ক্ষণস্থায়ী। হরমোনের নেশা কেটে গেলেই সম্পর্কও হারিয়ে যায়, অথবা দুর্বল হয়ে পড়ে।

সম্পর্ক হিসেবে বিয়ে আর প্রেম যে একেবারেই আলাদা, অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী, এ বিষয়টা খুব ভালোভাবে বোঝা যায় উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের সময়কার একটি ঘটনা থেকে।

একদিন এক লোক আসলো খলীফাহ উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। বললো,

> ‘ইয়া, আমিরুল মুমীনিন, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই।’
>
> ‘কেন? কেন তুমি তাকে তালাক দিতে চাও?’
>
> ‘কারণ আমি তাকে ভালোবাসি না।’
>
> উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘সব ঘর কবে থেকে কেবল ভালবাসার উপরে গড়ে উঠেছে? সেবা-যত্ন, তদারকি, অভিভাবকত্ব এগুলো কোথায়?’

উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যা বললেন তা হলো- ভালোবাসাই বিয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এমন অনেক পরিবার আছে যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছুর উপর ভিত্তি করে। হতে পারে তারা আগে একে অপরকে ভালবাসতো। কিন্তু মানুষের মন বদলায়। অনেক কিছুই ভুল হতে পারে। কিন্তু তার মানে কি –স্ত্রীকে বা স্বামীকে আর ভালোবাসি না- এই কারণে পরিবার ভেঙে ফেলতে হবে?

আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা এবং দয়া দিয়েছেন। যদি ভালোবাসা শেষ হয়ে যায় তারপরেও সেখানে দয়া থাকে। যত্ন, অভিভাবকত্ব, দায়িত্ব, সমবেদনা আর সহানুভূতি থাকে। একজন স্বামীর উচিত তার স্ত্রীর যত্ন নেওয়া যদিও সে তার স্ত্রীকে এখন আর ভালো না বাসে। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও। একজন মুসলিম আখিরাতকে কেন্দ্র করে বাঁচে। তার কাছে পরিবার হলো এমন এক নিউক্লিয়াস যেখানে সে তার বাচ্চাদের লালনপালন করে।

উমার ইবনু খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে করে না। এরপরও স্ত্রীর সাথে নিজের উপর জোর খাটিয়ে ঘুমাই।'

উমার ইবনু খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কামনা অনুভব করা না সত্ত্বেও নিজের উপর জোর করে কেন স্ত্রীর সাথে ঘুমাতেন?

হয়তো এর মাধ্যমে আল্লাহ এমন একজন বান্দা তৈরি করবেন যে আল্লাহর প্রশংসা করবে। যার মাধ্যমে দ্বীন প্রচার হবে, ইসলামের সুরক্ষার জন্য যে লড়াই করবে, যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করবে।

উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে বললেন, তাঁকে তালাক দিও না।

প্রেমই জীবনের সবকিছু না। প্রেম অনেকটাই মরীচিকার মতো। বিয়ের পর সময়ের স্রোতে বাস্তবতায় ধাক্কা খেয়ে শুরুর সেই অমোঘ আকর্ষণ কমে যায়। এসব নিয়ে অনেক আলোচনা আমরা করে আসলাম। কিন্তু প্রেম ফুরিয়ে যেতেই পারে, প্রেম ফুরালেও দয়া ফুরালে চলবে না, ভালো আচরণ থাকতেই হবে।[২৭৫]

আশা করি, বিয়ে, প্রেম এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলাম তোমার কাছ থেকে কী দাবি করে, তা বুঝতে পেরেছো। আসলে শুধু একটা জিনিস মাথায় রাখলেই সব কিছু অটোম্যাটিক ঠিক হয়ে যাবে। আর তা হলো- সবার আগে আসবেন আল্লাহ। কোনো একটা কাজে যদি দুনিয়ার সব মানুষ অসন্তুষ্ট হয় কিন্তু সেটা আল্লাহর আদেশ হয়, তাহলে দুনিয়ার সব মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেই কাজটি করতে হবে। প্রেম থেকে দূরে সরে আসো, ব্রেকআপের সময়, ব্রেকআপের পর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা– সব ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সবসময় মাথায় রাখবে।

> 'আল্লাহ ও রাসূল অধিক হকদার, সত্যিকারের মুসলমান হলে তারা যেন তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করে।'[২৭৬]

আলোর পথের এই অভিযাত্রায় তোমাকে স্বাগতম!

---

[২৭৫] উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা.) জীবনী, শাইখ আনওয়ার বিন নাসির আল-ইয়ামানী
[২৭৬] সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৬২

বিদায় বলে দাও...

বিদায় বলতে চাইলেই কি বিদায় বলা যায়? ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? কিছু খণ্ড খণ্ড আকাশ, ভোর হয়ে যাওয়া কিছু ভাঙাচোরা রাত, সরোবরের ধারে বসে ভাঙা গলায় শোনানো 'খুব জানতে ইচ্ছে করে' গানটা...কতো খুচরো স্মৃতি তার সাথে! জীবনের 'অ' থেকে 'চন্দ্রবিন্দু' জুড়ে শুধু সেই মানুষটাই। শরীরে বৃষ্টির মতো মোহ, মজ্জায় ও মগজের কোষে অনুক্ষণ অনুরণন। কিন্তু তারপরেও এই মানুষটার নাম একটানে লাল কালি দিয়ে কেটে দিতে হবে। আঁধারের মতো কষ্ট নামবে তোমার হৃদয়ের অলিন্দে। বুকের গহীনে ঝিরি ঝিরি কষ্ট ঝরবে...তবু তোমার বিদায় বলতে হবে।

কেন ব্রেকআপ করবে?

ব্রেকআপ করার আগে তোমাকে অবশ্যই মনের মধ্যে গেঁথে ফেলতে হবে তুমি কেন ব্রেকআপ করবে। চাইলে একটা লিস্ট করতে পারো, আমি এই এই কারণে ব্রেকআপ করবো। ব্রেকআপ করা আমার জন্য অনেক কঠিন। কিন্তু তারপরেও আমি ব্রেকআপ করবো কারণ–

১। ব্রেকআপ করার প্রথম ও প্রধান কারণ হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। বিয়ে বহির্ভূত তথাকথিত এই প্রেম একেবারেই হারাম।[২৭৭] এর কারণে আল্লাহ আমার উপর অসন্তুষ্ট হন। এর কারণে আমার অনেক পাপ হচ্ছে। যিনা-ব্যভিচারের গুনাহ হচ্ছে। নিজেকে এবং আমার তথাকথিত ভালোবাসার মানুষকে আমি জাহান্নামের জ্বালানি বানিয়ে ফেলছি। আমি আল্লাহর জন্য গুনাহ থেকে সরে আসতে চাই। তাই আমি ব্রেকআপ করছি।

২। আল্লাহর ভয়ে পাপ থেকে দূরে সরে আসার কারণে আল্লাহ আমাকে পুরস্কার দেবেন। দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। তাঁর নির্দেশ মেনে চললে জান্নাতে স্থান করে

---

[২৭৭] The Difference Between a Haram Relationship and Love, IslamQA- tinyurl.com/4k3xjdxj
যে প্রেমের শেষ পরিণতি হচ্ছে বিয়ে; সেটা কি হারাম? tinyurl.com/2vzyt46w
Love and Correspondence Before Marriage, IslamQA- tinyurl.com/5c753cc6

দেবেন। আমার হৃদয়কে প্রশান্ত করবেন। চোখ শীতল হয়ে যায় এমন একজন ভালোবাসার মানুষ দেবেন দুনিয়ার এই জীবনটাতেও।

৩। প্রেমের কারণে আমি পরিপূর্ণভাবে ইসলাম পালন করতে পারছি না। ইবাদাত করতে পারছি না। অবাধ্যতা আর গুনাহর কারণে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছি মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে। ঈমান ও ইবাদতের স্বাদ, মিষ্টতা অনুভব করতে পারছি না।

৪। প্রেম করে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই সুখী হওয়া যায় না। মিডিয়া, সুশীল প্রগতিশীলরা যতো যাই বলুক না কেন এ পথে ম্যাক্সিমাম মানুষ সুখ পায় না। কোনো না কোনো কারণে পস্তাতে হয়ই। এ পথ মরীচিকার। এপথে কষ্ট, টুকরো টুকরো মৃত্যু, অসীম দুর্নিবার বেদনা। এ পথ জাহান্নামের।

কিছু পিছুটান[২৭৮]...

১। *সাময়িক সময়ের জন্য ব্রেকআপ করি, পরে সে দ্বীনে ফিরলে/প্রতিষ্ঠিত হলে একসময় বিয়ে করবো...*

এমন চিন্তা করা যাবে না। সাময়িক ব্রেকআপ থেকে বিয়ে, মাঝখানের এ সময়টাতে পা হড়কানোর ভালো সুযোগ থেকে যায়। তোমার কথা বলতে ইচ্ছা করবে, চ্যাট করতে ইচ্ছা করবে, একটু দেখতে ইচ্ছা করবে, মাঝে মাঝে ঘুরতে যেতে ইচ্ছা করবে। 'আমরা তো বিয়ে করবোই', এই চিন্তা থেকে দুর্বল মুহূর্তে শয়তানের লাড়াচাড়া খেয়ে বিছানায় চলে যেতে ইচ্ছা করবে।

হয়তো তুমি প্রেম করা হারাম বুঝতে পেরেছো, কিন্তু তোমার প্রেমিক-প্রেমিকা ভুল বুঝতে পেরেছে কি না, সে আসলেই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়েছে কি না, তা নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় তোমার হাতে নেই। আবেগ থেকে, তোমাকে হারানোর ভয়ে সে আন্তরিকভাবে তাওবাহ না করেই হয়তো বলবে, হ্যাঁ আমি তাওবাহ করেছি। গুনাহ ছেড়ে আল্লাহর দিকে ফেরা, বান্দা এবং রবের মধ্যেকার একটা বিষয়। এই উপলব্ধি মানুষের অন্তর থেকে আসতে হয়। আরেকজনের জন্য গুনাহ ছাড়া যায় না। গুনাহ ছাড়তে হলে, সত্যিকার অর্থে অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে বদলাতে চাইলে, তা কেবল আল্লাহর জন্যই হতে হবে।

তাছাড়া আরো কিছু প্রশ্ন থেকে যায়- বাসায় বললেই তোমার সাথে বিয়ে দিতে রাজি হবে কি না? প্রতিষ্ঠিত হবার সংজ্ঞা কী? প্রতিষ্ঠিত হবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হবে কি না? মেয়ে ছেলের জন্য অপেক্ষা করলো, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছেলে যদি

---

[২৭৮] বইয়ের কলেবর ছোট রাখার জন্য আমরা এখানে কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হলাম। এই পিছুটানগুলো ছাড়াও আরো অনেক পিছুটানের বিস্তারিত আলোচনা পাবে এই লিংকে- Lost Modesty ফেইসবুক পোস্ট, সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২২- tinyurl.com/dsm82r8a অবশ্যই অবশ্যই পড়ে নাও।

বেটার অপমান খোঁজা শুরু করে?

এরকম অনেক বিষয় আছে। সব দিক বিবেচনা করে আমাদের (লস্টমডেস্টি টিমের) মনে হয়েছে এমন ঝুঁকিপূর্ণ পথে না চলে বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় একেবারে ব্রেকআপ করে ফেলা আবশ্যক।

২। ওর কাছে তোমার কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি-ভিডিও আছে। ব্রেকআপ করলে সেটা সে নেটে ছড়িয়ে দেবে-

বিষয়টা লজ্জার এবং ভয়ের। তবে ভয় আর লজ্জার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। যিনা করা এবং ছবি-ভিডিও শেয়ার করা ছিল তোমার প্রথম ভুল। এখন ভিডিও ভাইরাল হবার ভয়ে ব্রেকআপ না করা হবে দ্বিতীয় ভুল। প্রথমত, সে তোমাকে ভালোবাসলে কখনোই তোমাকে দিয়ে এমন ছবি বা ভিডিও করাতো না। দ্বিতীয়ত, সেগুলো তার কাছে রাখতো না, ব্ল্যাকমেইল করার তো প্রশ্নই উঠে না। আর ভাইরাল করার হুমকির কারণে তুমি যদি তার সাথে প্রেম চালিয়ে যাও, তাহলে সে এই ছবি-ভিডিওর মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইল করে তোমাকে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের যিনা করিয়ে নিবে (এরই মধ্যে যদি না করে থাকে)। তারপর সেটাও ভিডিও করে রেখে সেই ভিডিও দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করিয়ে তোমাকে ভোগ করতেই থাকবে। তুমি একটু বেঁকে বসলেই বা তোমাকে ভোগ করতে করতে একঘেয়েমি চলে আসলে ছবি-ভিডিও অনলাইনে ছেড়ে দেবে।[২৭৯] ব্ল্যাকমেইল করে তোমার কাছ থেকে টাকা আদায় করবে।[২৮০]

যা ভুল করার এর মধ্যেই করে ফেলেছো। আর ভুল করতে যেও না। ওর সাথে ব্রেকআপ করে এখনই বাস্তবতার মুখোমুখি হও। আল্লাহর কাছে দু'আ করো এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য। অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়া এবং মারধর খাবার সম্ভাবনা থাকলেও অবশ্যই অবশ্যই অভিভাবকদের জানাও। স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করার চেষ্টা করো। অবস্থা বেগতিক দেখলে আইনজীবির সঙ্গে কথা বলে প্রচলিত

---

[২৭৯] কু-প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় প্রেমিকার আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে দিলো প্রেমিক, আরটিভি, জুলাই ২৬, ২০২২- tinyurl.com/5yerrzc2

নগ্ন ছবি পোস্ট করার ভয় দেখিয়ে ফেসবুক বান্ধবীকে ধর্ষণ, ঢাকাটাইমস, ডিসেম্বর ০৫ , ২০১৮-tinyurl.com/mraj7vem

অনলাইনে প্রেম, বিয়ের আশ্বাসে নগ্ন ভিডিও ধারণ: অবশেষে ব্ল্যাকমেইল, voiceofasiabd.net, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২১- tinyurl.com/3d3f6us5

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল, স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা, ডিবিসি নিউজ, ফেব্রুয়ারি ২১,২০২১ tinyurl.com/dfy2t9wp

[২৮০] অশ্লীল ছবি ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল, স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা, মানবকণ্ঠ, জুলাই ০৫, ২০২১- tinyurl.com/bdfr4kcs

অনলাইনে প্রেম করে আপত্তিকর ভিডিও সংগ্রহঃ ফাঁদে ফেলে টাকা আদায়, crimediarybd.com, অক্টোবর ২২,২০২০- tinyurl.com/dkx8afcp

আইনের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে।

৩। *ব্রেকআপ করলে ও অনেক কষ্ট পাবে, ওর মন ভেঙে যাবে, আমার এতে পাপ হবে, মন ভাঙা আর মসজিদ ভাঙা এক...*

বিয়ে বহির্ভূত প্রেমের মাধ্যমে তুমি প্রতিনিয়ত আল্লাহর আইন অমান্য করে যাচ্ছো। এখন তুমি এই পাপ থেকে বাঁচতে চাচ্ছো আর আল্লাহ তোমাকে এ কারণেই শাস্তি দেবেন? পাকড়াও করবেন? অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসার কারণে আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন? আর অবাধ্যতা করলে পুরস্কার পাবে? এমন কথা কোনো লজিকের মধ্যে পড়ে?

মন ভাঙা আর মসজিদ ভাঙা সমান কথা- এটা কোনো হাদীস নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনোই এমন কথা বলেননি। এগুলো আমাদের সমাজের প্রচলিত কিছু ফালতু কথা ছাড়া আর কিছুই না।

৪। *যে মানুষটা আমাকে এতোটা ভালোবাসে, আমিই তার জীবন মরণ সবকিছু তাকে এভাবে ছ্যাঁকা দেওয়াটা কি বিবেকবান কোনো মানুষের কাজ? তার জীবনটা কি আমি নষ্ট করে দিচ্ছি না?*

ভুলেও এই চিন্তা করবে না। ওর সাথে প্রেম করে পাপ করা, যিনা-ব্যাভিচার করে ওকে এবং নিজেকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ঠেলে দেওয়া কি প্রকৃত মানবতা? না কি সাময়িক কিছু কষ্ট দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো প্রকৃত মানবিকতা? সম্পর্ক টিকিয়ে রাখলে ওর ভালো হবে- এটা তোমার নিছক ধারণা। বাস্তবতা তো ভিন্ন। অধিকাংশ প্রেমের ক্ষেত্রেই কি ছ্যাড়াব্যাড়া লাগে তা তো আমরা দেখলাম। তুমি যদি সত্যিকার অর্থেই তার ভালো চাও, কল্যাণ চাও তাহলে তোমার ও তার দুনিয়া এবং আখিরাতের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থেই কিছুটা কঠোর হও।

সে অভিশাপ দিচ্ছে, দিতে দাও, ভয় পেও না। এই অভিশাপে কিছুই হবে না। সে কান্নাকাটি করছে, খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে রেখেছে, অগোছালো জীবনযাপন করছে- করতে দাও। প্রথম প্রথম কষ্ট হবে। কিছুদিন যাবার পর মোহান্ধ মন মুক্তি পাবে। সময়ের সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যায়।

৫। *আমি তার সাথে যিনা করে ফেলেছি, তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এমন অবস্থায় ব্রেকআপ করলে তা তার সাথে ভয়ঙ্কর প্রতারণা হবে না? তাছাড়া, তাকে বিয়ে করলে তো আমার যিনার গুনাহ মাফ পেয়ে যেতো...*

বাংলাদেশে সাধারণত এমন একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে - যার সাথে যিনা করা হয়েছে তার সাথে বিয়ে দিলেই আল্লাহ যিনার গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু শরীয়াহর বাস্তবতা এটা নয়। অবিবাহিত কেউ যিনা করলে, তার জন্য শরীয়াহর নির্ধারিত শাস্তি হলো ১০০ বার বেত্রাঘাত ও ১ বছরের জন্য নির্বাসন। বিবাহিত কেউ যিনা করলে

তার শাস্তি হল রজম– পাথর ছুড়ে হত্যা করা। যার সাথে যিনা করেছে তাকে বিয়ে করা না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

'যিনা করার সময় মানুষ ঈমান হারিয়ে ফেলে। সে সময় তার মাথার উপর ঈমান ঝুলতে থাকে। যিনার শেষে আবার ফেরত আসে।'[২৮১]

এজন্য যিনার গুনাহ্ মাফ করার জন্য আন্তরিকভাবে তাওবাহ্ করতেই হবে। তাওবাহ্ করার শর্ত ৩টি –

ক) সেই গুনাহ্ এবং গুনাহের উপকরণগুলো ছেড়ে দেওয়া,

খ) আন্তরিকভাবে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা, মাফ চাওয়া এবং

গ) ভবিষ্যতে এমন গুনাহ্ আর কখনোই করবো না- কঠোরভাবে এই সংকল্প করা।

এই তিনটি শর্ত পূর্ণ করতে পারলে তোমার তাওবাহ কবুল হবে। না হলে হবে না। তাওবাহ যেন কবুল হয় সে জন্য বেশি বেশি গোপনে দান ও ইবাদাত করা উচিত। এগুলো আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ মিটিয়ে দেয়। আন্তরিকভাবে তাওবাহ্ করলে আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।[২৮২] যার সাথে যিনা করেছো, গুনাহ্ মাফের জন্য তাকে তুমি বিয়ে করতে বাধ্য–এটা ভুল ধারণা।

এখন এসো প্রতারণার ব্যাপারটা দেখা যাক। যিনার গুনাহ্ অতি জঘন্য হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা যিনাকারী নারী-পুরুষের সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

'ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে।'[২৮৩]

শাইখ সাদী (রহ.) তার তাফসীরে এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন,

'যিনা অত্যন্ত ঘৃণ্য প্রকৃতির কাজ। মানুষের সম্মানকে যিনা এমনভাবে কলঙ্কিত করে, যা অন্য কোনো গুনাহ করে না। আয়াতে এই দিকটির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের বলছেন, ব্যভিচারী পুরুষকে শুধু ঐ নারীই স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে পারে, যে নিজে ব্যভিচারিণী অথবা যে মুশরিক...একইভাবে, একজন ব্যভিচারী নারীকে মুশরিক অথবা ব্যভিচারী পুরুষ ছাড়া আর কেউ বিয়ে করতে পারে না।

[২৮১] আবু দাউদ: ৪৬৯০। ইবনু হাজার হাদিসটিকে সহীহ সনদে বর্ণিত বলেছেন। (ফাতহুল বারী ১২/৬১ হা: ৬৭৭২ এর ব্যাখ্যায়।)
[২৮২] সূরা আল-ফুরকান, ২৫: ৭০
[২৮৩] সূরা আন-নূর, ২৪:৩

'...*আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে'*—অর্থাৎ, যিনাকারীকে বিয়ে করা আল্লাহ মুমিনদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহর এ বিধানের কথা জানা সত্ত্বেও, বারবার যিনা করে এবং যিনা থেকে তাওবাহ্ করেনি, এমন কোনো নারী বা পুরুষকে যে জেনেশুনে বিয়ে করতে চায়—

হয় সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যে বিধানসমূহ দিয়েছেন তা মানে না, যার অর্থ সে মুশরিক,

অথবা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যে বিধানসমূহ দিয়েছেন তা সে মানে; তবুও জেনেশুনে একজন যিনাকারীকে সে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। এমন ক্ষেত্রে এই বিয়ে যিনা, এবং যে বিয়ে করেছে সে যিনাকারী ও ফাসিক বলে গণ্য হবে। সে যদি সত্যিকারভাবে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতো, তাহলে এই কাজ করতো না। এ থেকে বোঝা যায়, তাওবাহ্ করেনি এমন যিনাকারীকে (নারী বা পুরুষ) বিয়ে করা হারাম।'[২৮৪]

এটা ব্যভিচারী পুরুষের ব্যাপারে যেমন খাটে, ব্যভিচারিণী নারীর ব্যাপারেও খাটে। তাই নিজে তাওবাহ্ করার সাথে সাথে, অপরজনও যদি তাওবাহ্ না করে, তবে বিয়ে বৈধ হবে না। তুমি আন্তরিকভাবে তাওবাহ্ করেছো, কিন্তু সে করেনি এমন অবস্থায় তুমি তাকে বিয়ে না করলে প্রতারণা হবে না। তবে সেও যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে তাওবাহ্ করে তাহলে চাইলে বিয়ে হতে পারে।

৬। *সে যদি বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণের মামলা দেয়?*

মামলা খাবার ভয়ের চাইতে তুমি আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছো, সাথে যিনা করেছো এবং এখন আবার রিলেশন চালিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছো–এই ব্যাপারটা নিয়ে তোমার বেশি দুশ্চিন্তা করা উচিত। তুমি মামলা খাবার ভয়ে তার সাথে প্রেম চালিয়ে গেলে এবং তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হলে, সেই বিয়ে তোমার জন্য জাহান্নাম হিসেবে হাজির হবে এটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। সুন্দর দাম্পত্য জীবন চালিয়ে নেবার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা শ্রদ্ধা, সম্মানের সম্পর্ক থাকা জরুরি। কিন্তু এক্ষেত্রে তো তা থাকছে না। কাজেই সারাজীবনের জন্য না পস্তিয়ে এখন পরিস্থিতির মুখোমুখি হও। আইনগত দিক দিয়ে 'বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ' মামলা তেমন একটা জোরদার মামলা না।[২৮৫] সবাই জানে আসলে কী হয়েছে। কাজেই মামলা করার ভয় দেখালেই হাটু কাঁপা-কাঁপি শুরু হবার দরকার নেই। আল্লাহর কাছে ক্রমাগত দু'আ করতে থাকো। তুমি একটা পাপের জীবন থেকে ফিরে আসতে চাচ্ছো। তোমার নিয়্যত যদি সঠিক থাকে, তাহলে আল্লাহ তোমার ফিরে আসার পথ সহজ করে দেবেন। ইনশাআল্লাহ।

---

[২৮৪] তাফসীরে সা'দী, সূরা আন-নূর, আয়াত ৩

[২৮৫] বিয়ের প্রলোভনে 'ধর্ষণের' অভিযোগ :আইনি ভিত্তি কতটুকু? যায়যায়দিন, ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২২- tinyurl.com/2pjvnvmz

৭। *ব্রেকআপের কথা বলাতে সে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছে। তার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী- এই অপরাধবোধ আমাকে আজীবন তাড়া করে বেড়াবে। তাছাড়া আত্মহত্যার প্ররোচনাকারী হিসেবে মামলা করলেও আমি তো পুলিশি ঝামেলায় ফেঁসে যাব। এখন কী করবো?*

এটাও বেশ কমন একটা সমস্যা। তুমি আমার সাথে রুম ডেইট করতে না গেলে আমি হাত কেটে ফেলবো। ছবি না দিলে ঘুমের ট্যাবলেট খাবো, ছাদ থেকে লাফ দেবো - এমন হুমকিও অহরহ শোনা যায়।

এগুলো হলো তোমার পার্টনারের নিপীড়ক (abusive) মানসিকতার প্রমাণ। খালি চোখে দেখলে মনে হবে, তোমার ভালোবাসার জন্য সে এমন করছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো তার নিজের কামনাবাসনা পূরণ হচ্ছে না, তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না, কথা বলতে পারছে না- এ জন্যেই সে এমন ধংসাত্মক কাজ করতে চাচ্ছে। তার কাছে তোমার প্রতি তাঁর ভালোবাসাটা গুরুত্বপূর্ণ না। সে যদি আসলেই তোমাকে ভালোবাসতো তাহলে তোমাকে এভাবে মানসিক কষ্টের মধ্যে ফেলতো না। ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করতো না।

এই আত্মহত্যার হুমকি বা বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাজগুলোকে তার সাথে ব্রেকআপ করে ফেলার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। হুমকিগুলোর কারণে তুমি যদি সম্পর্ক চালিয়ে যাও, তাহলে সে শতভাগ নিশ্চিত হয়ে যাবে তুমি তার দাসে পরিণত হয়েছো। বাকী জীবনটা তার দাস হয়ে চরম মানসিক নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার হয়ে কাটাতে হবে তোমার। যারা এভাবে হুমকি দেয় তারা সাধারণত আত্মহত্যা করে না। এসব হুমকি ধামকি পাত্তা দিও না। ব্রেকআপ করে ফেলো। সে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিলেও, পাগলামি করলেও, তার বাবা-মা শত রিকোয়েস্ট করলেও তুমি তার সাথে কোনো যোগাযোগ করবে না। তাহলে আর এই ফাঁদ থেকে বের হতে পারবে না। আর টানা কিছুদিন যোগাযোগ বন্ধ থাকলে ওর শোকের মাত্রা ধীরে ধীরে কমে যাবে। তোমাকে ভুলে যাওয়া সহজ হবে। যদি তার উপকার করতে চাও তাহলে তার পরিবারকে একজন মনোবিদ খুঁজে দাও।[২৮৬] মনোবিদের কাছে কয়েকটা সেশন কাটালে সে ঠিক হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।

তবে অনেকে আসলেই আত্মহত্যা করতে চায়। তোমার প্রেমিক বা প্রেমিকা এমন হলে সেক্ষেত্রেও ব্রেকআপ ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না। বরং এমন হলে আরো গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ব্রেকআপ করতে হবে। কারণ-

ক) তার জন্য দরকার একজন মনোবিদের। তুমি তাকে সাহায্য করতে পারবে না। সে মানসিকভাবে অসুস্থ। আত্মহত্যা থেকে বাঁচানোর জন্য তুমি তার সাথে সম্পর্ক চালিয়ে

---

[২৮৬] তোমাকে যে খুঁজে দিতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

গেলেও সে মানসিকভাবে সুস্থ হবে না। বরং এই আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে তোমাকে সারাজীবন নির্যাতন নিপীড়ন করে যাবে।

খ) জীবনে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা আসেই । দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, ব্যর্থতা গিলে ফেলতে চায় অজগর সাপের মতো। এটাই জীবন। মৃত্যুর মিছিলে যোগ দিতে চাওয়া তার এই ভীরু দুর্বল কাপুরুষ মন জীবনের এই অন্ধকার দিনগুলোতে লড়াই করে টিকে থাকতে পারবে না। সে মাথা নিচু করে পরাজয় বরণ করে বারবার পালাতে চাইবে জীবন থেকে। তুমি কেন এমন একজন মানুষকে জীবন সঙ্গী বা সঙ্গীনী হিসেবে নেবে? সে তখন আত্মহত্যা করলে বা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে তোমার বাচ্চাকাচ্চার, তোমার সংসারের কী হবে? তোমার নিজের কী হবে? ভেবেছো এসব?

আত্মহত্যা করা কবীরা গুনাহ। যে আল্লাহর নিষেধ লঙ্ঘন করে আত্মহত্যা করে, যে তার নিজের বাবা-মা'র কথা না ভেবে তাদের ভালোবাসাকে পায়ে দলে আত্মহত্যা করে, এমন মানুষের জন্য কেন তুমি নিজের জীবনকে নষ্ট করবে? কেন তোমার জীবন নিয়ে জুয়া খেলবে? কেন বাবা-মা, ভাইবোনকে কষ্ট দেবে? তুমি তো তাকে সুস্থ করেও তুলতে পারবে না। ভালোবাসা দিয়ে আমি তাকে ঠিক করে ফেলবো–এমন মিথ্যা বিশ্বাস কেবল সমস্যাকে আড়াল করে রাখবে।

প্রয়োজনে তার বাবা-মাকে বিষয়টি জানিয়ে কাউন্সেলিং করার জন্য বলো। ঝগড়া করো না। কটু কথা বলো না, রাগারাগি করো না- তুই মর, আত্মহত্যা কর, যা খুশি তাই করো, জাহান্নামে যা, সুইসাইড করার সাহস থাকলে, করেই ফেলতি; এভাবে ন্যাকা কান্না কাঁদতি না- এ ধরনের কোনো কথা বলো না। মেসেজ দিও না। বিবেকের দিক থেকে এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের দিক থেকে তুমি তাহলে সেইফ সাইডে থাকবে।[২৮৭]

---

[২৮৭] সমাজের মুরুব্বী স্থানীয় কাউকে বিষয়গুলো জানিয়ে রাখা যেতে পারে। সেই সাথে বাড়তি সতর্কতা হিসেবে অভিভাবক শ্রেণীর কাউকে সঙ্গে নিয়ে থানাতে জিডি করে রাখতে পারো। দণ্ডবিধি ১৮৬০–এর ৩০৬ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, তাহলে যে ব্যক্তি আত্মহত্যায় সাহায্য করবে এবং প্ররোচনা দান করবে, সে ব্যক্তিকে ১০ বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং তাকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে। তা ছাড়া সাক্ষ্য আইন ১৮৭২–এর ৩২ ধারায় বলা আছে, আত্মহত্যাকারীর মৃত্যুর আগে রেখে যাওয়া সুইসাইড নোট প্ররোচনা দানকারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হবে। তবে শুধু একটি সুইসাইড নোটের ভিত্তিতে কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না। সুইসাইড নোটের সমর্থনে আরও সাক্ষ্য–প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। এখন তুমি যদি ফোনে, মেসেজে বা অন্যকোনোভাবে তাকে আত্মহত্যার প্ররোচরনামূলক কোনো কথা না বলো তাহলে সুইসাইড নোটে সে যদি তোমার নাম লিখেও রাখে তাহলেও তোমার কিছুই হবে না ইন শা আল্লাহ্। কারণ তুমি তাকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচনা দাওনি। আর তুমি আগেই যেহেতু তার বাবা মাকে বিষয়টি জানিয়েছ (প্রমাণস্বরূপ মেসেজের স্ক্রিনশট, কলরেকর্ড রেখেছো), প্রয়োজনে জিডি করে রেখেছ, বা সমাজের মুরুব্বী স্থানীয় কাউকে জানিয়ে রেখেছো কাজেই তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার কিছুই হবে না ইন শা আল্লাহ।

আত্মহত্যা করে ফেললেও তোমার নিজের অপরাধবোধে ভোগার কোনো কারণ নেই। তার মৃত্যুর জন্য কোনোভাবেই তুমি দায়ী নও। তার কাজের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে তার নিজের। তুমি তাকে আত্মহত্যা করতে বলোনি। তার বাবা-মা বা সমাজ যদি তোমাকে দোষারোপ করে তাহলে তা হবে পুরোপুরি অন্যায় ও সুস্পষ্ট যুলুম। বরং চাইলে তাদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তোলা যায় কিছুটা হলেও—কেন তারা তাদের সন্তানের মানসিক অবস্থার ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখেনি? আল্লাহ তোমাকে এজন্য পাকড়াও করবেন না।[২৮৮]

> 'প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী থাকবে। কেউ অন্যের (পাপের) বোঝা বহন করবে না।'[২৮৯]

৮। *আমরা পবিত্র প্রেম করি। আমরা হাতও ধরি না, এক রিকশায় পাশাপাশি বসলেও দূরত্ব বজায় রাখি, চোখে চোখ রাখলেও চোখ মারি না। তাছাড়া আমরা একে অপরকে দ্বীন পালনে উদ্বুদ্ধ করি। ফজরের নামাযে ডেকে দেই। আর আমরা বিয়ের নিয়্যাতে প্রেম করছি। একে অপরকে জানছি, চিনছি, বুঝছি। আমাদের ব্রেকআপ করার কী দরকার?*

আলকেমি এবং **চশমা** লেখা দুটো আবার পড়ে এসো। এবার নিজেকে প্রশ্ন করো তুমি যে অজুহাতগুলো দিচ্ছো—এগুলো আল্লাহর সামনে হাশরের ময়দানে দিতে পারবে কি না। নিজেকে প্রশ্ন করো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমনটা করতে বলেছেন কি না? সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈগণ এমন করে বিয়ের উদ্দেশ্যে, দ্বীন শেখার নামে প্রেম করেছেন কি না? নিজেকে প্রশ্ন করো, ওকে নিয়ে তোমার মনে কখনো খারাপ চিন্তা এসেছে কি না? আমাদের উত্তর দেওয়া লাগবে নিজেকে উত্তর দাও।

হালাল মদ, হালাল পতিতালয় বলে যেমন কিছু নেই, তেমনি পবিত্র প্রেম বলে কিছু নেই। এভাবে 'পবিত্র প্রেম' করতে গিয়ে অহরহ যিনা হয়ে যায়। কমসেকম পর্ন মাস্টারবেশনে আসক্ত হয়ে যায়। এর প্রমাণ ভুরিভুরি, অতীতে ও বর্তমানে।

৯। *এই নষ্ট হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে ভালো মেয়ে কি পাবো? প্রেম না করলে ফ্রেশ মেয়ে পাওয়া যা না... এরেঞ্জড ম্যারেজ করা মানে সেকেন্ডহ্যান্ড, অন্যের ইউজড জিনিস বিয়ে করা, প্রেম না করলে দ্রুত বিয়ে করতে পারবো না...*

না, এ ধরনের চিন্তাভাবনা ভুলেও করবে না। আল্লাহর অবাধ্য হবার জন্য অজুহাত তৈরি করবে না। বিয়ে করার জন্য আল্লাহ প্রেম করার শর্ত দেননি। দ্রুত বিয়ে করার জন্য সাহাবীরা প্রেম করতেন না, বরং আর্থিক, মানসিক, শারীরিক যোগ্যতা অর্জন

---

[২৮৮] How to end a Haram relationship? assimalhakeem.net, Aug 17, 2021 - tinyurl.com/4ba6ttn3

[২৮৯] সূরা আল আন'আম, ৬:১৬৪

করতেন। তুমি এসব অর্জনের চেষ্টা না করে কেন প্রেম করছো? সকালে ঘরে খাবার নেই, দুপুরে খাবার পাওয়া যাবে—এই জন্য কি তুমি পাশের বাসায় গিয়ে শূকরের মাংস খাবে?

যারা ভালো মেয়ে, তারা তোমার আমার সাথে এসে ইনবক্সে গুতাগুতি করবে না, ঢলাঢলি করবে না। জাস্ট ফ্রেন্ড, বেস্ট ফ্রেন্ড কালচার, রিকশায় ঘোরাঘুরি করা, প্রেম করা, ভালোবাসার প্রমাণ দেখানোর জন্য ভিডিও কলে কাপড় খোলা বা লিটনের ফ্ল্যাটে যাওয়া তো বহু দূরের কথা। এই এক শ্রেণীর মেয়েদের দেখেই পৃথিবীর তাবৎ মেয়ে সম্পর্কে এমন বাজে ধারণা করে ফেললাম আমরা?

> 'যে আল্লাহকে ভয় করে আর ধৈর্য ধরে, আল্লাহ এমন ভালো মানুষদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।'[২৯০]

ভাই দেখ, অনেক ভালো মেয়ে আছে। তুমি যেমন এই ঘোর কলুষতার বর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে রাখার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধ করে যাচ্ছো, বিশ্বাস করো তেমনি এই একই আকাশের নিচে, একই পৃথিবীর বুকে অসংখ্য বোনেরাও দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে যাচ্ছে, অপেক্ষা করে আছে কবে পবিত্রতার ঘোড়ায় চড়ে আসবে তার রাজপুত্র। কবে এই দমবন্ধ হয়ে আসা পৃথিবীতে তারা দুজনে মিলে দু'রুমের ভাড়া বাসায় একটুকরো জান্নাত রচনা করবে। এসবের কতোটুকুই বা তুমি জেনেছো? ভেবেছো?

চতুর্দিকে ভালোবাসার আকাল দেখে তুমি হতাশ হবে না। যদি তুমি পবিত্র থাকো, যদি তোমার ভালোবাসা, জীবনসঙ্গিনীর জন্য অপেক্ষা মৌলিক হয় তাহলে আল্লাহ তোমাকে নিশ্চিত ভালো একজন মেয়ের সাথে জুড়ি বেঁধে দিবেন। জীবনের ভালোবাসা হয়তো কোনো এক ভোরে চুপ করে কড়া নাড়বে তোমার দরজায়।

ব্রেকআপ করার ক্ষেত্রে তোমার প্রথম কাজ হলো তাওবাহ্ করা। কেন ব্রেকআপ করছো, কার জন্য, কিসের জন্য করছো–খুব স্পষ্টভাবে এটা মাথায় থাকতে হবে। কোনো অস্পষ্টতা, মনকে বুঝ দেওয়া ভাসাভাসা ধারণা থাকলে চলবে না। সূর্য পূর্ব দিকে উঠে, এটা যেমন সত্য, তোমার ব্রেকআপ করার মূল লক্ষ্য হলো–আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, এই বাক্যটাও তেমন সত্য হতে হবে। যেমনটা আমরা একটু আগেই আলোচনা করলাম।

খুব ভালো হয়, তাওবাহ্ করার নিয়তে রাতের শেষ ভাগে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে।[২৯১] শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত গুনাহ হয়েছে সবকিছুর জন্য ক্ষমা চাও। আর কক্ষনো না করার নিয়তে ক্ষমা চাও। আর তুমি নিশ্চয়ই জানো যার তাওবাহ্ কবুল হয়, আল্লাহ্ তার সব গুনাহ্ মুছে দেন। শুধু তাই না, ওই গুনাহগুলোর বদলে সমপরিমাণ ভালো কাজ আমলনামায় লিখে দেন আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা।

এরপর একটা মেসেজ লিখতে হবে। এটাই হবে তোমার প্রেমিক/প্রেমিকাকে পাঠানো শেষ মেসেজ। মেসেজের ভাষা অনেকটা এমন হতে পারে...

.. আমরা যা করছি তা হারাম। আমি আল্লাহকে ভয় করে তাঁর অবাধ্যতা থেকে সরে যাচ্ছি, তাওবাহ্ করে রিলেশন শেষ করে দিচ্ছি। আমার সাথে আর কখনোই যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে না। তোমার জন্যে এটা কষ্টের হতে পারে। আমার জন্যেও কাজটা কষ্টকর। তবে জাহান্নামের আগুনে পোড়ার কষ্টের তুলনায় এই কষ্ট কিছুই না। আমি জাহান্নামের আগুনে পুড়তে চাই না, আমার কারণে তুমি জাহান্নামের আগুনে পুড়ে যাও, এটাও চাই না। তুমিও তাওবাহ করে ফেলো, নিজেকে বদলে ফেলার চেষ্টা করো।

কোনো অপমানজনক কথা বলো না। তার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলো না। যেমন- তুই আমার জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছিস, তুই আমাকে জাহান্নামে নিয়ে

[২৯১] রাতের শেষভাগেই করতে হবে এমন না। যেকোনো সময় যেকোনো অবস্থায় আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করা যায়।

যাবি, তোর সাথে আজকে থেকে ব্রেকআপ, তোকে নিয়ে আমি আর ভাববো না, তুই মরে যা জাহান্নামে যা, আমার কিছু যায় আসে না – এ ধরনের সব কথা অপ্রয়োজনীয়। বিশাল লম্বা মেসেজ লিখবে না। মেসেজে দুঃখবিলাসী কথাবার্তা থাকবে না। অযথা ভাষার কারিগরি এড়িয়ে যাবে। একেকটা শব্দ লিখবে আর নিজেকে প্রশ্ন করবে, এই শব্দটা লেখার দরকার আছে কি না। আমার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই লাইনটা কি জরুরি? নাকি অন্য কোনো কারণে আমি এই কথাগুলো যুক্ত করছি?

বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে:

১। মেসেজ পাঠাবে। ফোন করে বা দেখা করে বলবে না। অনেকেই বলে ব্রেকআপ মেসেজ পাঠিয়ে করা উচিত নয়। ফোনে কথা বলতে গেলে বা কোথাও দেখা করে ব্রেকআপ করতে গেলে তুমি আবেগ ধরে রাখতে নাও পারো। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এবং তুমি আবার প্রেমের মায়াজালে, শয়তানের ফাঁদে পড়ে যেতে পারো।

২। মেসেজ রাতে পাঠাবে না। রাতে মানুষ একা থাকে। ইমোশনাল সাপোর্ট পাবার সুযোগ কম থাকে। এ সময় তোমার মেসেজ পেয়ে সে আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

৩। আদর্শ ব্রেকআপ বলে কিছু নেই। ব্রেকআপ করার জন্য আদর্শ দিন বলেও কিছু নেই। আজ করবো, কাল করবো এভাবে ব্রেকআপ করার সময় পেছাবে না। ব্রেকআপে কষ্ট থাকবেই। এটা মেনে নিতেই হবে। তাকে কষ্ট না দিয়ে, নিজে কষ্ট না পেয়ে এমনভাবে ব্রেকআপ করবো যেন দুইজনেই জিতে যায়, কেউ হেরে না যায়–এমন আসলে হয় না। এমন প্ল্যান করতে করতে দেখা যাবে তুমি ব্রেকআপই করতে পারছো না।

৪। মেসেজ সিন হলে ফোন থেকে ওর নাম্বার ব্লক করে দাও। সবচেয়ে ভালো হয় সিম বদলে ফেললে। ফেসবুকসহ অন্য সব প্ল্যাটফর্মে তার আইডি ব্লক করে দাও, চ্যাট হিস্ট্রি মুছে দাও। নিজের পুরানো পোস্টগুলো ডিলিট দিয়ে দিও। দরকার হলে পুরনো আইডি ডিলিট দিয়ে, নতুন করে খুলো। মোবাইল-পিসি, ড্রাইভ থেকে সব ছবি, ভিডিও মুছে ফেলো। কোন উপহার যদি থাকে নষ্ট করে ফেলো বা দান করে দাও। ভুলেও তার সাথে আর কোনোভাবে যোগাযোগ করা যাবে না, তার ছবি দেখা যাবে না, স্মৃতি ঘাঁটা যাবে না। মনের গভীরে চিরুনী তল্লাশি চালিয়ে ওর সব স্মৃতিগুলোকে গ্রেফতার করে আমৃত্যু হাজতে ভরে দাও। তোমাদের রিলেশনের ব্যাপারে পরিচিত যতো জন জানতো, সবাইকে পারসোনালি বলে দাও তুমি আল্লাহর আজাবকে ভয় করে। তাওবাহ করে রিলেশন থেকে সরে এসেছো। তাই এই বিষয় নিয়ে কেউ যেন আর কোনো কথা ভুলেও না তুলে। লাইফ থেকে তাকে একেবারে শিফট ডিলিট মেরে দাও।

৫। ব্রেকআপ একাকী করবে। এর মাঝে ওর বা তোমার কোনো বন্ধু আত্মীয়স্বজন,

কাবিনকে টানবে না। এতে অযথা ঝামেলা তৈরি হবার ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া তাদের কথাতে প্রভাবিত হয়ে তুমি তখন ব্রেকআপ না-ও করতে পারো।

৬। সে আর একবার দেখা করতে চাইবে, এটা মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তোমার কথা সামনাসামনি শুনে 'বুঝতে' চাইবে, অথবা আরেকবার নিজেকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ চাইবে। বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতজনের মাধ্যমে তোমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইবে। অন্য আইডি থেকে বা অন্য নাম্বার থেকে ফোনও করতে পারে। ভুলেও তার সাথে আর একটা শব্দও কথা বলা যাবে না। ওর কণ্ঠ শুনলে, মেসেজের রিপ্লাই দিলে তুমি আবার তার প্রতি দুর্বল হয়ে যাবার ঘোরতর আশঙ্কা থাকে। অন্তত শেষবারের মতো দেখা করতে দাও—এই কান্নাজড়ানো আবদার রাখতে গিয়ে দেখা করতে গেছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের যিনা করে ফেলেছে, এমন বেশ কিছু ঘটনা শুনেছি।

৭। সে ইসলামের পথে ফিরে আসলো কি না, তা চেক করার জন্য যোগাযোগ করবে না। ওর টাইমলাইনে ঘোরাফেরা করবে না, বা পরিচিত কারো মাধ্যমে খোঁজ খবর রাখার চেষ্টা করবে না।

দেখো ভাইয়া, দেখো আপু! এই যে এই কথাগুলো লিখছি, আমার নিজেরও তোমার কথা ভেবে অনেক কষ্ট হচ্ছে! কিন্তু জাহান্নামের আগুনের কষ্ট তোমার ব্রেকআপের কষ্টের চেয়ে হাজার কোটি গুণ যন্ত্রণাদায়ক। জান্নাতের পথ দুঃখ কষ্ট দিয়ে ঘেরা।[২৯২] তাই বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করে এই কষ্টটুকু সহ্য করে নাও।

> '...তোমরা যা অপছন্দ করো হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাসো হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না।[২৯৩]

ব্রেকআপ তো করে ফেললাম, কিন্তু আমি কি ওকে ভুলতে পারবো? ঠিক থাকতে পারবো? ওর সাথে আবার বোধহয় যোগাযোগ করে ফেলবো, ওর চোখের জল দেখে আমার শত প্রতিজ্ঞা হয়তো মোমের মতোই গলে যাবে...এসব ভেবে দুশ্চিন্তা করবে না। মনোবল হারাবে না। তুমি তোমার নিয়্যতকে পাক্কা করো, আল্লাহর উপর ভরসা করো, আল্লাহ তোমাকে ঠিকই ট্র্যাকে রাখবেন...

> আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন...[২৯৪]
>
> আর যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।[২৯৫]

---

[২৯২] নাসায়ী ৩৭৬৩, তিরমিজী: ২৫৬০ ও আবু দাউদ: ৪৭৪৪, সহীহ আত-তারগীব। ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[২৯৩] সূরা বাকারাহ,২:২১৬

[২৯৪] সূরা তালাক, ৬৫:২

[২৯৫] সূরা তাগাবুন, ৬৪:১১

ব্রেকআপের পর ওর জন্য মন কাঁদতেই পারে, সদ্য প্রাক্তন করে দেওয়া মানুষটার মুখ উঁকি দিতেই পারে রাতবিরাতে, মন খারাপের প্রহরে, বুকের গভীরে খুব গোপন একটা দুঃখ হয়ে হৃদয়কে রাত্রির রাজপথের মতো শূন্য করে দিতে পারে... এমন অবস্থায় করণীয় কী?

ইন শা আল্লাহ, এমন সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে পরের লেখাতেই।

যদি মন কাঁদে

তোমার একটা মায়াবতী ছিল। সেই মায়াবতীকে হারানোর একটা গল্পও তোমার আছে। নিপুণ নিষ্ঠায় তাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করছো। কিন্তু দুষ্কৃতিকারী স্মৃতিগুলো পিছু ছাড়ছে না। মাঝে মাঝেই ওরা হানা দেয়। রাত যতো বাড়তে থাকে ততো বাড়তে থাকে স্মৃতির অত্যাচার। রোমন্থনের কপাট যতোই বন্ধ করতে চাও না কেন দরজায় কড়া নাড়ে তারা। এলোমেলো হয়ে গেছো তুমি। তীক্ষ্ম একটা ব্যথা বুকের ভেতরটায় ছুরির মতো গেঁথে আছে। আকাশে রক্তাক্ত ক্ষত নিয়ে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায় ঘোলাটে চাঁদ। নিস্তব্ধতা দর্শক হয়ে জানালায় বসে থাকে নির্বাক।

ঐ মানুষটাকে কেন ভুলতে পারছো না, সেই কারণগুলো খুঁজে বের করা তাকে ভুলে যাবার প্রক্রিয়ার খুব গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তবে সবার আগে যে বিষয়টি আসবে তা হলো একটা লিস্ট করা। ওর যা যা তোমার ভালো লাগে না সবকিছুর একটা লিস্ট করো। যেমন ধরো-

১। সে মাঝে মাঝে সবার সামনে নাকের ভেতর হাত দিয়ে চুলকায়।

২। তার গা থেকে দুর্গন্ধ আসে।

৩। সবার সামনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সর্দি ঝাড়ে টিস্যু বা রুমালে।

৪। অতিরিক্ত কথা বলে ...

এরকম ছোটখাটো ব্যাপার থেকে শুরু করে তোমাকে প্যারা দিতো, তোমার সাথে ঝগড়া করতো, তোমাকে অশান্তির মধ্যে রাখতো, তোমার সব ব্যাপারে খবরদারি করতো- যা যা তোমার মনে হয় সব কিছু লিস্ট করে রাখো। পাশাপাশি প্রেম যে তোমার জীবনে একটা ক্যান্সারের মতো ছিল, এই প্রেমের পরিণতি কী, আখিরাতে কতোটা শাস্তি পেতে হবে, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন, প্রেম না করে পবিত্র থাকলে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে কতোটা পুরস্কার দেবেন, প্রেমের কারণে তুমি জীবনে কী কী হারিয়েছো, তোমার জীবনে আরো কী কী অর্জন করার কথা ছিল, কতো কী করার ছিলো কিন্তু পারোনি- এসবও লিস্ট করে রাখো।

যখনই তার কথা মনে হবে, কষ্ট পাবে তখনই এই লিস্টটা বের করে পড়বে, হাতের কাছে লিস্ট না থাকলে মনে করার চেষ্টা করবে। দেখবে, কষ্টের তীব্রতা অনেক কমে গেছে। এটা একেবারে গ্যারান্টিড একটা পদ্ধতি। যে কোনো আসক্তি কাটানোর ক্ষেত্রে

এই পদ্ধতি 'স্বপ্নে পাওয়া আশ্চর্য' ওষুধের মতো কাজ করে! ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালাব্যামার ড. কিম মেয়ার্টয সহ অসংখ্য বিশেষজ্ঞ এমন লিস্ট করতে বলেছে।[২৯৬]

ইবনুল জাওযী (রহ.) তার বিখ্যাত বই যাম্মুল হাওয়াতে উল্লেখ করেছেন,

> 'মানুষের শরীর, তার ভেতরে থাকা ময়লা এবং পোশাকের আড়ালে ঢেকে রাখা দোষত্রুটিগুলোর কথা ভাবলে প্রেমের আকর্ষণ অনেকটা কমে যায়। এ কারণেই বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কারো যখন কোনো মহিলাকে ভালো লাগবে, তখন সে যেন তার দোষত্রুটির কথা চিন্তা করে।'[২৯৭]

আমেরিকার ভিলানোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন গবেষকের করা রিসার্চসহ আরো অনেক গবেষণা থেকে উঠে এসেছে- ব্রেকআপের কষ্ট ভোলার আরেকটি কার্যকরী উপায় হলো ডায়েরি লেখা।[২৯৮] যে লিস্টের কথা বলা হলো সেটা ডায়েরিতে লিখে ফেলো। পাশাপাশি তোমার অনুভূতি, চিন্তাভাবনা, রিলেশন চলার সময় পাওয়া বিভিন্ন কষ্ট, নিয়মিত একটু একটু করে ডায়েরিতে লিখবে। বুকের ভেতর দলাপাকানো কষ্টগুলো কলমের কালি হয়ে বের হয়ে যাবে। মন হালকা হয়ে যাবে। দিনে ১৫-২০ মিনিট করে ডায়েরি লেখাই যথেষ্ট ইনশাআল্লাহ।

কেন তাকে ভুলতে পারছো না

শত চেষ্টার পরেও তুমি প্রাক্তনকে ভুলতে পারছো না। এমন অবস্থায় সাধারণ কয়েকটি ব্যাপার কাজ করে।

১। মস্তিষ্কে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া: আলকেমি লেখায় আমরা বলেছিলাম প্রেমে পড়লে আমাদের মস্তিষ্কে খুশির হরমোন যেমন ডোপামিন, সেরোটোনিন ইত্যাদি রিলিয হয়ে মাদকের মতো একটা আসক্তি তৈরি করে। ব্রেকআপের ফলে এই হরমোন

---

[২৯৬] Surviving A Relationship Break-Up-Top 20 Strategies,Dr. Kim Maertz,Mental Health Centre, University of Alberta- tinyurl.com/cwctzh8b

[২৯৭] যাম্মুল হাওয়া ১/৬৫৩

[২৯৮] Slotter, E. B., & Ward, D. E. (2015). Finding the silver lining: The relative roles of redemptive narratives and cognitive reappraisal in individuals' emotional distress after the end of a romantic relationship. Journal of Social and Personal Relationships, 32(6), 737–756.

https://doi.org/10.1177/0265407514546978

The First Thing You Should Do After a Breakup For Your Heart's Sake,popsugar.com, July 20, 2017-tinyurl.com/2veh26hr

Lewandowski Jr, Gary. (2009). Promoting positive emotions following relationship dissolution through writing. The Journal of Positive Psychology. 4. 21-31. 10.1080/17439760802068480.

রিলিয বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি স্ট্রেস হরমোন তৈরি হয়ে আমাদের কষ্ট দেয়। তাই মস্তিষ্ক অবচেতনভাবেই প্রাক্তনের কথা মনে করিয়ে দেয়, যেন খুশির হরমোনগুলো রিলিয হয়।

কিন্তু প্রাক্তনকে যেহেতু বর্তমান বানানো যাবে না, তাই আমাদের খুঁজতে হবে এমন কিছু কাজ যা মস্তিষ্কে এই খুশির হরমোনগুলো রিলিয করবে। তোমার ভালো লাগবে। সুখকর অনুভূতি হবে। ব্রেকআপের কষ্ট ভুলে যাবে। সেই সাথে প্যারা সৃষ্টিকারী হরমোন করোটিসোলকেই প্যারা দিয়ে বিদায় করে দেবে।

ক) ব্যায়াম করা: খুশির হরমোন রিলিযের কার্যকরী একটা পদ্ধতি হলো ব্যায়াম করা।[২৯৯] তোমাকে জিমে গিয়ে ব্যায়াম করতে হবে এমন না। সকালে দৌড়ানো, বাইরে হাঁটাহাঁটি, পাঁচ-দশটা পুশআপ, একটু জগিং করা, ক্রিকেট ফুটবল খেলা, এগুলোও তোমার মস্তিষ্কে ডোপামিন বাড়াতে কাজে লাগবে। যখনই মন খারাপ লাগবে সঙ্গে সঙ্গে ৫-১০ টা পুশআপ দাও। দেখবে জীবন সুন্দর![৩০০] তাছাড়া শারীরিকভাবে ফিট থাকা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাহ। আল্লাহ দুর্বল মুমিনের তুলনায় সবল মুমিনকে বেশি ভালোবাসেন। এমনিতেই ব্যায়াম করা উচিত।

খ) সূর্যের আলোতে যাওয়া: ব্রেকআপের কষ্টে দরজা জানালা বন্ধ করে অন্ধকারে ব্রয়লার মুরগির মতো বসে বসে ঝিমালে কষ্ট কমবে না। আরো বাড়বে। সেই সাথে বাড়বে অন্যান্য সমস্যা। Seasonal affective disorder (SAD) নামে একটা অসুখই আছে- শীতকালে সূর্যের দেখা না পেলে মানুষজন মনমরা হয়ে থাকে, কিছু ভালো লাগে না কিছু, হতাশায় ভোগে। সূর্যের আলোর অভাবে দিলখুশ করে দেওয়া হরমোনগুলো রিলিয হতে চায় না। তাই সূর্যের আলোতে প্রতিদিন কিছুটা সময় (অন্তত ২০-৩০ মিনিট) কাটালেও ডোপামিনের প্রবাহ বাড়বে। ভালো লাগবে। [৩০১]

গ) পর্যাপ্ত ঘুম এবং রাত না জাগা: রাতে ভালোমতো না ঘুমালে ডোপামিনের সংবেদনশীলতা কমে যাবে। ডোপামিন সংবেদনশীলতা বলতে বোঝানো হচ্ছে– ধরো আগে ১ প্লেট বিরিয়ানি খেলেই তোমার পেট ভরে যেতো, এখন দু'প্লেটেও হয় না। তো, এমনিতেই তোমার ডোপামিন রিলিয কম হয়, তারপর যেটা হয় সেটাও যদি ঠিকমতো কাজ করতে না পারে তাহলে তো মুশকিল। তাই রাতে ৭-৮ ঘণ্টার একটা ঘুম লাগাও। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠো। সকালে ডোপামিন বেশি মাত্রায় রিলিয

---

[২৯৯] 54 Factors that May Increase Dopamine, Biljana Novkovic, PhD, selfhacked.com, August 24, 2022- tinyurl.com/yj9hjeuv

[৩০০] কী কী ব্যায়াম করবে, কিভাবে করবে, এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাবে ষোলো ম্যাগাজিনের এই লেখায়, ষোলো ফেইসবুক পোস্ট, মার্চ ২৫,২০২২- tinyurl.com/sholobeyam

[৩০১] Seasonal Depressive Disorder,National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information- tinyurl.com/mr24j3rc

হয়। ডোপামিন ফর্মে ফিরে আনন্দের চার-ছক্কার বন্যা বইয়ে দেবে।[৩০২]

ডোপামিনের সাথে সম্পর্ক যদি না-ও থাকতো, তোমার একেবারেই রাত জাগা উচিত না। সারাদিন কষ্টেমষ্টে পার করে দিলেও প্রাক্তনের কথা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে রাতে। রাতের নির্জনতায়, নিঃসঙ্গতায় মন পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। আত্মহত্যা, মদ বিড়ি গাঁজা খাওয়া অধিকাংশই হয় এই রাতের বেলা। তাই একেবারেই রাত জাগা যাবে না।

ঘ) খাবার: বিভিন্ন খাবার আছে যেগুলোর মাধ্যমে খুশির হরমোনগুলো রিলিয করা যায়। যেমন- মিষ্টিকুমড়া, সয়াবিন, শিম, মটরশুটি, শাকসবজি, কলা, আপেল, তরমুজ, স্ট্রবেরি, পেপে, দুধ, দই, পনিরসহ দুগ্ধজাত সকল খাবার, মুরগি, ডিম, গ্রিন টি, কফি, মাছ, মাংস, কাঠবাদাম, কাজু কাদাম, বাদাম, চকলেট। বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা না খেয়ে তোমার সামর্থ্য অনুসারে এগুলো খেতে পারো।[৩০৩]

ঙ) হাসি: ব্রেকআপের হতাশা, কষ্ট ভুলতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে হাসি। ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেছেন, 'হাস্যরসের আলোচনা করলে বিচ্ছেদের কষ্ট কমে আসে।'[৩০৪] 'দি হংকং পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটি'র 'ডিপার্টমেন্ট অফ রিহ্যাবিলিটেশন সায়েন্স'-এর করা এক গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, হাসি মস্তিষ্কের খুশির হরমোন ডোপামিন ও সেরোটনিনের মাত্রা বাড়ায়। হাসার ফলে হতাশা ও উদ্বেগ কমে।[৩০৫] বন্ধু বান্ধব, কাযিন[৩০৬], বাচ্চা কাচ্চাদের সাথে সময় কাটানো, পশু পাখি বা বাচ্চাকাচ্চাদের ফানি ভিডিও ক্লিপস দেখা ইত্যাদি নানাভাবে হাসি ঠাট্টা করা যেতে পারে। তবে খেয়াল রাখবে যেন চোখের হেফাযতে সমস্যা না হয়, আর সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিং এর নেশা যেন পেয়ে না বসে।

---

[৩০২] 10 Best Ways to Increase Dopamine Levels Naturally, healthline.com- tinyurl.com/nbh96wp5

[৩০৩] Dopamine: The pathway to pleasure, Harvard Health Publishing Harvard Medical School, July 20, 2021- tinyurl.com/3zaj6whr

54 Factors that May Increase Dopamine, Biljana Novkovic, PhD,selfhacked.com,August 24, 2022- tinyurl.com/yj9hjeuv

How to increase dopamine levels and feel like your best self,insider.com, Oct 23, 2020- tinyurl.com/yjhf9cut

দেহের ভেতরেই রয়েছে খুশী থাকার পন্থা, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, জুন ১৪,২০২১- tinyurl.com/3ubxbr82

[৩০৪] ইসলামে প্রেম ভালোবাসা, ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ,দারুস সালাম বাংলাদেশ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২৫৫

[৩০৫] দেহের ভেতরেই রয়েছে খুশী থাকার পন্থা, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, জুন ১৪,২০২১- tinyurl.com/3ubxbr82

[৩০৬] ছেলেদের জন্য ছেলে কাযিন, মেয়েদের জন্য মেয়ে কাযিন

খুশির হরমোন বাড়ানোর জন্য যোগ ব্যায়াম, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মেডিটেইশন, ইত্যাদির কথা অনেকে বলতে পারে। এগুলো করবে না। এগুলোর ভেতর অনেক জিনিস আছে যা হারাম, অনেক ক্ষেত্রে যা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। বিস্তারিত জেনে নাও রেফারেন্সে দেওয়া আর্টিকেলগুলো পড়ে।[৩০৭]

ব্রেকআপের কষ্ট ভোলা এবং হ্যাপি হরমোন রিলিযের আরো একটি ভালো পদ্ধতি আছে। সেটা আসছে পরের পয়েন্টেই।

২। **সেক্স:** হয়তো প্রাক্তনের সাথে তুমি বিছানা শেয়ার করতে। তার সাথে সেক্স চ্যাট করতে। হস্তমৈথুন করতে। এককথায় তোমার শরীরের চাহিদা মেটানোর একটা মাধ্যম ছিল সে। ব্রেকআপ হবার পর যখন তোমার শরীরের চাহিদা জেগে উঠছে তখন তাকে কাছে পাচ্ছো না। কিন্তু তার শরীরের ছবি বা তাকে নিয়ে সেক্স ফ্যান্টাসিগুলো তোমার মাথায় গেঁথে আছে। তাই শরীরের চাহিদা জেগে উঠলেই তোমার মাথায় অটোমেটিক্যালি সে চলে আসে। পুরোনো কথাগুলো মনে পড়ে।

ব্রেকআপের পরের হতাশা থেকে, নিজের মনকে ভুলিয়ে রাখার জন্য অনেকে খুব ঘন ঘন পর্ন দেখে, মাস্টারবেট করে। আবার সেই একই লুপে পড়ে যায়। পর্ন দেখার সময় বা মাস্টারবেট করার সময় তার কথা মনে হয়। আরো হতাশা, বিষণ্ণতা ঘিরে ধরে। এই চক্র চলতেই থাকে। চক্র ভাঙার জন্য তোমার মাথায় সেক্স ফ্যান্টাসি আসলে সঙ্গে সঙ্গেই তা দূর করে দিতে হবে। একজন মুসলিম হিসেবে এমনিতেই এটা তোমার কর্তব্য। এক মুহূর্তের জন্যেও চিন্তা করা যাবে না তাকে নিয়ে। পর্ন, মাস্টারবেশনের অভ্যাস বাদ দিতে হবে। ***মুক্ত বাতাসের খোঁজে*** বইটা ভালোমতো পড়লে ইনশাআল্লাহ উপকৃত হতে পারবে। আল্লাহর রহমতে অসংখ্য মানুষ এই বই পড়ে উপকৃত হয়েছে।[৩০৮] ব্যায়াম করা, সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া, রোযা রাখা ইত্যাদির পাশাপাশি বিয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো। বিয়ে তোমাকে শরীরের চাহিদা মেটার হালাল উপায় দেবে।

আধুনিক কালের গবেষকেরা বলছে- শারীরিক অন্তরঙ্গতা হতাশা উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে। কারণ যৌনতার ফলে মন ভালো করে দেওয়া হরমোনগুলো যেমন- ডোপামিন, অক্সিটোসিন ইত্যাদি রিলিয হয়। তাদেরও শত শত বছর পূর্বে এমনটাই বলেছেন ইবনুল জাওযী (রহ.),

---

[৩০৭] What Is the Ruling on Yoga?IslamQA- tinyurl.com/39e9rewh
কোয়ান্টাম মেথড : মেডিটেশন : যোগ ব্যায়াম : ইসলাম কী বলে? শাঈখ মাওলানা উমায়ের কোব্বাদী, জানুয়ারী ২২, ২০২২- tinyurl.com/2p85z82v
কোয়ান্টাম মেথড: আমাদেরকে কোন পথে ডাকছে – ১, quraneralo.net, ফেব্রুয়ারি ১৬,২০২০- tinyurl.com/2ecxpehm
[৩০৮] বইয়ের লিংক- tinyurl.com/mry9n44t

'প্রেম রোগের চিকিৎসার মধ্যে একটি হলো অধিক যৌনসঙ্গম। কেননা, অধিক যৌন সঙ্গম শরীরের তাপ কমিয়ে দেয়, আর এই তাপের দ্বারাই প্রেম উর্ধ্বগামী হয়। সুতরাং স্বাভাবিক তাপ নিস্তেজ হলে শরীর শান্ত থাকবে, মন ঠাণ্ডা হবে। এবং প্রেমের আগুন ঝিমিয়ে আসবে।'[৩০৯]

৩। **একাকীত্ব:** একটা সময় তোমার দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, আক্ষেপগুলো হয়তো তুমি তার সাথে শেয়ার করতে। এখন বিষয়গুলো কার সাথে শেয়ার করবে, তুমি বুঝতে পারো না। ঘরে ফেরার পর নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ, ক্লান্ত দুপুরে বা গভীর বিষণ্ণ রাতের একাকীত্বে, আক্ষেপের ভারে বারবার তোমার শুধু তার কথা মনে হয়। পুরোনো স্মৃতিগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠে। এমন অবস্থায় করণীয়:

ক) সেই লিস্টটা আবার বের করে পড়বে, প্রেম কন্টিনিউ করলে তোমার আখিরাত ও ইহকাল কেমন দুর্বিষহ হয়ে যেতো সেগুলো ভাববে।

খ) ধীরস্থিরভাবে অর্থ বুঝে বুঝে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। কুরআনকে নিজের সঙ্গী বানাবে। কুরআন থেকে দুরে থাকার কারণে তুমি আমি শূন্যতা ও হতাশায় ডুবন্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

যারা ঈমানদার তাদের জন্য এটি (আল-কুরআন) একটি পথ নির্দেশিকা এবং আরোগ্যদানকারী (নিরাময়)।[৩১০]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গে আছেন।'[৩১১]

গ) রেগুলার যিকির করবে। দেখবে অন্যরকম শান্তি পাচ্ছো। আল্লাহ বলেছেন,

'...আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।'[৩১২]

সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার-এর মতো সহজ বাক্যগুলোর মাধ্যমে যিকির করো।[৩১৩] শ্রেফ মুখস্থ পড়ার বদলে যিকিরের শব্দ ও বাক্যগুলোর অর্থ জেনে নাও। তারপর ধীরে ধীরে অন্তর থেকে সেগুলো উচ্চারণ করো। অর্থ নিয়ে চিন্তা করো। সকাল সন্ধ্যায় নিরাপত্তার জন্য যে ২৩ আযকার রয়েছে সেগুলো কখনো বাদ দিও না।[৩১৪] অর্থ জেনে জেনে বিষয়ভিত্তিক সুন্নাহসম্মত যিকিরের জন্য ভালো একটা

---

[৩০৯] ইসলামে প্রেম ভালোবাসা, ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ,দারুস সালাম বাংলাদেশ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২৫৭

[৩১০] সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৪৪

[৩১১] সূরা বাকারাহ ২ :১৫৩

[৩১২] সূরা রাদ, ১৩:২৮

[৩১৩] ষোলো ফেইসবুক পোস্ট, মার্চ ২৮,২০২২- tinyurl.com/5cp89sun

এখানে সহজ ১০ টি যিকিরের লিস্ট দেওয়া আছে।

[৩১৪] এগুলো তোমাকে নানা বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে। সকাল সন্ধ্যার এই যিকিরগুলো

সোর্স হিসনুল মুসলিম বই ও অ্যাপ। লিংক রেফারেন্সে দিয়ে দেওয়া আছে।[৩১৫]

ঘ) ভালো একজন বন্ধু খুঁজে বের করো। সালাত আদায় করে, সুন্নাহ মানার চেষ্টা করে- এমন হলে ভালো হয়। তার সাথে শেয়ার করো তোমার দুঃখকষ্ট আর আক্ষেপের কথা।

ঙ) বাবা-মার সঙ্গে সময় কাটালে ব্রেইনে ডোপামিন রিলিয হয়।[৩১৬] বাবা-মা, ভাইবোনদের সাথে বেশি বেশি করে সময় কাটাও। দেখো কতো ভালোবাসা নিয়ে বসে আছেন তাঁরা তোমার জন্য। বাসা থেকে দূরে থাকলে ফোনে কথা বলো। গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে তো অনেক বাইরে ঘুরাঘুরি করেছো, অনেক ফুচকা খেয়েছো, এবার মাকে নিয়ে একটু ঘুরো। মোড়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে ফুচকা খাও, বাবাকে বাইকের পেছনে বসিয়ে ঘুরো, ফ্যামিলির সাথে ট্যুর দাও... তারা যে কী পরিমাণ খুশি হবে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য অনেক কিছু করেও তুমি তার মন পাওনি, অথচ তুমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করবে বাবা-মা, ভাইবোনের জন্য তোমার করা ছোট ছোট কাজেই তারা কতোটা খুশি হবেন!

চ) আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখো। তাঁর উপর ভরসা রাখো। এই একাকীত্ব, শূন্যতা দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ দেখছেন তোমার কষ্ট। আল্লাহ সহজ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। এই বন্দীত্ব থেকে, অদৃশ্য এই কারাগার থেকে খুব শীঘ্রই তুমি মুক্তি পাবে। এইতো সামনেই পাখিরা আবার আকাশে উড়বে। পড়তে পারো শাইখ ইয়াদ কুনাইবির আল্লাহর প্রতি সুধারণা বইটি, এছাড়া আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল, নবীজির পদাঙ্ক অনুসরণ বইগুলোও পড়া যেতে পারে। পাশাপাশি এই বইয়ের হারিয়ে পাওয়া লেখাটা আবার পড়ো ইন শা আল্লাহ।

ছ) আত্মমর্যাদাশীল, হকপন্থী আলিম- যারা আধুনিকতার নামে সাহাবী এবং ক্ল্যাসিকাল স্কলারদের মতামত উপেক্ষা করে নিজেদের মনমতো ইসলামের ব্যাখ্যা করেন না, দ্বীনের ব্যাপারে যারা আপসকামিতায় ভোগেন না- তাদের লেকচার শোনো। নবী-রাসূল, সাহাবীদের জীবনী, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম, দুনিয়ার ধোঁকা এই বিষয়গুলো বেশি প্রাধান্য দাও।

রাতের সালাত আদায় করো।[৩১৭] রাতের গহীনে যখন সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তখন ঘুম থেকে ওঠো। ঘরের সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে একান্তে আল্লাহর সামনে দাঁড়াও।

ইনশা আল্লাহ্ তোমাকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে নিরাপত্তা প্রদান করবে।

[৩১৫] হিসনুল মুসলিম বই বা এপে এই যিকিরগুলো পেয়ে যাবে-tinyurl.com/hisnul

[৩১৬] How love blossoms between you and your child,babycenter.ca- tinyurl.com/mrxyy8dc

[৩১৭] তাহাজ্জুদে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণার জন্য একটা বই সাজেস্ট করছি, আমার খুবই প্রিয় একটা বই। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল-এর 'কিয়ামুল লাইল'। ৩০ পৃষ্ঠার ছোট্ট একটা বই, কিন্তু তাহাজ্জুদের ব্যাপারে অনুপ্রেরণামূলক আলোচনায় একদম ঠাসা!

তোমার মন খারাপ, দুঃখ কষ্ট সব পালিয়ে যাবে।

'নিশ্চয়ই ইবাদাতের জন্য রাতে উঠা প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অনুকূল।'[৩১৮]

জ) অন্য মানুষের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে জানো, তাদের সাহায্য করো। দুঃখ দূর করার চেষ্টা করো। আল্লাহও তোমার দুঃখ দূর করে দেবেন। রাসূল (ﷺ) বলেন,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন, যে তার বান্দাদের প্রতি দয়া করে।'[৩১৯]

'আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ সে অপর ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।'[৩২০]

অন্যকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তোমার মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও দয়া লাভ। পাশাপাশি এই বিষয়টাও জেনে রাখো- যখন তুমি অন্য মানুষকে সাহায্য করবে তখন তোমার মস্তিষ্কে খুশির হরমোনগুলো রিলিয হবে এবং স্ট্রেস হরমোন করটিসোলের প্রবাহ কমে যাবে।[৩২১]

৪। মজার স্মৃতি: অতীতে তার সাথে তোমার বেশ কিছু স্মৃতি রয়েছে। বিশেষ করে রিলেশনের প্রথম সময়গুলোর মজার সুখের আনন্দের স্মৃতি। ব্রেকআপের পরে কোনো কারণে জীবনে জটিলতা নেমে আসলে অবধারিতভাবে অতীতের সুখের স্মৃতি বেশি বেশি মনে পড়ে। মনে হয় সে ছিল তাই জীবনটা রঙিন ছিল। সে নেই তাই জীবনটা রং হারিয়ে ফেলেছে। তাকে আবার ফিরে পেলে অভিমান ভেঙে ফিরে আসবে জীবনের সব রং। এমন ক্ষেত্রে করণীয়:

ক) কেন তুমি ব্রেকআপ করেছো মনে করে দেখো। তুমি আল্লাহকে খুশি করার জন্যে, তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচতে গুনাহ থেকে ফিরে এসেছো। কেন তুমি আবার গুনাহে ফিরে যাবে?

খ) সেই লিস্টটার উপর আবারো চোখ বুলাও। কাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

গ) সে ফিরে আসলে তোমার সাদাকালো হয়ে যাওয়া জীবনে আবার রং ফিরে আসবে—এই কথার ভিত্তি কী? কীভাবে তুমি নিশ্চিত হলে? তোমার কাছে কী প্রমাণ আছে? বরং সে ফিরে আসলে তোমার জীবন আরো তেজপাতা হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

ঘ) রিলেশনের প্রথম সময়গুলো মোহের কারণে মজার হয়। কিন্তু কিছুটা সময়

---

[৩১৮] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩:৬
[৩১৯] বুখারী : ১২৮৪
[৩২০] মুসলিম : ২৬৯৯ (ইফা. ৬৬০৮)
[৩২১] The Helper's High: The Neurobiology of Helping Others, tjajal.medium.com, Jun 17, 2018- tinyurl.com/mrx5yvuf

গেলেই জীবন বিষিয়ে যায়। বইয়ের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা আছে। আবার পড়ে নাও।

৬) জান্নাতের কথা চিন্তা করো। জান্নাতে তুমি কীভাবে মজা করবে, কী কী করবে, এ নিয়ে প্ল্যান করো। যেমন ধরো আমার ইচ্ছা হলো জান্নাতে ঢুকে রেশমের বালিশে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসবো। একপাশে থরে থরে থাকবে মাল্টা, অন্যপাশে ঝুলবে থোকা থোকা আঙুর। আহ!

দুনিয়ার এই মজা একেবারেই ক্ষণিকের। জান্নাতের জীবনের কোনো শেষ নেই, বারবার এ সত্যটা নিজেকে মনে করিয়ে দেবে। জান্নাত নিয়ে প্রতিদিন যদি ১০-১৫ মিনিট করেও ভাবো, তাহলে প্রাক্তনের কষ্ট একেবারে রকেটের গতিতে ভুলে যাবে।

৫। সিনেমা, সিরিজ, নাটক, মিউযিক, প্রেমের উপন্যাস: এগুলো সম্ভবত প্রাক্তনকে ভুলতে না পারার টপ থ্রি কারণের মধ্যে একটা। এসব দেখলে, শুনলে, পড়লে, ক্ষণিকের ভালোলাগা কাজ করবে। কিন্তু তারপর তুমি তাকে মিস করতে শুরু করবে, তোমার প্রেমকাহিনীর সাথে মেলানোর চেষ্টা করবে এবং ভুলতে পারবে না ওকে।[৩২২] এগুলোকে একেবারেই জীবন থেকে বিদায় করে দাও। কুরআন তিলাওয়াত শুনো, তিলাওয়াত করো, ইসলামি নাশীদ শুনো, লেকচার শুনো, উপকারী বিভিন্ন ডকুমেন্টারি দেখো, বইপত্র পড়ো।

৬। ওর কথা মনে পড়ে এমন জিনিস বিদায় করো নি: বিদায় বলে দাও লেখাতে বলা হয়েছিল, ওর কথা মনে করে দেয় এমন সবকিছু তোমার জীবন থেকে সরাতে হবে। ওর দেওয়া গিফট, ওর ফেইসবুক আইডি, চিঠি, মেসেজ সব তোমার জীবন থেকে বিদায় করতে হবে। এটা না হলে এগুলো তোমাকে তার কথা মনে করিয়ে দেবে। এগুলো সব থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলো। অন্য আইডি থেকেও তার টাইমলাইনে ঘুরাঘুরি করা যাবে না। সামাজিক মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ড. টারা মার্শাল গবেষণা করে বলছেন, 'ফেইসবুকে প্রাক্তনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে গেলে বা তার খোঁজখবর রাখলে ব্রেকআপের কষ্ট সামলানো, প্রাক্তনকে ভোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।'[৩২৩]

যতটুকু সম্ভব প্রেম করার ঐ গলি, রাস্তা, ফুটপাত, গাছতলা, নদীর ধার, পুকুর পাড়, পার্কের বেঞ্চি, ফাস্ট ফুড বা কফিশপের দোকানগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। একান্তই

---

[৩২২] বাদ্যযন্ত্র সহ গান শোনা হারাম। গানের আরও ব্যাপক ভয়াবহ প্রভাব রয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখতে পারেন এটি-tinyurl.com/২p৮zr৭wh

[৩২৩] Tara C. Marshall.Facebook Surveillance of Former Romantic Partners: Associations with PostBreakup Recovery and Personal Growth.Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.Oct 2012.521-526.http://doi.org/10.1089/cyber.2012.0125

এড়াতে না পারলে আল্লাহর কাছে নিজের মন ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার সাহায্য চাও। ভুলেও ভ্যালেন্টাইন্স ডে, নববর্ষ, নিউ ইয়ার বা এমন যতো দিন আছে এসব দিনে কাজ না থাকলে বাইরে বের হবে না, কাপলদের আড্ডাখানায় যাবে না, ক্লাস শেষেই চলে আসবে।

৭। **ফ্রেন্ড সার্কেল:** ওরা ঠিকই কথায় কথায় তোমার প্রেমিক-প্রেমিকার কথা তুলবে। কথা শুনবে আর ভেতরে ভেতরে তুমি কষ্টে দগ্ধ হবে। তাকে ভুলতে পারবে না। এই রিলেশনের ব্যাপারে যারা জানতো তাদের সবাইকে জানিয়ে দাও তোমার পরিবর্তনের কথা। যাতে আর কেউ কখনো দেখা হলে বা কথা প্রসঙ্গে অতীতের জাহিলিয়াতের কথা মনে করিয়ে না দেয়। দরকার হলে ফ্রেন্ড সার্কেলের পরিধি ছোট করে নিয়ে আসো।

ব্রেকআপের পর বন্ধুদের কাছ থেকে মানসিক সাপোর্ট নেবার ব্যাপারেও একটু সতর্ক থাকতে হবে। দেখা যাবে যে- অনেকেই তোমাকে গান, সিনেমা, নাটক, মদ-বিড়ি-গাঁজা-বাবা ধরিয়ে দেবে। প্রাক্তনের উপর প্রতিশোধ নেবার বুদ্ধি দেবে বা এই ব্রেকআপের কষ্ট ভুলার জন্য আবার অন্য একটা প্রেম করার পরামর্শ দেবে। মানুষের উপর তার বন্ধুর প্রভাব পড়ে। তোমার বন্ধু যদি হারামে ডুবে থাকে, তাহলে সে তোমাকেও হারামের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে দু'আ করো যেন তিনি এমন বন্ধু বা সাথী জুটিয়ে দেন যে তোমাকে আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য করবে, হারাম থেকে তোমাকে দূরে রাখতে চেষ্টা করবে।

৮। **শূন্যতা ও অবসর:** একাকী অবসরের মুহূর্তগুলো ফ্ল্যাশব্যাক করাবে অতীতের দিনগুলোর কথা। শয়তানের সবচেয়ে বড় ফাঁদ হলো এই একাকী কাটানো বেকার সময়গুলো। সাবধান! ফাঁদে পা দিও না। সিনেমা, নাটক, সিরিয়াল না দেখে, ইউটিউবে একটার পর একটা ভিডিও না দেখে নিজেকে কোনো না কোনো প্রোডাক্টিভ কাজে ব্যস্ত রাখো। আখিরাত নিয়ে ভাবো, যে টিপসগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো অনুসরণের চেষ্টা করো। অবসরই রাখবে না। ইসলামী বই পড়ো, নিজেকে ব্যস্ত করে ফেলো। টিউশনি করো, টাকা কামানোর চেষ্টা করো, স্কিল বাড়াও, ব্যায়াম করো, রান্নাবান্না শেখো, ঘরের কাজ শেখো, নতুন কোন ভাষা শেখো, ড্রাইভিং শেখো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনী, সাহাবীদের জীবনী পড়ো, কুরআনের অনুবাদ পড়ে ফেলো। মুক্ত বাতাসের খোঁজে বইয়েরতবু হেমন্ত এলে অবসর পাওয়া যাবে এই আর্টিকেল পড়ো।[৩২৪] অবসর সময়কে কীভাবে কাজে লাগানো দরকার তা নিয়ে বেশ ভালো ধারণা হবে, ইন শা আল্লাহ।

---

[৩২৪] অ্যাপ- tinyurl.com/mry9n44t , পিডিএফ- tinyurl.com/3z8fpw65

নিজেকে মানুষজনের কাছ থেকে গুটিয়ে নেবে না। একাকী থাকবে না। শরীর ও মনকে চাঙ্গা রাখতে হবে, ফুরফুরে রাখতে হবে, কোনোভাবেই যেন বিষণ্ণতা পেয়ে না বসে। মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে মন ফ্রেশ হয়ে যাবে। মাঠে গিয়ে খেলাধুলা, সমাজসেবামূলক কাজে সাহায্য করা, বাগান করা, বিড়াল, পাখি, খরগোশ পোষা মানে অন্য কোনো হবিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। সপ্তাহে একদিন কোথাও থেকে ঘুরে এসো। যেন ওইসব ছাইপাঁশ প্রেমের স্মৃতি তোমার আশেপাশেও ভিড়তে না পারে।

ইবনুল জাওযী (রহ.)র প্রেমের কষ্ট ভোলানোর জন্য যে পদ্ধতিগুলো বাতলে দিয়েছেন তাদের মধ্যে কিছু হলো- ঘুরে বেড়ানো, ঘুমানো, জীবিকার জন্য ব্যস্ত হওয়া, শরীর ঠাণ্ডা রাখা, গোসল করা, রোগীদের দেখতে যাওয়া, মৃতদের জানাজা ও কাফন দাফনে অংশ নেওয়া, কবরস্থান দেখতে যাওয়া, মৃতদের দেখা, মৃত্যু ও তার পরের অবস্থাগুলোর কথা চিন্তা করা প্রভৃতি। তাঁর মতে, এসব কাজ কামনাবাসনার আগুন নিভিয়ে দেয়। অন্যদিকে গান বাজনা তা বাড়িয়ে দেয়। এমনইভাবে আল্লাহর যিকিরের মজলিস, দুনিয়াবিমুখ মানুষদের সাহচর্য, পুণ্যবান মানুষদের জীবনী ও ওয়াজ নসিহতের দ্বারাও প্রেমের প্রতিকার পাওয়া যায়।[৩২৫] অবসর সময়ে এগুলো করে ফেলতে পারো।

৯। প্রতিশোধ: প্রাক্তনকে ভুলতে না পারার অন্যতম একটি কারণ হলো ব্রেকআপের পর অনেককে প্রতিশোধের নেশায় পেয়ে বসে। প্রতিশোধ নেবার চিন্তা দিনরাত প্রতিটি ক্ষণে তোমার মস্তিষ্কে তার চিন্তাকে জাগিয়ে রাখবে।

প্রতিশোধ নেবার চিন্তা মাথা থেকে একেবারেই ঝেড়ে ফেলতে হবে। এভাবে অন্য একজন মানুষের এবং তার পরিবারের ক্ষতি করা গুনাহ। এটা আল্লাহর অবাধ্য হওয়া। জেনে বুঝে এমন অবাধ্যতা করার সুযোগ নেই। এর পক্ষে কোনো অজুহাত দেওয়ারও সুযোগ নেই। প্রতিশোধ নেওয়ার অংশ হিসেবে যে কাজগুলো করতে হবে নিশ্চিতভাবেই তার অনেক কিছু হারাম। তুমি কেন হারাম কাজ করবে? আরেকজনের ক্ষতি করতে গিয়ে নিজের আখিরাত বরবাদ করবে? দুটো ভুল দিয়ে একটা শুদ্ধ হয় না। মাইনাসে মাইনাসে প্লাস শুধু অঙ্কের জগতে হয়, বাস্তবে হয় না।

যে উপায়গুলোর মাধ্যমে তাকে কষ্ট দিতে চাচ্ছো তা কি শুধু তাকেই কষ্ট দিচ্ছে? নাকি তার বাবা মা, তার ভাই বোন, স্বামী-স্ত্রী, পরিবার বা আত্মীয়স্বজনেরও ক্ষতির কারণ হচ্ছে? তাদের কী দোষ? তাছাড়া তুমি তোমার নিজের জন্যেও কবর খুঁড়ছো। নিজের জীবন, নিজের পরিবারকে শেষ করে দিচ্ছো। সামাজিক ও পুলিশি ঝামেলায় পড়াশোনা, ক্যারিয়ার, মানসম্মানের বারোটা বাজাচ্ছো। ছাড়ো এই প্রতিশোধ

[৩২৫] ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম ভালোবাসা, ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ, দারুস সালাম বাংলাদেশ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা -২৫৫, ২৫৭,২৫৮

প্রতিশোধ খেলা। এই খেলার সবটুকু লেভেল কমপ্লিট করলেও তুমি কখনো শান্তি পাবে না। তৃপ্তি পাবে না।

যা হবার হয়ে গেছে। মেনে নাও। নিজের এবং অন্যের জীবন নষ্ট না করে জীবন গড়ো। হাইলি কোয়ালিফাইড, স্কিল্ড একজন মানুষ হও। ভীরুতা কাপুরুষতাকে গুলি মেরে আল্লাহর প্রকৃত দাস হয়ে যাও। সাহসী, চরিত্রবান, সৎ, পরোপকারী, সমাজ এবং জাতির প্রতি দায়িত্বশীল একজন মানুষ হবার চেষ্টা করো।

উপরের পয়েন্টগুলো ছাড়াও- ওর পেছনে লেগে থাকলে ও আবার আমার কাছে ফিরে আসবে, ব্রেকআপ মেনে নিলাম কিন্তু আমরা স্রেফ বন্ধু হয়ে থাকি -এসব চিন্তাভাবনাও প্রাক্তনকে ভুলতে না পারার পেছনের কারণ হিসেবে বেশ ভূমিকা রাখে।

এতক্ষণ যা যা আলোচনা করা হলো, সেগুলো প্রাক্তনকে ভুলতে না পারার পেছনের মূখ্য কারণ। এই কারণগুলোর সাথে সরাসরি তুমি জড়িত। কিন্তু এর বাইরেও প্রেমের ফাঁদ থেকে বের না হবার পরোক্ষ কিছু কারণ আছে যেগুলোতে তুমি সরাসরিভাবে জড়িত না। যেমন:

১। ব্রেকআপের পরে আবার নতুন করে প্রেমে পড়ার ফাঁদ: প্রথমবার প্রেমে পড়ে রিলেশন করাটা অনেকের জন্য কষ্টকর হলেও বা সময় লাগলেও, পরের প্রেমগুলোর ক্ষেত্রে খুব একটা সময় বা পরিশ্রম লাগে না। একেবারে সিরিয আকারে প্রেমলীলা চলতে থাকে। বিশেষ করে ব্রেকআপের পর। এর কারণ কী? অনেকগুলো কারণ আছে-

- ব্রেকআপের পর একাকীত্ব সহ্য করতে না পারা, গাঞ্জুটি, হিরোইঞ্চির মতো প্রেমের নেশায় পড়ে যাওয়া। প্রেম ছাড়া নিজেকে পঙ্গু মনে হওয়া।
- ব্রেকআপ হবার বা ঠিক এর পরের সময়টাতে 'তুমিহীনতায়' যে শূন্যতা কাজ করে সেই শূন্যতা পূরণের জন্য বিপরীত লিঙ্গের কাছ থেকে মেন্টাল সাপোর্ট নেওয়া।
- প্রাক্তনের উপর প্রতিশোধ নেওয়া বা প্রাক্তনের মনে ঈর্ষা জাগানোর জন্য একটার পর একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া।
- শরীরের চাহিদা পূরণ (সেক্স)।

দেখো, তুমি তো আল্লাহর জন্য, আল্লাহকে ভালোবেসে, তাঁর অসন্তুষ্টির ভয়ে, প্রেম থেকে দূরে সরে এসেছো। আবার কেন অন্ধকারের জীবনটাতে ফেরত যেতে চাচ্ছো? জাহান্নামের পথ ধরছো? আল্লাহর সন্তুষ্টির চাইতে, জান্নাতের চাইতে তোমার কাছে ক্ষণিকের এই ডোপামিনের নেশা বেশি হয়ে গেল? প্রেমের কারণে এতোটা কষ্ট পেলে তুমি, এতোটা অশ্রু ঝরলো তোমার চোখে... তারপরও কেন আবার সেই প্রেমের

ফাঁদেই পা দেওয়া? বিয়ে করার চেষ্টা করা, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, যিকির করা, বাবা-মা'র সাথে সময় কাটানো ইত্যাদি নানা পদ্ধতি বাতলে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো পড়ে নাও।

মেন্টাল সাপোর্ট এর জন্য কখনোই বিপরীত লিঙ্গের কাছে যাবে না। ওরা তোমাকে হেল্প তো করতে পারবেই না, উল্টো আবার মরণফাঁদে পড়ে যাবে। খুব ভালো হয় একজন দ্বীনদার মনোবিদের কাছে যেতে পারলে। না পারলে তোমার বন্ধু (মেয়েদের ক্ষেত্রে বান্ধবী), বড় ভাই, কাযিন, নিকটাত্মীয় এবং এলাকার মধ্যে মুরুব্বীস্থানীয় কেউ (যাদের সাথে তুমি ফ্রি, যারা সৎ, যারা তোমার ভালো চায়), তোমার ফেভারিট স্যার (মেয়েদের জন্য ম্যাডাম), আলেম-উলামার কাছে যেতে পারো। চাইলে আমাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারো।[৩২৬]

২। **মাঝে মাঝে তার সাথে দেখা:** প্রাক্তনকে ভুলতে না পারার পেছনে বেশ ভূমিকা রাখে। সারাদিন চোখের সামনে থাকে। পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এমন অবস্থায় যে ভুল কাজ তোমরা করো–

ছ্যাঁকা বিশেষজ্ঞ বাপ্পারাজের মতো বিরহে ভুগো, কান্নাকাটি করো, হা-হুতাশ করো, আফসোস করো, কষ্ট পাও, নষ্ট হও, একটা চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাও...

এমন ক্ষেত্রে যা করতে হবে:

ক। যা হবার হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে আর নতুন কোনো স্বপ্ন দেখবে না। এগুলো স্রেফ সময় নষ্ট, জীবন নষ্ট– কথাগুলো বারবার নিজেকে মনে করিয়ে দেবে।

খ। সে যদি আবার ফিরেও আসে, তাহলে তোমার জীবনকে সে নিয়ন্ত্রণ করবে। আবার প্রেম করলে তুমি আবার গুনাহতে জড়াবে, জাহান্নামের জ্বালানি হবে- যখনই তার কথা মনে হবে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাববে। তার দোষগুলার কথা মনে করবে, বিভিন্ন সময় তার দেওয়া প্যারাগুলোর কথা চিন্তা করবে। সে স্পেশাল কেউ ছিল না, সমাজের আর দশটা মানুষের মতোই সাধারণ মানুষ সে।

গ। চোখের আড়াল মানেই মনের আড়াল। কঠোরভাবে দৃষ্টির হিফাযত করো। যদি সুযোগ থাকে (এবং খুব বেশি সমস্যা না হয়) তাহলে অন্য জায়গায় মুভ করো।

ঘ। একটু মন খারাপ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। তবে এই মন খারাপকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে হবে। নিজেকে আরো ম্যাচিউরড, আরো স্কিল্ড করে তুলবে, প্রকৃত একজন মানুষ হবে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করবে–আল্লাহ তোমাকে একজন ছ্যাঁচড়া মানুষ থেকে, পাপ করা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

---

[৩২৬] ইমেইল – lostmodesty@gmail.com
ফেইসবুক-www.facebook.com/lostmodesty

৩। স্বপ্ন: অনেকের ক্ষেত্রেই প্রাক্তনকে ভুলতে না পারার পেছনে স্বপ্নের ভূমিকা থাকে। হঠাৎ করেই প্রাক্তন স্বপ্নে চলে আসে। পুরোনো প্রেম জাগিয়ে দেয়। এরকম অবস্থায় নিজেকে সামলানো খুব কঠিন হয়ে যায়। সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে যায়। বেশিরভাগ প্রেমিক-প্রেমিকাই এমন অবস্থায় নিজের আত্মসম্মান নষ্ট করে, একটা গ্রেট লুযারের মতো আবার যোগাযোগ করে বসে প্রাক্তনের সঙ্গে। এতোদিনে ব্রেইনের যে হরমোনের ভারসাম্য ফিরে এসেছিল তা নিমিষেই নষ্ট করে ফেলে। নতুন করে কষ্ট পেয়ে নষ্ট হবার গল্প লেখা শুরু করে।

করণীয়:

ক। কোনোভাবেই তার সাথে যোগাযোগ করবে না। একটা মেসেজও দেবে না কখনো।

খ। নিজের সাথে বারবার যুদ্ধ করবে। নিজেকে প্রশ্ন করবে- আমি কেন আল্লাহর অবাধ্য হবো? যে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত জাহান্নামের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি আমি, সেই পথে আবার কেন ফিরে যাবো? কেন করবো এই আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড?

গ। স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গে তুমি সেই লিস্টটা খুলে বসো, ডায়েরির পাতাগুলো উল্টাতে থাকো, বইয়ে যে ক্ষতিগুলোর কথা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো মনে করো। আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে সাহায্য চাও।

৪। হতাশা: ব্রেকআপ করার সময় অনেক সময় হতাশা জেঁকে বসতে পারে। ইচ্ছে হতে পারে হাল ছেড়ে দেওয়ার। তোমার হতাশাকে ব্যবহার করে শয়তান তোমাকে আবার আগের পথে ফেরত নেওয়ার চেষ্টা চালাবে। মনে রাখবে, তুমি সত্যিকারভাবে না চাইলে, কেউ তোমার জীবন গুছিয়ে দিতে পারবে না। তোমার সমস্যার সমাধান অন্য কেউ এসে করে দিতে পারবে না। দুনিয়ার ইতিহাসে কোটি কোটি মানুষ একা একাই নিজের জীবনকে মেরামত করে ফেলেছে। তুমি মহাজাগতিক এলিয়েন না। তুমি মাটির মানুষ। তুমি পারবে। চাইলেই পারবে।

হাজার চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না- এটা স্রেফ একটা অজুহাত। কোনো অমোঘ, অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা না। এটা লুযারদের কথা। রিয়্যাক্টিভ আচরণ। তুমি তাকে ভুলতে চাচ্ছো না অথবা তাকে ভোলার জন্য যে কষ্টটুকু করতে হবে তা সহ্য করতে চাচ্ছো না- এটাই হলো বাস্তবতা।

তার সাথে যোগাযোগ না করলে কী হবে?

-অনেক কষ্ট হবে। অনেক খারাপ লাগবে।

ওকে, তারপর কী হবে?

-কী আর হবে, অনেক কষ্ট হবে।

তো এই কষ্টগুলো মেনে নিয়ে, ধৈর্য ধরে কিছুদিন পার করে দাও। সময়ের সাথে সাথেই সব ঠিক হয়ে যায়। খুব দ্রুতই কেটে যাবে এই মোহ যেটাকে তুমি ভালোবাসা

মনে করছো। ব্রেকআপ করে ফেলার পর অপর পক্ষ (যে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে চায়) কয়েকটা স্টেইজের মধ্য দিয়ে যায়:

১) কেন ব্রেকআপ হলো পাগলের মতো এটার উত্তর খুঁজে বেড়ানো।

২) উত্তর পাবার পর সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা। ব্রেকআপ যে হয়েছে এটাই অস্বীকার করা।

৩) বুঝতে পারা যে আসলেই ব্রেকআপ হয়েছে। তাই গভীর কষ্ট, দুঃখ পাওয়া।

৪) প্রাক্তনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা।

৫) প্রাক্তন ফিরে না আসায় তার প্রতি গভীর ক্রোধ জন্ম নেওয়া, প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করা।

৬) সব কিছু মেনে নেওয়া, স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা।[৩২৭]

১ থেকে ৬ এ যাওয়া, মানে ব্রেকআপের শুরু থেকে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে যাবার মধ্যে সময় লাগে গড়ে তিন মাসের মতো। অধিকাংশ ছ্যাঁকা খাওয়া মানুষের এর মধ্যেই ৬ নম্বর স্টেইজে চলে আসে। তিনটা মাস একটু কষ্ট করতে পারবে না?[৩২৮] এতোটাই দুর্বল মানুষ তুমি? তুমি তাকে ভুলতে পারছো না- ব্যাপারটা এমন না। তুমি আসলে তাকে ভুলতে চাচ্ছো না। এটা সম্পূর্ণ তোমার নিজের সিদ্ধান্ত।

'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেন না।'[৩২৯]

মানুষ ধরেই নেয়, জীবনের অন্য সব বিষয়ে সে ভুল করতে পারে কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে তার কোনো ভুল নেই। সে একটা ভুল মানুষকে বেছে নিয়েছিল বা ভুল কাজ করেছে, এটা মানতেই চায় না। মেনে নাও- তুমি ভুল করেছিলে।

তাকে ঘিরে তোমার যে রুটিন তৈরি হয়েছিল সেটা বদলে ফেলো। প্রোডাক্টিভ হও। ম্যাচিউর হও। এভাবে চিন্তা করো যে, সে তোমার জীবনে একজন মানুষ হিসেবে ছিল। প্রেমিক-প্রেমিকা হিসেবে না, স্ত্রী বা স্বামী হিসেবে না। জাস্ট একজন মানুষ হিসেবে ছিল। জীবনে অনেক মানুষ আসে। অনেক মানুষের সাথে পরিচয় হয়, আবার তারা জীবন থেকে চলেও যায়। এমন একজন মানুষ হিসেবে গ্রহণ করে নাও তাকে। তুমি তাকে কিনে নাওনি, সে তোমার দাস নয়। সে চলে যেতেই পারে।

---

[৩২৭] 7 Stages After A Break Up, Psych2Go, ইউটিউব ভিডিও, ডিসেম্বর ৫, ২০১৮- tinyurl.com/yeynt9n8

[৩২৮] কারও কারও ক্ষেত্রে আর একটু বেশি সময় লাগতে পারে। এই ধরো গড়ে ৬ মাস। How Long Does It Take to Get over a Breakup? Experts Weigh In, blog.zencare.co- tinyurl.com/a6frxjt6

[৩২৯] সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৮৬

তাকে হয়তো ১০০% ভুলতে পারবে না। থমকে যাওয়া কোনো গ্রীষ্মের বিকেলে কিংবা গভীর হাওয়ার রাতে হঠাৎ মনে পড়তে পারে তার কথা- স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে নাও। একসময় সে তোমার জীবনে ছিল, ছোট্টবেলার হারিয়ে যাওয়া সময়টার মতো এখন আর সেও নেই–এ কথাটা সহজভাবে নাও। সে এখন অতীত। তোমার ভুলগুলোর কথা ভাবো- তুমি কতো ছেলেমানুষ ছিলে, কতো পাগলামি করেছো। মানুষ তার পিতামাতা, এমনকি সন্তানের মৃত্যুর স্মৃতিও বুকে নিয়ে বেঁচে থাকে। আর তুমি প্রাক্তনের স্মৃতি নিয়ে জীবন পার করতে পারবে না? এটা কোনো কথা? সে চলে গেছে মানে তোমার জীবন শেষ হয়ে যায়নি। জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়েছে মাত্র। জীবন এর পরেও সুন্দর, সম্ভাবনাময়। জীবনে পরতে পরতে রোমাঞ্চ ছড়িয়ে রেখে তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

কখনো ধৈর্যহারা হবে না, কখনো ভাববে না 'আমি পারবো না'। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যাও, দেখবে আল্লাহ্ সাহায্য করবেন। দুনিয়া তো আমাদের জন্য কারাগার। এখানে পদে পদে পরীক্ষা থাকবে, কষ্ট থাকবে, না পাওয়ার বেদনা থাকবে। আল্লাহর জন্য, তাঁকে ভালোবেসে, তাঁর সন্তুষ্টির আশায় এগুলো মেনে নাও। আল্লাহর সন্তুষ্টি মানেই তো জান্নাত। সব না-পাওয়ার আবদার না হয় জান্নাতে গিয়েই করলে।

জাহান্নাম থেকে একেবারে শেষে যে মুসলিম ব্যক্তি বের হবেন, সাজাভোগ শেষে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর সময় আল্লাহ্ বলবেন, 'চাও।' সে চাইতে থাকবে। কিছু চাইতে ভুলে গেলে স্বয়ং আল্লাহ্ তাকে বিভিন্ন জিনিসের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন! আর বলবেন, 'এটা চাও, ওটা চাও।' এভাবে আল্লাহ্ তাকে স্মরণ করাতে থাকবেন, আর লোকটি চাইতে থাকবে। অবশেষে চাওয়ার আর কিছুই থাকবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন,

> 'তোমার সব ইচ্ছা পূর্ণ করা হলো। তার সাথে আরো দশগুণ (তোমাকে দেওয়া হলো)।'[৩৩০]

অপূর্ণতায়, নষ্ট কষ্টে কয়েকটা দিন না হয় যাক, জান্নাতের প্রথম পদক্ষেপই তো বৈশাখী ঝড়ো হাওয়ার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সকল দুঃখ, ভুলিয়ে দেবে সকল অপ্রাপ্তির বেদনা। তাই না?

[৩৩০] বুখারী: ৮০৬, আযান অধ্যায়, ১/৭৬৯; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

মরিবার হলো তার সাধ...

আমাদের ছোট ভাইবোনদের জেনারেশনকে কী এক অদ্ভূত নেশায় পেয়ে বসেছে– কিছু হলেই অত্যন্ত ঠুনকো কারণে এরা আত্মঘাতী হয়ে পড়ছে। কিন্তু কেন অবেলায় অভিমানী মৃত্যুর মিছিল লম্বা হচ্ছে এতো? কেন এতো তুচ্ছ কারণেই নিভে যাচ্ছে সব শুকতারাদের দল?[৩৩১]

বলিউড, নাটক, সিরিয়াল, গান, সাহিত্য, কবিতা তথা প্রচলিত সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি উপাদান ছ্যাঁকা খাওয়া পরবর্তী আত্মঘাতী কাজগুলোকে খুব রোমান্টিক হিসেবে উপস্থাপন করে আসছে। তারা পর্দায় দেখাচ্ছে- ব্রেকআপের পর প্রেমিক-প্রেমিকারা ছন্নছাড়া জীবন কাটায়, বাবা-মা ক্যারিয়ার সব ভুলে মদ-গাঁজায় ডুবে থাকে। হাত কেটে ফেলে। শত লাথি খেয়েও বারবার প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে ছুটে যায়, অপমানিত হয়, মারধরের শিকার হয়, তবুও লজ্জা হয় না। জীবন ধ্বংস করার এই চরম অবমাননাকর প্রক্রিয়াটাকে মিডিয়া অত্যন্ত মহান ভাবে উপস্থাপন করে। এভাবে নিজেকে তিলে তিলে কষ্ট দেওয়াটাই নাকি 'ট্রু লাভ'। এভাবে একদিন হয়তো তোমার ভালোবাসা তার ভুল বুঝতে পারবে। ফিরে আসবে তোমার বুকে!

রূপালি পর্দায় এভাবে প্রেমিক বা প্রেমিকা ফিরে আসলেও বাস্তব জীবনে তা হয় না। গল্প কিংবা সিনেমায় নায়ক একজন, নায়িকাও একজন। কিন্তু বাস্তবজীবনের নায়ক নায়িকা তো আর একজন দুইজন না, অসংখ্য। তোমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, এছাড়া তার আর কোনো অপশান নেই–ব্যাপারটা এমন না। শুধু শুধু তুমি জীবন নষ্ট করে চলছো। এভাবে শোক ভোলা যায় না। আর যদি সে তোমার এই দেবদাস সুলভ আচরণের কারণে ফিরেও আসে তাহলেও সম্পর্ক আর আগের মতো থাকবে না। অন্তর্বর্তী শূন্যতায় সম্পর্কের সুতো কেটে যায়। তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সে যা বলবে, যা যা শর্ত দেবে তা তোমাকে নিঃশর্তে মেনে নিতে হবে। তোমার সাথে তার সম্পর্ক প্রেমিক-প্রেমিকার থাকবে না। বরং সেই সম্পর্ক হবে মনিব আর দাসের। অনেক কিছুর মাশুল গুনে তারপর হয়তো মুক্তি মিলবে সেই দাসত্ব থেকে। কে জানে, হয়তো সারাজীবনেও মুক্তি মিলবে না।

---

[৩৩১] এই লেখার বিস্তারিত ভার্সন পাবে এই লিংকে- Lost Modesty ফেইসবুক পোস্ট, অক্টোবর ০২,২০২২- tinyurl.com/2p9yv6nh

ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার পেছনেও অন্যতম প্রধান কালপ্রিট হলো আত্মহত্যাকে মিডিয়াতে রোমান্টিসিযমের মোড়কে উপস্থাপন। সেট ডিজাইন, লাইট আর ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউযিক, ডায়ালগ, গল্পের স্ক্রিন প্লে, Quit টাইপের সুইসাইড নোট–সবকিছু মিলিয়ে এমন আবেগঘন পরিবেশ তৈরি করা হয় যা দর্শকদের মনে তীব্রভাবে গেঁথে যায় ঠিক এভাবে- আহা! আত্মহত্যা করা কতো নাটকীয়, কী ভয়ঙ্কর রোমান্টিক একটা বিষয়! কোনো এক চাঁদনী পসর রাতে বা ঘোর বর্ষণভরা শ্রাবণ সন্ধ্যায় আমি ঝুলে পড়বো সিলিংয়ে বা পাখির মতো ডানা মেলে লাফ দিবো বিশ তলা উঁচু বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে... আমার টেবিলে বইয়ের নিচে কিংবা লাশের পাশে চাপা পড়ে থাকবে সুইসাইড নোট। আমার মৃত্যুর পর সে বুঝতে পারবে আমি তাকে কতো ভালোবাসি! আমার জন্য কাঁদবে সে, কিন্তু আমাকে আর পাবে না; আমাকে কোনোদিন ভুলতে পারবে না সে। সারাজীবন অপরাধবোধে দগ্ধ হতে থাকবে। আমাকে করা তার প্রতিটি অবহেলার প্রতিশোধ এভাবেই নেবো আমি। আমার বন্ধুরা আমার ফেইসবুক টাইমলাইনে, আমার প্রোফাইল পিকচার কিংবা পোস্টের কমেন্টে RIP লেখবে, 'লাশটা আজও তার খুনিকে ভালোবাসে'–টাইপ পোস্ট দেবে, আমার কবরের পাশে ফুল দেবে, আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে প্রকৃত একজন প্রেমিক হিসেবে- '*যে শুধু মুখে মুখে ভালোবাসেনি। ভালোবাসার জন্য জীবন দিয়েছে*'। আমার কবরের উপর সবুজ ঘাস জন্মাবে। ফাগুন হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপবে সাদা সাদা ঘাসফুল...

অনেকেই ভাবে আত্মহত্যা করা খুব গভীর অনুভূতি সম্পন্ন কোনো কাজ। মৃত্যুর এই পদ্ধতি হয়তো তাদের মৃত্যুকে অর্থবহ করবে। মানুষ তাকে নিয়ে ভাবতে, কথা বলতে... তার দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো তোমার এই আত্মহত্যার কানাকড়ি কোনো মূল্য নেই। তেতো সত্যিটা হলো তুমি এভাবে আত্মহত্যা করার ফলে পৃথিবীর কারো কিছুই যায় আসবে না। পৃথিবীতে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। তারপরও পৃথিবী চলে। আত্মহত্যা তোমাকে স্পেশাল বানাবে না। বাস্তব জীবনের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউযিক নেই। নেই লাইট আর ক্যামেরার মুন্সিয়ানা, আলো-আঁধারির খেলা। কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে নেমে এসো।

এভাবে তুমি শুধু নিজেকে ধ্বংস করছো। তোমার বাবা-মাকে কষ্ট দিচ্ছো। হয়তো তোমার বন্ধুবান্ধব, পরিচিত মানুষেরা তোমার টাইমলাইনে মৃত্যুর পর RIP লেখবে, এক-দুই দিন, বড়জোর এক-দুই সপ্তাহ তোমার কথা মনে করবে। তারপর ভুলে যাবে। এমনভাবে ভুলে যাবে যেন পৃথিবীতে তোমার অস্তিত্বই ছিল না। হয়তো হুটহাট মনে পড়বে তোমার কথা। তবে তোমাকে তারা মনে করবে একটা কাপুরুষ, অবুঝ, বোকা, ভীতু হিসেবে। পরাজিত হয়ে বা ড্রামাবাজি করতে করতে যে জীবন থেকে পালিয়েছে। অন্যদের উপদেশ দেবে–ঐ ভীতুটার মতো কখনো ভুল কাজ করো না!

কোনো কিছুই থেমে থাকবে না তোমার জন্য। পৃথিবী আগের মতোই চলবে। আকাশের রং আগের মতোই নীল থাকবে, বাবলা বনে চৈতালী হাওয়ার নিস্তব্ধতা খান খান করে

অবিশ্রান্ত আর্তনাদের মতো ডেকে যাবে নিঃসঙ্গ কোনো ঘুঘু। তারাভরা আকাশে বুনো হাঁস ডানা মেলবে। তোমার প্রেমিক বা প্রেমিকা তার নতুন সঙ্গীকে নিয়ে বৃষ্টিবিলাস করবে, জ্যোৎস্না রাতে ফাগুন হাওয়ায় ফিসফিস করে আউড়ে যাবে ভালোবাসার চিরন্তন বাক্যগুলো। তোমার জন্য অপরাধবোধে দগ্ধ হওয়া, তোমার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে আজীবন দুঃখ বয়ে বেড়ানোর অবকাশ বা ইচ্ছে, কোনোটাই মিলবে না তার। কষ্ট পাবে শুধু তোমার বাবা-মা। এই পৃথিবীতে তোমার প্রকৃত আপনজন। আর কষ্ট পাবে তুমি। কবরে, বিচারের দিনে, জাহান্নামে। কেন? এতো কিছু কীসের জন্য?

ধরো, তুমি যেমন প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলে ঠিক তাই হলো। কিন্তু তুমি কি এসব দেখতে পাবে? প্রেমিক/প্রেমিকার সাথে মিলন হবে? না, কিছুই হবে না। সে তার জীবনসঙ্গীকে নিয়ে জীবন কাটাবে। এদিকে উল্টো তুমি কবরের আযাব ভোগ করবে। কোনো মানে হয়?

'যে যেভাবে আত্মহত্যা করবে, তার শাস্তি অনন্তকাল সেভাবেই চলতে থাকবে।'[৩৩২]

বাসা থেকে বিয়ে না দেওয়ায় অনেক কাপল একসাথে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা করলে দুইজনের মিলন হবে না। বরং দু'জনকেই আত্মহত্যার গুনাহর কারণে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাহলে এভাবে মরে লাভ কী হলো? প্রকৃত আবেগ থেকেও অনেকে আত্মহত্যা করে। ভাবে, আত্মহত্যা করে ফেলি; তাহলে আমার সব কষ্ট একসাথে শেষ হয়ে যাবে। দেখো ভাইয়া, দেখো আপু, আত্মহত্যা করলে কোনো কষ্টই শেষ হয়ে যায় না। দুনিয়ার এই জীবনটা শেষ না। বরং এ জীবনটা খুব ছোট। মৃত্যুর পর মানুষের আসল জীবন শুরু হয়। আত্মহত্যা করলে তোমার কষ্ট তো কমবেই না বরং কবরে আরো ভয়ঙ্কর কষ্টের শুরু হবে। এই মেয়ে বা ছেলেকে হারালে তুমি আর জীবনে বিয়েই করতে পারবে না, পৃথিবীর এরাই একমাত্র ছেলে/মেয়ে এমনও তো না। তাহলে কেন এই বোকামি?

তবে আত্মহত্যা করার পেছনের মূল কারণ হলো দুইটি-

১। প্রেমকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও সার্থকতা হিসেবে দেখা।

২। জীবনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্পর্কে বেখেয়াল হওয়া।

এ নিয়ে আগের লেখাগুলোতে অনেক আলোচনা হয়েছে। সেগুলো আবার পড়ে নাও। ভালোমতো মনে ও মস্তিষ্কে গেঁথে নাও। আল্লাহ তোমাকে তাঁর ইবাদাতের জন্য পাঠিয়েছেন, পুরো মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার দায়িত্ব তিনি আমাদের দিয়েছেন। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য প্রেম করা না! যে মহান দায়িত্ব আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন সেটা ভুলে সামান্য প্রেমের জন্য এভাবে তুমি জীবন দিয়ে দিচ্ছো?

---

[৩৩২] বুখারী: ৫৭৭৮, মুসলিম: ১০৯ (ইফা. ২০১)

উপরে বলা দুটি বিষয়ের বাস্তবতা বুঝলে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করলে কোনোভাবেই আত্মহত্যা করা সম্ভব না তোমার পক্ষে।

'তোমরা নিজেদের হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল।'[৩৩৩]

আল্লাহ কি ইবরাহীমের জন্য আগুনকে শীতল করে দেননি? তিনি কি ইসমাঈলকে ছুরির নিচে রক্ষা করেন নি? ইউনুসকে রক্ষা করেননি মাছের পেট থেকে? তিনি মূসার জন্য সমুদ্রের মাঝে রাস্তা বানাননি? ইউসুফকে জুলায়খার চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেননি? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্য চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেননি? আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম। তাহলে কেন তিনি তোমার জীবনের সমস্যার সমাধান করে দেবেন না? তাঁকে একটু ডাকার মতো করে ডেকে তো দেখো! ভরসা করো তাঁর উপর। ফিরে আসো ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। ইনশাআল্লাহ, তিনি তোমার সকল দুঃখকষ্ট লাঘব করে দেবেন।

মুসলিমদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে স্কুলের ইসলাম শিক্ষা বই পড়েই আমরা ভেবে বসি ইসলাম সম্পর্কে, আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে আমরা একেবারে সবজান্তা হয়ে গেছি। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো ইসলাম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। আমরা আল্লাহকে চিনি না, আমাদের নবী (ﷺ)-কে চিনি না। পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলি না। আর চলি না বলেই আমরা অল্পতেই হতাশ হয়ে পড়ি।

সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-দের উত্তপ্ত মরুর বুকে শুইয়ে কয়লার আগুনের তাপ দেওয়া হতো। কোমরের চর্বি, মাংস গলে কয়লার আগুন নিভে যেতো। চোখের সামনেই মা-বাবাকে অত্যাচার করতে করতে মেরে ফেলা হতো। ধন সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন সব কিছু ত্যাগ করে বেছে নিতে হতো নির্বাসনের জীবন, কারাগারের জীবন।[৩৩৪] মক্কার সুদর্শন, স্টাইলিশ যুবক মুসআব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে রাজকীয় লাইফস্টাইল ছেড়ে বরণ করে নিতে হয়েছিল রাস্তার ধূলিমলিন জীবন। কিন্তু তারপরও তাঁরা প্রকৃত সুখী জীবনযাপন করতেন। সবসময় হাসিমুখে থাকতেন। আত্মহত্যার কথা তো কল্পনাতেও ছিল না! কীভাবে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার পরেও তাঁরা হাসিমুখে থেকেছেন? বীরের মতো মাথা উঁচু করে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বিপদের মহাসাগর পাড়ি দিয়েছেন? কারণ তাঁরা আল্লাহকে চিনতেন। তাঁরা ইসলামের শক্তিতে একেকজন হয়ে গিয়েছিলেন সত্যিকারের সুপারহিরো। আমরা আল্লাহকে চিনি না, তাঁকে মানি না বলেই আমাদের জীবনের এতো হতাশা, এতো দুঃখ-কষ্ট, মানসিকভাবে আমরা এতো দুর্বল।

---

[৩৩৩] সূরা আন-নিসা, ৪:২৯

[৩৩৪] তুমি চাইলে আমাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারো। আমাদের লোকবল অত্যন্ত সীমিত। এরপরেও আমাদের চেষ্টা থাকবে মেন্টাল সাপোর্ট দেবার। অন্তত তোমার কথাগুলো আমরা শুনবো ইনশাআল্লাহ।

কাজ (রিয়্যাক্টিভ)	পরিণতি	কাজ (প্রোঅ্যাক্টিভ)	পরিণতি
নেশা করা, ঘুমের ওষুধ খাওয়া, হাত কাটা, কোনো কাজকর্ম না করে দুঃখ বিলাস করা, বাবা-মাকে কষ্ট দেওয়া, খাওয়া দাওয়া না করা।	তোমার সাবেক প্রেমিক/প্রেমিকার উপর এগুলোর কোনো প্রভাব নেই। এসবে তার কিচ্ছু যায় আসে না। সে দিব্যি তার নতুন সঙ্গীকে নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে শুধু তোমার। তুমি তোমার স্বাস্থ্য, সময়, টাকাপয়সা এবং জীবন নষ্ট করছো। পরিবারাকে কষ্ট দিচ্ছো। নিষিদ্ধ কাজগুলো করার কারণে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যাচ্ছো। প্রেমিক-প্রেমিকা ফিরে আসলেও তার দাসত্ব মেনে নিচ্ছো।	১ নং কলামের কাজগুলোর বদলে তুমি ধৈর্য ধরলে। নেশার পেছনে টাকা না উড়িয়ে সেই টাকা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করলে। দু'আ করলে গুনাহ মাফের জন্য, চোখ শীতল করা জীবনসঙ্গীনীর জন্য। নিজের স্কিল বাড়ানোর চেষ্টা করলে।	আল্লাহ তোমাকে উত্তম জীবনসঙ্গী দান করবেন। তোমার জীবন করে দেবেন প্রশান্তিময়। তোমার স্কিল দিয়ে পরিবার, সমাজের, মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পাবে। সবশেষে আল্লাহ তোমাকে চিরসুখের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, ইনশাআল্লাহ।
না পাওয়ার দুঃখে, অভিমান, ঝগড়া করে আত্মহত্যা করা।	১। কবরের শাস্তি। ২। জাহান্নামের শাস্তি। ৩। বাবা-মা'র কষ্ট। ৪। নিজেকে ভীরু, বোকা, কাপুরুষ, লুযার প্রমাণ করা। ৫। আল্লাহর দেওয়া সুন্দর এই জীবনের অসংখ্য নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া।	বিচ্ছেদকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেওয়া, বিচ্ছেদের ধাক্কাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা।	১। গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে নিজেকে বাঁচানো। ২। শাস্তি থেকে বাঁচা। ৩। প্রশান্তিময় বরকতময় জীবন। ৪। চোখ শীতলচকারী জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী। ৫। জান্নাত।

যদি মন কাঁদে লেখাতে একাকীত্ব অবসর কাটানোর যে টিপসগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো অনুসরণ করো। হাসপাতালে যাও সুযোগ পেলে। আমার পরিচিত এক ছোট ভাইয়ের বন্ধু ছ্যাঁকা খেয়ে মারাত্মক আত্মঘাতী জীবনযাপন করছিল। হাসপাতালে এক পাক ঘুরে এসে, রোগীদের দুঃখ কষ্ট, বেঁচে থাকার আকুতি দেখে সে একদম সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফেরত এসেছে।

তোমার মাথায় আত্মহত্যার কথা উঁকি দিয়েছে এটা বাবা-মা বা আপনজনদের জানিয়ে দাও। যদি সম্ভব হয় একজন মনোবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। দড়ি, ছুরি, কাঁচি, ব্লেড, ঘুমের ওষুধ (যদি থাকে) হাতের নাগাল থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। যতটা পারা যায় একাকী থাকাকে এড়ানোর চেষ্টা করো। বিশেষ করে রাতে। রাত জাগবে না এবং রাতে একা ঘুমাবে না। আত্মহত্যার বেশিরভাগ ঘটনা ঘটে রাতে। সেই সঙ্গে ওযু করে ঘুমানোর দু'আ পড়ে ঘুমাও।

তবু যদি মাথায় আত্মহত্যার কথা ঘুরতেই থাকে...

১। যখনই এমন হবে সঙ্গে সঙ্গে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম (বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই) পড়বে। শয়তান তোমাকে ওয়াসওয়াসা দিচ্ছে।

২। রুমে একা থাকলে রুম থেকে বের হয়ে যাবে। পরিবারের কোনো সদস্য বা কোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলবে।[৩৩৫] বাসায় কেউ না থাকলে রাস্তায় বের হয়ে যাবে। হাঁটাহাঁটি করবে। মসজিদে চলে যেতে পারো। মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে। সুযোগ থাকলে কোনো আলিমের কাছে চলে যাবে। পারলে রাস্তার কোনো অসহায় গরীব দুঃখী মানুষকে খাবার কিনে দেবে। ৫-১০ টাকা যা পারো দান করবে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে।

***

একটু ধৈর্য ধরে থাকো। সময়ের সাথে সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে। যেই মানুষটা তোমার চিন্তাভাবনায় মিশে গিয়েছিল, যাকে ছাড়া ভেবেছিলে তুমি বাঁচবে না, তাকে ছাড়াই দিব্যি তুমি হেসেখেলে বেঁচে থাকবে। মাসের পর মাস চলে যাবে, ক্যালেন্ডারের পাতায় ধুলো জমবে, তার কথা তোমার ক্ষণিকের জন্যেও মনে হবে না। তার চেহারা মন থেকে মুছে যাবে, হয়তো ভুলে যাবে তার নামও। পাগলামির কথা ভেবে তখন তুমি আফসোস করবে, কী অবুঝ ছিলে তুমি, পাগলামির কী বিশাল ভাবসম্প্রসারণ করে যাচ্ছিলে...

প্রকৃত ভালোবাসা তো মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। বাবা আদম ও মা হাওয়ার ভালোবাসার মাধ্যমে বহতা মানবসভ্যতার সূচনা হয়েছে। আল্লাহ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। যে ভালোবাসা জীবন ধ্বংস করে দেয়, ধ্বংস করে পরিবার

[৩৩৫] ফোন করার মতো কাউকেই না পেলে জাতীয় জরুরি সাহায্য নাম্বার- ৯৯৯ এ ফোন করবে।

ও সমাজকে সেই ভালোবাসা কেমন ভালোবাসা? ফিরে আসো এমন ধ্বংসাত্মক ভালোবাসা থেকে।

আল্লাহ বিচ্ছেদের এই কষ্টের মাধ্যমে তোমাকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করছেন। তোমাকে সুযোগ করে দিচ্ছেন পরম সফলতার পথে চলার। এই সুযোগ হেলায় নষ্ট করো না।

তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ

মানুষ কি নির্দিষ্ট কোনো মুহূর্তে প্রেমে পড়ে? অনেকেই একদম দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে বলে– আমি ঐ দিন, অমুক তারিখের, ঐ সময় ওর প্রেমে পড়েছিলাম। আকাশের রং কেমন ছিল, বাতাস হচ্ছিল কি না, সূর্য তার দায়িত্ব কতোটুকু পালন করছিল, এমন খুঁটিনাটিও মনে থাকে নাকি অনেকের। জিসান এসব ঠিক বিশ্বাস করতো না। এরকম দিনক্ষণ গুণে কেউ প্রেমে পড়ে নাকি! যতসব চাপাবাজি!

তারপর জিসান তার দেখা পেলো...

সেকেন্ড টার্ম পরীক্ষার প্রশ্ন দেবার ঠিক আগমুহূর্ত। নার্ভাসনেস কাটানোর জন্য এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো জিসান। হঠাৎ চোখ পড়লো তার উপর। একটা কালো ব্যান্ড দিয়ে চুলগুলো পেছনে নিয়ে বাঁধছিল সে। সব ভুলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জিসান। মানুষের সিক্সথ সেন্স বলে কিছু আছে বোধহয়। কেউ কারো দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে সে টের পায়। সেও টের পেলো। চোখাচোখি হলো। বুকের ভেতরটা কেমন যেন লাফাতে শুরু করলো জিসানের। পেটের ভেতরেও যেন হাজারটা প্রজাপতি একসাথে ডানা ঝাপটাচ্ছে। জিসানের চোখের ভাষা মেয়েটা বুঝে ফেললো নিমিষেই। ক্ষীণ একটা প্রশ্রয়ের হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল তার দু'ঠোঁটে। সেই মুহূর্তে, সেই ১৭ আগস্ট, মঙ্গলবার সকাল ৯ টা ৫৭ মিনিটে ৫৮ সেকেন্ডে জিসান তার প্রেমে পড়ে গেল!

...শুরুটা হয় খুব সাধারণ, নির্দোষ এক বিষয় দিয়ে - 'এক পলক তাকানো'। সাধারণের চাইতে একটু বেশি সময় তাকিয়ে থাকা হয়তো। তারপর? ভালোলাগা, ক্রাশ খাওয়া যাকে বলা হয়। এরপর? মেসেঞ্জারে টুংটাং, রাতজাগা, কথায় কথায় রাত ভোর হয়ে যাওয়া। প্রপোয করা। ফাস্টফুড বা কফিশপে প্রথম দেখা, ফাগুনের অগোছালো ফুটপাতে পাশাপাশি হাঁটা, খুনসুটি, রিকশাবিলাস। তারপর ফ্যান্টাসি কিংডম, ওয়াটার কিংডমের পর্ব শেষ করে লিটনের ফ্ল্যাট কিংবা ট্যুর। শরীরের উত্তাপে ভালোবাসা পরিমাপ করা।

তারপর? প্রাইভেট ক্লিনিক। গর্ভপাত। ডাস্টবিনে নতুন কোনো নবজাতকের, কাক আর কুকুরে খুবলে খুবলে খাওয়া লাশ। বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ, ভিডিও-ছবি ভাইরাল।

মোহ, স্বপ্ন, কল্পনা, মৃত্যু।

অথবা ব্রেকআপ। সিগারেটের ধোঁয়ায় নিজেকে পুড়িয়ে প্রাক্তনকে ভুলবার চেষ্টা। হতাশা, দলাপাকানো কান্না আর কষ্টের দীর্ঘ রাত। গাঁজা, নেশা, পর্ন, হস্তমৈথুন... লাইভে এসে আত্মহত্যার রোমান্টিসিযম।

মোহ, স্বপ্ন, কল্পনা, মৃত্যু।

অথবা টেক্সটবুক লাভস্টোরির মতো জীবন পার করে দেওয়া, কিন্তু আল্লাহর আইনের অবাধ্য হয়ে জাহান্নামের জ্বালানি হওয়া...

অথচ শুরুটা ছিল সাধারণ এক বিষয় থেকে- এক পলক তাকানো। যুগে যুগে কতো আবিদ, আল্লাহওয়ালা লোকদের পদস্খলন হলো, কতো বুকে দাউ দাউ আগুন জ্বললো, কতো ঘর তছনছ হয়ে গেল, ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি বসালো, কতো রাজা সিংহাসন হারিয়ে ফেললো, ছারখার হয়ে গেল কতো নগর, বন্দর, শহর, গ্রাম, সভ্যতা! রবিঠাকুর বুঝেছিল এই আপাত নিরীহ এক পলক তাকানো, চকিত চাহনির ভয়াবহতা। নিজে মানতে না পারলেও লিখে গিয়েছে বহু বছর আগে-

প্রহর শেষের আলোয় রাঙ্গা সেদিন চৈত্রমাস

তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।

চোখের অবাধ্য দৃষ্টি। আদম সন্তানের সাথে শয়তানের চিরন্তন যুদ্ধের মারাত্মক কার্যকরী এক অস্ত্র। বিষাক্ত অব্যর্থ তীর। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

'দৃষ্টি ইবলিসের তীরগুলো থেকে বিষ মেশানো একটি তীর।'[৩৩৬]

চোখের অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টির ধ্বংসাত্মক ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে আমরা আলকেমি লেখাতে বহু আলোচনা করে এসেছি। তোমার রব তোমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। শয়তান যেন তোমাকে তার খেলার পুতুল না বানাতে পারে, তার জন্য কুরআনে আল্লাহ বেশ কিছু বিষয় তোমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

'মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। ঈমানদার মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত করে...'[৩৩৭]

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে মানুষের নিজের চেয়েও ভালোমতো চেনেন। তিনি জানেন মানুষ চোখের হিফাযত করতে, পর্দা করতে ভুলে যাবে। তাই তিনি বিষয়টি কুরআনে বারবার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহর শত নিষেধ সত্ত্বেও আমরা এ বিষয়টাকে একদমই পাত্তা দেই না। 'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি, একি মোর অপরাধ'- এই হলো অবাধ্য দৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের মনোভাব। ফলাফল কী আমরা হাতেনাতে পাইনি? চারিদিকে আজ ভাঙনের সুর। পতনের

---

[৩৩৬] মুসতাদারাকে হাকিম: ৭৮৭৫
[৩৩৭] সূরা আন-নুর, ২৪: ৩০-৩১

আওয়াজ পাওয়া যায় অষ্টপ্রহর। ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

> 'যৌন কেলেঙ্কারির শুরু হয় দেখা থেকে, যেমন আগুনের শুরুটা একটিমাত্র স্ফূলিংগ থেকে। এজন্য লজ্জাস্থানের সংরক্ষণের জন্য দৃষ্টির সংরক্ষণ জরুরি।'[৩৩৮]

তিনি আরো বলেন,

> 'দৃষ্টি অবনত রাখার মাধ্যমে মানুষ প্রেমের নেশা থেকে নিরাপদ থাকে।'[৩৩৯]

ইবনুল জাওযী (রহ.) যেমন বলেছেন,

> '...প্রেম এক গাছের মতো, আর দৃষ্টি হলো সেই পানির মতো যা ঐ গাছের দিকে গড়িয়ে যায়। সুতরাং, গাছে পানি সেচ দেওয়া হলে গাছ প্রাণবন্ত ও সজীব হয়ে ওঠে। আর এ সমস্ত দুর্যোগের মূলে থাকে অবাধ দৃষ্টিপাত, যা শরীয়াহতে নিষিদ্ধ। এই অবাধ তথা অবৈধ দৃষ্টির কারণে কু-কামনা অন্তরে প্রবল হয়, বিপর্যয়ের বন্যা ব্যক্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং অনেকের রোগ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে তখন আর না কোনো নিন্দুকের নিন্দা তাদের কানে বাজে, আর না কারো মারপিট গায়ে লাগে।'[৩৪০]

সেই রঙিন কৈশোর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কতবার তুমি মায়াবতীদের প্রেমে পড়েছো! আর কতবার তোমার হৃদয় ভেঙেছে! চিন্তা করে দেখো একবার, এর কিছুই হতো না যদি তুমি চোখের হিফাযত করতো। চোখের হিফাযত করতে পারলে তোমার জীবনের গল্পটাই অন্যরকম হতো!

প্রেমে পড়া, পরকীয়া, আত্মহত্যা, যিনা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, গর্ভপাত, খুনোখুনি, পর্ন, হস্তমৈথুন, আসক্তিসহ আমাদের অনেক অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো, জীবন অনেক সুন্দর আনন্দময় হয়ে যেতো যদি আমরা চোখের হিফাযত করতে পারতাম। যদি সতর্ক হতাম অবাধ্য দৃষ্টির ব্যাপারে। যদি শয়তানের ফাঁদগুলো চিনতাম। যদি শয়তানের তীরগুলোর বিরুদ্ধে কুরআন সুন্নাহর নির্দেশিত পথে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতাম। কিন্তু আমরা বড়ই উদাসীন!

দুই.

কী যেন নাম ছিল বালিকার... নামটাও ভুলে গেছো, অথচ একসময় এই বিস্মৃতপ্রায় বালিকাকে দূর থেকে ঠোঁট টিপে হাসতে দেখে কতোবার অঙ্কে ভুল করেছো, বালিকার ঈষৎ ভ্রুকুটিতে কতোবার নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেক্ট্রন বিন্যাস ওলটপালট হয়ে গিয়েছে, ভুলিয়ে দিয়েছে থিওরি অফ রিলেটিভিটির প্রশ্নগুলোর চিন্তা- খেয়াল আছে?

---

[৩৩৮] আল-জাওয়াবুল কাফি, ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ, পৃষ্ঠা-২০৪

[৩৩৯] চোখের আপদ ও তার প্রতিকার, মাওলানা ইরশাদুল হক আছরী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা-৪৯

[৩৪০] যাম্মুল হাওয়া ১/১২৭

জ্ঞানার্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো চোখের হিফাযত করা। চোখের হিফাযত করলে বিচক্ষণতা বাড়ে, বুদ্ধি দিন দিন ধারালো হয়। শাইখ সুজাউল কারমানী (রহ.) বলেছেন,

> 'যে ব্যক্তি তার বাহ্যিক অবস্থাকে সুন্নাহর পাবন্দ বানায়, অন্তরকে আল্লাহর চিন্তায় ও স্মরণে ব্যস্ত রাখে, প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে দূরে থাকে, নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে নজর হিফাযত করে এবং হালাল খাদ্য গ্রহণ করে, সে ব্যক্তির উপলব্ধি এবং দূরদৃষ্টি কখনো ভুল হয় না।'[৩৪১]

পড়ার টেবিলে মন বসে না? মন অস্থির হয়ে থাকে? সময়ে বরকত পাও না? মনে হয় দিন ২৪ ঘণ্টা না হয়ে আরো কয়েক ঘণ্টা বেশি হলে ভালো হতো? কাজে শুধু ঘাপলা লাগে? চোখের হিফাযত করো। জীবন পানির মতো সহজ হয়ে যাবে। তুমি কিছুদিন চেষ্টা করে দেখো, যদি উপকৃত না হও তাহলে বাদ দিও। শাইখ জুলফিকার আলী যেমনটা বলছেন,

'চোখের গুনাহ'র অন্যতম খারাপ প্রভাব হলো, এর কারণে রিযিক ও সময়ের বরকত শেষ হয়ে যায়। ছোট ছোট কাজে বড় বড় সমস্যা ছুটে আসে। জীবনে অনেক কষ্ট ও চেষ্টার পরও সফলতার মুখ দেখা হয় না। আপাতদৃষ্টিতে কাজ সম্পন্ন মনে হলেও যথাসময়ে কাজ অসম্পন্ন দেখা যায়। অহেতুক চিন্তা ও পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ মনে করে, কেউ কিছু একটা করেছে। অথচ সে নিজের অন্তরের গুনাহের কারণে বিপদের মধ্যে পড়ে থাকে। নিজেই স্বীকার করে যে, একটা সময় ছিল যখন সে মাটিতে হাত রাখলেও সোনা হয়ে যেতো। আর এখন সোনায় হাত রাখলেও মাটিতে পরিণত হয়। এসবই চোখের গুনাহের কারণে হয়।'[৩৪২]

কিন্তু...কিন্তু আল্লাহর দেওয়া সৌন্দর্য দেখবো না? আমার কতো ভালো লাগে দেখতে!

দেখো, যেই আল্লাহ সৌন্দর্য দিয়েছেন, সেই আল্লাহই তো তোমাকে চোখের হিফাযত করতে বলেছেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার অজুহাত দেওয়ার সময় আল্লাহর কথা মনে পড়ে, কিন্তু আল্লাহর আদেশ মানার কথা মনে পড়ে না? এধরনের ফাজলামো অজুহাতে তুমি নিজেও কি আসলে কনভিন্সড? সত্যি করে বলো তো?

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন,

> 'দৃষ্টি অবনতকরণ দ্বারা মানুষের অন্তর দুঃখ ও হতাশা থেকে নিরাপদ থাকে। কেননা, যে ব্যক্তি নিজ দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণহীন রাখে, দুঃখ ব্যতীত আর কিছু অর্জিত হয় না। সে এমন কিছু দেখে যা সে অর্জন করতে পারে না আর না তা থেকে ধৈর্যধারণ

---

[৩৪১] চোখের আপদ ও তার প্রতিকার, মাওলানা ইরশাদুল হক আছরী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা-৪৮

[৩৪২] যৌবনের যৌবনে, মাওলানা জুলফিকার আহমেদ নকশাবন্দি, মাহফিল প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৫৫

করতে পারে।'[৩৪৩]

তিনি আরো বলেছেন,

'দৃষ্টির তীর নিক্ষেপ করলে নিক্ষেপকারীই প্রথমে বিদ্ধ হয়। দৃষ্টিনিক্ষেপকারী ভাবে আরেকবার দেখলে তার অন্তরে যে ক্ষত হয়েছে তা নিরাময় হবে। অথচ আরেকটি দৃষ্টি ক্ষতকে আরো গভীর করে।'[৩৪৪]

নিজেকে একবার প্রশ্ন করে দেখো- ক্যাম্পাসে, রাস্তাঘাটে, সোশ্যাল মিডিয়ায় দু'চোখে গোগ্রাসে মেয়ে গিলে তোমার বুক অস্থিরতার আগুনে পুড়ে যায় না? দু'চোখ দিয়ে স্ক্যান করা জাস্টফ্রেন্ডের শরীর মনে করে তুমি গভীর রাতে বাথরুমে নিজেকে ঠাণ্ডা করো না? পাগল হয়ে যাও না শরীরের নেশায়? কিন্তু চোখের হিফাযত করতে পারলে জীবনের, ঈমানের স্বাদ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

'যে মুসলমান প্রথমবার কোনো মহিলার সৌন্দর্য দেখে চোখ নামিয়ে নেয়, আল্লাহ্ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা তার জন্য ইবাদাতে স্বাদ ও মিষ্টতা সৃষ্টি করে দেন।'[৩৪৫]

'কুদৃষ্টি শয়তানের বিষমিশ্রিত তীর সমূহের একটি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলার ভয়ে তাকে ছেড়ে দেবে, আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা তার অন্তরে ঈমানের স্বাদ সৃষ্টি করে দেবেন।'[৩৪৬]

এই ঈমানের স্বাদ যে কতো মিষ্টি হতে পারে তা নিজে অনুভব না করলে কল্পনাও করতে পারবে না!

চোখের হিফাযত করতে না পারলে দাম্পত্য জীবনেও মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। দুনিয়ার তাবৎ মেয়েদের সৌন্দর্য যেহেতু তুমি আকণ্ঠ পানে মগ্ন থাকো- তাই বউকে দেখা মাত্রই সুন্দরী অপ্সরীদের সাথে তুমি তার তুলনা শুরু করবে। আরে ঐ মেয়েটার চুল কত সিল্কি ছিল, আমার বউয়ের চুল ভালো না। ঐ মেয়ের ফিগারটা সেই ছিল, আমার বউয়ের ফিগার ভালো না...এরকম শত কথা মনে হবে। ভালোবাসা বিলীন হয়ে যাবে। অথচ যদি চোখের হিফাযত করতে তাহলে বউকে মনে হতো বিশ্বসুন্দরী।

---

[৩৪৩] চোখের আপদ ও তার প্রতিকার, মাওলানা ইরশাদুল হক আছরী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা-৪৬

[৩৪৪] আল জাওয়াবুল কাফি, ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ, পৃষ্ঠা- ৪১৭

[৩৪৫]মুসনাদ আহমাদ: ৮৭২২২, আল-মু'জামুল কাবীর লিত-ত্বাবারানী: ৭৮৪২, শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী: ৫০৪৮। ইবনু আদী হাদিসটিকে দুর্বল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আলবানী বলেছেন অত্যন্ত দুর্বল। (আল-কামেল ৬/২৬০, হিজাবুল মারআহ পৃ. ৪৯)

[৩৪৬] মুসতাদরাক আল-হাকিম হুযাইফা রা. হতে: ৭৮৭৫, আল-মু'জামুল কাবীর লিত-ত্বাবারানী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. হতে: ১০৩৬২। হুযাইফা রা. হতে বর্ণনাকে ইমাম যাহাবী ও সাফারীনী হাম্বলী দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের বর্ণনাকে হাইসামী ও মুনযিরী দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। (মীযানুল ই'তিদাল ১/১৯৪, শারহু কিতাবিশ শিহাব: ৪৩৪, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৬৬, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৩/৮৬।)

নিজের সব কামনাবাসনা, ভালোবাসা সবকিছু বউয়ের জন্য হিফাযত করে বাসায় ফিরতে। এরপর তুমুল প্রেমের বন্যা বইয়ে যেতো। জীবন হতো সুন্দর।[৩৪৭]

চোখের হিফাযত করতে পারলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। নিজের চোখ এবং নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে, তুমি বুঝবে তুমি আর প্রবৃত্তির অনুগত দাস না। গভীর আত্মবিশ্বাস তখন জন্ম নেবে তোমার মনে। তোমার জীবনকে তুমি নিজে নিয়ন্ত্রণ করবে। নফস আর সস্তা প্রেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। চোখের হিফাযত তোমাকে উপহার দেবে ইস্পাতকঠিন ব্যক্তিত্ব। পাঁচ-দশটা গার্লফ্রেন্ড চালায় এমন ছেলে আসল পুরুষ নয়, আসল পুরুষ তো তারাই যারা রূপবতীদের রূপের আকর্ষণ উপেক্ষা করে চোখের হিফাযত করে। মেয়েদের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকা মানে নিজেকেই অপমান করা- এটা কেন আমরা বুঝি না? যে মেয়েটার দিকে তুমি লোলুপ চোখে তাকিয়ে আছো, তার কাছে তুমি কতটুকু ছোট হয়ে গেছো, সেটা একবার ভেবে দেখো তো! মেয়েটা ধরেই নেবে যে তুমি একটা ক্যাবলাকান্ত, তোমাকে চাইলেই ইচ্ছেমতো ঘুরানো যায়।

তিন.

আশা করি বুঝতে পেরেছো প্রেমের ফাঁদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য চোখের হিফাযত করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু চোখের হিফাযত কীভাবে করবো? অশ্লীলতার বিষাক্ত বাতাসে এই সমাজ বিষিয়ে গিয়েছে। বিদ্যমান বিশ্ব কাঠামোকে পরিবর্তন করা না গেলে ১০০ ভাগ চোখের হিফাযত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তবে তার মানে এই না যে, ১০০% সম্ভব না তাই আমরা সেই চেষ্টাই ছেড়ে দেবো। আর কোনো খাবার না থাকলে, জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে শূকরও খাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তার মানে কি তুমি প্রতিদিন মজা করে চার প্লেট করে শূকরের মাংসের বিরিয়ানি আর কয়েক হালি হ্যামবার্গার খাবে? নিশ্চয় না। তো চলো দেখা যাক, এই বিরুদ্ধ পরিবেশে কীভাবে চোখের হিফাযত করা যায়-

১। রোলমডেল ঠিক করো। যেসব মানুষ চোখের হিফাযতের মহাকাব্য রচনা করেছেন তাদের কথা বেশি বেশি জানো। অনুপ্রেরণা পাবে। রোলমডেলদের মধ্যে প্রথমেই আসবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং নবীগণ। বিশেষ করে মূসা এবং ইউসুফ আলাইহিমাস সালাম এর ব্যাপারে এরই মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। অনুসরণীয়দের লিস্টে তারপর আসবে সাহাবীগণের নাম। রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। তারপর আসবেন নেককার পূর্বসুরী বা আস-সালাফুস সালিহীন।

যেমন ধরো, হাসান বিন আবী সিনান ছিলেন হাসান আল-বাসরী'র ছাত্রদের একজন।

[৩৪৭] অবশ্যই পড়ে ফেলো- হুজুরদের প্রেম যে কারণে এতো তীব্র হয়, lostmodesty.com, আগস্ট ৩০, ২০১৮ - tinyurl.com/5rtny24n

তিনি চোখের হিফাযতের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল ছিলেন। একবার ঈদের সালাত শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। কেউ একজন তাকে বললো, 'আজ ঈদের নামাজে অনেক মহিলা শরীক হয়েছিল।' প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'ফিরে আসা পর্যন্ত আমার সঙ্গে কোনো মহিলার দেখা হয়নি।'

ঈদের দিন তাঁর স্ত্রী কথায় কথায় তাঁকে বলেছিলেন, 'আজ তো অনেক সুন্দরীদের দেখলে!' তিনি উত্তর দিলেন, 'ঘর থেকে বের হয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত আমি আমার আঙুলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কোনো মহিলা আমার চোখে পড়েনি।'[৩৪৮]

তো এরকম ঘটনা অনেক রয়েছে। শুধু অতীতে না, বর্তমান যুগেও আছে।[৩৪৯] এসব ঘটনা বেশি বেশি সামনে রাখার চেষ্টা করো।[৩৫০] নিজের ওপর চ্যালেঞ্জ নাও- তারা যদি পারে তো আমি কেন পারবো না?

২। ৩-৫-৭ দিনের একটা ছোট এক্সপেরিমেন্ট করো। সম্পূর্ণভাবে চোখের হিফাযত করো। এই সময়কার অনুভূতিগুলো বিস্তারিত লিখে রাখো। তুমি কতোটা শান্তি পাচ্ছো, তোমার অন্তর কতোটা স্থির হয়ে আছে ...ইত্যাদি। এরপর মাঝে মাঝেই এই ডায়েরি খুলে এই সময়কার অনুভূতিগুলো পড়বে। চোখের হিফাযত করার অনুপ্রেরণা পাবে।

৩। বিয়ে ও রোযা চোখের হিফাযতের জন্য কার্যকরী ওষুধ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই টিপস দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

> 'হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখে তাদের উচিত বিয়ে করে ফেলা। কেননা বিয়ে দৃষ্টি অবনতকারী ও লজ্জাস্থানকে হিফাযতকারী। আর যার সামর্থ্য নেই তার উচিত রোযা রাখা। কেননা রোযা যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী।'[৩৫১]

তবে বিয়ে নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভুগবে না। এখন বিয়ে করতে পারছি না, তার মানে চোখের হিফাযতও করতে পারবো না- এটা ভুল ধারণা। বিয়ে করার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো, রোযা রাখো। সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইন শা আল্লাহ।

৪। কো এডুকেশন এড়িয়ে চলা। সর্বোচ্চ চেষ্টা করো নারী পুরুষের ফ্রি-মিক্সিং হয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এড়িয়ে চলতে।

৫। সোশ্যাল সাইটের ব্যাপারে সাবধান থাকো। বিপরীত লিঙ্গের কেউই যেন তোমার সাথে এড না থাকে। তোমার নিউযফিডে যেন এমন কিছু না আসে।

৬। যেসব জায়গায় চোখের হিফাযত করতে পারবে বলে মনে হয় না, সেসব জায়গা

---

[৩৪৮] চোখের আপদ ও তার প্রতিকার, মাওলানা ইরশাদুল হক আছরী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা-৬১

[৩৪৯] আমাদেরই পরিচিত এমন একজন ভাই ছিলেন।

[৩৫০] ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম ভালোবাসা বইটা পড়ে ফেলো।

[৩৫১] বুখারী: ৫০৬৬ ও মুসলিম :১৪০০ (ইফা. ৩২৭০)

এড়িয়ে চলো।[৩৫২]

৭। আল্লাহর পথে ফিরে এসো। প্রেম থেকে নিজেকে রক্ষা করা, চোখের হিফাযত করার পূর্বশর্ত হলো পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) যেমনটা বলেছেন,

> 'হৃদয় যদি একমাত্র আল্লাহকে ভালোবাসে, দ্বীনকে একমাত্র তার জন্য একনিষ্ঠ করে, তাহলে অন্য কারো ভালোবাসার মুসিবত তাকে স্পর্শ করতে পারে না। প্রেমের উন্মাদনা তো পরের কথা। প্রেম ভালোবাসায় লিপ্ত হওয়ার কারণ হৃদয়ে আল্লাহর মহব্বতের অপূর্ণতা। ইউসুফ আলাইহিস সালাম যিনি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে মহব্বত করতেন, তিনি এই মানবীয় ইশক মহব্বত থেকে বেঁচে গেছেন।'[৩৫৩]

৮। নিজের সাথে যুদ্ধ করো। হঠাৎ, অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো উপর চোখ পড়ে যেতেই পারে। এতে কোনো পাপ নেই। তবে প্রথমবার চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

> 'হে আলী! একবার দৃষ্টিপাত হয়ে গেলে, দ্বিতীয়বার আর দৃষ্টি দিও না। কারণ প্রথমবার দৃষ্টি মাফ হয়ে যায়, কিন্তু দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিলে গুনাহ হয়'।[৩৫৪]

আসলে কারো উপর চোখ পড়লো, দেখে ভালো লাগলো, দেখতে থাকতেই ইচ্ছা করলো বা চোখ নামিয়ে নেবার পর আবার দেখতে ইচ্ছা করলো- এই মুহূর্তটাতেই তোমার আসল লড়াই শুরু হয়। এ সময়টাতেই মনের সকল জোর এক করে শয়তানকে আর নফসকে হারাতে হবে। নিজের সাথে নিজেকেই যুদ্ধ করতে হবে।

আমি চাইলে আবার তাকাতে পারি সেই রূপসীর দিকে। কিন্তু কেন তাকাবো? তাকে দেখে কি আমার তৃপ্তি মেটবে নাকি অন্তরে অতৃপ্ত তৃষ্ণা জাগবে? আমি কি প্রেম, যিনা-ব্যভিচারের ফাঁদে পড়তে চাই? জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে চাই? চোখের হিফাযত করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৩৫৫] আমি কি জান্নাত চাই না? আল্লাহকে দেখতে চাই না? জান্নাতের অনিন্দ্যসুন্দর স্ত্রীদের সাথে প্রেম করতে চাই না? আমি কেন ক্ষণিকের সুখের জন্য এতোকিছু হারাবো? কেন রক্ত, ময়লা, ঘাম মেশানো পৃথিবীর অপূর্ণ মানবীকে আরেকবার দেখার জন্য জান্নাত হারানোর ঝুঁকি নেবো?

---

[৩৫২] এই লিস্টের ৪, ৫ ও ৬ নম্বর পয়েন্টের আরো বিস্তারিত আলোচনা পাবে পুড়ে যাবে তুমি লেখায়।

[৩৫৩] মাজমু'উল ফাতাওয়া: ১০/১৩৫

[৩৫৪] মুসনাদ আহমাদ ২২৯৯১, তিরমিযী ২৭৭৭, আবু দাউদ ২১৪৯, মিশকাত: ০১১৩, সহীহ আল-জামে': ৭৯৫৩। আলবানী ও শুআইব আরনাউত্ব হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

[৩৫৫] আল-মুজামুল কাবির, হাদিস : ৮০১৮। ইবনু হাজার ও আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। (আল-আশারাতুল উশারিয়্যাহ হা: ১০, সহীহ আল-জামে': ১২২৫)

আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

'যে নিজের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে তার উদাহরণ তো কুকুরের মতো।'[৩৫৬]

আমি কি তাহলে কুকুর? আমি কি একটা পশু?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

'তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কামনা-বাসনা আমার আনীত বিধানের অধীন হবে।[৩৫৭]

আমি কি মুমিন হতে চাই না?

নিজের মা, বোনের কথা চিন্তা করো। অন্য কোনো পুরুষ যদি তাদের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকতো, শরীর স্ক্যান করতো- তাহলে তোমার কেমন লাগতো? সেই রূপসীও তো কারো না কারো বোন, মা!

এভাবে নিজের সাথে লড়াই করতে থাকো। ইনশাআল্লাহ তোমার আর দ্বিতীয়বার তাকাতে ইচ্ছা করবে না। পাশাপাশি সেই মেয়ের জন্য দু'আ করতে পারো- আল্লাহ, তাকে তুমি পরিপূর্ণ পর্দা করার তাওফিক দাও। আল্লাহ এর বিনিময়ে তোমাকেও চোখের হিফাযত করার তাওফিক দেবেন ইনশাআল্লাহ।

৯। মেয়েদের পেছনে কখনো হাঁটবে না। মেয়েদের হিপ মারাত্মক ফিতনাহ তৈরি করে।[৩৫৮] দ্রুত হেঁটে মেয়েদের সামনে চলে যাবে বা রাস্তার অন্য পাশ দিয়ে যাবে।

১০। রাস্তায় বসে আড্ডা দেবার সময় সতর্ক থাকবে। রাস্তায় বসে আড্ডা দিলে আসলে চোখের হিফাযত করা মুশকিল হয়ে যায়। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন,

'তোমরা রাস্তার পাশে বসে থেকো না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমাদের তো এর প্রয়োজন হয়। পরস্পরে প্রয়োজনীয় কথা বলতে হয়। রাসূল (ﷺ) বললেন, বসতেই যদি হয় তবে রাস্তার হক আদায় করে বসো। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কী?

---

[৩৫৬] সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৭৬

[৩৫৭] কিতাবুস সুন্নাহ লি- ইবনি আবী আসিম: ১৫। ইমাম নাবাবী হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইবনু হাজার বলেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। (আল-আরবাঈন: ৪১, ফাতহুল বারী ১৩/২৮৯ হা: ৭৩০৮ এর ব্যাখ্যায়)

[৩৫৮] Waists, Hips and the Sexy Hourglass Shape, Robert D. Martin Ph.D., psychologytoday.com, July 20, 2015-tinyurl.com/yh5t432n

Dixson BJ, Grimshaw GM, Linklater WL, Dixson AF. Eye-tracking of men's preferences for waist-to-hip ratio and breast size of women. Arch Sex Behav. 2011 Feb;40(1):43-50. doi: 10.1007/s10508-009-9523-5. Epub 2009 Aug 18. PMID: 19688590.

রাসূল (ﷺ) বললেন, রাস্তার হক হলো- দৃষ্টিকে অবনত রাখা। কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখা। [৩৫৯]

১১। নিজেকে শাস্তি দাও। এটা চোখের হিফাযতের খুবই কার্যকরী একটা পদ্ধতি। অনেক উলামা নিজের জন্য এমন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। নিজের জন্য অস্বস্তিকর শাস্তির ব্যবস্থা করবে। যেমন ধরো, তোমার টাকাপয়সার সমস্যা। তুমি ঠিক করবে, চোখের হিফাযত করতে না পারলে আমি দিনে ৫০-১০০-৫০০ টাকা মাসজিদে দান করবো। তোমার যদি সালাত আদায় করতে আলসেমি লাগে, তাহলে ঠিক করবে, চোখের হিফাযত করতে না পারলে আমি প্রতিদিন ৪, ৬, ১০ রাকাত নফল সালাত আদায় করবো। আইডিয়াটা ধরতে পেরেছো নিশ্চয়? এতে নিজের উপর যেমন প্রেশার থাকবে, তেমনি আরো সওয়াবের কাজ করে ফেললে শয়তান বাবাজি হতাশ হয়ে তোমার থেকে দূরে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

***

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, দৃষ্টি শয়তানের তীর। এই দৃষ্টি থেকেই শুরু কতো অসংখ্য আঁধারের পথচলা। এসো, মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে দৃষ্টি অবনত রাখি, নিজেদের সুন্নাহর বর্মে ঢেকে ব্যর্থ করে দিই শয়তানের এই তীর।

[৩৫৯] বুখারী: ৬২২৯

পুড়ে যাবে তুমি

রূপকথার স্নো হোয়াইটের সেই আয়নার গল্প পড়েছো না? ঐ যে জাদুর এক আয়না ছিল এক রাণীর কাছে। আয়নাকে জিজ্ঞাসা করতো সে রোজ নিয়ম করে- বলো তো, পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতী কে? আয়না উত্তর দিতো, আপনিই সবচেয়ে বেশি সুন্দরী। আয়নার এই উত্তর শুনে আনন্দ আর পরিতৃপ্তির হাসি যেন উপচে পড়তো রাণীর চোখে। এভাবেই চলছিল দিন। কিন্তু একদিন দিন বদলে গেল। আয়না হঠাৎ বলে বসলো, না রাণী মা, আপনি না। সবচেয়ে রূপসী হলো স্নো হোয়াইট।

রাগে ফণা তোলা সাপের মতো ফুঁসে উঠলো রাণী। বিষাক্ত সাপের মতো হিস হিস কণ্ঠে নির্দেশ দিলো জল্লাদকে- স্নো হোয়াইটকে নিয়ে যাবে গভীর বনে। হত্যা করে প্রমাণ স্বরূপ তার কলিজা নিয়ে আসবে আমার কাছে!

মেয়েরা আসলে এমনই! নিজের রূপের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে। একজন মেয়ের সামনে অন্যের প্রশংসা করলে ঈর্ষাবোধ ঠেলেঠুলে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রূপবতী কোনো মেয়ে সেজেগুজে আসলে অপর রূপবতী নিজের সাথে তুলনা করা শুরু করে...ওর নাকটা আমার চাইতে বোঁচা, ওর চুল দেখে তো মনে হচ্ছে ঘোড়ার লেজ, হাইটে আমার চাইতে কয়েক ইঞ্চি ছোট!

ত্বকের, চুলের এতো যত্ন, ড্রেসিং টেবিল ভর্তি এতো সাজগোজের পণ্য, এতো মেকআপ টিউটোরিয়াল দেখা, নিত্য নতুন পোশাক, ফেইসবুক বা ইন্সটাগ্রামে একটার পর একটা ছবি দেওয়া, ইউটিউব বা টিকটকে শর্ট ভিডিও...এসব কিছু অন্যের একটু মনোযোগ আকর্ষণ, মিষ্টি কিছু প্রশংসা, বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া কিছু মুখ দেখে সুখ পাওয়ার জন্যই তো, তাই না?

আপু, তুমি হয়তো শুধু এসব ভেবেই ছবি-ভিডিও দাও, রাস্তায় সাজগোজ করে বের হও। কিন্তু ছেলেরা শুধু এটুকুই ভাবে না। আলকেমি লেখাতে আমরা দেখেছি ছেলেরা সুন্দরী, সাজগোজ করা মেয়েদের দেখলে দৈহিক আকর্ষণবোধ করে। সোজা বাংলায় বললে, শুতে চায়। শোবার কথা চিন্তা করে। ছেলেরা সৃষ্টিগতভাবেই এমন। এটাই তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। তোমাকে তো আর সরাসরি শোবার কথা বলতে পারে না। তাই কৌশলের আশ্রয় নেয় এবং সেই কৌশলও আবর্তিত হয় সেই প্রশংসাকে কেন্দ্র করে। অন্তহীন প্রশংসা করে তোমার। শ্রুতিমধুর নিখুঁত মিথ্যার বন্যা বইয়ে দেয়। এরই

মাঝে তোমার জন্য ফাঁদ পাতে। প্রশংসা পেয়ে গলে যাওয়া তুমি টেরই পাও না কী আসতে যাচ্ছে সামনে।

ধাপে ধাপে কৌশলগুলো দেখা যাক:

ধাপ ১: *তুমি না অমুক সেলিব্রেটির মতো দেখতে!*[৩৬০] *তুমি কি জানো তার চাইতেও অনেক সুন্দর তুমি...* এমন ধরনের কথা বার্তা বলবে। বর্তমান সেক্যুলার বিশ্বব্যবস্থায় সেলিব্রেটিদের একরকম পূজাই করা হয়। কাজেই অন্যের মুখে সেলিব্রেটিদের সাথে নিজের রূপের তুলনা শুনে মেয়েরা আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে যায়।

ধাপ ২: *তুমি না অনেক হট, একদম অমুক সেলিব্রেটির মতো, তোমার ফিগারটা সেই! দূর থেকে দেখলে তো বুঝাই যায় না যে তুমি হেঁটে যাচ্ছো, না অমুক সেলিব্রেটি হেঁটে যাচ্ছে*–এরকম প্রশংসা দিয়ে শুরু হয় এই ধাপ। আগের ধাপের মতোই মেয়েরা এমন প্রশংসাতে অনেক খুশি হয়।

আসলে এই ধাপ থেকেই প্রশংসা একটু একটু গ্রাফিক, একটু খোলামেলা হতে থাকে। মেয়ের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে সে ঠিক করে কতোটা খোলামেলা কথা সে বলবে। মেয়ে রেগে গেলে বা রেগে যাবার ভান করলে, সে সাবধানে খেলবে। সময় নেবে। আর যদি খুশিতে গদগদ হয়ে যায় প্রশংসা শুনে, তাহলে আরো বেশি খোলামেলা কথা বলবে। কিন্তু যেহেতু সেলিব্রেটি অ্যাঙ্গেলটা থাকছেই মানে বাজে অশ্লীল কথাগুলো সরাসরি সেগুলো না বলে সেলিব্রেটিদের সাথে তুলনা করে বলছে, কাজেই মেয়েরা তেমন একটা রাগ করে না। খুশি হয়।

ধাপ ৩: সেক্সের প্রস্তাব দেবার চূড়ান্ত ধাপ এটা। আগের দুই ধাপ সফলতার সাথে শেষ করে আসায় যথেষ্ট খোলামেলা কথাবার্তাও গা সওয়া হয়ে যায়। এবারে ছেলেরা বলা শুরু করে- জানো অমুক সেলিব্রেটির শরীরের কথা (হিপ,বুক) মনে হলে আমি নিজেকে সামলাতে পারি না, তুমিও তো তার মতোই দেখতে...তুমি এতো হট কেন? তোমাকে দেখলে আমার নিজেকে কন্ট্রোল করতে অনেক কষ্ট হয়, আমাকে এভাবে কষ্ট দেবার জন্য তোমার অনেক পাপ হয়, তুমি কি জানো সেটা? গতরাতে অমুক নায়িকার একটা আইটেম সং দেখছিলাম, তোমার কথা মনে হচ্ছিল বারবার...।[৩৬১] এর চেয়েও আরো অনেক 'সাহসী' কথা বলে অনেকে। তবে সবসময় চেষ্টা করে সেলিব্রেটি অ্যাঙ্গেল আর প্রশংসা ধরে রাখতে। প্রশংসার মুগ্ধতার মায়াপাশে বন্দী হয়ে মেয়েটি কখন যে বিছানায় গিয়ে উঠে সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়টিই হারিয়ে ফেলে, তা বুঝতে পারে না।

---

[৩৬০] নায়িকা, গায়িকা, মডেল, অনলাইন সেলিব্রেটি
[৩৬১] মেয়ে একটু বেশী প্রশ্রয় দিলে বলে অমুক পর্নস্টারের পর্ন দেখছিলাম...

আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই। মেয়েদের কীভাবে পটাতে হয়, মেয়েদের সাথে কীভাবে ফ্লার্ট করতে হয়—এমন অসংখ্য অনলাইন কন্টেন্ট পাবে। সেখানে দেখবে সবাই একটা কথাই বলছে- মেয়েদের প্রশংসা করো।

আমরা খুব ভালো বন্ধু, ও আমাকে অনেক সাহায্য করে, ও তো আমার জাস্ট ফ্রেন্ড, ও আমার ভাইয়ের মতো, আমাদের মন তো পবিত্র—এসব ফালতু কথা। তোমার মনে হয়তো কিছু আসে না, কিন্তু ছেলেদের মনে অনেক কিছুই আসে, আপু। দু'জন নারী পুরুষ মিশবে, পাশাপাশি বসে ক্লাস করবে, একই রিকশায় বসবে, হাত ধরাধরি করবে, সংস্কৃতি চর্চার নামে রাতবিরাতে ক্যাম্পাসে ঘুরবে, ট্যুরে যাবে, রসালো মজার আলোচনা করবে আর মনে কিছু আসবে না—এমন দাবি কেউ করলে হয় সে মিথ্যা বলছে অথবা তার ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। তোমাকে ভেবে, তোমার ছবি দেখে সে মাস্টারবেট করে, পর্ন দেখে। ও তোমাকে সাহায্য করে কারণ এর মাধ্যমে সে তোমাকে পটিয়ে প্রেম করতে চায়। তোমার শরীরটা চায়। আর এমন মানুষদের হাতে ধর্ষণের অসংখ্য উদাহরণ তো আমরা পুরো বই জুড়েই দিয়ে আসলাম।[৩৬২] তুমি একটু যদি ভালোমতো খেয়াল করো—তার তাকানো, তার স্পর্শ, কথাবার্তা তাহলেই বুঝতে পারবে। তুমি যদি জানতে ছেলেরা তোমাকে নিয়ে কী ভাবে, তোমাকে কীভাবে দেখে, তাহলে তুমি হয়তো নিজেকে নিরেট লোহা দিয়ে ঢেকে রাখতে।

নারী এবং পুরুষ হলো বারুদ ও ম্যাচের মতো। একসাথে থাকলে আগুন লাগবেই। আল্লাহ এভাবেই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন আমাদের সম্পর্কে। তাই তিনি নারী-পুরুষের সহাবস্থান নির্জনে ও সামাজিক সেটআপে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বলেছেন পর্দা করতে। দৃষ্টির হিফাযত করতে। নারীদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন,

> 'আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলি যুগের প্রদর্শনীর মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।'[৩৬৩]
>
> 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে পরপুরুষদের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের মানুষ প্রলুব্ধ হয়।'[৩৬৪]

---

[৩৬২] পাবজি বন্ধুদের বিরুদ্ধে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ, সময় নিউজ, অক্টোবর ১৬, ২০২০-tinyurl.com/4ckw2dbt

জন্মদিনের অনুষ্ঠানে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ, ভিডিও ধারণ, যুগান্তর, জুন ১৯, ২০২২-tinyurl.com/mpvt4w6m

প্রথমে ধর্ষণ করলো দুই বন্ধু, সাহায্য চেয়ে আবার দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রীটি, প্রথম আলো, আগস্ট ০৮, ২০২২- tinyurl.com/kep9j7nf

ভাইয়ের দুই বন্ধুর হাতে স্কুলছাত্রী ধর্ষিত, ইনকিলাব , এপ্রিল ৩০, ২০১৯ tinyurl.com/muckff4k

[৩৬৩] সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩৩

[৩৬৪] সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩২

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলছেন,

'আমি আমার পর জনগণের মাঝে পুরুষদের জন্য মেয়েদের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর আর কোনো ফিতনা ছেড়ে যাচ্ছি না।'[৩৬৫]

'নারীদের (ফিতনা) থেকে বাঁচো। কারণ, বনী ইসরাঈলদের প্রথম ফিতনা নারীদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল।'[৩৬৬]

তিনি আরো বলছেন,

'কোনো ব্যক্তি কখনও কোনো মহিলার সাথে একান্তে নির্জনে সাক্ষাৎ করবে না, তবে জেনে রাখবে এমতাবস্থায় তাদের সাথে তৃতীয়জন হলো শয়তান।'[৩৬৭]

আল্লাহ তা'আলা পুরুষ সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-দের উদ্দেশ্য করে বলছেন,

'তোমরা তাঁর পত্নীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য বেশি পবিত্র।'[৩৬৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সম্মানিতা স্ত্রী, আমাদের আম্মাজান, যাদের সম্মান রক্ষা করা আমাদের ঈমানের দাবি, তাঁদের ব্যাপারেই পুরুষ সাহাবীদের জন্য এমন আয়াত নাযিল করেছেন আল্লাহ তা'আলা। নবী রাসূলদের পর সবচেয়ে ধার্মিক মানুষ হলেন সাহাবীরা! তাহলে তোমার আমার মতো সাধারণ নারী পুরুষের সহাবস্থানের ক্ষেত্রে কী হতে পারে?

শাইখ ইবনু বায ও শাইখ ইবনু উসাইমীন রাহিমাহুমাল্লাহ নারী-পুরুষের দেখাদেখি, নির্জনে অবস্থান ও সহাবস্থান সংক্রান্ত বিবিধ আলোচনায় বলেছেন,

নবী (ﷺ) -এর যুগে নারীগণ পুরুষদের সাথে সহাবস্থান করতেন না, মসজিদেও না, আর বাজারেও না। নবী (ﷺ) -এর মসজিদে নারীরা পুরুষদের পেছনে, পুরুষদের শেষ কাতারের পরের কাতারে সালাত আদায় করতেন এবং তিনি নারীদের প্রথম সারি বা কাতারের সাথে পুরুষদের শেষ কাতারের ফিতনার আশঙ্কা থেকে সতর্ক করার জন্য বলতেন:

'নারীদের সর্বোত্তম সারি বা কাতার হলো শেষ কাতার এবং সবচেয়ে মন্দ কাতার হলো তাদের প্রথম কাতার, আর পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার এবং সবচেয়ে মন্দ কাতার হলো তাদের শেষ কাতার।'[৩৬৯]

আর নবী (ﷺ)-এর যুগে পুরুষদেরকে (মসজিদ থেকে) প্রস্থানের সময় বিলম্ব

---

[৩৬৫] বুখারী: ৫০৯৬, মুসলিম: ২৭৪০ (ইফা. ৬৬৯৪)
[৩৬৬] মুসলিম: ২৪৭২ (ইফা. ৬৬৯৭)
[৩৬৭] তিরমিযী: ২১৬৫। ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।
[৩৬৮] সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৫৩
[৩৬৯] ইবন মাজাহ: ১০০০। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হতো, যাতে নারীগণ প্রস্থান করতে পারে এবং মসজিদ থেকে তারা এমনভাবে বের হতে পারে যাতে মসজিদের দরজায় তাদের সাথে পুরুষগণ মিশতে না পারে। রাস্তায় পথ চলার সময় পরস্পরের মাঝে সংস্পর্শের দ্বারা ফিতনার আশঙ্কা থেকে সাবধান ও সতর্ক করার জন্য নারীদেরকে রাস্তাজুড়ে চলতে নিষেধ করা হতো, রাস্তার প্রান্তসীমায় চলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হতো অথচ তাঁরা পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সকলে ঈমান ও তাকওয়ার যে মানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সে হিসেবে তাদের পরবর্তীগণের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত?'[৩৭০]

ইবনুল জাওযী (রহ.) যেমনটা বলছেন,

'রোগ সারানোর চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই সব থেকে উত্তম। প্রথম পর্যায়ে করণীয় হলো বিবাহ বহির্ভূত দুই নারী পুরুষের নির্জনে দেখা সাক্ষাৎ না করা ও কথাবার্তা না বলা।' [৩৭১]

কাজেই প্রেম-যিনা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রকাশ্য এবং গোপন ফ্রি-মিক্সিং থেকে বাঁচতে হবে। পর্দা করতে হবে, দৃষ্টির হিফাযত করতে হবে।

দুই.

যে স্যারের প্রাইভেটে বা কোচিং-এ মেয়েরা থাকে সেই স্যারের প্রাইভেট বা কোচিং জমজমাট হয়- এমনটা আমরা দেখে আসছি সেই ছোটবেলা থেকেই। অধিকাংশ প্রেমেরই সূচনা হয় এভাবে সহশিক্ষা (কো-এডুকেশন) থেকে। তাই স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি, কোচিং- সবকিছু বয়েস অনলি বা গার্লস অনলি রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করো। কো-এডুকেশনের চাইতে ছেলে মেয়ে আলাদা আলাদা থাকলে পড়াশোনাও ভালো হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে চোখের হিফাযত করা, ফ্রি-মিক্সিং এড়ানো আসলে তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। তোমাদের জন্য কিছু টিপস:

১। ক্লাসে কখনোই বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে বসবে না; কেউ পাশে এসে বসলে, উঠে অন্য বেঞ্চে চলে যাবে।

২। বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে কথা বলবে না, নাম জিজ্ঞেস করারও দরকার নেই। কেউ কথা বলতে আসলেও যেনো তোমার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারে, তুমি কথা বলতে আগ্রহী না। বিপরীত লিঙ্গের কাউকে ফ্রেন্ডলিস্টে রাখবে না। কেউ মেসেজ দিলেও সিন করবে না। গ্রুপ স্টাডি করবে না।

---

[৩৭০] নারী-পুরুষের দেখাদেখি, নির্জনে অবস্থান ও সহাবস্থান সংক্রান্ত বিবিধ ফতোয়া, islamhouse.com- tinyurl.com/ywwxb3n5

[৩৭১] ইসলামে প্রেম ভালোবাসা, ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ, দারুস সালাম পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা -১১৭

৩। পর্দা ছাড়া বা পর্দাসহ ছেলে মেয়ে ছবি তোলা পর্দার খেলাফ এবং শরীয়াহর সীমানা বহির্ভূত মেলামেশা। পর্দা করেও ছেলেমেয়ে একসাথে ছবি তোলা যাবে না। আপুরা, তোমরা বান্ধবীদের সাথেও গ্রুপ ছবি তুলবে না। কোনো বান্ধবী যদি তোমার সিঙ্গেল ছবিও তুলতে চায়, তুলতে দেবে না। কারণ, এসব ছবির গন্তব্য হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় অথবা তার ফোন থেকে তার ভাই, স্বামী বা অন্য কেউ তা দেখে ফেলতে পারে। অনলাইনে দেওয়া তোমাদের ছবি এডিট করে পর্নসাইট, চটি পেইজে দিয়ে দেওয়ার, ব্ল্যাকমেইল করার লোকের অভাব নেই। আর এটা না হলেও তোমাদের ছবি দেখে অনেকেই সেক্স ফ্যান্টাসিতে ভোগে, মাস্টারবেট করে। এটা নির্মম বাস্তবতা।

৪। বার্থডে সেলিব্রেশন, র‍্যাগ ডে বা এরকম অন্য কোনো অনুষ্ঠানের নামে রং মাখামাখি, ছেলে মেয়ের একে অপরের টিশার্টে অশ্লীল মন্তব্য লেখা টাইপ কোনো ধরনের কোনো কাজে অংশগ্রহণ করবে না।

৫। ছেলেমেয়েদের আড্ডায় কখনো অংশ নেবে না, ট্যুর যদি ফ্রি-মিক্সিং এর হয়, তাহলে যাবে না। ব্যাচ ট্যুরগুলো এখন অনেক ক্ষেত্রেই সেক্স ট্যুরে পরিণত হয়ে গেছে।

৬। বন্ধুত্ব করার আগে যাচাই করে নেবে। কারণ মানুষ তার বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং সচ্চরিত্রের মানুষদের সাথেই বন্ধুত্ব করবে। না হলে দেখবে তোমার বন্ধু বা বান্ধবীরাই তোমাকে গুনাহর দিকে ঠেলছে, ফুসলাচ্ছে। ওদের অশ্লীল আড্ডাবাজিতে তুমিও প্রভাবিত হয়ে যাবে। তবে ওদেরকে একদম এড়িয়ে চলবে না। তাদের সাথেও আন্তরিকভাবে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে হাসিমুখে কথা বলবে, বিপদে আপদে সবার আগে এগিয়ে যাবে।

৭। ছেলেরা দাড়ি রাখবে, প্যান্ট টাখনুর উপরে রাখবে, পোশাক-আশাকে সুন্নাহ মেনে চলার চেষ্টা করবে। দেখবে ক্যাম্পাসের বা ক্যাম্পাসের বাইরের মেয়েরাও নিজেরাই তোমাকে এড়িয়ে চলছে। উপরের বলা পয়েন্টগুলো মেনে চলা সহজ হবে। আপুরাও শরীয়াহ অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে পর্দা করবে।[৩৭২] সেক্যুলার সমাজ আর সাংস্কৃতিক

---

[৩৭২] তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো ৯০ শতাংশ মুসলিমের দেশেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্দার কারণে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না দেওয়া, বিরূপ মন্তব্য করা, মারধর করা, জঙ্গি, উগ্রবাদী, জামাত-শিবির বানানোর ঘটনা প্রতিনিয়ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং সংবাদ মাধ্যমে উঠে আসছে। যা অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

হিজাব পরায় ছাত্রীকে ক্লাস থেকে বের করে দিলেন শিক্ষক, জাগো নিউজ, এপ্রিল ২৭, ২০১৬-tinyurl.com/wfryvdn4

পর্দা করায় শিক্ষার্থীকে জঙ্গি আখ্যায়িত করে বের করে দিলেন শিক্ষক, eyenews.news, আগস্ট ২২, ২০২২- tinyurl.com/4yfufr7v

ঢাবিতে পর্দাকারী ৩ জনের ১ জন নারী বৈষম্যের শিকার, ইনকিলাব, এপ্রিল ১, ২০২২-tinyurl.com/mrspztff

ক্লাসে নেকাব না খোলায় ছাত্রীকে শাসালেন ইবি শিক্ষক, নয়া দিগন্ত, মার্চ ২৯, ২০২২-

জমিদাররা যতই দাবি করুক- যা খুশি পরবো, এতে সমাজের কী- তাদের এ দাবি গ্রহণযোগ্য নয়, বিজ্ঞান এবং যুক্তিসম্মতও নয়। আর ইসলামসম্মত তো নয়-ই। মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

'আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তবে যা সাধারণত প্রকাশ থাকে। আর তারা তাদের গলা ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে।'[৩৭৩]

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৩৭৪]

পর্দা করো। জিন্সের প্যান্ট আর ফুলহাতা শার্ট পরে শুধু মাথায় স্কার্ফ লাগানোকে পর্দা বলে না। শরীর আঁকড়ে ধরা টাইট গাউন পরে পর্দার উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। আশা করি এ বাস্তবতাগুলো তুমি বুঝো। পর্দা করে সব করা যায়—এ ধরনের মুখরোচক স্লোগানের শুদ্ধতা প্রমাণের জন্য পর্দা করে নাচ, গান কিংবা টিকটক করলেও হবে না। পর্দা করার অর্থ শুধু শরীর ঢাকা না। নিজের আচরণ ও কথাকে নিয়ন্ত্রণ করাও পর্দার অংশ। আল্লাহর আইনের ফাঁকফোঁকর খোঁজার চেষ্টা করো না। ইসলামের শিক্ষা ও সীমারেখা পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার চেষ্টা করো। ইনশাআল্লাহ্ ক্যাম্পাসের ভেতরে-বাইরে কোথাও ছেলেরা তোমার কাছে ঘেঁষবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর বেশ বিখ্যাত একটা হাদীস আছে। তিনি বলেছেন,

'দুই প্রকার জাহান্নামি মানুষ আসবে; যাদেরকে আমি আমার যুগে দেখতে পাচ্ছি না। এক প্রকার হলো, ঐ সব নারী যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে। তারা পুরুষকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও অন্য পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে। তাদের মাথার খোঁপা উটের কুঁজের মতো (উঁচু, যা) এদিক-ওদিক হেলানো থাকবে।

তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; এমনকি তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ,

---

tinyurl.com/2p9rkded

হিজাব পরায় ১৮ ছাত্রীকে পেটালেন হিন্দু শিক্ষিকা, সামাজিক মাধ্যমে তোলপাড়, ইনকিলাব, এপ্রিল ৯, ২০২২- tinyurl.com/2p8rvvys

বোরকা পরলে আবার ঢাবিতে পড়ার শখ কেন? bd-journal.com,মার্চ ৩১, ২০২২-tinyurl.com/mmuvbmtr

[৩৭৩] সূরা আন-নূর, ২৪: ৩১

[৩৭৪] সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৫৯

জান্নাতের সুঘ্রাণ ৫শ' বছর রাস্তার দূরত্ব থেকেও অনুভব করা যাবে।'[৩৭৫]

হাদীসটির অর্থ ভালোমতো বুঝে নাও। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইমাম নাওয়াউয়ী এবং অন্যান্য বিখ্যাত আলেমগণ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

> 'কাপড় পরেও উলঙ্গ হলো সেই সমস্ত নারী, যারা এতো পাতলা কাপড় পরে যে, কাপড়ের মধ্য দিয়ে তাদের গায়ের চামড়া দেখা যায়, অথবা এমন টাইট পোশাক পরে, যার কারণে তাদের শরীরের আকৃতি বুঝা যায় অথবা তাদের শরীরের কিছু অংশ আবৃত থাকে আর কিছু অংশ উন্মুক্ত থাকে...'

'*তারা পুরুষকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও অন্য পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে*'-এর ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন,

> 'তারা এমনভাবে সাজসজ্জা করবে, হাঁটাচলা করবে, এমন আচার-আচরণ করবে, যাতে অপরিচিত আগন্তুক পুরুষদের আকৃষ্ট করা যায়। প্রলুব্ধ করা যায়।'[৩৭৬]

তোমার আচার-আচরণকে এই হাদীসের আঁতশ কাচের নিচে ফেলে পরীক্ষা করে দেখো। প্রয়োজনে নিজেকে বদলে ফেলো। আপু, কোনোমতেই এমন নারীদের লিস্টে তোমার নাম তুলো না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে কাজগুলোর ব্যাপারে এমন সতর্ক করেছেন সেগুলোকেই নারীবাদী, প্রগতিশীল-সুশীলরা, আজকের এই সেক্যুলার সমাজ জাতে ওঠার, স্মার্ট হবার, নারী স্বাধীনতার, উন্নয়ন আর প্রগতিশীলতার ফিচার বানিয়েছে। আপু, চিনে নাও তোমার শত্রুদের। সাবধান থাকো! এই হাদীসে যে বিষয়গুলোর কথা এসেছে সেগুলোকে কিন্তু কিয়ামতের আলামতের মধ্যে গণ্য করা হয়।

৮। ছেলেরা দ্বীনি ভাইদের সাথে পরিচিত হবে, যোগাযোগ রাখবে। মসজিদে সালাতের পর যে আমলগুলো হয়- যেমন হাদীস পড়া, কুরআন শিক্ষা করা- এসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। আপুরাও, দ্বীনি বোনদের সাথে পরিচিত হয়ে একটা শক্ত কমিউনিটির মতো থাকবে। এতে ঈমান আমল টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা যেমন পাবে, তেমনি পড়াশোনার ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে।

৯। একান্ত বাধ্য হয়ে যদি কখনো বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে কথা বলতেই হয় তাহলে যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকুই কথা বলবে, বেশি স্মার্ট হয়ে ফ্লার্ট করার চেষ্টা করবে না। দৃষ্টির হিফাযত করবে। মেয়েরা কথা বলার সময় হাত নেড়ে নেড়ে কোমল সুরে তিন আলিফ টান দিয়ে *ভাইয়া...য়া*- বলবে না।[৩৭৭] কথা সংক্ষিপ্ত রাখবে।

---

[৩৭৫] মুসলিম: ২১২৮ (ইফা. ৫৩৯৭)

[৩৭৬] মাজমু'উল ফাতাওয়াঃ ২২/১৪৬
Meaning of Hadith "Women will be Clothed yet Naked",daruliftaa.com- tinyurl.com/2p9bwb5a

[৩৭৭] যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে পরপুরুষদের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের মানুষ প্রলুব্ধ হয়।" [সূরা আল-আহযাব,৩৩: ৩২]

পাশ্চাত্যের ভদ্রতা হচ্ছে কথা বলার সময় চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) আমাদের ভদ্রতা শিখিয়েছেন এভাবে- কোনো প্রয়োজনে নারী পুরুষের কথা বার্তা হলে পারতপক্ষে চেহারার দিকে না তাকানো। তুমি কোনটা মানবে, সিদ্ধান্ত তোমার।

১০। বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে ল্যাব গ্রুপ, প্রজেক্ট গ্রুপ, অ্যাসাইনমেন্ট গ্রুপ করবে না। ভদ্র ভাষায় স্যারদের অনুরোধ করবে। অনেকে শুধু ডিগ্রি অর্জনের জন্য কিংবা পড়াশোনা করতে হয় তাই করা- এমন চিন্তাভাবনা থেকে পড়ে। বাংলা, চারুকলা, দর্শন, হিসাববিজ্ঞান টাইপের বিষয়গুলোর ডিগ্রির জন্য পর্দার মতো ফরজ বিধান পালনে ব্যর্থ হবার ঝুঁকি নেবে কি না, সে ব্যাপারেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার মনে হয়।

১১। ক্লাস শেষ হয়ে গেলে সরাসরি রুমে/বাসায় চলে আসবে। ক্যান্টিনে, গাছতলায়, মাঠে, লাইব্রেরিতে, বারান্দায়, করিডোরে বসে আড্ডা দেবে না।

১২। বিপরীত লিঙ্গের কাউকে টিউশনি করাবে না। টিউশানি করাতে গিয়ে স্টুডেন্ট এর মা, বোন, ভাই, বাবা (মেয়েদের ক্ষেত্রে) এদের কাছ থেকেও চোখের হিফাযত করতে হবে। টিউশনি করাতে গিয়ে ছাত্রীর সাথে, ছাত্রীর বোন, মা ইত্যাদির সাথে প্রেম, পরকীয়া যিনা, ধর্ষণ এগুলো খুবই সাধারণ ঘটনা। টিউশনি করাতে গিয়ে স্টুডেন্টের বাবা-ভাইদের হাতে ধর্ষণের ঘটনাও ঘটছে। আপুরা খুব সাবধান। স্টুডেন্টকে তুমি ছোট ভাইয়ের মতো মনে করলেও, সে কিছু বোঝে না, তুমি এমন ভাবলেও- তারা আজকাল অনেক কিছুই বোঝে।[৩৭৮]

যতো টাকাই দিক না কেন আর তুমি যতোই সমস্যায় থাকো না কেন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো। এই অফার ছাড়লে আল্লাহ তোমাকে এর বিনিময়ে আরো অনেক ভালো অফার দেবেন। আমাদের একজন বন্ধু বেশ মোটা টাকার একটা টিউশনির অফার পায়। তিন জন মেয়েকে পড়াতে হবে। বন্ধু রাজি হয়নি। আল্লাহ পরে তাকে জীবিকার খুবই ভালো একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যখন তুমি আল্লাহর জন্য কোনো জিনিস বিসর্জন দেবে আল্লাহ তা'আলা এর চাইতে উত্তম বিনিময় দান করবেন।[৩৭৯]

---

[৩৭৮] স্কুলছাত্রী অদিতাকে যেভাবে হত্যা করে গৃহশিক্ষক রনি, আরটিভি নিউজ, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২২- tinyurl.com/4d47whn3

টিউশনি করাতে গিয়ে দশম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ : শিক্ষক গ্রেফতার,সুরমা নিউজ ২৪ ডট নেট, মার্চ ০৪, ২০২০- tinyurl.com/ymm9rhwu

টিউশনি দেওয়ার কথা বলে প্রেমের ফাদে তরুণীকে ধর্ষণের পর হত্যা, sonaymoritv.com,মে ৬,২০২২- tinyurl.com/mvkbsxva

টিউশনি করাতে গিয়ে গৃহকর্তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ভার্সিটি পড়ুয়া তরুণী, অতঃপর......,probashirnews.com,সেপ্টেম্বর ২৯, ২০১৮-tinyurl.com/bp782s68

[৩৭৯] মুসনাদে আহমদ: ২৩০৭৪। হাইসামী হাদিসটির বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

***

ক্যাম্পাসের বাইরেও যেসব জায়গায় চোখের হিফাযত করতে ফ্রি-মিক্সিং এড়াতে পারবে বলে মনে হয় না সেসব জায়গা এড়িয়ে চলো। যেমন-

ক। বিয়েশাদীর ফ্রি-মিক্সিং অনুষ্ঠানে যাবে না। নতুন প্রেমের সূচনা হয় এই অনুষ্ঠানগুলোতে।

খ। ভ্যালেন্টাইন্স, পহেলা বৈশাখসহ এ ধরনের অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে প্রয়োজন না পড়লে বাসার বাইরে বের হবে না।

গ। মেয়েদের স্কুল কলেজ কোচিং যেসব এলাকায় থাকে সেগুলো এড়িয়ে চলবে। কাপলদের আড্ডা বসে যে রাস্তায়, পার্কে, রেস্টুরেন্টে, কফিশপে- ভুলেও সেদিকের ছায়া মাড়াবে না। বিনোদনকেন্দ্র গুলোতে যদি কোনো কারণে যাওয়াই লাগে তাহলে এমন সময় বা দিনে যাবে যখন ভিড় কম থাকে।

ঘ। লোকাল বাসে দরকার হলে দাঁড়িয়ে থাকবে কিন্তু মেয়েদের পাশে বসবে না। দূরের ভ্রমণে মেয়ের পাশে সিট পড়লে সিট বদলে নেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। সাথে বই রাখবে। পুরো রাস্তা বই পড়বে বা লেকচার শুনবে। ঘুমানোর অভ্যাস থাকলে আরো ভালো!

ঙ। রাস্তাঘাটে চলার সময় মাথা নিচু করে হাঁটবে। মাটির দিকে তাকিয়ে। মেয়েরা পর্দা করলো কি না সে চিন্তা বাদ দিয়ে তুমি নিজের চোখের হিফাযত করার চেষ্টা করবে। আল্লাহকে স্মরণ করবে।

উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাক্বি ওয়াল আ'মালি ওয়াল আহওয়ায়ি।'

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার কাছে খারাপ চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।'[৩৮০]

এ ধরনের বেশ কিছু দু'আ আছে। মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছ থেকে সঠিক উচ্চারণ শিখে মুখস্থ করে নেবে। বেশি বেশি দু'আ করবে।

চ। লিফটে বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে একাকী উঠবে না। লিফটে মাঝে মাঝেই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। লিফটের জন্য অপেক্ষা করার সময় দরজার দিকে সরাসরি মুখ করে থাকবে না। দরজা খুললেই কোনো রূপসীর দিকে তোমার চোখ পড়ে যেতে পারে। দরজার এক পাশে দাঁড়াবে।

ছ। ব্যাংক, দোকান, টিকেট কাউন্টার ইত্যাদি স্থানে যেখানে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ

আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। (মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/২৯৯, সহীহাহ ২/৭৩৪)

[৩৮০] তিরমিযী: ৩৫৯১। ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

থাকবে, সুযোগ থাকলে সেখানে না গিয়ে অন্যটাতে যাবে।

জ। ভাবী, দেবর, দুলাভাই, কাযিন এদের সাথে আরো কঠোরভাবে পর্দা করবে। ভাবী, দুলাভাই, কাযিনদের সাথে পরকীয়া, প্রেম, যিনা-ব্যভিচার, খুন ধর্ষণের ঘটনা অহরহ ঘটে।[৩৮১]

এমন আরো অনেকগুলো বিষয় আছে, কিন্তু মূল পয়েন্ট এগুলোই। আশা করছি একটা ধারণা পেয়েছো।

তিন.

শুধু অফলাইনে না, অনলাইনেও ফ্রি-মিক্সিংয়ের ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ফেইসবুক, ইন্সটাগ্রাম, টিকটকসহ যা যা আছে বিপরীত লিঙ্গের সবাইকে আনফ্রেন্ড করে দেবে। কাযিন ইত্যাদি যারা আছে তাদেরকেও আনফ্রেন্ড করে দাও। যদি না-ই পারো তাহলে আনফলো করে দাও, তাহলে তাদের ছবি তোমার ওয়ালে আসবে না। তোমার যেসব বন্ধুরা মেয়েদের ছবি-ভিডিও শেয়ার দেয় তাদেরকেও এভাবে আনফলো করে রাখতে পারো। নাটক-সিনেমার ক্লিপ পোস্ট করা পেইজ, ফিমেইল সেলিব্রেটিদের পেইজ, প্রেমের লুতুপুতু মার্কা বিভিন্ন পেইজ, ক্রাশ এন্ড কনফেশন টাইপ গ্রুপ, চ্যানেল, আইডি সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে। কোনোভাবেই বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে যোগাযোগ করা যাবে না।

ফ্রেন্ডলিস্টে এমন কাউকে ফলো করবে না, যারা তাদের প্রেমিকা বা বউ এর সাথে ছবি আপলোড দেয়, চেক-ইন দেয়, খুনসুটির গল্প শেয়ার করে। এগুলো তোমার বুকের বাম পাশের চিনচিনে ব্যথার জন্ম দিতে পারে। হেল্প সিকিং বিভিন্ন গ্রুপে বিপরীত

---

[৩৮১] দুলাভাইয়ের হাতে ধর্ষিতা কিশোরীর চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ, যুগান্তর,জুলাই ০১ ,২০১৮- tinyurl.com/29jc42pd

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ৭ মাসের অন্ত:সত্বা, ধর্ষক দুলাভাই গ্রেপ্তার, জনকণ্ঠ, আগস্ট ১৭, ২০২২-tinyurl.com/3tw3vhn2

আড়াইহাজারে বিয়ের প্রলোভনে চাচাতো বোনকে ধর্ষণ, যুগান্তর, এপ্রিল ১৮, ২০১৮- tinyurl.com/y3mp6ktu

হাজীগঞ্জে শালী-দুলাভাই পরকীয়ায় বোন ও স্বামীর হাতে গৃহবধূ খুন,চাঁদপুর টাইমস,অক্টোবর ১৮, ২০১৮ -tinyurl.com/yz4r2392

নানিকে দেখতে গিয়ে খালাতো ভাইয়ের হাতে ধর্ষণের শিকার শিশু , দেশ রূপান্তর, আগস্ট ২৬, ২০১৯- tinyurl.com/bdh3ca2r

দেবরের হাতে ধর্ষিত গৃহবধুর বিষপানে আত্মহত্যা, প্রতিদিনের সংবাদ, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০১৬- tinyurl.com/5dn2rtuw

নবী (ﷺ) বলেছেন,'দেবর-ভাসুর মৃত্যু সমতুল্য ভয়ানক বিষয়।' অর্থাৎ মৃত্যু যেমন জীবনের জন্য ভয়ানক, অনুরূপভাবে চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাইবোন ও দেবর-ভাবী ও শালিকা-দুলাভাইয়ের সাক্ষাৎ ঈমান আমলের জন্য তদ্রূপ ভয়ানক। [বুখারি: ৫২৩২, মুসলিম: ২১৭২]

লিঙ্গের পোস্টে লাইক কমেন্ট করবে না। লাভ রিয়্যাক্ট দেবে না।[৩৮২] কেউ জরুরি কিছু জানতে চাইলেও তোমার কমেন্ট করার দরকার নেই। অন্য বোনেরা-ভাইয়েরা আছে, তারা জানাবে।

কখনোই বিপরীত লিঙ্গের কাউকে ইনবক্স করবে না। হোক সে আলেম। আপু, তোমার কিছু জানার দরকার পড়লে নারী আলেমদের কাছে যাও বা তোমার মাহরাম পুরুষের মাধ্যমে কোনো আলেমের কাছ থেকে জেনে নাও। বিপরীত লিঙ্গের কেউ মেসেজ করলে রিপ্লাই দেওয়া দূরের কথা, সিনও করবে না। সে যতো বড় আলেম, লেখক বা ফেইসবুক সেলিব্রেটিই হোক না কেন।[৩৮৩] ইসলামের ব্যাপারে বিপরীত লিঙ্গের কেউ কিছু জানতে চাইলেও একই কথা প্রযোজ্য।[৩৮৪]

দ্বীনি কোনো বিষয়ের উপর অনলাইন কোর্সে ভর্তি হলে অবশ্যই দেখে নিবে সেখানে নারী পুরুষের আলাদা ক্লাস হয় কি না। উস্তাদ বিবাহিত কি না। উস্তাদের স্বীকৃতি আছে কি না, অন্যান্য আলেম উলামারা তাকে চেনেন কি না। যদি না হয়- তাহলে ভর্তি হবার দরকার নেই। এসব কোর্সে ক্লাস করতে গিয়ে 'হালাল প্রেম', শুরু করা মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম না।

বাস্তবজীবনে চোখের হিফাযত করো, অনলাইনে ইসলাম নিয়ে লেখালেখি করো, আবার ইনবক্সে বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের সাথে দ্বীন চর্চা করো, কমেন্ট চালাচালি করো, পোস্টে লাভ রিয়্যাক্ট দাও- এটা একধরনের ভণ্ডামি। আত্মমর্যাদাশীল কোনো মানুষের পক্ষে এমন কিছু করা সম্ভব না। আল্লাহর অবাধ্য হয়েই বিপরীত লিঙ্গের সাথে যোগাযোগ শুরু করতে হয়। আর আল্লাহ অবাধ্যতা করে কীসের দাওয়াহ? আল্লাহকে ভয় করো।

পোস্টে লাভ রিয়্যাক্ট দিলে, কমেন্ট করলে বা ইনবক্সে দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করলে, এমন আর কী হয়- এ ধরনের প্রশ্ন কেউ কেউ করে বসে। দেখো এগুলো ছোট ছোট আগুনের স্ফুলিঙ্গ। এগুলোই ধীরে ধীরে বিশাল এক আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বারসিসার ঘটনা জানো?

---

[৩৮২] আপু, তুমি হয়তো কোনোকিছু না ভেবে এমনিতেই লাভ রিয়্যাক্ট দিয়েছো। কিন্তু তোমার লাভ রিয়্যাক্ট পেয়ে সেই দ্বীনি ভাইটির দিল মে লাড্ডু ফোটা শুরু হয়ে গিয়েছে। আরে সে আমার পোস্টে লাভ রিয়্যাক্ট দিয়েছে মানে আমাকে সে পছন্দ করে, ভালোবাসে।

[৩৮৩] কেউ তোমাকে হাই/হ্যালো করার জন্য নক দিলেই বুঝবে সে একটা ফাতরা ভণ্ড।

[৩৮৪] সম্মানিত আলেম উলামারা তাঁদের সম্মানিত স্ত্রীদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। অন্যথায় না দেওয়ায় উত্তম। (আমরা আপনাদের উপদেশ দেবার স্পর্ধা দেখাচ্ছি না। আল্লাহ এ থেকে আমাদের হিফাযত করুক)। সামগ্রিক পরিস্থিতির আলোকে অবিবাহিত আলিমদের বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে অনলাইনে আলাপ আলোচনা, ইনবক্সে মেসেজ আদান প্রদান না করাই অধিক তাকওয়ার প্রমাণ বলেই মনে হয়। আল্লাহু আলম।

বারসিসা[৩৮৫] ছিল খুব ইবাদাতগুজার লোক। যুদ্ধে যাবার আগে তিন ভাই তাদের একমাত্র বোনকে বারসিসার যিম্মায় রেখে যেতে চাইলো। প্রথমে না করলেও, ভাইদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে বারসিসা রাজি হলো। ঠিক হলো বারসিসা থাকবে তার নিজের বাসায়। আর মেয়েটি থাকবে অন্য এক বাসায়। রোজ খাবার তৈরি করে মেয়েটির ঘরের দরজায় রেখে আসতো বারসিসা। কথা বলতো না। কিছুদিন কেটে গেল এভাবে। কিন্তু আস্তে আস্তে বারসিসা শয়তানের ফাঁদে পা দিলো।

শয়তান তাকে বোঝালো- এভাবে খাবার দিয়ে চলে আসা তো অভদ্রতা, তাকে ডেকে খাবার দিয়ে আসো। বারসিসা তাই করতে শুরু করলো। তারপর শয়তান বললো, তার সাথে দুই-একটা কথা বলো, কথা বললে আর কী হবে? বারসিসা তাই করলো। তারপর শয়তান বললো- ঘরের মধ্যে বসে একটু কথা বললে আর কী হবে- মেয়েটা সারাদিন একা একা থাকে। বারসিসা শয়তানের কুমন্ত্রণায় সাড়া দিলো। এভাবে একটু করলে কী হয়... থেকে শুরু করে এক পর্যায়ে বারসিসা সেই মেয়ের সাথে যিনা করলো। মেয়েটা গর্ভবতী হয়ে সন্তান জন্ম দিলো।

ততদিনে ভাইদের ফেরার সময় হয়ে গিয়েছে। বারসিসা প্রচণ্ড ভয় পেলো। শয়তান এবার বুদ্ধি দিলো- ভাইয়েরা যদি এসে এই অবস্থা দেখে, তাহলে তোমাকে কঠিন শাস্তি দেবে। তুমি বরং ঝামেলা মিটিয়ে ফেলো! শয়তানের পরামর্শে বারসিসা সেই মেয়ে ও তার সন্তানকে খুন করে কবর দিলো। ভাইয়েরা ফিরলে কান্নাকাটি করে বললো- তোমাদের বোন অসুখে মারা গেছে। ঐখানে কবর দিয়েছি। ভাইয়েরা কান্নাকাটি করে চলে গেল। কিন্তু রাতে শয়তান গিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে তিন ভাইকে সত্যটা জানিয়ে দিলো। পরদিন তিন ভাই মিলে বারসিসার কাছে আসলো। মেয়েটির কবরে তার সন্তানের লাশও দেখতে পেলো। নিশ্চিত হলো, বারসিসাই তাদের বোনকে হত্যা করেছে। তারা বারসিসাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলো। তারা যখন প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন শয়তান এসে বারসিসাকে বললো, তুমি যদি আমাকে সিজদাহ করো তাহলে আমি তোমাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করবো, বারসিসা তাই করলো। তারপর? তারপর শয়তান বারসিসাকে ত্যাগ করলো।

এভাবে, একটু কথা বললে কী হয়, একটু তাকালে কী হয়... এই একটু একটুর ফাঁদে পড়ে বারসিসা যিনা করলো, খুন করলো, শিরক করলো, তারপর তাকে সেই অবস্থায় মরতে হলো।[৩৮৬]

---

[৩৮৫] বারসিসার ঘটনাটি কুরআন বা হাদিসের ঘটনা নয়। এটি একটি ইসরাঈলী বর্ণনা, যা বিভিন্ন উলাম তাঁদেরা আলোচনায় এনেছেন। এটি কেবল শিক্ষণীয় ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, যার সত্যতা সম্পর্কে কেবল আল্লাহ্ তাআলা অবগত।

[৩৮৬] বিস্তারিত শোনো- বিষাক্ত তীর ২, Lost Modesty, Lost Modesty Youtube Channel, ফেব্রুয়ারি ২৩,২০১৯- tinyurl.com/4wtpm2yu

আমাদের সমাজেও এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে সদ্য দ্বীনে ফেরা বোনেরা দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা, আবেগের কারণে খুব সহজেই অনলাইনের ফাঁদে পড়ে যায়। ফেইসবুকে কেউ ইসলাম নিয়ে একটু ভালো লিখলেই, দাড়ি-টুপিওয়ালা কেউ সুন্দর করে দুটো কথা বললেই, নাশীদ গাইলেই, বই লিখলেই তাকে নিয়ে ফ্যান্টাসি শুরু হয়ে যায়। দ্বীন শেখা কিংবা দাওয়াহর ফাঁদে পড়ে দিল দিয়ে বসে থাকে। গোপনে বিয়ে করে। দ্বীনি মুখোশধারী ছেলেপেলে বিয়ে করে কয়দিন ভোগ করে ছেড়ে দেয়। ব্ল্যাকমেইল করে। মনে রেখো, শরীয়াহ দ্বীনি ভাই-দ্বীনি বোনদের জন্য আলাদা না। সেলিব্রেটিদের জন্য আলাদা না। আলিমদের জন্য আলাদা না। শরীয়াহর বিধান সবার জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য।

অনলাইনের জগৎটা বাস্তব দুনিয়া থেকে পুরোই আলাদা। এখানে খুব সহজেই ভান ধরা যায়। অনলাইনে কাউকে ভালো ভাবার দরকার নাই। আবার খারাপ ভাবারও দরকার নেই। কিছুই মনে করার দরকার নেই। বাস্তবজীবনে ইন্টার‌্যাকশ্যান হয়নি, চেনো না এমন ভাই বা বোনদের খুব বেশি আপন ভাবার দরকার নেই। ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার দরকার নেই। ছবি শেয়ার বা ভিডিও কলে যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। যাকে একেবারেই চেনো না, তার সাথে জরুরি কথা ছাড়া কোনো কথাই বলবে না। পার্সোনাল কোনো তথ্য জানাবে না।

বোনরা মনে রেখো, আজকাল অনেক ছেলেই মেয়ে সেজে আইডি চালায়। তাই অনলাইনে নতুন কোনো বোনের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হলে তার সম্পর্কে যতটুকু পারো খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করবে। ভয়েস মেসেজ ও ছবি দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। কোনো বোন যদি বারবার তোমার ভয়েস মেসেজ বা ছবি চায় তাহলে তাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। শুধু অনলাইনের সম্পর্কগুলো শক্তিশালী হয় না। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে থাকে এখানে। ছবি শেয়ারের প্রসঙ্গ যখন আসলো তখন অনেকবার বলে আসা কথাটা আর একবার মনে করিয়ে দেই। কখনোই তোমার খোলামেলা ছবি তুলবে না, ভিডিও করবে না। স্বামীর জন্যেও না। স্বামীকেও তুলতে দিবে না। এটা জায়েজ নেই।[৩৮৭] মেসেঞ্জারে, ওয়াটসঅ্যাপে ছবি আদানপ্রদান করবে না। ভিডিও কলে অশালীন পোশাক পরবে না। হতে পারে তার ফোন হারিয়ে গেল, হতে পারে আইডি হ্যাক হলো, হতে পারে তার সাথে তোমার ডিভোর্স হয়ে গেল।[৩৮৮] বারবার বলার পরও এই ভুলটা বারবার হচ্ছে এবং ভয়ংকর মাশুল গুনতে হচ্ছে।

---

[৩৮৭] He wants to photograph his wife naked so that he can look at the pictures when he is away! Islamqa - tinyurl.com/ze7pre8n

[৩৮৮] ফেসবুকে স্ত্রীর নগ্ন ছবি পোস্ট, স্বামী গ্রেফতার, ডেইলি বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২২ - tinyurl.com/mspf3983

মূল কথা হলো, রাসূল (ﷺ) -এর কথা মেনে বাস্তব দুনিয়ার তুমি যেমন বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে শরীয়াহসম্মত কারণ ছাড়া কথাবার্তা বলবে না, নির্জনে (মানে তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই) কথাবার্তা বলবে না, আলাপ আলোচনা করবে না, তেমনি অনলাইনেও ইনবক্সের নির্জনতায় করবে না।[৩৮৯]

***

খলীফাহ উমার একবার আরেক সাহাবী উবাই ইবনু কা'বকে (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) প্রশ্ন করেছিলেন,

তাকওয়া কী?

জবাবে উবাই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি কখনো কাঁটা বিছানো পথে হেঁটেছেন?

-হ্যাঁ।

কীভাবে হেঁটেছেন?

-খুব সাবধানে, কষ্ট সহ্য করে হেঁটেছি, যাতে আমার শরীরে কাঁটা বিঁধে না যায়।

এটাই হলো তাকওয়া।[৩৯০]

কাঁটা বিছানো পথে মানুষ যেভাবে সতর্ক হয়ে চলে, ঠিক সেভাবে আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য হারাম থেকে বেঁচে থাকা আর পুরস্কারের জন্য আল্লাহ যা ভালোবাসেন, সেই আমল করার নাম তাকওয়া।

তাকওয়ার এই কনসেপ্টটা যদি তুমি বুঝতে পারো, যদি বসিয়ে নিতে পারো নিজের মনে ও মস্তিষ্কে, তাহলে এতোক্ষণ যা কিছু বললাম তা বোঝা এবং মানার ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেছেন,

'নিশ্চয় আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বনকারী মুত্তাকিনদের ভালোবাসেন।'[৩৯১]

'যে তাকওয়া অবলম্বন করলো, আল্লাহ তার জন্যে কাজগুলোকে সহজ করে দেবেন।[৩৯২]

---

[৩৮৯] তিরমিযী: ১১৭১
[৩৯০] তাফসীর ইবনু কাসীর, সূরা বাকারাহ, আয়াত ২
[৩৯১] সূরা আলে ইমরান: ৭৬
[৩৯২] সূরা তালাক: ৪

ক্রীতদাস

প্রেমের একটি ভয়ঙ্কর ফাঁদ হলো ফ্রেন্ডযোন। একটা মানুষের আত্মসম্মান ধ্বংস করে তাকে অন্যের চাকর বানিয়ে ফেলে এটা। ছেলে, মেয়ে দুইদলের মধ্যেই এই সমস্যাটা দেখা দিলেও সাধারণত ছেলেরাই এই সমস্যায় বেশি আক্রান্ত হয়।[৩৯৩]

ফ্রেন্ডযোন জিনিসটা আসলে কী?

ফ্রেন্ডযোন মানে ঠিক প্রেম করা না। এটা হচ্ছে প্রেমের প্রলোভনে চাকর বানানোর মতো। বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণের মতো অনেকটা। ধরো, তুমি একজনকে পছন্দ করো। কিন্তু নানা কারণে তুমি তাকে প্রপোয করতে পারো না; তাকে বলার মতো যথেষ্ট সাহস জোগাড় করতে পারো না; সে যদি প্রত্যাখ্যান করে, সে যদি রেগে যায়। তাই তুমি তাকে গিয়ে বললে, আমি তোমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে চাই। ও হয়তো এরই মধ্যে বুঝে ফেলেছে তুমি তার জন্য প্রেমে দিওয়ানা। কিন্তু না বোঝার ভান করে সে তোমার সাথে বন্ধুত্ব চালিয়ে যায়। বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে তুমি তাকে সরাসরি প্রপোয করতেও ভয় পাও। তুমি আটকে গেলে ফ্রেন্ডযোনে। ফ্রেন্ডযোনে ফেঁসে গিয়ে প্রতিনিয়ত খুন হওয়া শুরু হলো তোমার।

আবার ধরো তুমি তাকে প্রপোয করেছো। কিন্তু সে বললো, '*আরে, এসব তুমি কী বলছো! আমি তো তোমাকে খুবই ভালো একজন বন্ধু হিসেবে দেখি। আমি তো অন্য একজনের সাথে প্রেম করি।*' তখন তুমি তার সাথে সম্পর্ক একেবারেই শেষ না করে বললে, '*আচ্ছা ঠিকাছে, আমাকে তোমার ভালোবাসতে হবে না, আমরা স্রেফ বন্ধু হয়েই থাকি।*'

ঘরের খেয়ে বিনা পয়সায় অন্যের জন্য কামলা খাটার সংগ্রামী, মেহনতি এই জীবনে তোমাকে সুস্বাগতম! ফ্রেন্ডযোনে ফেঁসে গিয়ে তুমি যে অন্য একজনের চাকর হয়ে গেছো তার কিছু লক্ষণ:

---

[৩৯৩] এটা আসলে মেয়েদের ইগোর গোড়ায় পানি ঢালে। তার পেছনে একটা ছেলে পাগলের মতো ঘুরছে, তাকে সে যেভাবে খুশি সেভাবে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাতে পারে, ইচ্ছেমতো তার সব কাজ করিয়ে নিতে পারে- এই বিষয়গুলো ভেবে তারা আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

১। অধীর আগ্রহে তুমি তার ফোন-মেসেজের জন্য অপেক্ষা করো। একটু পর পর চেক করো সে অনলাইনে আছে কি না। তোমার পাঁচটা মেসেজের বদলে সে একটা রিপ্লাই দিলে দ্বিগুণ উৎসাহে আরো দশটা মেসেজ দিয়ে দাও। তার সব ছবিতে তুমি লাভ রিয়্যাক্ট দাও, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করো তার রূপের।

২। সবসময় তোমার মাথাতে শুধু সে ঘোরাফেরা করে।

৩। তার সাথে ডেট করার স্বপ্ন দেখো তুমি। তার সাথে তোমার বিয়ে হবে, বিয়ের অনুষ্ঠান কোথায় করবে, হানিমুনে কোথায় যাবে, বাচ্চার নাম কী রাখবে–নানা হাবিজাবি জিনিস ভাবতে থাকো।

৪। সে ডাকলেই তুমি ছুটে আসো। তার জন্য সবসময় তুমি অ্যাভেইলেবল। রাত যতোই গভীর হোক, ঝড়, বন্যা, বৃষ্টি কিংবা অগ্ন্যুৎপাত হোক, কারফিউ জারি হোক, বিশ্বযুদ্ধ লাগুক–সে ডাকলেই তুমি ছুটে যাও।

৫। তুমি কখনো তাকে না বলতে পারো না। তোমার যতোই কষ্ট হোক না কেন, যতোই বাবা-মা'র অবাধ্য হওয়া লাগুক না কেন কিংবা আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে যতো ছোট হতেই হোক না কেন, এমনকি কাজটা করতে তোমার মন তীব্রভাবে বাধা দিলেও সব কষ্ট, সব অনিচ্ছা জয় করে তুমি সেই কাজটা শুধু সে বলেছে বলে করে দাও।

৬। সে যা-ই বলুক বা করুক না কেন, তাতে তুমি প্রবলবেগে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাও। সারা দুনিয়ার মানুষ ভুল বললেও তুমি তা ঠিক বলো। তুমি তাকে অবিরাম সাপোর্ট দিয়ে যাও।

৭। সবসময় তুমি তার জন্য কিছু করার, তাকে ইম্প্রেস করার পরিকল্পনা করো। সে যে খাবার পছন্দ করে তুমি সেই খাবার রান্না করার চেষ্টা করো। ফুচকা খেতে পছন্দ করলে দু'দিন পরপরই তাকে ফুচকা খাওয়াতে নিয়ে যাও। তার পছন্দগুলো অনুকরণের চেষ্টা করো। সে যে সেলিব্রেটিকে পছন্দ করে তার মতো হেয়ারকাট, জামা কাপড় পরার চেষ্টা করো। সে বিটিএসের পাগলা ফ্যান হলে তুমিও বিটিএসের পাগলা ফ্যান হয়ে যাও।

৮। তুমি তার জীবনের সব সমস্যার সমাধানকারী, তুমি একাধারে তার পার্সোনাল অ্যাসিসট্যান্ট এবং বডিগার্ড। তুমি তার অ্যাসাইনমেন্ট করে দাও, তার ল্যাব রিপোর্ট লিখে দাও। কেউ তাকে টিয করলে, তার ছবিতে উল্টাপাল্টা কমেন্ট করলে তুমি তাকে মেরে আসো। তুমি তার ড্রাইভার, তুমি তার ক্যাশিয়ার, ফুচকার বিল সবসময় তুমিই দাও। তুমি তার ক্যারিয়ার কাউন্সেলর, তুমি তার ডাক্তার, তুমিই তার নার্স। তুমি তার মনোবিদ, তার মন ভালো করে দেবার দায়িত্ব তোমারই। বয়ফ্রেন্ডের সাথে তার ঝগড়া বা ব্রেকআপ হলেও ইমোশনাল সাপোর্ট দেওয়ার দায়িত্ব তোমার।[৩৯৪]

---

[৩৯৪] তোমার মনে তখন চলতে থাকে আমি এভাবে ইমশোনাল সাপোর্ট করলে সে আমার প্রতি

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন চলে আসে, একজন মানুষ কেন এসব করে? কেন স্বেচ্ছায় অন্য একজন মানুষের দাসে পরিণত হয়? প্রথম ও প্রধান কারণ, ঘুরেফিরে সেই একই–মোহ, হরমোনের খেলা, প্রেমকে জীবনের সবকিছু মনে করা, তাওহীদ না বোঝা, পৃথিবীতে আল্লাহ তাকে কেন পাঠিয়েছেন সেই কারণ সম্পর্কে বেখেয়াল থাকা। পাশাপাশি প্রেমের অন্যান্য ব্যাপারগুলোর মতো এখানেও পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ে নাটক, সিনেমা, গান, কবিতা, উপন্যাস। প্রগতিশীল মিডিয়ার ব্রেইনওয়াশের কারণে প্রেমাতাল মানুষেরা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, এভাবে শত দুঃখ, বেদনা, অপমান সহ্য করে আমি যদি কামলা খেটে যাই, তার পেছনে লেগে থাকি, একদিন না একদিন সে পটে যাবেই। কিন্তু এভাবে প্রতিনিয়ত খুন হয়ে, ব্যাপক সময় নষ্ট করে, প্রচুর শ্রম দিয়ে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে, বাবা-মাকে কষ্ট দিয়ে, ক্যারিয়ারের বারোটা বাজিয়ে, টাকাপয়সা নষ্ট করে, নিজের সম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে আসলেই কি লাভ হয়?

আমার এক বন্ধু ছিল। ধরি তার নাম সবুজ। যে মেয়েটার হয়ে সে কামলা দিতো সেই মেয়েটার নাম ধরি চম্পা।[৩৯৫] ভার্সিটির চারটা বছর একনিষ্ঠভাবে কামলা খেটে গেছে সবুজ। এমনকি সকালে বুয়া নাস্তা বানাতে দেরি হলে সে খালি পেটে, এমনকি কখনো শুধু তেল দিয়ে ভাত মেখে খেয়ে ভার্সিটিতে দৌড় দিতো চম্পার খেদমতের উদ্দেশ্যে। চম্পা বুঝতো সবুজের মনের কথা। কিন্তু কখনো সেটা নিয়ে কথা বলতো না। সবুজও মুখ ফুটে বলতে পারতো না। হঠাৎ একদিন সবুজের মেসেঞ্জারে একটা আংটির ছবি পাঠায় চম্পা। তারপর চম্পা আর অন্য এক ছেলের কাপল ছবি। এই ছেলের সাথেই অ্যাঙ্গেইজমেন্ট হয়েছে তার। ছেলে ইটালি থাকে। সবুজ বেকার। সবুজ আমার পাশেই বসে ছিল। আমি ল্যাপটপে লিখছি, আর সে একটু পর পর আমাকে পচাচ্ছে।[৩৯৬] মেসেজ আসার পর একেবারে চুপ হয়ে গেল সে। এই থম মেরে থাকাটা থেমে থেমে চালু থাকলো পরের কয়েকটা মাস। চরম ডিপ্রেশনে চলে গেল সে।

সবুজ পরে চম্পাকে মেসেজ দিয়েছিল, '*তুমি তো জানতে আমি তোমাকে ভালোবাসি... তারপরও কেন এমন করলে? আমাকে অন্তত একবার তো জানাতে পারতে!*' সবুজের মেসেজ পেয়ে আকাশ থেকে যেন পড়েছিল চম্পা- '*ওমা! সেকি! আমরা তো কেবল খুব ভালো বন্ধু ছিলাম। কখনোই তোমাকে নিয়ে আমি এমন কিছু ভাবিনি! কী বলছো*

দুর্বল হয়ে পড়বে। ভুলে যাবে তার বয়ফ্রেন্ডকে। ব্রেকআপ করে আমার কাছে চলে আসবে। আল্লাহর কাছে ধুমসে দু'আও শুরু করে দাও। আর তার বয়ফ্রেন্ড কতো খারাপ আর তুমি কতো কেয়ারিং– এসব প্রমাণের চেষ্টা করতে থাকো। দেখো ভাই, এভাবে যে মেয়ে অন্য একজনের সাথে বিচ্ছেদ করে তোমার কাছে আসবে, নিশ্চিত থাকো তোমার সাথে বিচ্ছেদ করে সে অন্য একজনের কাছে চলে যাবে। তোমার মতোই অন্য একজন তার ব্রেইনওয়াশ করবে একদিন।

[৩৯৫] বর্তমানে সবাই বিবাহিত। পরিচয় প্রকাশিত হলে সংসারে অশান্তি হতে পারে তাই ছদ্মনামের আশ্রয় নেওয়া।

[৩৯৬] যতদূর মনে পড়ে *মুক্ত বাতাসের খোঁজে* বইয়ের কাজ চলছিল তখন।

তুমি এসব! ছি!'

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এভাবে কামলা খেটে, চাকর সেজে ফলাফল আসে না। এগুলো সিনেমার পর্দায় হয়। উপন্যাসের পাতায় হয়। বাস্তবে হয় না। সিনেমায় নায়ক থাকে একজন, কিন্তু তার বাস্তবতায় তো তুমি একাই নায়ক না, তার হাতে তো আরো অনেক অপশান আছে। কেন তোমার কাছেই সে থাকবে? একটা আত্মবিশ্বাসহীন, আত্মসম্মানহীন, ব্যক্তিত্বহীন, নিজের দায়িত্ব কর্তব্য পালনের ব্যাপারে উদাসীন ছেলের কাছে কেন সে থাকবে? না থাকাটাই তো স্বাভাবিক। এভাবে কামলা খেটে আল্লাহর অসন্তুষ্টি, নিজের মর্যাদা নষ্ট করা আর একতরফা ব্রেকআপের ভয়ঙ্কর কষ্ট ছাড়া আর কী তুমি পেলে?

ভাই, তোমার একটা দাম আছে, সম্মান আছে। তুমি মানুষ, তুমি মুসলিম। তুমি সেই মানুষগুলোর একজন যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার। মানুষকে তন্ত্রমন্ত্রের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনার জন্য পৃথিবীতে তোমার আগমন। সেই তুমিই এভাবে অন্য একজনের দাস হয়ে গেলে?

তুমি যখন মেয়েদের পেছন পেছন ঘুরো, ফ্লার্ট করার চেষ্টা করো, বেহায়ার মতো সব ছবিতে লাভ রিয়্যাক্ট দাও...বিশ্বাস করো সেই মেয়ের চোখে তোমার দাম থাকে না, সম্মান থাকে না। তুমি ছোট হয়ে যাও তার কাছে। মেয়েরা সাধারণত আত্মসম্মানহীন, ব্যক্তিত্বহীন ছেলেকে পছন্দ করে না। সে ভেবে নেয় এই ছেলেটা আমার জন্য পাগল। একে দিয়ে আমি যা খুশি করিয়ে নিতে পারি। তোমার দুর্বলতা, দুর্বলতার গল্পের ডালপালা সাজিয়ে বন বানিয়ে সে তার ফ্রেন্ডদের সাথে হাসি তামাশা করে। দিনশেষে তুমি তার কাছে টিস্যু হয়েই থাকো। যে টিস্যু দিয়ে নাক ঝেড়ে উপেক্ষার ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া যায় যখন তখন। তোমাকে সে আসলে বয়ফ্রেন্ড হিসেবে চায় না। পছন্দ করে না। কিন্তু সে চায় তুমি তার সাথে থাকো। যেন তোমাকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করা যায়। মাঝে মাঝে তোমার সাথে এমন আচরণ করে যাতে মনে হয় সে তোমাকে ভালোবাসে। বোঝাতে চায়–তুমি তার জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সবই আসলে অভিনয়। ক্ষণিকের লোক দেখানো আবেগ।

মেয়েদের গালি দিও না। সে কি তোমার কাছে ওয়াদা করেছে বা তোমাকে লিখিত দিয়েছে যে এভাবে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করে দিলে সে তোমার হয়ে যাবে? তোমার জীবনের সব সমস্যার কি সমাধান হয়ে গেছে যে তুমি অন্যের জীবনের সমস্যার সমাধান করতে ব্যস্ত হয়ে যাও? সেবাই মানুষের ধর্ম, মানুষকে সাহায্য করা মহান কাজ, আল্লাহ এতে খুশি হন–এইসব আবোলতাবোল ভূগোল বোঝানোর চেষ্টা করো না প্লিজ!

বাবাকে বাজার করতে সাহায্য করো? মাকে বাসার কাজে সাহায্য করো? তোমার ক্লাসের বন্ধুদের সাহায্য করো, তাকে যেভাবে সাহায্য করো সেভাবে? ছেলে বন্ধু কোনো একটা ল্যাব রিপোর্ট লিখে দিলে কিংবা বা অ্যাসাইনমেন্টের ছবি এঁকে দিলে ক্যান্টিনে গিয়ে ঠিকই সিংগাড়া-সামুচা, কোল্ড ড্রিংকস আদায় করে নাও। আর ওর অ্যাসাইনমেন্ট বা ল্যাব রিপোর্টও তুমি নিজে থেকেই লিখে দাও! এটাই তোমার মানুষকে সাহায্য করার নমুনা?

বলতে কষ্ট লাগছে ভাই, তবু বলতে হচ্ছে, তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বোকা। কেউ সমস্যার সমাধান করে দিলেই মেয়েরা তার প্রেমে পড়ে যায় না। তাই যদি হতো তাহলে রিকশাওয়ালা, ফুচকাওয়ালা, মুচি–সবার প্রেমেই তো পড়ে যেতো মেয়েরা। ভাই, নিজেকে আর কতো ছোট করবে? তোমার কি কোনো সম্মান নেই? সে তো পৃথিবীতে একমাত্র মানুষ না। দুনিয়াতে অসংখ্য মানুষ আছে। তুমি কেন তার পেছনে এভাবে নির্লজ্জের মতো ঘুরো, ভাই?

ভালোবাসা হতে হলে দুইপাশে একটা সম্মানের সম্পর্ক থাকতে হয়। একপাশে চাকর আর একপাশে মনিব–এভাবে ভালোবাসা হয় না। খেদমত বা বিশ্বস্ততার জন্য মনিবের মনে দয়া, ভালোবাসা থাকতে পারে...তবে সেটা এক মানবের জন্য এক মানবীর মনে যে ভালোবাসা জন্মায় সেই ভালোবাসা না। তোমাকে এমন কাজ করতে দেখলে খুব কষ্ট হয় ভাইয়া। খারাপ লাগে। এভাবে নিজেকে ছোট করো না, মনুষ্যত্বের অপমান করো না। চাকর হয়ো না, প্রকৃত অর্থে পুরুষ হও।

আসল পুরুষ! আসল নারী!

কনডমের বিলবোর্ডটা এমন একটা জায়গায়, আগে থেকে সতর্ক না থাকলে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। বিশাল বিলবোর্ড। একজন পুরুষ ও একজন নারী। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি শার্টের বোতাম লাগাচ্ছে। মহিলা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে। হাতে ধরা একটা মেডেল। বিলবোর্ডের ডান কোণায় লেখা... '*আসল পুরুষ*'।

কয়েকদিন আগে পত্রিকায় দেখলাম, ভ্রু-প্লাক করা, টাইট জিন্স আর টি-শার্ট পরা, একে অপরের গায়ের উপর হেলান দিয়ে বসে থাকা কিছু ছেলের ছবি। সবচেয়ে সুন্দর ছেলেকে বাছাই করার জন্যে কোনো এক টিভি চ্যানেলের সুন্দরী প্রতিযোগিতার 'পুরুষ' সংস্করণ। একেবারে ফ্রন্ট পেইজ অ্যাডভারটাইযমেন্ট। এই সুন্দরী প্রতিযোগিতার স্লোগান হলো, 'প্রমাণ করো তুমিই হিরো'।

এই হলো আমাদের কাছে পুরুষত্বের সংজ্ঞা। আজ পুরুষের সফলতার মাপকাঠি হলো তার শয্যাসঙ্গীর সংখ্যা অথবা নারীর মতো যত্নে নিজেকে 'গ্রুম' করতে পারা। আর কোন নারীকে কতোজন পুরুষ শয্যাসঙ্গী হিসেবে পেতে চায় তা হলো নারীত্বের সফলতার মাপকাঠি। নারী আর পুরুষ পরিচয়ের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্যও এখন আর নেই। সেই একই শরীরী হিসেব-নিকেশের পাল্লায় তুলে বিচার করা হয় দুজনকেই। কেউ দাতা, কেউ গ্রহীতা, কেউ ক্রেতা, কেউ বিক্রেতা, কেউ ব্যবহারকারী, কেউ ব্যবহৃতা, কেউ কামুক, কেউ কামের লক্ষ্য—পার্থক্য এইটুকুই। আমরা পুরুষ ও নারীর জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সার্থকতাকে আজ এই গণ্ডির মাঝে আবদ্ধ করেছি।

খেলোয়াড়, অভিনেতা, গায়ক। আমাদের কাছে পুরুষত্বের রোলমডেল হলো ড্রাগ অ্যাডিক্ট, দায়িত্বজ্ঞানহীন, উড়নচণ্ডী, বহুগামী, নানা ধরনের, নানা আঙ্গিকের এসব মনোরঞ্জনকারীরা। আমাদের কাছে নারীত্বের রোল মডেল হলো শরীর দেখিয়ে টাকা কামানো চামড়া ব্যবসায়ী, নর্তকী আর বাইজিরা। নিজ সন্তানের জন্মদাত্রীকে স্বীকৃতি না দেওয়া মেসি-রোনালদো, ব্যভিচারী টাইগার উডস, কিশোরসুলভ অঙ্গভঙ্গি আর আচরণের পঞ্চাশোর্ধ ব্র্যাড পিট- সালমান খান, মাঠে বল হাতে কিংবা পায়ে ছোটাছুটি করা কিছু লোক, সমকামিতার সমর্থক বিটিএস অথবা লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে নেংটি পরে মারামারি করা WWE কিংবা MMA অ্যাথলেটরা আমাদের কাছে পুরুষত্বের

রোল মডেল!

শারীরিক ভাবে পুরুষ হওয়া আর সত্যিকার অর্থে, চিন্তা-চেতনায়, আচরণে একজন পুরুষ হবার মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। নিছক Male হওয়া মানেই Man হওয়া নয়। নিজের ছোট ভাইয়ের টি-শার্ট গায়ে দিয়ে, উচ্চস্বরে হাঁকডাক করে, উদ্ভট অঙ্গভঙ্গি কিংবা নাচানাচি করে টিকটক বানিয়ে, মঞ্চে ক্যাটওয়াক করে, ভ্রু-প্লাক করে পত্রিকার ফটোশুট করে, পঞ্চাশ পেরিয়ে যাবার পরও পনেরো বছরের কিশোরের মতো আচরণ করে, আমাদের সমাজ-সভ্যতার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী 'হিরো' কিংবা 'আসল পুরুষ' হওয়া গেলেও সত্যিকার অর্থে পুরুষত্ব অর্জন করা যায় না, Man হওয়া যায় না। ঠিক একইভাবে শরীরের ভাঁজ ও খাঁজ দেখিয়ে, টিকটক-ইন্সটাতে লাখ লাখ ফ্যান ফলোয়ার কামানো, প্রথা ভাঙা, সাহসিকতা, স্বাধীনতার নামে শাশ্বত নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে কাপড় খোলা, নারীর কমনীয় সকল বৈশিষ্ট্য ঝেড়ে ফেলে, নারীত্বের অপমান করে প্রতিনিয়ত পুরুষের মতো হতে চাওয়া প্রকৃত নারীর, সাহসী নারীর বৈশিষ্ট্য না।

তাহলে আসল পুরুষ কারা? সাহসী নারীই বা কারা? কী তাদের বৈশিষ্ট্য? কোথায় পাওয়া যাবে তাদের?

এ সমাজ-সভ্যতার তৈরি করা রোলমডেলদের মাঝে সত্যিকারের পুরুষ আর নারীদের খুঁজলে শুধু ব্যর্থই হতে হবে। যদি আসল বীরত্ব, আসল পুরুষত্বের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আমরা জানতে চাই তাহলে আমাদের তাকাতে হবে মুস'আব, উমার, আবু দুজানা, ইকরামা, খালিদ, সা'দদের জীবনীর দিকে। রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন। সত্যিকারের পুরুষত্বের উদাহরণ খুঁজতে তাকাতে হবে মুহাম্মাদ বিন কাসিম, সালাহউদ্দীন, তারিক বিন যিয়াদ, উমার মুখতার, আল-খাত্তাবি, ইমাম শামিল, তিতুমীর, শরীয়াতুল্লাহ আর তৃতীয় উমারের দিকে, রাহিমাহুমুল্লাহ। নারীত্বের প্রকৃত অর্থ বোঝার জন্য আমাদের তাকাতে হবে খাদিজা, ফাতিমা, আসিয়া, মারইয়াম, আইশা, উম্মে আইমান, সুমাইয়্যা, সাফিয়্যাহ, খাওলা-দের দিকে। রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন।

দুই.

আমাদের এই বয়সেই বাপদাদারা দু-তিনটা করে বিয়ে করেছেন, সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, ছোট ভাইবোনদের পড়ার খরচ জুগিয়েছেন, ভাতিজা, ভাগ্নে এমন আত্মীয়দেরও লালন পালন করেছেন। আমাদের নানীদাদীরা ছয়-সাতটা করে কিংবা আরো বেশি বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করেছেন। ভালোভাবেই করেছেন। হাজার হাজার বছর ধরে এভাবেই মানবসমাজ চলেছে। কিন্তু আজ আমরা ছেলেরা ত্রিশ বছর বয়সে এসেও নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে পারি না। অন্য একটা মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে বিয়ে করা তো দূরে থাক। বাবা-মার কাছ থেকে হাত খরচ নিতে হয়, সংসারের খরচ

চালানোর কথা তো আষাঢ়ে গল্পের মতো। অনেকের তো চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছেও বালকত্ব কাটে না। মেয়েরা স্বামীর সংসার করতে, রান্না-বান্না করতে, বাচ্চাকাচ্চা নিতে ভয় পায়। রান্নাবান্না করতে পারি না, কীভাবে 'বাসা'কে 'বাড়ি' বানাতে হয় জানি না, গৃহস্থালির টুকিটাকি কাজ করতে পারি না। জানি না কীভাবে বাচ্চাকাচ্চাদের মানুষ করতে হয়।

আমরা দায়িত্ব নিতে ভয় পাই। সংসারের প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া তো দূরের কথা, বাজার পর্যন্ত করতে পারি না ঠিকঠাক। তরমুজওয়ালা, মাছওয়ালাদের সাথে দামাদামি করে কেনার মতো মানসিক শক্তি, ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত আমাদের নেই। আমরা অফলাইনে মানুষজনের সাথে মিশতে পারি না। বন্ধুত্ব করতে পারি না। আমরা হতাশ প্রজন্ম। ভীতু প্রজন্ম। চারপাশের সবকিছু নিয়েই আমাদের মাঝে ভয় কাজ করে। পান থেকে চুন খসলেই আমরা আত্মহত্যা করে ফেলি। আমরা স্বার্থপর প্রজন্ম। অহংকারী প্রজন্ম। আমাদের নিজেদের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কেন আমাদের এই ভয়াবহ অবস্থা? কেন নিদারুণ দুঃসময়ে আমাদের এই যৌবন?

কারণ আমরা সত্যিকার অর্থে সাবালক হবার অর্থ বুঝিনি। একজন পরিপক্ক মানুষের যে দায়িত্ব নিতে হয় তার উপযুক্ত আমরা হয়ে উঠতে পারিনি। প্রকৃত অর্থে পুরুষত্ব আর নারীত্বের সংজ্ঞাই আমরা চিনিনি। কুরআন, হাদীস ও বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকৃত আসল পুরুষ ও তথাকথিত আসল পুরুষদের মধ্যে পার্থক্য হলো[৩৯৭]-

---

[৩৯৭] True Men, Manhood, And Masculinity in Islam, siasat.com, July 8, 2019-tinyurl.com/54n9h8jn

10 Qualities That Define A Man & 7 That Don't, mensxp.com, Jul 24, 2015 -tinyurl.com/2aawvy4e

10 Qualities of a Gentleman, leadership-matters.biz, Jul 4, 2013 -tinyurl.com/mr3hj4u6

Top 10 Qualities of Highly Successful People, inc.com- tinyurl.com/489yfmwn

Top 10 Traits of a Real Man (Muslim Style), muslimmatters.org, August 28, 2012-tinyurl.com/mpr9v7bt

True men, manhood, and masculinity in Islam, abuaminaelias.com, March 28, 2018- tinyurl.com/5fcsffdw

প্রকৃত আসল পুরুষ	তথাকথিত আসল পুরুষ
আত্মমর্যাদাশীল, নিজে কাউকে অপমান করে না, অন্য কাউকে অপমান করতে দেয় না। বাবা-মা ভাইবোন, পরিবার-পরিজনকে দরকার হলে জীবন দিয়েও আগলে রাখে।	আত্মমর্যাদা নেই।
দায়িত্বশীল, কর্তব্যবোধ সম্পন্ন, নীতিবান। নিজ কাজের দায়িত্ব নেয়। সে বুঝে সমাজ ও পরিবারে তার ভূমিকা নেতৃত্ব দেওয়ার।	দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধ বলে কিছু নেই। প্রেম করে লিটনের ফ্ল্যাটে নিতে চায়, কিন্তু বিয়ে করতে চায় না। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইচ্ছা, সাহস, সক্ষমতা কোনোটাই নেই।
নিজে স্বাবলম্বী হবার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনে সাধ্যমতো এগিয়ে আসে।	বাবা-মা'র টাকা নষ্ট করে। বাপের, শ্বশুরের টাকায় বউয়ের খরচ চালাতে চায়। অর্থ উপার্জনের, স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করে না।
পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু। হালাল জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে। কিছু অর্জন করতে হলে কষ্ট করতে হয়, এ বাস্তবতা জানে।	অলস, জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে না, কলম পিষে বড়লোক হওয়া কিংবা সহজে সব কিছু পাবার স্বপ্নে মশগুল। সবকিছুই হাতের কাছে রেডিমেইড চায়।
সমস্যার মুখোমুখি হলে সমাধানের চেষ্টা করে। নিজেকে প্রশ্ন করে, এখন আমার করণীয় কী?	সমস্যার মুখোমুখি হলে হা-হুতাশ আর হাহাকার করে। ঝিম মেরে বসে থাকে। নিজেকে প্রশ্ন করে, আমার এখন কেমন লাগছে?
নফসকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। নিজের শরীরকে বাধ্য করে ইচ্ছেশক্তির আনুগত্য করতে।	নফসের গোলাম। সব সময় আরাম খোঁজে। ডোপামিন অ্যাডিক্ট।
আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। গভীরভাবে অনুভব করলেও আবেগ দ্বারা চালিত হয় না।	আবেগ, আবেগ প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে কিশোরীর সাথে মিল বেশি।
মেয়ে দেখলে চোখ নামিয়ে ফেলে, যথাযথ সম্মান করে।	চোখ দিয়ে গিলে খাবার চেষ্টা করে, পিছু নেয়, আজেবাজে মন্তব্য করে, অথবা বাসায় গিয়ে ফ্যান্টাসাইয করে।

ভবিষ্যৎ স্ত্রীর জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিজেকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করে।	প্রেম করা ছাড়া থাকতে পারে না। যার তার সাথে শুতে চায়, একেই নিজের অর্জন মনে করে। শোয়ার কাউকে না পেলে পতিতার খোঁজ করে।
নিজ স্ত্রীকে সম্মান করে। তার অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায়ের চেষ্টা করে। স্ত্রীসহ নিজের পরিবারের নারীদের সম্মান ও মর্যাদা কঠোরভাবে রক্ষা করে।	বুঝে না বুঝে স্ত্রীকে মানুষের সামনে দর্শনীয় বস্তুর মতো উপস্থাপন করে। আরেকজনকে সম্মান দূরের কথা, নিজের সম্মানই রক্ষা করতে পারে না।
পর্ন, মাস্টারবেশনে আসক্ত নয়, দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীকে সুখী রাখতে পারে।	পর্ন মাস্টারবেশনে যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ফেলে।
সাহসী, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে।	ভীতুর ডিম, প্রতিবাদ দূরে থাক, ব্যক্তিগত লাভের জন্য অন্যায়কারীর পা চাটে।
সহানুভূতিশীল, দয়ালু, নিঃস্বার্থভাবে মানুষের উপকার করে।	স্বার্থপর, সবসময় নিজের চিন্তা করে।
আল্লাহকে ভালোমতো চেনে, মানে। দ্বীন ইসলাম ও রাসূল (ﷺ) -এর সম্মানের সাথে আপস করে না।	আল্লাহকে নিয়ে ভাবার সময় নেই। সস্তা সুখ আর নানা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ব্যস্ত। স্রোতের সাথে চলে। মিডিয়া আর সমাজ যা গেলায়, তাই গিলে।
ভদ্র, উত্তম আখলাকের অধিকারী, শো অফ করে না, মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না, তবে আচরণে মিনমিনে মেয়েলি ভাব থাকে না।	সেলিব্রেটি রোলমডেল এবং মিডিয়ার ট্রেন্ডের অনুকরণে উদ্ধত, অহংকারী- নিজেকে জাহির করায় ব্যস্ত। অথবা মিনমিনে মেয়েলি।
নবী (ﷺ) -এর সুন্নাহ পালন করে। শরীরের যত্ন নেয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। সুগন্ধি ব্যবহার করে।	ফরজ গোসলও ঠিকমতো করে না। নোংরা, অগোছালো। গায়ের দুর্গন্ধে টেকা যায় না, আউলা ঝাউলা ভাব ধরে। অথবা, মিডিয়ার ট্রেন্ডের অনুসরণ আর সেলিব্রেটিদের মতো পোশাক-আশাক পরাকে আর হেয়ারস্টাইল মেইনটেইন করাকেই স্মার্টনেস ভাবে।

ব্যক্তিত্ববান, সৎ, বিশ্বস্ত। কথা দিয়ে কথা রাখে।	অলস, অকর্মণ্য, মেয়েদের পেছনে ঘুরে, কথা দিয়ে কথা রাখে না, বিশ্বাস করা যায় না।
জানে, জীবনের অর্থ শুধু ভোগ না। নিজের বিশ্বাস ও আদর্শের প্রশ্নে আপসহীন। প্রয়োজনে আত্মত্যাগে প্রস্তুত।	কোনো বিশ্বাস কিংবা আদর্শ নেই। ভোগে আসক্ত হবার কারণে আপসহীন হবার অর্থই হয়তো বোঝে না। আত্মত্যাগের প্রশ্নই আসে না। তার সব মনোযোগ তার নফসকে নিয়ে।
ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে সামনে আগায়, বিপদে ভেঙে পড়ে না, দৃঢ় অবিচল থাকে, আত্মহত্যা করে না, দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে অভিযোগ অনুযোগ না করে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে অঝোরে কান্না করে।	ব্যর্থতাকে ভয় পায়, পান থেকে চুন খসলেই শিশুর মতো কান্নাকাটি শুরু করে, সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, আত্মহত্যা করে ফেলে।
পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্য রহমতস্বরূপ।	স্রেফ বোঝা।

চুপিচুপি একটা কথা বলি। মেয়েরা এই আসল পুরুষদেরই পছন্দ করে।[৩৯৮] এভাবেই তাদের বানিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতির কারণে তাদের অনেকেই আসল পুরুষ চিনতে পারে না, বোহেমিয়ান পুরুষদের সাথে দু'দিন প্রেম করতে পারে, ভুল করে ঘর বাঁধতে পারে কিন্তু মনেপ্রাণে তারা এই আসল পুরুষদেরই খুঁজে বেড়ায়।

এবারে চলো দেখা যাক কুরআন, হাদীস এবং এক্সপার্টদের মতামত অনুসারে আবহমান প্রকৃত নারী ও তথাকথিত আধুনিক নারীর মধ্যে পার্থক্য কী কী।[৩৯৯]

---

[৩৯৮] 9 Qualities Every Woman Looks For In A Husband, lifehack.org- tinyurl.com/5n8ctnvv

The qualities that women look for in a man, thegentlemansjournal.com- tinyurl.com/bdxe2hyb

5 Secrets to a Successful Long-Term Relationship or Marriage, Medically reviewed by John M. Grohol, Psy.D, psychcentral.com, May 17, 2016-tinyurl.com/yd25um97

[৩৯৯] 15 Qualities of A Good Wife, Medically reviewed by Dr. Lourdes Mantecón-Garza, MD, September 14, 2022- tinyurl.com/ywry52bk

Ideal character of Muslim women, arabnews.com, January 01, 2016- tinyurl.

আবহমান প্রকৃত নারী	তথাকথিত আধুনিক নারী
লাজুক, নারীসুলভ কমনীয়, নম্র, ভদ্র, বাসার বাইরে হৈচৈ করে না, নিজের নারীত্ব নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগে না।	নারীর চিরায়ত বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগে। মনেপ্রাণে পুরুষের মতো হতে চায়। পুরুষ যা করে তা করতে পারাকেই নারীর ক্ষমতায়ন মনে করে।
পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) -এর কথা মেনে চলে।	সমাজ, মিডিয়া, সংস্কৃতি, পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করে শরীর দেখানো, আর নিজেকে উন্মুক্ত করাকে সাহসিকতা মনে করে, জাতে ওঠার মাধ্যম মনে করে।
ছেলেদের সাথে মেশে না, ছেলেরাও তার ব্যক্তিত্বের কারণে তার সাথে মেশার সাহস করে না, প্রেম করে না।	জাস্টফ্রেন্ড, অনলি ফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ডের অভাব হয় না, ছেলেদের সাথে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়ায়, প্রেম না করে থাকতে পারে না, ছেলেদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরানো, নাচানোকে স্মার্টনেস মনে করে।
ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গীর জন্য নিজেকে হিফাযত করে, বিশ্বস্ত থাকে।	যার তার সাথে শুয়ে পড়ে, লিটনের ফ্ল্যাট, লং ট্যুর, লঞ্চের কেবিন, এক সাথে কয়েকটা প্রেম, পরকীয়া, গর্ভপাত সবখানেই বিচরণ থাকে, এগুলোকে স্মার্টনেসের অংশ ভাবে।
ছবি আপলোড করে না, স্বামী চাইলেও ব্যক্তিগত ছবি তুলতে দেয় না।	সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজের ছবি আর ভিডিও আপলোড করে মানুষের কাছ থেকে পাওয়া মনোযোগ উপভোগ করে। ফ্যান-ফলোয়ারস, মনোযোগ, প্রশংসা চায়। জাস্টফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড যে-ই চাক, ব্যক্তিগত ছবি দিয়ে দেয়।
রান্নাবান্না, শিশু লালনপালন, ঘরের কাজকে জীবনের অপচয় মনে করে না। সমাজ ও পরিবারে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন।	ঘরের কাজ করাকে জীবনের অপচয় মনে করে, দাসত্ব মনে করে। বিশ্বব্যবস্থা, মিডিয়া আর সমাজের তৈরি সাফল্যের সংজ্ঞা মেনে নিয়ে তার পেছনে অন্ধের মতো ছোটে।

com/52vc2du7

10 Qualities of a Lady, leadership-matters.biz, Jun 14, 2013- tinyurl.com/yext3dvu

পুরুষদের প্রতিযোগী মনে করে না, সহযোগী মনে করে।	প্রতিযোগী মনে করে, ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষবিদ্বেষী হয়।
সন্তান লালনপালন করাকে সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দেয়।	ক্যারিয়ারকে সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দেয়। সন্তানকে বুয়ার হাতে ছেড়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে না।
স্বামীর সাথে সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে। সব জাহাজের একজন ক্যাপ্টেন থাকে, পরিবারে স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নেয়। সব সময় দৌড়ের উপর রাখে না, পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে, স্বামীর হক আদায়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করে।	স্বামীকে অসম্মান করে, ছোট করে, প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, দৌড়ের উপর রাখে। ঝাড়ি মারে, পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে না, স্বামীর দাম্পত্য হক আদায়ের উপর তেমন গুরুত্ব দেয় না।
স্বামীর টাকাকে নিজের টাকা মনে করে, লজ্জা করে না, হীনম্মন্যতায় ভোগে না।	নিজে কামাই করতে না পারলে জীবন ব্যর্থ জাতীয় কিছু একটা মনে করে।
শুধুমাত্র স্বামীর জন্য সুন্দর করে সাজে, নিজের সকল সৌন্দর্য অন্য সবার কাছ থেকে রক্ষা করে স্বামীর জন্য রেখে দেয়।	বাইরের সকল পুরুষের জন্য সাজগোজ করলেও ঘরে স্বামীর সামনে এলোমেলো পোশাকে অবিন্যস্ত থাকতে পছন্দ করে।

এই তথাকথিত আধুনিক নারীদের পেছনে ছেলেরা লাইন দিলেও এদেরকে শেষ পর্যন্ত তারা বিয়ে করতে চায় না, যার প্রমাণ আমরা আগেই দিয়েছি। এদের সাথে বিছানায় রাত কাটানো যায়, কিন্তু বাচ্চার মা বানানো যায় না, সারাদিন পর ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে খেতে বসে যে মানুষটা একরাশ মমতা নিয়ে ভাত বেড়ে দেবে, সেই মানুষের জায়গায় এদের কল্পনা করা যায় না। যতো চরিত্রহীন ছেলেই হোক না কেন, বিয়ের জন্য আবহমান প্রকৃত নারীই থাকে তাদের প্রথম পছন্দ।

এই আসল পুরুষেরাই, প্রকৃত নারীরাই যুগে যুগে, দেশে দেশে পৃথিবীর গতিপথ চেইঞ্জ করে দেয়। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসে পরিণত করে। সমস্ত বিশ্বকে সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ইনসাফের পথে পরিচালিত করে। এটাই আল্লাহ'র সুন্নাহ। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়, এক সভ্যতার পতন ঘটে গিয়ে অন্য সভ্যতার উত্থান ঘটে, নদী তার গতিপথ বদলে ফেলে, তবু আল্লাহর এই সুন্নাহর কোনো পরিবর্তন হয় না।

***

তরুণ প্রজন্ম হলো জাতির প্রাণ। জাতির মেরুদণ্ড। সেই তরুণরাই যদি এভাবে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে তাহলে এই জাতি, সমাজ আর বিশ্বের কী হবে? মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে কে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে আসবে? আমাদের এই দুরবস্থার জন্য শুধু আমরাই দায়ী নই। বাবা-মা, সমাজব্যবস্থা, বিশ্ব কাঠামো সবকিছু দায়ী। কিন্তু শুধু তাদের দিকে আঙুল তুলে, ফেইসবুকে তাদের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করলেই সব হয়ে যাবে না। সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা সমস্যা সমাধানের পূর্বশর্ত। তবে সেখানেই থেমে থাকলে সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হয়। বদলে ফেলতে হয় নিজেদের।

১। এসো আমরা নিজেরা দায়িত্ব নিতে শিখি। ছোট থেকেই বাসার কাজে সাহায্য সহযোগিতা করি। মেয়েরা রান্নাবান্না করা, ঘরের কাজ শেখা, সংসার গুছিয়ে রাখা শিখে নেই। ছেলেরা কাঁচাবাজারে যাওয়া শুরু করি। শুধু আঁতেলের মতো মাথাগুঁজে পড়াশোনা না করে, পড়াশোনা ঠিক রেখে বাইরের দুনিয়াটাকে দেখার চেষ্টা করি। সংসার কীভাবে চলে, সংসারের খরচ কীভাবে আসে এগুলো বাবা-মা'র কাছ থেকে বোঝার চেষ্টা করি। নিজের কাজগুলো নিজেই করি। ক্লাস ৮-৯ এ ওঠার পর থেকেই নিজের খরচ নিজে চালানোর চেষ্টা করা উচিত। টিউশনি, অনলাইনে ছোটখাটো ব্যবসা, বড় ভাই বা পরিচিতদের ব্যবসায়, কাজে পার্টটাইম কাজ করা, ফ্রিল্যান্সিংসহ অনেক অপশান খোলা আছে।

এই বয়সে অর্থ উপার্জনকে আমাদের সমাজে খুবই নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। আবার এই সমাজই অর্থ ছাড়া দামও দেয় না। সমাজ ভণ্ডামি করে যাবেই। সমাজের কথায় কান দেবে না। অর্থ উপার্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাও। দেখবে দ্রুত বিয়ে করে সংসার চালানোর মতো টাকা তুমি ম্যানেজ করে ফেলেছো বা অন্য একজন মানুষের দায়িত্ব নেবার জন্য যে ব্যক্তিত্ব দরকার, যে ম্যাচুরিটি দরকার তা তোমার মাঝে চলে এসেছে। আর কিছু যদি না-ও হয় এই অভিজ্ঞতা তোমার কাজে লাগবে। মেয়ের বাপ বা তোমার বাপ তোমাকে বিয়ে করাতে ভয় করবে না। পাশাপাশি ঘরের কাজ শিখে ফেলা, গোছালো হবার ফলে আপু তোমাকে নিয়েও তোমার বাবা-মা চিন্তা করবে না যে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কী করবে।

বিয়ে করার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার আসলে এই দায়িত্ব নিতে শেখা আর ম্যাচুরিটি আসার ব্যাপারটা। টাকাপয়সার চাইতেও এ দুটো জিনিস বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ তোমরা এই বিষয় নিয়ে একদমই মাথা ঘামাও না। শুধু মেয়ের কিংবা নিজের বাপ-মাকে কষে গালি দাও। একটা ইমম্যাচিউর, দায়িত্ব কর্তব্যবোধহীন ছেলের হাতে কেন কোনো অভিভাবক তাদের মেয়েকে তুলে দেবেন? নিজের স্ত্রীর হাতখরচ, শ্যাম্পু-সাবানের টাকা পর্যন্ত বাবা-শ্বশুরের কাছ থেকে নিয়ে বিয়ে করবো-এমন চিন্তা করতে তোমার লজ্জা লাগা উচিত। সাহাবীদের উদাহরণ টানবে না। সাহাবীরা গরীব ছিলেন, অভাবী ছিলেন, কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলেন না, কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। তাদের একেকজন

একেকটা জনপদের দায়িত্ব নেওয়ার উপযুক্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁরা ফ্যান্টাসির জগতে বসবাস করতেন না। তারা গ্রহ, নক্ষত্রের হিসেবে মিলিয়ে, বউয়ের মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার লম্বা লিস্ট নিয়ে, ঈদের জামা কেনার মতো করে পাত্রী চুয করতেন না। তারা অনেক ক্ষেত্রেই বিধবা, বয়স্ক, দেখতে সাদামাটা নারীদেরও বিয়ে করেছেন। রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।

২। বাচ্চাদের মতো আচরণ করা থেকে বিরত থাকো। সব সময় হাসিঠাট্টা, মজা করা, প্র্যাংক করা, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘোরা, বাবা বা শ্বশুরের দেওয়া লাখ লাখ টাকার বাইক দাবড়ানো, মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকা, হিজড়াদের মতো নাচগান করা একজন দায়িত্বশীল পুরুষ বা নারীর বৈশিষ্ট্য না। এগুলো ব্যক্তিত্বহীন মানুষের কাজ। পুরুষসুলভ ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য, নিজের মধ্যে আনতে শেখো। নারীসুলভ চিরায়ত বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের চেষ্টা করো। মোবাইলটা কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রেখে বাস্তব দুনিয়ার বাস্তব মানুষের সাথে মেলামেশা করো। রাতে ঘুমাও, শরীরচর্চা করো, গোছালো জীবনযাপন করো।

৩। বিসিএস আর সরকারি চাকরি ছাড়াও যে টাকা উপার্জন করা যায়, সম্মান পাওয়া যায়, বিয়ে করা যায়– এই বিষয়টা বিশ্বাস করো। সমাজের মানুষের কথায় কান না দিয়ে থাকা খুবই কষ্টের। কিন্তু তারপরও এই কষ্টটুকু করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থা ভালো না, এই বলে শিক্ষাব্যবস্থাকে গালি দিয়ে বসে থাকবে না। নিজে স্কিল অর্জনের চেষ্টা করো। ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে, অনলাইনে অনেক কোর্স আছে, একাডেমি আছে–সেগুলোর সাহায্য নাও। পরিবারের বোঝা হয়ে থেকো না, রাতের পর রাত গেইম খেলে, প্রেম করে সিনেমা-সিরিয়াল-সিরিয দেখে কাটিও না। দরকার হলে রাস্তায় ভ্যানে করে সবজি বিক্রি করবো তবুও আরেকজনের ওপর নির্ভরশীল থাকবো না–এমন দৃঢ় হতে হবে পুরুষের সংকল্প।

৪। ভোগবাদী মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসো। পরিশ্রম করো। কষ্ট করো। চ্যালেঞ্জ নাও। অলসতাকে ইসলামের লেবাস পরিয়ো না। আমি যুহদ অবলম্বন করছি, তাওয়াক্কুল করছি–এসব মিথ্যা বলো না। ইসলামে অলসতা, কাপুরুষতার কোনো স্থান নেই। পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য স্যাক্রিফাইস করতে শেখো। সমাজের মানুষদের নিয়ে ভাবো। প্রেম-ভালোবাসা, মাদক, পর্ন, মাস্টারবেশন, সিনেমা, মিউযিক, ওয়েবসিরিয, টিকটক, বিটিএস বা অশ্লীলতার মধ্যে যতো ডুবে থাকবে ততো তুমি দাসত্বের জীবনে বন্দী হয়ে যাবে। তত বেশি নষ্ট হবে তোমার প্রাণশক্তি, আত্মবিশ্বাস।

৫। মিডিয়া, সমাজ, এই বিশ্বব্যবস্থাকে প্রশ্ন করতে শেখো। অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নিও না। কেন তারা যা বলে সেটাই পরম সত্য হবে? তারা যদি সঠিক হয়, তাহলে তাদের বাতলে দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে পাশ্চাত্যের সমাজের কেন এতো ভয়াবহ অবস্থা? কেন তাদের এতো হতাশা? আত্মহত্যা? কেন আজ পৃথিবীর এ অবস্থা?

বইপত্র পড়ো। জ্ঞান চর্চা করো। ভেড়া হয়ে থেকো না। কাউকে তোমার ব্রেইনওয়াশ করতে দিও না। স্রোতের বিপরীতে যেতে শেখো।

৬। ইসলামে ফিরে এসো। ইসলামই মানবতার একমাত্র মুক্তির পথ।

> 'আর যদি গ্রামবাসীরা ঈমান আনতো ও তাকওয়া অবলম্বন করতো তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।'[৪০০]

বিয়ে করতে না পারার, হতাশার, সমস্যাগুলোর কারণ চিহ্নিত করে দেওয়া হলো। সমস্যার সমাধানও তোমার সামনেই আছে। এখন তুমি কি পরিবর্তনের পথে হাঁটবে নাকি হতাশায় ডুবে থাকবে? ফেইসবুকে কিংবা বন্ধুদের সাথে কথোপকথনে বাবা-মা আর সমাজকে গালিগালাজ করবে নাকি বাস্তবতাকে বদলানোর চেষ্টা করবে? নাকি মাথা কুটে মরবে অনিঃশেষ অভিযোগের আঙুল তোলার গোলকধাঁধায়?

কিছু মানুষ সারা জীবন হা-হুতাশ করে যায়। অভিযোগ আর অনুযোগেই তাদের জীবন কাটে। আর কিছু মানুষ পরিবর্তন আনে। তুমি কোন ধরনের মানুষ হবে?

সিদ্ধান্ত তোমার!

[৪০০] সূরা আল-আ'রাফ, ৭: ৯৬

উত্তরের অপেক্ষায়

এক.

দু'আ নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ ভুল ধারণা আছে।

আল্লাহ বলেছেন, আমাকে ডাকো, আমি বান্দার ডাকে সাড়া দেই, আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি।

মানুষের কাছে চাইলে মানুষ বিরক্ত হয়, আল্লাহর কাছে না চাইলে তিনি রাগ করেন।

তাহাজ্জুদের দু'আ এমন এক তীর যা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না...

কুরআনের আয়াত ও হাদীসের এমন বক্তব্যগুলো শুনে আমরা যা ভাবি তা হলো: আল্লাহর কাছে চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ আমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু দিয়ে দেবেন। কোনো দেরি হবে না। হোক সেটা হালাল চাওয়া বা হারাম চাওয়া।

আল্লাহ ওয়াদার খেলাফ করেন না। তবে আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলার সাড়া দেবার ধরন একটু অন্যরকম। কাঙ্ক্ষিত বস্তু না দেওয়াটাও তার দু'আ কবুল করা বা সাড়া দেবার অংশ। ধরো, তোমার ছোটভাইয়ের অসুখ হয়েছে। ডাক্তার বলেছে রোজ রাতে ঘুমানোর আগে দুই চামচ করে ওষুধ খেতে হবে এক মাস। প্রথম রাতে ওষুধ খাবার সময় তোমার ছোটভাই আবিষ্কার করলো, ওষুধ বেশ মিষ্টি। খুব টেস্ট! সে জেদ ধরলো, একমাসের ওষুধ সে তখনই ঢকঢক করে গিলে খাবে! তুমি কি তাকে এমনটা করতে দেবে? সে তোমার কাছে খুব কান্নাকাটি করছে। কাকুতি মিনতি করছে। তোমার মন গলাতে না পেরে শেষমেষ ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে–তোমার মনে কি কোনো দয়া-মায়া নাই? তুমি কি আসলেই আমার ভাই? আমাকে না দিয়ে নিজে খেতে চাও, তাই না?

এমন অবস্থায় তুমি কী করবে? এখানে ওষুধ না দেওয়াই ভালোবাসার প্রমাণ। তাই না?

ছ্যাঁকা খাবার পরে দেখি অনেকেই সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া মানুষটাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য মনপ্রাণ ঢেলে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকে। দু'আ কবুল না হলে আবারো সেই একই কাহিনী–আল্লাহর প্রতি অভিমান, অনুযোগ, বিরূপ ধারণা করা।

একটু ভেবে দেখো। তুমি হারাম কাজের জন্য, একটা হারাম সম্পর্কের চূড়ান্ত পরিণতির জন্য দু'আ করছো, আল্লাহ কি তোমার এই হারাম কাজের দু'আ কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?

দুই.

দু'আ নিয়ে আল্লাহর উপর মন্দ ধারণা করার আরেকটা কমন বিষয় হলো বিয়ে। সাধারণত এক্ষেত্রে দুই ধরনের ঘটনা ঘটে। প্রথমত, যাকে বিয়ে করতে চায় মানুষ তার নাম ধরে দু'আ করে। 'হে আল্লাহ অমুকরে আমার বউ বানাইয়া দাও, অমুকরে আমার জামাই বানাইয়া দাও...।' দু'আ চলতেই থাকে। কিন্তু অমুকের যদি অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যায় তাহলেই শুরু হয়ে যায় আল্লাহর প্রতি অভিযোগ। 'আল্লাহ, ক্যান আমার সাথে এমন করলেন'?

আচ্ছা তুমি যাকে চাচ্ছো, তার সাথে বিয়ে যে তোমার দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য কল্যাণকর হবে, এটা কি তুমি নিশ্চিত জানো? হয়তো বিয়ের পর দেখা গেল সে পরকীয়া করছে, দু'হাতে টাকা অপচয় করছে, তোমার সাথে ঝগড়া করছে, তোমার বাবা-মাকে কষ্ট দিচ্ছে, অন্য মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে, তোমার গায়ে হাত তুলছে। অথবা দেখা গেল বউয়ের কারণে তুমি ঘুষ খাচ্ছো, হারাম ইনকামের দিকে ঝুঁকছো। হতে পারে স্বামী তোমাকে পর্দা করতে দিচ্ছে না...এমন অনেক কিছুই তো হতে পারে, তাই না? তুমি যেটাকে শাস্তি মনে করে অভিযোগ করছো, হয়তো সেটা আসলে তোমার জন্য নিয়ামত। কিন্তু তুমি সেটা এখনো বুঝতে পারছো না। অধৈর্য হয়ে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছো! তাছাড়া এভাবে সরাসরি নাম ধরে বিয়ের জন্য দু'আ করা ঠিক না। সালাফরা আমভাবে কল্যাণের জন্য দু'আ করতেন। এভাবে দু'আ করতে পারো যে,

> 'হে আল্লাহ, যদি সে আমার দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য ভালো হয় তাহলে তার সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন, আর যদি ভালো না হয় তাহলে তাকে ভুলে যাবার তাওফিক দিন, তার উপর থেকে আমার মন উঠিয়ে নিন।'

সবচেয়ে ভালো হয় আল্লাহর শিখিয়ে দেওয়া পদ্ধতিতে দু'আ করলে,

> 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন, যারা আমাদের চোখ শীতল করে। এবং আমাদেরকে মুত্তাকি লোকদের নেতা বানিয়ে দিন।'[৪০১]

এর চেয়ে সুন্দর দু'আ তুমি করতে পারবে? এর চেয়ে সুন্দর দু'আ করা সম্ভব?

তবে শুধু দু'আ করে গেলেই হবে না, বিয়ে করার জন্য দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে, দায়িত্ব নেওয়া শিখতে হবে যেগুলো আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

---

[৪০১] সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৭৪

বিয়ে নিয়ে দু'আ এবং দু'আ নিয়ে অভিযোগের দ্বিতীয় একটা ধরন আছে। যারা মোটামুটি দ্বীন মেনে চলার চেষ্টা করে এটা তাদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। ধরো, তুমি ইসলাম পালনের ব্যাপারে বেশ সিরিয়াস। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা থেকে বাঁচার জন্য বিয়ে করতে চাও। রবের কাছে করুণ মিনতি জানাচ্ছো বিয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না। স্বপ্নের সেই অদেখা মানুষটা স্বপ্নেই থেকে যাচ্ছে, ছুঁতে পারছো না। বাসায় রাজি হচ্ছে না বা পছন্দমতো পাত্র-পাত্রী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যাদের পছন্দ হচ্ছে তারা আবার রিজেক্ট করে দিচ্ছে। অনবরত দু'আ করে যাচ্ছো তুমি। কিন্তু বিয়ের ফুল ডুমুরের ফুল হয়েই আছে। তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করছে আল্লাহ কবে আমার দু'আ কবুল করবেন? কবে আসবে আল্লাহর সাহায্য? আল্লাহ দু'আকারীর দু'আ কবুল করেন- কই, আমার দু'আ তো কবুল হচ্ছে না!

অসাধারণ একজন দাঈ তারেক মেহেন্না। তাঁর একটি লেখা পড়েছিলাম বেশ আগে। আলোচনার এই পর্যায়ে সেই লেখাটা নিয়ে আসা জরুরি। তিনি লিখেছেন,

> ...আমরা দু'আকে বিপদের সময়, কঠিন মূহুর্তে প্যানিক বাটনের মতো ব্যবহার করার চেষ্টা করি। আপনি কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ বারবার কুরআনে বলেছেন দরকারের সময় যে তাঁকে ডাকবে তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন। সুতরাং, আপনি মনে করলেন যদি ঠিকঠাক মতো দু'আ করতে পারেন (রাতের শেষ তৃতীয়াংশে, মনোযোগের সাথে ইত্যাদি), তাহলে ঠিক পরদিন সকালেই আপনি আপনার দু'আর 'জবাব' পেয়ে যাবেন। আর যদি না পান, তাহলেই আপনি ভেতরে ভেতরে আল্লাহর অঙ্গীকার নিয়ে সন্দেহ করা শুরু করবেন!

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একটি হাদীসে এই বিষয়ে বলেছেন। যদিও বুখারী ও মুসলিম– দুই জায়গাতেই এই হাদীসটি আছে, তবে আমাদের আলোচনার জন্য মুসলিমের বর্ণনাটি অধিকতর উপযুক্ত। হাদীসে এসেছে:

'একজন ব্যক্তির দু'আর জবাব দেওয়া হতে থাকে–যদি সে অন্যায় অথবা হারাম কিছুর জন্য দু'আ না করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাড়াহুড়ো না করে এবং অধৈর্য না হয়।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কীসের দ্বারা ব্যক্তি অধৈর্য হয়ে যাবে?'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জবাব দিলেন, 'সে বলবে, আমি দু'আ করছি এবং করেই যাচ্ছি, কিন্তু আমি দেখছি আমার দু'আর কোনো জবাব দেওয়া হচ্ছে না। এভাবে সে আশা হারিয়ে ফেলবে এবং আল্লাহকে স্মরণ করা ছেড়ে দেবে।'[৪০২]

গভীরভাবে হাদীসটি বোঝার চেষ্টা করলে, কীভাবে দু'আ কাজ করে এবং কীভাবে কাজ করে না–সে বিষয়ে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারবো। একটু খেয়াল

[৪০২] সহীহ মুসলিম ২৭৩৫ (ইফা. ৬৬৮৫)

করুন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কী ধরনের শব্দ এখানে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন- '...তাঁর দু'আর জবাব দেওয়া হতে থাকবে।'

এবার অধৈর্য ব্যক্তির অভিযোগের সাথে তুলনা করুন- 'আমি দেখছি আমার দু'আর কোনো জবাব দেওয়া হচ্ছে না।'

আপাতদৃষ্টিতে দু'টো পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। এটা কীভাবে সম্ভব যে একজন ব্যক্তির দু'আর জবাব দেওয়া হতে থাকছে কিন্তু তাঁর কাছে মনে হচ্ছে সে কোনো ফল পাচ্ছে না? দু'আর উত্তর কোথায়?

ব্যাপারটা হলো, অনেক ক্ষেত্রেই দু'আর জবাব একসাথে না এসে, ধাপে ধাপে আমাদের কাছে আসে। এমন কিছু হয়তো ঘটবে যার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু আপনার কাছে মনে হচ্ছে আপনার দু'আর জবাব আসছে না।

মনে করুন আপনি একটা ঘরে বন্দী। মুক্তির একমাত্র উপায় জানালা ভেঙে বের হওয়া, কিন্তু আপনার সম্বল শুধুমাত্র ছোট কিছু পাথরের টুকরো। আপনি জানালায় একটা ছোট পাথর ছুড়লেন। তাতে জানালা ভাঙলো না, কিন্তু খুব সূক্ষ্ম একটা ফাটল ধরলো। আপনি আরেকটা পাথর ছুড়লেন। আরেকটা ছোট ফাটল। আপনি আবার একটা পাথর ছুড়ে দিলেন, তারপর আরেকটি। যতক্ষণ না পর্যন্ত পুরো জানালা অসংখ্য সূক্ষ্ম ফাটলে ভরে গেছে। শেষবারের মতো আপনি একটা পাথর ছুড়ে দিলেন এবং জানালার কাঁচ ভেঙে গেল। বন্দীত্ব থেকে আপনি মুক্তি পেলেন। দু'আও এভাবেই কাজ করে। আপনি প্রতিটি দু'আর মাধ্যমে আংশিক জবাব পেতে থাকেন এবং ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে একই দু'আ বারবার করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে শেষ পর্যন্ত দু'আর পরিপূর্ণ জবাব পাবেন।

মনে রাখবেন প্রথম পাথরটি শুধু একটি ফাটলই ধরাবে। কিন্তু আপনি যদি পাথর ছুড়তে থাকেন তাহলে এক সময় জানালা ভেঙে যাবে এবং আপনি মুক্ত হবেন। এর জন্য সময়ের প্রয়োজন। এই জন্যই হাদীসটিতে আমাদের বলা হচ্ছে– '...যতক্ষণ পর্যন্ত সে অধৈর্য না হচ্ছে।'

আপনি যখন কোনো চারাগাছে পানি দেন, তখন নিশ্চয় একসাথে ত্রিশ গ্যালন পানি ঢেলে দিয়ে, কেন মাটি থেকে বিশাল মহীরুহ বের হচ্ছে না, সেটা নিয়ে চিন্তা করতে বসেন না। বরং আপনি ধৈর্য সহকারে প্রতিদিন একটু একটু করে পানি দিতে থাকেন এটা জেনে যে, যত সময়ই লাগুক না কেন, শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ফুলটি আপনি পাবেনই। একইভাবে আপনি জানেন, আল্লাহ আপনার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন এবং আপনার দু'আর জবাব দেবেন– এটা সত্য। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে অলৌকিকভাবে দু'আর উত্তর পাওয়া নিয়মের ব্যতিক্রম, নিয়ম না। নিয়ম হলো আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাওয়া এবং তাঁর কাছ থেকে এর উত্তর পাওয়ার

প্রক্রিয়া সময় ও ধৈর্যের উপর নির্ভরশীল।

ইবনুল জাওযী (রহ.) তাঁর '*সাইদুল খাতির*' বইটিতে বলেছেন:

'কষ্ট-দুঃখ-দুর্দশা শেষ হবার একটি নির্ধারিত সময় আছে যা শুধু আল্লাহ জানেন। তাই যে ব্যক্তি দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসার আগে ধৈর্য হারিয়ে ফেলা কোনো কাজে লাগবে না। ধৈর্য আবশ্যক কিন্তু দু'আ ছাড়া ধৈর্য অর্থহীন। যেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দু'আ করছে, তাঁর কাছে সাহায্য চাইছে, তার উচিত না অধৈর্য হওয়া। বরং তার উচিত ধৈর্য, সালাত এবং দু'আর মাধ্যমে সর্বজ্ঞানী আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত হওয়া। অধৈর্য ব্যক্তি তাঁর ধৈর্য হারানোর মাধ্যমে আল্লাহর পরিকল্পনা লঙঘন করার চেষ্টা করছে। এটা আল্লাহর সামনে একজন গোলাম ও বান্দার উপযুক্ত আচরণ কিংবা অবস্থান নয়। আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ অবস্থান হলো, আল্লাহর কাছ থেকে আসা তাকদীরকে মেনে নেওয়া। এবং এজন্য প্রয়োজন ধৈর্য। এর সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো সালাতের মাধ্যমে ক্রমাগত আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চাওয়া। আল্লাহর কাছ থেকে আসা তাকদীরের বিরোধিতা করা হারাম এবং এটা আল্লাহর পরিকল্পনা লঙঘনের চেষ্টার মধ্যে পড়ে। তাই এই বিষয়গুলো অনুধাবন করো এবং তোমার জন্য তোমার দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা সহ্য করা অনেক সহজ হবে।' [৪০৩]

ভাইয়া, আপু! হয়তো তুমি এখনো বিয়ের জন্য প্রস্তুত নও, আল্লাহ তোমাকে প্রস্তুত হবার সময় দিচ্ছেন। হয়তো তুমি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নও, হয়তো এখন বিয়ে হলে তুমি তাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে যেতে। অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দিতে না, যা আদতে তোমার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতো।[৪০৪] রিজেকশনের কারণে তুমি কষ্ট পাচ্ছো, অথচ আল্লাহ হয়তো তোমার জন্য আরো উত্তম কোনো জীবনসঙ্গীর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যার জন্য তুমি কষ্ট পাচ্ছো তার সাথে বিয়ে হলে হয়তো তুমি সুখী হতে না, সংসারে অনেক অশান্তি হতো। তুমি দু'আ করতে থাকো, চেষ্টা করতে থাকো আর আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখো। আল্লাহ একদম উপযুক্ত সময়ে তোমার জন্য পারফেক্ট মানুষটাকে তোমার কাছে পাঠাবেন।[৪০৫]

শেষ বিচারের দিন আল্লাহর এক বান্দার সামনে পুরষ্কারের বিশাল এক পাহাড় নিয়ে

---

[৪০৩] কখনও ঝরে যেও না, তারেক মেহান্না, সীরাত পাবলিকেশন

[৪০৪] পরিচিতদের মধ্যে অনেক আছে। বিয়ের পরে অনেক বদলে গেছে। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখা অনেকে ইসলামের বেসিক কাজটা পর্যন্ত করে না। নামায-কালাম, রোযা, পর্দা কোনো কিছুর ঠিক নেই। বউ এর সাথে জড়াজড়ি করা ছবি দেদারসে আপলোড করে অনলাইনে।

[৪০৫] এক ভাইয়ের কথা জানি। ১০-১২ বছর আল্লাহর কাছে বিয়ের জন্য দু'আ করেছেন। ভাইয়ের জন্য পাত্রী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের সবাই হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। ভাইও ধৈর্য ধরতে ধরতে প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তবুও দু'আ করা বন্ধ করেননি।

আসা হবে। বান্দা বলবে, 'ইয়া আল্লাহ! এগুলো কার?'

আল্লাহ বলবেন, 'এগুলো তোমার।'

বান্দা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না এতোগুলো পুরস্কার তার, কারণ সে জানে দুনিয়াতে থাকতে এগুলো পাওয়ার মতো আমল সে করেনি।

আল্লাহ বান্দাকে বলবেন, 'তোমার মনে আছে তুমি আমার কাছে অনেক দু'আ করতে দুনিয়াতে। সেই দু'আগুলোর কিছু জবাব আমি দিয়েছিলাম, কিছু দেইনি। জবাব না দেওয়া দু'আগুলোর বদলে আমি তোমাকে এই পুরস্কার দিচ্ছি।'

বান্দা আফসোস করে বলবে, 'ইয়া আল্লাহ! কেন আপনি দুনিয়াতে আমার কিছু দু'আ কবুল করেছিলেন! আপনি যদি একটা দু'আও কবুল না করতেন তাহলে আমি আজ কতোগুলো পুরস্কার পেতাম!'[৪০৬]

মন খারাপ করো না, হতাশ হয়ো না, অস্থিরও হয়ো না। জীবনটা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকো। ট্রেনে উঠে ট্রেন চালকের উপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে ঘুম দেই আমরা... অ্যাক্সিডেন্টের ভয়ে জেগে থাকি না। অথচ আল্লাহ আমাদের রব! তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন–তাঁর উপরই আমরা ভরসা করতে পারি না! এটা তো লজ্জার কথা! কষ্টের কথা! দু'আ কবুলের একটি পূর্বশর্তই হলো আল্লাহর উপর ভরসা করা, সুধারণা রাখা।

> 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা করে আমি তেমন।'[৪০৭]

শুধু মুখে মুখে চাওয়াই কিন্তু দু'আ নয়। তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আল্লাহ যা যা করতে বলেছেন তা করো। দু'আ কবুলের শর্তগুলো জানো।[৪০৮] সেগুলো মেনে চলো। এগুলোও দু'আরই অংশ। এরপর তাঁর উপর ভরসা করো। যথাসময়ে জবাব আসবেই।

> '... তোমার মালিক তোমাকে এমন কিছু দেবেন যাতে তুমি খুশি হয়ে যাবে।'[৪০৯]

আল্লাহর প্রতি সুধারণা রেখে দু'আ করেছিলেন। এরপর অবিশ্বাস্যভাবে ভাইয়ের বিয়ে হয়ে যায়। বেশ সুখেই আছেন এখন তিনি।

[৪০৬] আল আদাব আল মুফরাদ লিল ইমামিল বুখারী- ৭১০, মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ১১১৩৩। আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ আত-তারগীব: ১৬৩৩)

[৪০৭] বুখারী: ৭৪০৫, মুসলিম: ২৬৭৫ (ইফা. ৬৫৬১)। আল্লাহর প্রতি সুধারণা বাড়ানোর জন্য পড়া যেতে পারে ড. ইয়াদ কুনাইবি হাফিযাহুল্লাহর জীবন বদলে দেওয়া বই- আল্লাহর প্রতি সুধারণা, প্রকাশনী: শব্দতরু। অবশ্যপাঠ্য একটি বই।

[৪০৮] দু'আ কবুল হওয়ার শর্তগুলো কী কী; যাতে দু'আটি আল্লাহর কাছে কবুল হয়, IslamQA - tinyurl.com/2p85phan

[৪০৯] সূরা আদ-দুহা, ৯৩: ৫

সবিনয়ে নিবেদন

সেক্যুলার বিশ্বব্যবস্থা যতই দাবি করুক প্রেম-যৌনতা নিছক মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার না। এর সাথে জড়িত পরিবার, সমাজ ,জাতি ও সভ্যতার উত্থান পতনের সম্পর্ক। এটুকু নিশ্চয় এরই মাঝে বোঝা গেছে। তাই এই তথাকথিত প্রেম আর ফ্রি সেক্স কালচারকে সমাজ থেকে দূর করার জন্য ভূমিকা রাখতে হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অংশীদারকে।

'কিন্তু আমি তো অতি ক্ষুদ্র মানুষ, আমি কী করবো? আমার বন্ধু প্রেম করলে, যিনা করলে, আত্মহত্যা করতে চাইলে আমি কী করবো, কীভাবে করবো? আমার ছেলে/মেয়ে প্রেম করলে কী করবো? আমি শিক্ষক, আমি মসজিদের ইমাম, আমি ছাপোষা মধ্যবিত্ত, আমি এলাকার কিংবা ক্যাম্পাসের বড় ভাই, আমি এলাকার নেতা, আমি কীভাবে সাহায্য করবো?'- এরকম প্রশ্ন অনেকের মনেই। সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো দেবার জন্যেই আমাদের এই লেখা।

অভিভাবক ও বন্ধুর দায়িত্ব

ব্রেকআপের পর...

১। ব্রেকআপের পর আপনার সন্তান বেশ কষ্টকর একটা সময় পার করবে। কেউ কেউ এসময় মদ-গাঁজাতে আসক্ত হয়ে পড়ে। অনেকেই আত্মহত্যা করে। এ সময় তাকে মারধর বা বকাঝকা করলে পরিস্থিতি আরো খারাপ দিকে মোড় নিবে। তাকে কাছে টেনে নিন। ঠাণ্ডা মাথায় কাছে বসিয়ে আমরা এ বইতে যেমন আলোচনা করলাম সেভাবে প্রেমের প্রকৃত বাস্তবতা তাকে বুঝান। আল্লাহ তাকে কী জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সেটা মনে করিয়ে দিন। তার কথাগুলো শুনুন। সে একদিনে ফিরে আসতে পারবে না। একটু সময় নেবে। পড়াশোনায় একটু ছেদ পড়বে। এ ব্যাপারগুলো স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নিন।

নিজে সন্তানের সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে লজ্জাবোধ করলে মামা, চাচা, বড় ভাইবোন, খালা, ফুপি যাদের সাথে সে ক্লোজ তাদের দিয়ে বুঝান। চাইলে মসজিদের ইমাম সাহেব, ভালো একজন আলিম বা দ্বীনদার কোনো মনোবিদের কাছে নিয়ে যেতে পারেন। মনোবিদ মানেই পাগলের ডাক্তার নয়। এটা নিয়ে লজ্জা পাবেন

না। প্রয়োজন মনে করলে আমাদের এই বইটাও তার হাতে তুলে দিতে পারেন। বইয়ে দেওয়া টিপসগুলো সে যেন অনুসরণ করে সেটা নিশ্চিত করুন।

রাতে তাকে একা ঘুমোতে দেবেন না। সকালে ঘুম থেকে ডেকে তুলে একসাথে ফজরের নামায পড়েন। হাঁটতে বের হন। কোথাও ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন।

কোনো ব্যক্তিগত ছবি-ভিডিও আদানপ্রদান হয়েছে কি না, কৌশলে জেনে নিন। এগুলোর কারণে যে ব্ল্যাকমেইল, আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ছবি-ভিডিও আদানপ্রদান হয়ে থাকলে সে পক্ষের সাথে বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা সমাধানে পৌঁছে যাওয়া কাম্য। প্রয়োজন মনে করলে প্রশাসনের সাহায্য নিন। যিনা করে ফেললে এবং গর্ভবতী হয়ে পড়লে কী করবেন, তা জানার জন্য অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ আলিমের সাথে পরামর্শ করুন। আগেই অ্যাবরশন করে ফেলবেন না। যা কিছু হয়ে গেছে সবকিছু ভুলে গিয়ে আন্তরিকভাবে তাওবাহ করতে বলুন। আন্তরিকভাবে তাওবাহ করা সবচেয়ে বেশি জরুরি। সম্ভব হলে, পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুমোদন দিলে ভালো পাত্র-পাত্রী দেখে বিয়ে দিয়ে দেবেন। তবে জোর করে মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া যাবে না।[৪১০]

২। ব্রেকআপের পর বা প্রেমিক-প্রেমিকার সাথে ঝগড়াঝাঁটি করে আপনার সন্তান মাদকাসক্ত হতে পারে বা আত্মহত্যা করে ফেলতে পারে। যারা আত্মহত্যা করে তাদের মধ্যে সাধারণত নিচের লক্ষণগুলো দেখা যায়-

ক) সোশ্যাল মিডিয়াতে মৃত্যু আর আত্মহত্যা নিয়ে ইচ্ছার কথা প্রকাশ করা।

খ) আত্মহত্যা বা মৃত্যুবিষয়ক কবিতা, গান লিখতে, শুনতে বা পড়তে থাকা।

গ) নিজের ক্ষতি করা। প্রায়ই এরা নিজের হাত-পা কাটে, ঘুমের ওষুধ খায়।

ঘ) মনমরা হয়ে থাকা, সব কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলা, নিজেকে দোষী ভাবা—এগুলো বিষণ্ণতার লক্ষণ; যা থেকে আত্মহত্যা ঘটে।

ঙ) মাদকাসক্তি বা ইন্টারনেটে মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি।

চ) সারা রাত জেগে থাকা, সারা দিন ঘুমানো। খাওয়াদাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলা।

ছ) নিজেকে গুটিয়ে রাখা।

জ) পড়ালেখা, খেলাধুলা, শখের বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

ঝ) বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছে না, কেন জন্মগ্রহণ করলাম—এমনটা জানানো।

ঞ) হতাশ, বিষণ্ণ থাকা, এমন সমস্যায় আটকা পড়েছে যা থেকে মুক্তির কোনো

---

[৪১০] Parents forcing their daughter into a marriage, IslamQA - tinyurl.com/2m454x7j

উপায় নেই–এমন কথা বলা।

ট) নিজেকে অন্যের বোঝা মনে করে–এমনটা জানানো।

ঠ) নিজের মূল্যবান সামগ্রী অন্যদের দিয়ে দেওয়া, সে না থাকলে তার জিনিসপত্র কাকে কাকে দিতে হবে তা বলে দেওয়া।

ড) পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকে এমনভাবে বিদায় নেওয়া, যেন এটা শেষ বিদায়।

যা করবেন:

ক) ঘুরেফিরে সেই একই কথা, আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী তা বোঝান। উপরের আলোচনায় যে টিপসগুলো দেওয়া হলো সেগুলো অনুসরণ করুন।

খ) তাকে সরাসরি প্রশ্ন করুন তুমি কি আত্মহত্যার কথা ভাবছো? বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে এভাবে সরাসরি প্রশ্ন করলে আত্মহত্যা করার ঝুঁকি কমে আসে।[৪১১]

গ) একাকীত্বে ভুগতে দেবেন না। তাকে সময় দিন।

ঘ) মাদক এবং আত্মহত্যার সম্ভাব্য জিনিসপত্র তার কাছ থেকে সরিয়ে রাখবেন। তার হাতে টাকা না দিয়ে, যা কেনা দরকার কিনে দিন। কার সাথে মিশছে তা খেয়াল রাখুন।

ঙ) অবস্থা গুরুতর মনে হলে মনোবিদের কাছে নিয়ে যান।

বন্ধুর করণীয়:

একজন প্রকৃত বন্ধু, তার বন্ধুকে প্রেম, যিনা-ব্যভিচার করতে সাহায্য করে না। বরং তাকে এই ধ্বংসাত্মক পথ থেকে ফিরিয়ে আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। বন্ধু প্রেম বা যিনা করলে তুমি এই বইয়ে আলোচনা করা বিষয়গুলো তাকে বোঝানোর চেষ্টা করো। একদিনে হয়তো হবে না। সময় লাগবে। সময় নাও। তোমার মাধ্যমে সে যদি পাপের পথ থেকে ফিরে আসে তাহলে তুমি প্রচুর সওয়াব পাবে।

শত চেষ্টার পরেও সে বুঝতে চাচ্ছে না। যিনা করছে, মাদক, আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকছে বা ব্রেকআপের ভয়াবহ কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে–এমন অবস্থায় যা করবে-

১। সময় দেওয়া, মন ভালো করার চেষ্টা করা, ঘুরতে নিয়ে যাওয়া, খেলাধুলার ব্যবস্থা করা, তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা না করা।

২। একজন ভালো আলেম বা দ্বীনদার মনোবিদের কাছে নিয়ে যাওয়া।

৩। সিনিয়র কারো সঙ্গে আলোচনা করে দরকার হলে তার বাবা-মা, অভিভাবককে

---

[৪১১] Suicide Prevention, National Institute of Mental Health, August 2022-tinyurl.com/2s46bd5z

জানানো। এতে করে হয়তো তার সাথে তোমার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু হাশরের ময়দানে সে ঠিকই বুঝবে তোমার বন্ধুত্বের মর্যাদা![৪১২] তার প্রকৃত বন্ধু হিসেবে তোমার এই অস্বস্তিকর কাজটা করতেই হবে।

আপনি যখন জানলেন আপনার সন্তান প্রেম করে...

এই জানার ব্যাপারটা দুইভাবে হতে পারে।

১। আপনি নিজে আবিষ্কার করলেন বা আপনাকে কেউ জানালো।

২। আপনার সন্তান নিজে এসেই বললো।

প্রতিক্রিয়াও হয় দুই ধরনের।

১। ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া-

ক) এই বয়সে এমন এক আধটু করতে পারেই। এসব কিছু না। বয়সের দোষ। পরে ঠিক হয়ে যাবে। আর একদিক থেকে ভালোই হলো, আমাদের আর পাত্র/পাত্রী খুঁজতে হবে না।

খ) মাইর একটাও মাটিতে পড়ে না, স্কুল কলেজ, হাতখরচ দেওয়া সব বন্ধ। অপমান, তিরস্কার। কথা বন্ধ।

২। যা করা উচিত-

ক) প্রেম হারাম কাজ। এটার কারণে আপনার সন্তান কঠিন গুনাহ করছে। এখন প্রেমের সম্পর্কগুলো খুব দ্রুত যিনা-ব্যভিচারে রূপ নেয়। তার এই পাপগুলোর জন্য আল্লাহ আপনাকেও ধরবেন। ব্যক্তি, পরিবার সমাজ ও সভ্যতার উপর এগুলোর ভয়াবহতা আমরা পুরো বই জুড়ে আলোচনা করলাম। কাজেই আপনি এগুলো সিরিয়াসভাবে নিন।

খ) হালকা শাসন করতে পারেন, তবে হুলুস্থুল কিছু না। এই লেখায় দেওয়া টিপসগুলো অনুসরণ করে তাকে প্রেমের ও জীবনের বাস্তবতা বুঝান। প্রয়োজনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এলাকা বদলে ফেলুন।

বাসা থেকে পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলে...

ধরুন, আপনাদের সন্তানেরা একে অপরকে পছন্দ করে এবং তাদের বিয়ে না দিলে পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। অপর পরিবারের ব্যাকগ্রাউন্ড, সামাজিক অবস্থান, বংশ–সব আপনাদের কাছাকাছি। ছেলে/মেয়েও চলনসই–এমন ক্ষেত্রে সন্তান প্রেম করলো কেন কেবল এই জেদ ধরে তাদের বিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকা হয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত না। আমরা হারাম রিলেশনের বিয়েতে উৎসাহ দেই

---

[৪১২] অধিকাংশ সময় প্রেমের মোহ কেটে গেলেই সে বুঝতে পারবে। হাশরের ময়দান পর্যন্ত অপেক্ষা করা লাগবে না।

না (আগের লেখাগুলোতে এ নিয়ে আলোচনা এসেছে), কিন্তু তারপরও আমাদের সাজেশন থাকবে—এরকম পরিস্থিতিতে এদের বিয়ে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। না হলে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। বাসা থেকে পালিয়ে নিজেদের এবং আপনাদের সবার জীবনই নষ্ট করে ফেলতে পারে তারা। তবে সিদ্ধান্ত নেবার আগে ভালো একজন আলেমের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে ভুলবেন না।

আপনার সন্তান বাসা থেকে পালিয়ে গেলে...

এটা বেশ ভয়ংকর পরিস্থিতি। এ পরিস্থিতিতে আসলে মাথা ঠিক রাখা বেশ কঠিন।ওর সাথে পালালাম লেখায় আমরা যেমন আলোচনা করলাম বাসা থেকে পালিয়ে গেলে ছেলে মেয়ে দুজনেরই ভয়ঙ্কর রকমের বিপদ হয় আজকাল। তাই অভিমান করে না থেকে দ্রুত তাদের খুঁজে বের করুন। ফিরিয়ে আনুন বা খোঁজখবর রাখুন। সে অবুঝের মতো পালিয়ে গেলেও দিনশেষে সে আপনারই সন্তান। আপনারই শরীরের অংশ। তার কিছু হলে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাবেন আপনিই। সম্পর্ক মেনে নেবেন কি নেবেন না, সেটা পরের ব্যাপার। কিন্তু আগে ফিরিয়ে আনুন। প্রয়োজনে প্রশাসনের সহযোগিতা নিন।

দেখুন, এই যে এতো সমস্যা, প্রেম, ব্রেকআপ, হতাশা, আত্মহত্যা, ধর্ষণ, যিনা-ব্যভিচার, ছবি ভাইরাল, মানসম্মান নষ্ট, আদরের সন্তান, ছোট ভাইবোন, ভাগ্নে-ভাগ্নী, ভাতিজা-ভাতিজির এই করুণ পরিণতি...এগুলো আমার আপনার হাতের কামাই। আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে, পশ্চিমা বিশ্বের কথা শুনে শুনে ব্রেইনওয়াশড হয়ে গিয়েছি। হারামকে, গুনাহকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছি। প্রেমকে সহজ করেছি, বিয়েকে কঠিন করেছি। বিয়ে করতে চাওয়াকে মহা অপরাধ বানিয়েছি। অশ্লীলতার ফেরিওয়ালাদের বিরুদ্ধে টু শব্দ করিনি, বাচ্চাদেরকে জীবনের উদ্দেশ্য শিখিয়েছি ডিগ্রি কামানো, সরকারি চাকরি কিংবা বিদেশে সেটেল হওয়াকে, লেখাপড়া করে গাড়ি-ঘোড়ায় চড়াকে। ওদেরকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিইনি, উল্টো দাড়ি রাখলে, ইসলামী বইপত্র পড়লে, ইসলাম পালন করলে, মাহরাম মেনে চলতে চাইলে আমাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। ফলাফল আমাদের চোখের সামনেই। প্রতিকার করার চাইতে প্রতিরোধ করা উত্তম। চলুন দেখা যাক প্রেম, যিনা, যৌন বিকৃতির এই মহামারি ঠেকাতে আমরা কি কি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারি।

পারিবারিক পর্যায়ে

আমার সন্তান কখনোই প্রেম-যিনা ব্যভিচার করতে পারে না—এই মিথ্যা আত্মবিশ্বাস রাখবেন না। বইয়ের শুরুতেই আমরা পরিসংখ্যান এনে দেখিয়েছি প্রেম-যিনার কী মহামারি অবস্থা। আপনার সন্তান হয়তো এগুলো করবে না, কিন্তু সে করবে এটা ধরে নিয়েই কর্মপন্থা ঠিক করুন-

১। ছোট থেকেই তাকে ইসলামী অনুশাসনে বড় করে তুলুন। তার অন্তরে ঈমানের পরিচর্যা করুন। ইসলাম পালনের পাশাপাশি ইসলামী মূল্যবোধের শিক্ষা দিন। সাহাবীদের সাথে, সালাহউদ্দীন আইউবী, মুহাম্মাদ বিন কাসিম, তারিক বিন যিয়াদ, তিতুমীর, শরীয়াতুল্লাহদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে আল্লাহর সন্তুষ্টি, সেটা বুঝান। দাড়ি, টুপি, পর্দা করার পরিবেশ তৈরি করে দিন। যদি এ ব্যাপারে নিজের মধ্যে ত্রুটি থাকে, তাহলে সেটাও সংশোধন করে নিন। মানুষ দেখে দেখেই শেখে। শুধু জন্ম দিলেই প্রকৃত অর্থে বাবা-মা হওয়া যায় না। আপনি যদি সন্তানের হাতে ঈমানের কম্পাস ধরিয়ে না দেন, তাহলে এই সমাজ ও সভ্যতা তাকে অবক্ষয় ও অধঃপতনের দিকে নিশ্চিতভাবেই নিয়ে যাবে।

২। প্রেমের প্রকৃত বাস্তবতা বুঝান। বন্ধুদের কাছ থেকে জেনে নেবে এই আশায় ফেলে রাখবেন না। বন্ধুদের কাছ থেকে কী জানবে, আশা করি বুঝতে পারছেন। একদিন কোথাও ঘুরতে নিয়ে যান। গিয়ে সুন্দর করে তাকে এগুলোর বাস্তবতা বুঝান।

৩। তাঁর বন্ধু হবেন না। কিন্তু বন্ধুর মতো মিশুন। তাকে সময় দিন। সে কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, কার সাথে মিশছে, আসলেই এক্সট্রা ক্লাস বা প্রাইভেট আছে কি না, এগুলোর ব্যাপারে খোঁজখবর রাখুন। বিশেষ করে সে যদি পরিবার থেকে দূরে, অন্য কোনো শহরে থাকে। অনেকেই বাসায় এমনভাবে থাকে যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না, কিন্তু শহরে এসে আকাশে বাতাসে সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির মতো উড়ে বেড়ায়। শিক্ষকদের সাথে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখুন। মিথ্যা বললে কড়া মারধর করবেন না, স্নেহের অভিমান করুন। দেখবেন কাজ হবে।

মাঝে মাঝে হালকা শাসন করতে পারেন। তবে এমন ভয়ের পরিবেশ তৈরি করবেন না, যাতে সে আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। সবসময় সব ব্যাপারে খবরদারি না করে তাকে কিছুটা স্বাধীনতা দিন। তবে স্বাধীনতার সাথে যে দায়িত্ব জড়িত—এই বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝান। সে প্রেম-যিনা করলে আপনি কতোটা কষ্ট পাবেন তা বুঝান। দেখবেন সে প্রতিকূল পরিবেশেও যিনা-ব্যভিচার থেকে দূরে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

৪। ভার্সিটিতে যাবার আগ পর্যন্ত তার হাতে স্মার্টফোন তুলে দেবেন না। একান্ত দরকার হলে প্রয়োজনের জন্য শুধু ফোন করা যায় এমন বাটন ফোন কিনে দিন। না হলে সে প্রেম করবে, পর্ন দেখবে, গেইম খেলবে, টিকটকে অশ্লীল, সহিংসতামূলক কিংবা বিকৃত কন্টেন্ট বানাবে।[৪১৩] সে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করলে আপনি তার সাথে যুক্ত থাকুন। সে একাধিক আইডি, ফেইক আইডি ব্যবহার করতে পারে। এ ব্যাপারে একটু নজর রাখুন। স্মার্টফোন যদি দিতেই হয় অশ্লীল সাইট বন্ধের ফিল্টার ব্যবহার

[৪১৩] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন- ইলমহাউস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত মুক্ত বাতাসের খোঁজে বইটি।

ফোন দেবার পরিবর্তে কম্পিউটার কিনে দিতে পারেন। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, ফটো এডিটিং, ভিডিও এডিটিং ইত্যাদি তার ক্যারিয়ারের জন্য খুবই উপকারী। এগুলো শিখলে সে অর্থনৈতিকভাবেও স্বাবলম্বী হতে পারবে। নির্জনে, একা রুমে নয়, বরং সকলের চোখে পড়ে এমন জায়গায় কম্পিউটার চালানোর ব্যবস্থা করুন।

৫। আইটেম সং, মিউযিক, সিনেমা থেকে তাকে দূরে রাখুন। আপনার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এগুলোই তাকে নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। এগুলো থেকে শুধু তাকে দূরে রাখলে হবে না, আপনার নিজেরও দূরে থাকতে হবে।

৬। ফ্রি-মিক্সিং এর পরিবেশ দেবেন না। হোক সে কাযিন বা অন্য কোনো আত্মীয়। ইসলাম যা বলেছে তা করবেন–আলাদা আলাদা রাখবেন। বয়েস অনলি, গার্লস অনলি প্রতিষ্ঠানে পড়াবেন।

৭। বিয়ে দিয়ে দিন। এখন দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে কালেমা পড়িয়ে বিয়ে করিয়ে রাখলেন। আকদ হয়ে গেল, অনুষ্ঠান পরে করলেন। ছেলে ছেলের বাসায় থাকলো, মেয়ে মেয়ের বাসায় থেকে পড়াশোনা করলো। মাঝে মাঝে বা ছুটির দিনগুলোতে এ ওর বাড়িতে বেড়াতে গেল।

এই পয়েন্ট পড়ার পর আমাদের ইমম্যাচিউর ভাবছেন বোধহয়। এতো ছোট ছেলে মেয়ে কীভাবে বিয়ে করবে? এরা তো নিজেরাই দায়িত্ব নিতে পারে না। বিয়ে করে খাওয়াবে কী? দেখুন, বিয়ে না দেওয়া হলে সে পাপ করবেই করবে। আমরা জাস্ট আপনাকে এবং আপনার সন্তানকে পাপ করা থেকে বাঁচাতে চাচ্ছি।

তাছাড়া আপনার ছেলেমেয়ে যে ম্যাচিউর হতে পারে না এর বেশিরভাগ দোষ আপনার। আপনিই তাকে ননীর পুতুল করে বড় করেছেন। যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছেন। তার জীবনে পড়াশোনা আর মোবাইল ছাড়া কিছুই রাখেননি। সে ম্যাচিউর হবে কীভাবে? সন্তানকে খেলাধুলার সুযোগ দিন, বাজার করতে দিন, সংসারের ছোটখাটো কাজ করতে দিন। ছোট থেকেই, টাকাপয়সা কীভাবে আসে, কীভাবে খরচ করতে হয় অর্থাৎ আর্থিক সাক্ষরতা শেখান। প্রকৃত পুরুষ ও নারীর বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে সাহায্য করুন। কলেজ লেভেল থেকেই টিউশনি, ফ্রিল্যান্সিং ইত্যাদির মাধ্যমে টুকটাক উপার্জন করতে সাহায্য করুন। দেখবেন সে কেমন দায়িত্ববান হয়ে যায়। একবার দায়িত্ববান হলে দেখবেন মেয়ের বাবা আপনার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছে না।

গবেষণা বলে, বিয়ের পর সাধারণত মানুষ দায়িত্ববান হয়, গোছানো হয়, জীবনের প্রতি মনোযোগী হয়, উপার্জন বাড়ে। আল্লাহ তা'আলা আগেই আমাদের এ কথা

---

[৪১৪] ফিল্টার সম্পর্কে জানতে পড়ুন- বিষে বিষক্ষয়, Lostmodesty.com- tinyurl.com/2cmr9w8p

জানিয়ে দিয়েছেন। বিয়ে দিয়ে দিন। দেখবেন সে আজীবন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।[৪১৫]

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এ যুগে ক্যারিয়ারের বাস্তবতা বুঝুন। এখন শুধু বইয়ের পড়াশোনা, ডিগ্রি দিয়ে চাকরি হয় না। সামনে আরো হবে না। তাকে দায়িত্ববান করার প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে, পড়ার পাশাপাশি টুকটাক কাজ করতে শিখলে তার ক্যারিয়ারের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। বরং চাকরি পাবার জন্য খুব জরুরি কিছু জিনিস যেমন, যোগাযোগের দক্ষতা, মানুষজনের সঙ্গে মেশার ক্ষমতা তার মধ্যে তৈরি হবে।

সামাজিক দায়িত্ব:

১। প্রেম-যিনার বাস্তবতা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা। জুমু'আর খুতবাহতে আলোচনা করা। স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে এ ব্যাপারগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করা। সভা, সেমিনার, ক্যাম্পেইন ইত্যাদি করা।

রাস্তাঘাটে, রেস্টুরেন্ট, পার্ক, শপিংমল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান–কোথাও প্রেমিক-প্রেমিকা দেখলে কল্যাণকামী হয়ে (পাওয়ার না দেখিয়ে) আন্তরিকভাবে, দরকার হলে মাথায় হাত বুলিয়ে তাদেরকে নাসীহাহ্ করা। প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের জানানো।

২। বিয়ের ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা। বিয়েকে সহজ করা। বেশি বয়সে বিয়ে, ব্যাপক খরচাপাতির নেতিবাচক প্রবণতাগুলো থেকে সরে আসা। ইসলামে সাবালক হলেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায়। সাবালক হবার লক্ষণ হলো- ক) ছেলেদের স্বপ্নদোষ হওয়া, খ) মাসিক হওয়া, গ) প্রাইভেট এরিয়ায় চুল গজানো, ঘ) চন্দ্র বছর অনুসারে ১৫ বছর বয়স হওয়া।[৪১৬]

৩। যারা অশ্লীলতা ছড়ায় তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা। তাদের সাথে লেনদেন না করা। যেসব জায়গায় যিনা-ব্যভিচারের আসর বসে সেগুলোর ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা। তবে রাগের বশে জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙচুর করা যাবে না।

---

[৪১৫] 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ দাও এবং তোমাদের সৎকর্মশীল দাস-দাসীদেরও, তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করবেন, আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।' [সূরা আন-নুর, ২৪: ৩২]

Married men earn more than everyone else (including married women and single men), Nov. 19, 2019- tinyurl.com/36nux

Marriage Tied to Longer Life Span, New Data Shows, webmd.com,Oct. 10, 2019 - tinyurl.com/5n6z7np9

[৪১৬] আল ইনায়া শারহুল হেদায়া ৮/২০১; আদ্দুররুল মুখতার ৬/১৫৩; তাফসিরে কুরতুবি ১২/১৫১ বিস্তারিত- ছেলে-মেয়ে বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) কখন হয়? শায়েখ উমায়ের কোব্বাদী হাফিযাহুল্লাহ, quranerjyoti.com, ১ জুলাই, ২০১৭- tinyurl.com/yc47mc9m

৪। ছবি-ভিডিও ভাইরাল হওয়া, আত্মহত্যা কিংবা বাসা থেকে পালানোর ঘটনা ঘটলে ভুক্তভোগী পরিবারের পাশে দাঁড়ানো।

৫। তরুণদের দূরে ঠেলে না দিয়ে কাছে টেনে নেওয়া। খেলাধুলা, একসাথে খাওয়া দাওয়া করা, কোথাও ঘুরতে যাওয়া, মসজিদকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা (যেমন, টানা ৪০ দিন জামা'আতে সালাত আদায়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া), সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

গাছ যদি পানির অভাবে মরে যেতে শুরু করে তাহলে গাছের কাণ্ডে, পাতায় পানি ঢেলে খুব একটা সুবিধা করা যায় না। পানি ঢালতে হয় গাছের গোড়ায় শিকড়ে। আমাদের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য ফিরে যেতে হবে আমাদের শিকড়—ইসলামে। ইসলামের মধ্যেই রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ইসলামী অনুশাসন মেনে চললে সকল সমস্যার সমাধান অটোম্যাটিক হয়ে যাবে। যার প্রমাণ আমরা পাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলের ইতিহাস থেকে। চলুন, মূলে ফিরে যাই।

অনুপম উত্থান

হলিউডের সিনেমার মতোই আমরা কোনো এক সুপারহিরোর জন্য অপেক্ষা করি। ভাবি, কোনো একদিন ব্যাটম্যান, সুপারম্যানের মতো কেউ আসবে আর তারপর সব বদলে যাবে। আবার আলো ফিরে আসবে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। এখন যেভাবে চলছে চলুক, অবেলায় নিভে যাক অযুত কোটি তরুণ-তরুণী, আত্মহত্যা করুক বেকার বোকা যুবকের দল, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাক পরিযায়ী পাখি আর প্রজাপতিরা, তাতে আমার কী? আমি তো কিছুই বদলাতে পারবো না! এগুলোর জন্য তো আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করবেন না!

আসলেই কী তাই? নাকি স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ালে আমার শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট জীবনটা হয়তো একটু ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হবে, বাপের হোটেলে খাওয়া জীবনটা, মাসে একবার ট্যুর দেওয়ার জীবনটা, সেলফিবাজি, আড্ডাবাজি, রেস্টুরেন্ট আর সিনেপ্লেক্সের জীবনটা, বাইক-সিনেমা-ওয়েবসিরিযের জীবনটা, প্রেমিকার চোখে চোখ রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকার জীবনটা আর আগের মতো থাকবে না, দায়িত্ব নিতে হবে, কাজ করতে হবে, আরামের জীবন ছেড়ে বের হয়ে আসতে হবে–এই ভেবে আমরা এই মিথ্যে কথাগুলো বলি নিজের সাথে?

আমাদের নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরই নিতে হবে। এখন বয়স আমাদের দায়িত্ব নেবারই। এই তারুণ্যে, যদি জীবনের এই বসন্তে শুধু নারী আর প্রেম দিয়েই জীবনকে সাজাই তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম নিশ্চিতভাবে আমাদের চিহ্নিত করবে ভীরু কাপুরুষ হিসেবে। ওরা আমাদেরকে ক্ষমা করবে না। ক্ষমা করা উচিতও না।

স্রোতের সাথে আর কত অন্ধ চলা? চলো নিজেকে বদলাই, সমাজকে বদলে দেই। দূর থেকে মনে হয় স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ানো অসম্ভব। যে একবার দাঁড়ায় কেবল সেই বুঝতে পারে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ানো কঠিন হতে পারে তবে অসম্ভব কিছুই না। একবার আল্লাহর উপর ভরসা করে দাঁড়াতে পারলে আর কোনো চিন্তা থাকে না। এই পথের পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে আল্লাহর রহমত, সাহায্য, ভালোবাসা। আর অবশ্যই চিরসুখের এক জান্নাতের প্রতিশ্রুতি। আলহামদুলিল্লাহ!

হতাশা আর অন্ধকারের এই ব-দ্বীপে আলোর মশাল হাতে ছুটে চলছেন কিছু সিংহহৃদয় ভাইয়েরা। পর্নোগ্রাফি, বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্ক, মোবাইল আসক্তি, হতাশা,

আত্মহত্যা, বিয়েকে কঠিন করে ফেলা, যিনা-ব্যভিচার-অশ্লীলতার বিরুদ্ধে নিজেদের উদ্যোগে সচেতনতামূলক নানা কাজকর্ম করে যাচ্ছেন একের পর এক। লিফলেট বিতরণ করছেন। সেমিনার করছেন। প্রজন্মকে, সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করছেন। এই জেনারেশনের দুঃখ, কষ্ট, সংগ্রামের বাস্তবতাগুলো বোঝানোর চেষ্টা করছেন সমাজকে, অভিভাবকদের, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, ইমাম, আলেম ও শিক্ষকদের। আসক্তি, হতাশা, বিকৃতি আর আত্মহত্যার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ানো প্রজন্মের কাঁধে আপনজন হয়ে হাত রাখার চেষ্টা করছেন। এসো না, তুমিও চলে এসো তাদের দলে!

ক্যাম্পেইন আয়োজনের সকল মালমশলা পাবে এখানে-

https://tinyurl.com/onupomutthan

সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা কিংবা কাউকে বোঝানো, সব ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে। শুধু দুনিয়ার লাভক্ষতির হিসেব-নিকেশ করে মানুষ সত্যিকারার্থে আলোর পথে ফিরে আসতে পারে না। সাময়িকভাবে ফিরে আসলেও, একসময় সে কোনো না কোনো ভাবে আবার বস্তুবাদ আর ভোগবাদের চক্রে আটকেই যায়। যেকোনো অন্ধকার থেকে ফিরে আসার মূল লক্ষ্য হতে হয় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। তাহলেই পরিবর্তন হয় স্থায়ী।

প্রেম ও যিনার ক্ষতিকর দিক এবং এ থেকে বের হয়ে আসার উপায় নিয়ে কথা বলার সময় পুরো আলোচনাকে সাজাতে হবে ঈমান, তাওহীদ এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করে। পরিবর্তনের ভিত্তি হতে হবে ইসলাম। যে বিকৃত আধুনিক লেন্সের ভেতরে দিয়ে মানুষ বাস্তবতাকে দেখছে, দেখতে শিখেছে–সেটা পাল্টে দিয়ে ইসলামের লেন্স দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে শেখাতে হবে তাদের। তাই আলোচনার সময়, ক্যাম্পেইন করার সময় আততায়ী ভালোবাসা, চশমা এবং শুভ্রতার ব্যাকরণ–এই তিন অংশের মূল পয়েন্টগুলো পরিস্কার করে তুলে ধরতে পারলে সেটা খুব ফলদায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

***

বাবা-মা, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, সমাজ আর বিশ্বব্যবস্থাকে তো অনেক তো গালমন্দ করলে। ফেইসবুকে অনেক ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটালে। কতোটুকু লাভ হলো? তেমন কোনো পরিবর্তন কি আসলো এই সমাজে? নাকি জাস্টফ্রেন্ড, অনলি ফ্রেন্ড, কাছে আসার গল্প, প্রেম, লিটনের ফ্ল্যাট, লঞ্চের কেবিন, গ্রুপ ট্যুর, বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ, ছবি, ভিডিও ভাইরাল, ছ্যাঁকা, মদ-বাবা-গাঁজা, হতাশা, টিকটক বিড়ম্বনা, মোবাইল আসক্তি... অসুখের তালিকা কেবল লম্বাই হতে থাকলো? দিন দিন বাড়লো আগ্রাসী শূন্যতায় গ্রাস হয়ে যাওয়া মানবাত্মার সংখ্যা?

আমাদের সাথে যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু হৃদয়ঘটিত অসুখ আর মৃত্যুর এই উপনিবেশে আর যেন কোনো ছোট ভাই, কোনো ছোট বোনের জীবন নষ্ট না হয়, যেন আর কোনো মায়ের বুক বিধ্বস্ত না হয়—চলো এবার সেই চেষ্টা করবে। অনেক তো জীবন নষ্ট করলে, চলো এবার জীবন বদলানোর চেষ্টা করবে।

চলো, আবার আমরা উঠে দাঁড়াই। অস্বস্তিকর নীরবতার প্রাচীরে আঘাত হানি ভালোবাসা আর কল্যাণকামিতা দিয়ে। সমাজকে পথ দেখাই তাওহীদের মশাল জ্বেলে। কলুষিত এই সমাজটাকে শেখাই শুভ্রতার ব্যাকরণ।

চলো আমরা আবার উঠে দাঁড়াই। রচনা করি অনুপম উত্থানের এক মৌলিক কাহিনী। বিচারের দিন মহান রবের মুখোমুখি হবার সময় আত্মপক্ষ সমর্থনে অন্তত এটুকু যেন বলার সুযোগ থাকে তোমার-আমার।

'দুশো তিপ্পান্নতম প্রেম'

এক.

সবাই ফেরে না। ফিরতে যে হবে এই বোধটাই কাজ করে না অনেকের মনে। কেউ কেউ ফেরে। প্রত্যাবর্তনের পথে কিছু কিছু ব্যয়বহুল অতীত তো থেকেই যায়। সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে সযত্নে লুকিয়ে রাখা দীর্ঘশ্বাস, এক পৃথিবী হাহাকার, অশ্রু, ঘাম, রক্ত, বুকের ভেতরের প্রতিনিয়ত লাল নীল ক্ষরণ। প্রিয়তমার গভীর কালো চোখ, কালো চোখে মুক্তোর মতো জল, টুকরো টুকরো স্মৃতি, প্রিয় কিছু গান, কিছু কবিতা প্রত্যাবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সব হারানোর ভয়, সমাজ, সংস্কৃতি অদৃশ্য এক শেকলে আটকে রাখে, ফিরতে দেয় না।

তারপরও কেউ কেউ ফিরে আসে জীবনে, ফিরে আসে মিল্লাতু ইবরাহীমে। জাহেলিয়াতকে লাথি মেরে, মিথ্যে উপাস্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, মূর্তবিমূর্ত মূর্তিগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে, সমাজ-সংস্কৃতির কারাগারের দেওয়াল ধসিয়ে দেয় ধূলোয়। সব হারানোর ভয় হারিয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...'

প্রত্যাবর্তনের পথে ফেরার ইচ্ছেটাই গুরুত্বপূর্ণ। ফিরে আসার আন্তরিক ইচ্ছে থাকলে আল্লাহ ফেরার পথে অবশ্যই পরিচালিত করবেন। এটাই আল্লাহর চিরন্তন সুন্নাহ। দিন চলে যায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যায়, এক জাতির উত্থান ঘটে, অন্য জাতির পতন হয়, নদী তার গতিপথ বদলে ফেলে, কিন্তু আল্লাহর এই সুন্নাহর কোন পরিবর্তন হয় না। আসহাবুল কাহফের যুবক থেকে শুরু করে সালমান আল ফারিসি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত...কখনো হয়নি।

আমরা আজ এক যুবকের গল্প শুনবো।[৪১৭] জীবনের সবক'টি অন্ধকার গলিতে বিচরণ করে যে প্রত্যক্ষ করেছে সকালের সোনালী সূর্যোদয়। অন্ধকারে মাথা কুটে মরেছে বহুকাল, তাই তীব্রভাবে বুঝেছে আলোর মূল্য, আলোর দেখা পাওয়া মাত্রই গ্রহণ করে নিয়েছে দ্বিধাহীন চিত্তে।

জীবনের বিশাল ক্যানভাসে সুনিপুণভাবে এঁকেছে প্রত্যাবর্তনের গল্প...

---

[৪১৭] সত্য কাহিনী অবলম্বনে লস্টমডেস্টি টিম কর্তৃক অনুলিখিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত। শেষের চার লাইনের কবিতাটি লিখেছেন- আবদুল্লাহ।

...প্রথম কখন কোন মুহূর্তে আমি তোমাকে দেখেছিলাম ঠিক মনে নেই। বুকের হার্টবিট মিস হয়নি, বুকের বাম পাশটা খাঁচা ছেড়ে বের হয়ে যেতেও চায়নি। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ছেদ পড়লে কান গরম হয়ে যায়। বালিকা বিশ্বাস করো, সেই মুহূর্তে আমার কিছুই হয়নি। হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে চোয়াল শক্ত করে শুধু একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম- যে করেই হোক তোমাকে পেতেই হবে, যে করেই হোক! ষোলোতে পা দেওয়া আমি হঠাৎ করেই সেদিন যেন অনেক বড় হয়ে গেলাম। বুঝে ফেললাম এক নিমিষে, ক্যারিয়ারে মনোযোগী না হলে নিম্নমধ্যবিত্ত এই আমার তোমাকে পাওয়া হবে না কখনোই।

পড়াশোনায় সিরিয়াস হলাম। রাত জেগে জেগে পড়তাম। যখন ঘুমে দুচোখ ভারী হয়ে আসতো, তখন তোমার কথা ভাবতাম। ঘুম পালিয়ে যেতো। অদ্ভূত এক শক্তি অনুভব করতাম। ভাগ্যের সন্ধানে নড়বড়ে পালতোলা জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়া যুবকদের স্বপ্নের মতো শক্তি পেতাম। হাতমুঠো করে প্রতিজ্ঞা নবায়ন করতাম। তোমাকে পেতেই হবে!

এক বছরের জুনিয়র তুমি, জানলেও না আমার রেসাল্ট এরপর থেকে কত ভালো হতে শুরু করলো। অঙ্কের মোস্তাফিজ স্যারের হাতে বরাবরই অপমানিত হতাম, সেই মোস্তাফিজ স্যার পর্যন্ত আমাকে ক্লাসের সবার সামনে ডেকে পিঠ চাপড়ে দিলেন! বিতর্কের ডায়াসে দাঁড়িয়ে ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে একের পর এক আক্রমণ শানাতাম, করতালিতে ফেটে পড়তো হলরুম। এককোণায় চুপটি করে বসে থাকতে তুমি; স্নিগ্ধ, সৌম্য মূর্তি হয়ে, আমি আরো প্রাণশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তাম প্রতিপক্ষের উপর!

টিফিনের ব্রেকে তুমি ফুচকা খেতে যেতে স্কুল গেটে। দূর থেকে তোমাকে দেখতাম আর মুগ্ধ হতাম ক্ষণে ক্ষণে। একটা মেয়ে গোগ্রাসে ফুচকা গিলছে একের পর এক, এই অদ্ভূত দৃশ্যও আমার কাছে অপূর্ব মনে হতো। প্রেমে পড়লে সত্যিই মানুষের মস্তিষ্ক ওলটপালট আচরণ করে।

প্রথম কখন আমাদের কথা হয়েছিল, মনে আছে তোমার?

ফিযিক্সের প্রাইভেট পড়তে গিয়েছিলে তুমি হারুন স্যারের বাসায়। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল। বাসায় ফেরার মাঝপথে আটকা পড়লে আমাদের পাশের গলিতে, নাবিলদের বাসার নিচে। বৃষ্টিতে ফুটবল খেলে, কাদামাখা ভূত হয়ে বাসায় ফিরছিলাম। ভর সন্ধ্যায় তোমাকে ঐখানে দেখে চমকে গেলাম। তুমি আমার দিকে একপলক চাইলে। ঘরে ফেরার দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গিয়েছে তোমার মুখ। যা বোঝার বুঝে গেলাম। এক দৌড়ে বাসায় গিয়ে ছাতা নিয়ে আসলাম। একটা রিকশা ডেকে দিলাম। একেবারে সিনেমার নায়কদের মতো।

পুরোটা সময় তুমি মুখ গোমড়া করে ছিলে, হাই পাওয়ারের চশমা পরা হাইস্কুলের হেড মাস্টারনীর মতো। ভাগ্যিস, তখন ফেইসবুক, মোবাইলের এতো সহজলভ্যতা ছিল

না, তাহলে তুমি খুব সহজেই বাসায় যোগাযোগ করতে আর আমারও কপালে জুটতো না হিরোগিরি করা। রিকশায় ওঠার আগে হাফপ্যান্ট, ম্যাগি টিশার্ট পড়া আপাদমস্তক কাদামাখা আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলে। আস্তে করে বলেছিলে, থ্যাংকস। বুকে কাঁপন উঠেছিল আমার!

এরপর মাঝেমাঝেই তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে। কখনো টিফিনের ব্রেকে ম্যাথ বুঝতে আসতে, কখনো বা ফিযিক্স। আমি খুব নার্ভাস হয়ে যেতাম। তুমি কঠিন মুখে পড়া বুঝতে। নাকি বোঝার ভান করতে, আর মনে মনে আমার দুরবস্থা দেখে হাসতে?

একবার পরীক্ষাতে তোমার সিট পড়লো একদম আমার পাশে। আমি পরীক্ষা আর কী দিবো! এতো নার্ভাস হয়ে গেলাম, হৃৎপিণ্ডটা এতো জোরে ধুক ধুক করছিল ভয় হচ্ছিল সবাই না জানি শুনে ফেলে!

আমি স্কুল শেষ করে বের হয়ে আসলাম। তুমি এক বছরের জুনিয়র, স্কুলেই থেকে গেলে। আমি চলে গেলাম অন্য শহরে। কলেজের ক্লাস টেস্ট, ল্যাবের ভয়াবহ অত্যাচার, নতুন পরিবেশ, তার উপর তোমার সাথে আর যোগাযোগ হয় না। আমার তখন কী যে ভাঙচুর অবস্থা! ছুটিতে বাড়ি এসে তোমার বাসার সামনের গলিতে হেঁটে বেড়াতাম, যদি একটিবার তোমার দেখা পাওয়া যায়, যদি একটিবার তুমি ব্যালকনিতে আসো। কী যে কষ্টের ছিল সেই দিনগুলো! ফেইসবুকে একাউন্ট খুলেছিলাম। তোমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছিলাম। অনেক বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পাইনি। দুই বছর এভাবে চলে গেল। তোমার দেখা পেলাম না। তুমিও আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করলে না। ভীষণ দুঃসময় চলছিল আমার তখন।

ভার্সিটিতে ওঠার পর ভাবলাম এবার তোমাকে বোধহয় মনের কথা বলা যায়। কত কাহিনী করে তোমার ফোন নম্বর ম্যানেজ করলাম! উইকএন্ড ছিল। পুরো হল ফাঁকা। সারাদিন মনের সাথে যুদ্ধ করলাম। সাহস সঞ্চয় করলাম। আগুনঝরা চৈত্রের শেষ প্রহরে দুরু দুরু বুকে তোমাকে ফোন দিলাম। আড়াই বছর পরে তোমার কথা শুনলাম। নার্ভাস হয়ে সব ভজঘট পাকিয়ে ফেললাম। কথা জড়িয়ে আসছিল। একটু পর ধাতস্থ হয়ে কতো কথা বলে গিয়েছিলাম কিন্তু সেই কথাটি আর বলা হলো না। তুমি ঠিকই ধরে ফেলেছিলে। হেসেছিলে প্রাণভরে। কপট রাগের স্বরে বলেছিলে- সামনে আমার এইচএসসি পরীক্ষা।'

আমি আর তোমাকে ফোন দেইনি। এর মাঝে একদিন তুমি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালে। আমি দিনে অন্তত দশবার তোমার ওয়ালে ঘুরে বেড়াতাম আর বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম। নক করার সাহসও হয়নি। কেন যে এতো ভীরু হয়ে যেতাম তোমার কাছে!

প্রেমের মাতাল হাওয়া বইতে শুরু করেছিল সেই প্রথম দেখা থেকেই। যদিও বা তখন তা ছিল একপাক্ষিক হাওয়া। হৃদয় আকাশে যে অল্প অল্প করে ভালোবাসার মেঘ জমছিল সেটা তুমিও বুঝতে, আমিও বুঝতাম। শুধু বৃষ্টিটাই কেন জানি নামছিল না!

এইচএসসির পর আমার শহরে চলে আসলে মেডিকেলে চান্স পেয়ে। উঠলে তোমার ভাইয়ের বাসায়। ভাইয়াকে বলে দিয়েছিলে এডমিশনের সব কাজ একাই পারবে। ফোন করে ডেকে নিলে আমাকে।

তারপর এডমিশনের কাজে এ বিল্ডিং, ও বিল্ডিং-এ ছোটাছুটি, রাস্তা পার হতে গিয়ে ভয় পেয়ে তোমার আমার বামবাহু আঁকড়ে ধরা, রিকশায় ঘুরাঘুরি... কখন যে বিস্ময়কর রুদ্ধশ্বাস ভালোবাসার মেঘ গলে গেল, কখন অঝোরে বৃষ্টি নামলো, কখন 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে আসলাম আমরা দুজন, টের পাইনি একদম!

এরপরের কাহিনীটা পুরোনোই। পৃথিবীর বুকে এ কাহিনী অনেকবার অভিনীত হয়েছে। অবিমিশ্র ভালোবাসায় মাতাল হয়ে গেলাম আমরা দুজন। নিঃসঙ্গতায়, নির্জনতায় কেটেছে আমার সারাবেলা, কতো ভয়ঙ্কর দিন গেছে, কতো গভীর গোপন কথা লুকোনো আছে আমার হৃদয়ে... এখন আমার খুব কাছে সমস্ত উষ্ণতা, নিশ্চয়তা আর স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অবিশ্বাস্য সুন্দরী একটা মেয়ে! এ যেন এক রূপকথা! এক স্বপ্নের ভালোবাসা!

দুই.

রং বদলে ধূসর হয়ে গেল জীবন কয়েক মাসের মাথাতেই। আসলে প্রেমে পড়ার সময় থেকে প্রেম হয়ে যাবার পরের কিছুটা সময় স্বপ্নের মতো কাটে। তারপর স্বপ্নভঙ্গ হয়। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ!

তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে আমাদের ঝগড়া হতো...এইটা কেন করলাম, কেন ওইটা করলাম না, কেন ওর সঙ্গে কথা বললাম, কেন ফোন রিসিভ করলাম না, কেন মেসেজের রিপ্লাই দিলাম না। প্রত্যেক ঝগড়া শেষে আমাকেই সরি বলতে হতো। মালির চোখ এড়িয়ে হলের বাগান থেকে গোলাপ চুরি করে, মনের বিরুদ্ধে কবিতা লিখে (বেশিরভাগ সময়ই জীবনানন্দ বা সুনীলের কবিতা কপি পেস্ট করতাম। তুমি বইটই পড়তে না। ধরতেই পারতে না আমার কারচুপি!) বা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে তোমার মান-অভিমানের বরফ গলাতে হতো।

আমাকে কতো সন্দেহ করতে তুমি! কিছুক্ষণ পর পর ফোন করতে। ফোন একটু বিযি দেখলেই চিল্লাচিল্লি! মায়ের সঙ্গেও যে আমি ফোনে কথা বলতে পারি, এটা বুঝতে চাইতে না। ঝগড়া করতে। অথচ অন্য ছেলেদের সাথে তুমি খুব হেসে হেসে কথা বলতে, রিকশায় এখানে সেখানে যেতে। আমার গা জ্বলে যেতো ঈর্ষায়! তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে, হেসে উড়িয়ে দিতে। বলতে, ওরা তো আমার ক্লাসমেট বা জাস্ট ফ্রেন্ড! একবার এক ব্যাচেলর স্যারের স্কেচ এঁকে ফেইসবুকে আপলোড দিলে তুমি। এটা নিয়ে কথা বলা শুরু করতেই ক্ষেপে বোম হয়ে গেলে, আমার সাথে কথা বললে না ঝাড়া দু'সপ্তাহ!

একে তো ছিলে ডানাকাটা পরীর মতো রূপবতী, তার উপর খুব মিশুক। সহজেই ক্যাম্পাসে পপুলার হয়ে গেলে। ডিএসএলআর-ওয়ালা অনেক জাস্টফ্রেন্ড ছিল তোমার। তাদের দিয়ে নানা ভঙ্গিমায় ছবি তুলতে। আমার পছন্দ হতো না। নিষেধ করলে শুনতে না। ঘষামাজা করে প্রায় প্রত্যেকদিন ফেইসবুকে ছবি আপলোড করতে, ছেলেরা সমানে লাভ রিয়্যাক্ট দিতো, কমেন্টে তোমার রূপের প্রশংসা করতো। তুমি খুব খুশি হতে। আর এদিকে আমি ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে কয়লা হয়ে যেতাম।

অনেকবার তোমাকে বুঝিয়েছিলাম, ফেইসবুকে এভাবে ছবি দিও না। যে ছেলেগুলো তোমার রূপের প্রশংসা করছে, সেই ছেলেগুলোর অনেকেই তোমাকে নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভোগে, রসালো আলোচনা করে বন্ধুদের সাথে।

তুমি আমার কথা শুনে রেগে ফায়ার হয়ে যেতে। আমি খুব পসেসিভ, তুমি তোমার ব্যক্তিস্বাধীনতা হারিয়ে ফেলছো, স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছো না, আমার মানসিকতা খুব নোংরা, আমার পাশে তুমি ইনসিকিউরড ফিল করো, গা ঘিন ঘিন করে- কত কিছু শুনিয়েছিলে তুমি।

রাত জেগে ফোনে কথা বলার কারণে সকালের ক্লাসগুলো মিস হতো। পড়াশোনায়ও মন দিতে পারতাম না। পড়ার টেবিলে বসলে শুধু 'তুমিই' মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে। তাছাড়া একটু পরপর মেসেজের রিপ্লাই দিতে হতো, কথা বলতে হতো। খুব খারাপ রেসাল্ট হয়েছিল সেই সেমিস্টারগুলোতে। ভালো ছাত্র, ভালো মানুষ রুমমেট অনেক বুঝিয়েছিল। পাত্তা দেইনি। বাবা মাঝে মাঝে পড়াশোনা কেমন চলছে জিজ্ঞাসা করতেন। আমি বাবার কাছে আজীবন সত্যি বলে এসেছি। আমাকে নিয়ে তিনি একদম নিশ্চিন্ত ছিলেন। মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে আমার বুক ভেঙে যেতো। খুব খারাপ লাগতো। কিন্তু মিথ্যে বলতেই হতো। ঐদিনগুলোতে প্রবল এক পাপবোধ তাড়া করে বেড়াতো আমায়। শান্তি পেতাম না। রাতে ঘুমুতে পারতাম না।

পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল। একবার টার্ম ব্রেকের সময় বাসাতেও যেতে পারলাম না টিউশনির কারণে। ডেটিং এর খরচ জোগাড়ের জন্য বাসায় মিথ্যে কথা বলে টাকা নিতাম। একই বই তিন চারবার করে কিনতাম। টিউশনিও করাতে হতো কয়েকটা। টায়ার্ড হয়ে রুমে ফিরতাম রাতে। পড়তে বসার মন মানসিকতা বা এনার্জি কোনোটাই থাকতো না। রেসাল্ট খারাপ হতো, আগেই বলেছি। আমার কি যে খারাপ লাগতো! আমার গাধা গাধা বন্ধুগুলোও আমার চেয়ে অনেক ভালো করতো।

তোমাকে স্বপ্ন ভেবে ছুঁয়ে দিতে চেয়েছিলাম। বড়ো সাধ ছিল আকাশে সাত লক্ষ সুখের ফানুস ওড়ানোর, অথচ আমার মৃত আকাশ জুড়ে উড়েছিল শুধুই যন্ত্রণার বেলুন। বিষম ভার হয়ে তুমি চেপে বসেছিলে আমার বুকের ভেতর। তবু তোমার হাসি, আড়চোখের চাহনি, পাগলামি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছেলেমানুষি কথাবার্তা, আলো-আঁধারি, রহস্যময়তা, উদাসীনতা, গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকা সবকিছু মিলিয়ে

তুমি আমার কাছে ছিলে এক মাদকের মতো। মিশে গিয়েছিলে আমার রক্তের প্রতিটি অণুচক্রিকায়। জানি তুমি আমাকে পোড়াবে, কিন্তু আমি পুড়তেই যে ভালোবাসতাম...

তিন.

...একবার তোমার এক আচরণে (এটা নিয়ে পরে বলবো) আমি বেশ কষ্ট পেয়েছিলাম। প্রথমবারের মতো তুমি আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলে। চোখ ফুলিয়ে কেঁদেছিলে। আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। আমাদের সম্পর্কের সুতো আলগা হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনার পর তা আবার জোড়া লাগলো। সেই শুরুর দিনগুলোর মতো। প্রেম পেকে টসটসে হয়ে গেল, তুমি আমার হাতে হাত রেখে ১০৮ বারেরও বেশি জিজ্ঞেস করে ফেললে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছো তো? আমাকে কখনো ছেড়ে চলে যাবে না তো? বেশ চলছিল এরপর। পাগলামি, কফিশপ, সিনেপ্লেক্স, কথায় কথায় রাতভোর হয়ে যাওয়া, স্বপ্ন, কল্পনা...

হঠাৎ একদিন কানাডা থেকে এলো এক দমকা হাওয়া। সেই দমকা হাওয়ায় অচিন দেশের রাজকুমার তোমাকে নিয়ে উড়াল দিলো। বিদায় নিতে তুমি এসেছিলে রবীন্দ্র সরোবরে। কেঁদে কেঁদে বলেছিলে, '*আমাকে ক্ষমা করে দিও*'। আমি হেসেছিলাম। তোমার চোখের পানি মুছে দিয়ে দুগালে নিজের দুহাত রেখে বলেছিলাম, '*পাগলি মেয়ে একটা!*'

তারপর কতো দিন, কতো রাত চলে গেছে! কত নক্ষত্রের মৃত্যু ঘটেছে। কতো রাত আমি নির্ঘুম কাটিয়ে দিয়েছি বিছানায় এপাশ ওপাশ করে করে। একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করেছি। গভীর রাতে সাউন্ড সিস্টেম অন করেছি। মান্না দে কেঁদে কেঁদে জানিয়েছে সে অনেকদিন দেখেনি তার প্রিয়াকে, তাহসান বলেছে চাঁদের আলো কখনো তার হবে না। মাঝে মাঝে গিটার নিয়ে হলের সিঁড়িতে বসতাম। গাঁজায় দুটো দম দিয়ে গান ধরতাম '*গিভ মি সাম সানশাইন, গিভ মি সাম রেইন...*'

খাওয়াদাওয়া করতাম না, ক্লাসে যেতাম না, ক্লাস টেস্টগুলোও মিস করতাম। বাসা থেকে ফোনের পর ফোন দিতো। ধরতাম না। পরে ফোন করে আম্মুকে ঝাড়ি দিতাম। রুমমেট, বন্ধুবান্ধব, স্যার, অনেকেই চেষ্টা করেছে বোঝানোর। বুঝিনি আমি। বন্ধুরা সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছিল। এমন সময় একটা ঘটনা ঘটলো যেটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো ১৮০ ডিগ্রী।

গাঁজা আর সিগারেটের গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে গোলগাল, ভালোছেলে দুই রুমমেট অন্য রুমে পালিয়ে বাঁচলো। বেড দুইটা ফাঁকা পড়েছিল এক দিন। দরজা বন্ধ করে সারাদিন গাঁজা টেনেছিলাম। পরের দিন বেডদুটো আবার দখল হয়ে গেল। একজন আমার চাইতে দুই বছরের সিনিয়র। হুজুর। মুখে একগাল দাড়ি, চোখে চশমা। মুখে সব সময় স্মিত হাসি। প্রথম দেখাতেই মানুষটাকে খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। আমার বেহাল অবস্থায় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন উনি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমাকে বুঝিয়েছিলেন উনি। আমি তর্ক করেছি, মেজাজ হারিয়ে একদিন চিৎকার করে বলেছিলাম, '*আমাকে আমার মতোই থাকতে দেন না ভাই! আপনারা হুজুর মানুষ, ভালোবাসার কী বোঝেন? সব মেয়েরা মিথ্যেবাদী, প্রতারক।*'

ভালোবাসার কী বুঝি! ভাই স্মিত হেসে আমাকে শুনিয়েছিলেন ভালোবাসার এক মহাকাব্যিক উপাখ্যান। শুনিয়েছিলেন নবীজি (ﷺ) আর খাদীজা (রা.)-এর ভালোবাসার কথা, শত বাধা-বিপত্তির মুখেও দ্বীন প্রচারে নবীজি (ﷺ) -এর দৃঢ়তা আর খাদীজা (রা.)-এর পাশে থাকার কথা। শুনিয়েছেন স্ত্রী আইশাহ (রা.)-এর সাথে নবীজি (ﷺ) -এর দৌড় প্রতিযোগিতার গল্প, স্ত্রীর এঁটো পাত্রে ঠোঁট লাগিয়ে পানি পান করার গল্প, সওয়ারীর পিঠে উঠতে স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য হাঁটু গেড়ে বসে পড়ার গল্প। কুরআনের আয়াত নাযিল হলো,

> 'হে নবী, আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা করো, তবে আসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দেই।'[৪১৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সব স্ত্রীদের জানিয়ে নিলেন। তাঁদেরকে বেছে নেবার সুযোগ দিলেন হয় আমাকে পাবে অথবা এই দুনিয়ার ভোগবিলাস, চাকচিক্য। তাঁর সব স্ত্রীরা একবাক্যে জানিয়ে দিলেন, '*আমরা আপনাকেই চাই ইয়া রাসূলাল্লাহ।*'

এমন এক সংসার তাঁরা বেছে নিলেন, যেখানে মাসের পর মাস চুলায় আগুন জ্বলে না, খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করতে হয়, নবীর স্ত্রী হয়েও মোটা কাপড় পরে থাকতে হয়, সংসারের কাজ করতে গিয়ে কালিঝুলি মাখতে হয়, জরাজীর্ণ কুটিরে খেজুরপাতার বিছানায় শুতে হয়।

আমি শুনেছি আর মুগ্ধ হয়েছি। এমনটাও হয়! রূপকথার ভালোবাসাও যে হেরে যায় এর কাছে!

যদি আমাদের ঘরবাধা হতো, যদি আমাদের এরকম দরিদ্রতার মুখোমুখি হতে হতো, তুমি কী এভাবেই আমাকে ভালোবাসতে? কক্ষণো নয়। এই অবস্থায় পড়লে প্রথম সুযোগেই ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালিয়ে যেতো। সিনেমা বা ডেটিং-এ না নিয়ে গেলে, তুমি যেরকম করতে আমার সাথে, মাসের পর মাস আধপেটে থাকা, জীর্ণ পোশাক পরা...উফ! সম্ভবই না।

ভাই আমাকে বুঝিয়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে...

তুমি তো হেরেই গেলে। লুযার হয়েই রইলে আজীবন! বালিকা তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। এক পলক দেখেই তুমি যাকে ভালোবেসেছিলে, ক্যারিয়ার, পড়াশোনা, শাশ্বত নিয়মকানুন ভেঙেচুরে কাঙালের মতো ছুটে বেড়িয়েছিলে যার পিছু পিছু, সেই

[৪১৮] সূরা আহযাব, ৩৩: ২৮

বালিকা তোমাকে ভুলে গিয়েছে। একসময় তোমার কবিতা শোনার জন্য যেই বালিকা একটু পর পর ফোন করে জ্বালাতো, তোমার নামের পাশে সবুজ বাতি জ্বলতে দেখলেই নক করতো, সেই মেয়ে শব্দেরও অধিক দ্রুতগতিতে ভুলে গিয়েছে তোমাকে, তোমার সেই সব নিশাচরী কবিতাগুলোকে। ভুলে গিয়েছে বাদলা দিনের প্রথম কদমফুল আর বৃষ্টিতে ভেজার সব প্রহরগুলোকে। একপলকেই ভুলে গেছে সবকিছু, ঠিক যেমন এক পলক দেখেই তুমি প্রেমে পড়েছিলে।

বড়লোক, এস্টাব্লিশড স্বামীর সাথে রোজ রোজ ছবি দেয়; রেস্টুরেন্ট, শপিং মল, সিনেমা হলে। হানিমুনের ছবি, বিদেশ ঘোরার ছবি। দামি ক্যামেরায় তোলা ঝকঝকে হাসিতে ভরপুর সব ছবি। সুখ, ভালোবাসা উপচে পড়ছে যেন! তুমি এসব দেখে দেখে, অতীতের কথা ভেবে, পুরোনো স্মৃতি মনে করে নিজেকে পোড়াও। তামাক পাতার ধোঁয়ায়। পুড়ে যায় তোমার তরুণ ফুসফুস, তোমার হৃৎপিণ্ড। বেঈমানি করে বসে দুচোখ। নামে অশ্রুর অঝোর ধারা।

বালিকার ছলনা নারীজাতির ওপর থেকে তোমার সব বিশ্বাস নষ্ট করে দিয়েছে। প্রতিশোধ নেবার জন্য তুমি হানা দাও নিষিদ্ধ সাইটগুলোতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীল উদ্দামতা চলতে থাকে পর্দায়। তুমিও সমানে হাত চালাও। প্রতিশোধ নিতে হবে, মস্ত বড় প্রতিশোধ, ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ!

এই প্রতিশোধের শেষ কোথায়? আর কতো রাত গাঁজা খেয়ে টাল হয়ে পড়ে থাকলে, আর কতো ক্লাস ফাঁকি দিলে, আর কতো মেয়েকে ধরে খেয়ে ছেড়ে দিলে, আর কতো রাত পর্ন দেখলে, আর কতোবার হস্তমৈথুন করলে, আর কতোবার মায়ের চোখের জল দেখলে, বাবার আর কতোটা অপমান দেখলে তোমার প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হবে? তুমি ঐ মেয়েকে পরাজিত করতে পারবে? বলো, আর কতো কাল তোমার এই অদ্ভূত প্রতিশোধ চলবে? কবে তুমি বিজয়ী হবে? কবে বালিকা হেরে যাবে?

বোকা ছেলে, তুমি তো শুরুতেই হেরে গিয়েছো! প্রতিশোধ নেবার নামে গাঁজা খাচ্ছো, সিগারেট খাচ্ছো, খাওয়াদাওয়া, ঘুমের অনিয়ম করছো এতে কার ক্ষতিটা হচ্ছে শুনি? ঐ মেয়ের, না তোমার নিজের, নিজের শরীরের? পর্ন আর হস্তমৈথুনে তুমি তিলে তিলে শেষ করে ফেলছো পৌরুষের সব শক্তি, কার ক্ষতি হচ্ছে? কার মা কষ্ট পাচ্ছে? আত্মীয়, প্রতিবেশী, পাশের বাসার আংকেল-আন্টিদের কাছে কার মা, কার বাবা অপমানিত হচ্ছে? সে তো সুখেই আছে। তোমার কোনো দুঃখ, কষ্ট, প্রতিশোধের অভিমান, আগুন কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করেনি, করবেও না; এরকম অবস্থায় সাধারণত করেও না।

আর তুমি?

নিজের জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছেড়েছো! নর্দমার শুয়োর আর রাস্তার কুকুরেরা যেভাবে জীবনযাপন করে, তুমি বেছে নিয়েছো ঠিক সেই জীবন। নিজের শরীর শেষ

করছো, স্বপ্নগুলোকে নিজের হাতে গলা টিপে মারছো।

বোকা ভাই আমার! এটা কোনো জীবন হলো?

ফিরে এসো ভাই। বাবার কাছে ক্ষমা চাও, মায়ের চোখের জল মুছে দাও। জায়নামাযে দাঁড়াও। চোখের জলে জ্বালিয়ে দাও অতীতের সব ভুল, সব পাপ। আবার শুরু থেকে সব শুরু করো। লম্বা একটা জীবন পড়ে আছে। ফিরে আসো ভাই! ফিরে আসো জীবনে। প্লিজ!

আস্তে আস্তে আমার মধ্যে পরিবর্তন আসা শুরু হলো। ঝাঁকড়া চুলে তেল, চিরুনি পড়লো, সিগারেট খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিলাম, গাঁজা ছেড়ে দিলাম একেবারেই, শুক্রবার ছাড়াও মাঝে মাঝে মসজিদে যাওয়া শুরু করলাম। বালিকা, তোমার বিরহের মাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করলো। কী ঋতু চলছিল তখন? শরৎ না হেমন্ত? হেমন্ত বোধহয়। আহা কী ভীষণ দামি ছিল সেই হেমন্ত!

ইউটিউব ব্রাউজিং করতে করতে একদিন পেয়ে গেলাম 'পরকালের পথে যাত্রা' নামের এক লেকচার সিরিয। গমগমে কণ্ঠস্বরের বক্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে গেলেন একটানা। আমি শুয়ে শুয়ে শুনে গেলাম কাঁথা মুড়ি দিয়ে। কী দরদ মাখা কণ্ঠ তাঁর, কী গভীরতা তাঁর কথায়!

সেই লেকচারেই শুনলাম আশ্চর্য একদল তরুণীদের কথা, আয়তনয়না যাদের চোখ, কোনো মানুষ ও জ্বীন কখনো যাদের স্পর্শ করেনি। প্রবাল ও পদ্মরাগের মতো এই সব তরুণীদেরকে আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা নাম দিয়েছেন হূর আল আঈন। আল্লাহ তা'আলা এদেরকে নাকি এতো সুন্দর করে বানিয়েছেন যে এদের দিকে তাকিয়েই মানুষ বছরের পর বছর কাটিয়ে দিবে। তবু চোখ ফেরাতে পারবে না। সেই লেকচারে আরো শুনলাম আকাশের ওপারের লাল নীল হিরে আর মুক্তোর প্রাসাদের কথা, আদিগন্ত বিস্তৃত রেশমের গালিচা, সারি সারি আসন, সালসাবিল আর কাউসারের কথা, সিদরাতুল মুনতাহার কথা...।

বালিকা তোমার প্রতি যে ভালোবাসাটুকু অবশিষ্ট ছিল তার এক কানাকড়িও আর থাকলো না এই লেকচার শোনার পর। কঠোর প্রতিজ্ঞা করলাম, জান্নাতের সেই মুহূর্তগুলো কিছুতেই মিস করা যাবে না। বদলে গেলাম আমি।

আমূল বদলে গেলাম।

চার.

...বৃষ্টি ভালোবাসতাম আমরা দুজন। কতদিন বৃষ্টিতে দুজনে হেঁটে বেড়িয়েছি ফাঁকা ফুটপাতে, কাগজের নৌকা বানিয়ে ভাসিয়েছি বৃষ্টির স্রোতধারায়। সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। সারা বিকেল আমরা ঘুরে বেড়ালাম রিকশায়। শেষ বিকেলে ঝুম বৃষ্টির পরের সেই ভীষণ প্রিয় নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল। রিকশার ভেতরের আঁধো

অন্ধকারে তুমি আমার গা সেঁটে বসলে। একদম গা সেঁটে। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল।

আমি হয়তো তখন শুক্রবারের নামাযও পড়তাম না, হয়তো চেইন স্মোকার ছিলাম, লুকিয়ে লুকিয়ে পর্ন দেখতাম হঠাৎ হঠাৎ। তারপরেও তুমি যখন মাঝে মাঝে এতো কাছাকাছি আসতে, তখন আমার অস্বস্তি হতো। কেমন জানি হয়ে যেতে তুমি সেই সময়টুকুতে। চোখের ভাষায় কী জানি বলতে চাইতে!

সেদিন আমি ছোট্ট রিকশার একপাশে যতটুকু সরে বসা সম্ভব ততটুকু সরে বসেছিলাম। তুমি মুখে রহস্যময় হাসি হেসে আবার আমার গা সেঁটে বসছিলে বারবার। রিকশা থেকে নেমে যাবার আগমুহূর্তে আমার কানের কাছে ঠোঁট এনে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে বললে, 'কাল বাসা খালি। ভাইয়া, ভাবী বেড়াতে যাবে। একা একা আমি বাসায় থাকতে পারি না। আমার ভীষণ ভয় লাগে...'।

কী ভুলের মধ্যেই না আমি ডুবে ছিলাম! আলেয়াকে আলো ভেবে নষ্ট করেছিলাম জীবনের সবচেয়ে সজীব সময়গুলো। এখনো ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলে ঘর থেকে বের হয়ে আসি। বৃষ্টিতে ভিজি। খালি পায়ে একা হেঁটে বেড়াই সবুজ ঘাসের উপর। রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সুন্নাহ।[৪১৯] দু'আ করি মন ভরে, বৃষ্টির সময় দু'আ কবুল হয়। হলের লেকের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি বৃষ্টির ফোঁটা পানিতে পড়ে বৃত্তাকার ঢেউ তৈরি করছে, দূরের শালবনের ভেতর কাকের দল বৃষ্টিতে জবুথবু হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির ঠাণ্ডা ফোঁটা ভিজিয়ে দেয় আমার সর্বাঙ্গ, আড়াল করে ফেলে চোখের তপ্ত অশ্রু। কত ভুল করে ফেলেছি এই ছোট্ট জীবনে! কত গুনাহ করে ফেলেছি। ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। তুমি ছাড়া তো আমার যাবার জায়গা নেই।

বালিকা, তোমার সম্মোহনী আমন্ত্রণে আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন। তড়িতাহতের মতো কেঁপে উঠেছিলাম নিদারুণ বেদনায়। ঘৃণায় সারা শরীর রি রি করে উঠেছিল। নিজেকে ধোঁয়া তুলসি পাতা প্রমাণ করতে চাইছি না। টগবগে তরুণ আমি। নারীদেহের ব্যাকুল শুশ্রুষা পাবার ইচ্ছে আমারও হতো। কিন্তু বালিকা বিশ্বাস করো, বিয়ের আগে এসব করবো এমনটা কখনো তোমাকে নিয়ে ভাবিনি। পাপ আর পঙ্কিলতা সযত্নে দূরে সরিয়ে, বুকের বেশ বড়সড় একটা জায়গা ফাঁকা করে, পবিত্রতা আর স্নিগ্ধ ভালোলাগায় মুড়ে রেখেছিলাম তোমাকে। সেই তুমি এমন একটা কথা বলতে পারলে!

তুমি বোধহয় পড়ে ফেলেছিলে আমার অনুভূতি। সেই রাতে লম্বা একটা মেসেজ পাঠিয়ে সরি বলেছিলে। দুইদিন পরে মাফ চাইতে আমার হলের নিচে এসেছিলে সশরীরে। তোমার চোখের পানি দেখে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম তখনই। কিন্তু তোমার

[৪১৯] ফাদালাহ বিন ওবাইদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে মাঝে মাঝে খালি পায়ে হাঁটতে আদেশ করেছেন। (আবু দাউদ: ৪১৬০। হাফেজ ইরাকী হাদিসটির সনদকে জায়্যিদ তথা শক্তিশালী বলেছেন। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তাখরীজুল ইহইয়া ৪/২৮৯, সহীহাহ ২/২০)

প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে গিয়েছিল অনেকখানি।

ক্লাস নাইনের এ সেকশনের বালিকা, তুমি ছিলে আমার কৈশোরের প্রথম ভালোলাগা, ভালোবাসা। হাইস্কুল সুইটহার্ট। কোনো কালিমা না ছুঁয়ে নিখাদ ভালোবাসা আর শুভ্রতায় কতোবার তোমাকে ছুঁয়েছি কল্পনায়, তোমার রেশমের মতো চুলে আনমনে বিনুনি কেটেছি, সে সবের তুমি কতটা জেনেছো?

পোকাদের হাতে তুলে দিয়েছো নিজেকে, পোকারা খুবলে খুবলে ক্ষতবিক্ষত করেছে দিবানিশি, কেউ একজন তোমার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে পার করে দেবে দীর্ঘ সুখের প্রহর...এই সৌভাগ্য তোমার কখনো হবে?

এই পৃথিবীতে কতদিন তোমাকে পেতাম বলো? কতোটাই বা নিখুঁত তুমি? অপরূপা? পরিপূর্ণা? চুলে তেল না দিলে, চিরুনি না করলে তোমাকে পাগলি পাগলি লাগে। দাঁত না মাজলে দুর্গন্ধ বের হয়, বগল থেকে বিশ্রী গন্ধ আসে, চোখে পিঁচুটি জমে, সাবান না দিলে ময়লার আস্তরণ পড়ে। টয়লেটে যেতে হয়, নাকে সর্দি আসে। ৩০-৩৫ বছর বয়স হলেই মেদ জমে হিপোপটোম্যাস হয়ে যাবে, তারপর একদিন চুল পেকে যাবে, চামড়া ঝুলে যাবে, ফোকলা দাঁতের দাদী-নানী হয়ে যাবে।

তোমার মায়াজালে বিভ্রান্ত হয়ে ভুলতে বসেছিলাম তুমি সসীম, তুমি নশ্বর। ভুলতে বসেছিলাম এই আকাশের ওপারেও আরেকটা আকাশ রয়েছে। তার উপর স্বর্ণ, মণিমুক্তো আর হীরার একটা প্রাসাদ রয়েছে আমার। সেখানে যাবার রাস্তা দুনিয়াতে নিজের বাড়ি যাবার পথের চাইতেও ভালোভাবে চিনবো। প্রাসাদের কাছাকাছি যাবার পরে অসাধারণ একটি দৃশ্য দেখে থমকে যাবো আমি। আমার হার্টবিট মিস হবে। পা ভারী হয়ে যাবে, নড়াচড়া করতে পারবো না!

কী সেই দৃশ্য?

আমার জান্নাতি স্ত্রী আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে- অপরূপ এই দৃশ্যে আমি মুগ্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবো বছরের পর বছর! ৪০ বছর পলকহীন চোখে তাকিয়ে উপভোগ করবো আমার জান্নাতি সেই স্ত্রীর অপরূপ সৌন্দর্য। এমন সৌন্দর্য, এমন রূপ যা দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। কোনো মানবহৃদয় তা কখনো কল্পনাও করতে পারে না।

আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন,

> 'নিশ্চয় আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। আর তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা'।[৪২০]

আয়তনয়না হুরদের সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন,

---

[৪২০] সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬: ৩৫-৩৭

'যেন তাঁরা সুরক্ষিত মুক্তো'[৪২১]

'তাঁরা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ'[৪২২]

'যেন তারা গৌরবর্ণ সুরক্ষিত ডিম'।[৪২৩]

জান্নাতি স্ত্রীগণ এ কারণেই সুন্দরী নয় যে তাঁরা কোনো সুন্দরী প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছে। বরং স্বয়ং আল্লাহ তাঁদের সৌন্দর্যের সার্টিফিকেট দিয়েছেন!

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-

> একজন জান্নাতের হুর যদি পৃথিবীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে তবে মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র স্থান এমনভাবে আলোকিত, উদ্ভাসিত হয়ে যেতো যে তাতে চন্দ্র, সূর্যের আলো পর্যন্ত নিষ্প্রভ হয়ে যেতো। সমগ্র পৃথিবী সুগন্ধিতে ভরে যেতো।'[৪২৪]

জান্নাতের স্ত্রীদের তোমার মতো শারীরিক সীমাবদ্ধতা নেই। তাদের টয়লেটে যেতে হয় না, গা দিয়ে গন্ধ বের হয় না, মুখে দুর্গন্ধ হয় না। তাঁদেরকে তো মাটি দিয়েই তৈরি করা হয়নি! বরং আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা তাঁদের তৈরি করেছেন বিশেষভাবে- কস্তুরী, কর্পূর এবং জাফরান দিয়ে। তাঁদের থুতুও মেশকের সুগন্ধ ছড়াবে। মাথার ওড়না দুনিয়া এবং এই পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে, সে সবকিছুর চেয়েও উত্তম!

তোমার মতো তাঁরা কখনো বুড়িয়ে যাবে না। কখনো তাঁদের সৌন্দর্য ম্লান হবে না। বরং দিন দিন তাঁরা আরো বেশি রূপবতী, মায়াবতী হয়ে উঠবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'জান্নাতে একটি বাজার থাকবে। প্রত্যেক জুমু'আবারে জান্নাতি লোকেরা সেখানে একত্রিত হবে। তারপর উত্তরের হাওয়ায় সেখানকার ধূলোবালি তাঁদের চেহারা ও কাপড়ের উপর পড়বে। তাতে তাঁদের সৌন্দর্য বেড়ে যাবে। স্ত্রীদের নিকট ফিরে যাবার পরে তাঁদের স্ত্রীরা বলবেন, আপনারা তো বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছেন'। জান্নাতি লোকেরাও স্ত্রীদের বলবেন, 'তোমরাও আগের চাইতে অনেক সুন্দর হয়ে গিয়েছো।'[৪২৫]

জীবন বাবু হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হেঁটে মালয় সাগর, বিদর্ভ নগর ঘুরে শেষমেষ বনলতা সেনের কাছে যে শান্তি পেয়েছিল, আমি তোমার কাছে ঠিক সেই শান্তি পেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দিনরাত তুমি তুমি করেও অস্থিরতা, অশান্তি, নির্ঘুম রাতই কপালে জুটেছে আমার বেশি। সবসময় সন্দেহ, ঝাড়ি, জেরা, পুলিশগিরি... এসবে কি শান্তি পাওয়া যায়?

---

[৪২১] সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬: ২৩

[৪২২] সূরা আর রহমান, ৫৫:৫৮

[৪২৩] সূরা আস সাফফাত, ৩৭:৪৯

[৪২৪] বুখারী: ২৭৯৬

[৪২৫] মুসলিম: ২৮৩৩

জান্নাতের স্ত্রীরা কখনোই আমাকে তোমার মতো বকাবকি করবে না, ঝাড়ির উপর রাখবে না, এটা কিনে দাও, ওটা কিনে দাও, রেস্টুরেন্টে খেতে নিয়ে যাও, সিনেমা দেখতে নিয়ে যাও ইত্যাদি আবদার করবে না। কখনোই কটু কথা বলবে না আমাকে। সন্দেহ করবে না।

'তাঁদের সাথে থাকবে লজ্জাবতী, নম্র ও আয়তলোচনা তরুণীরা' [৪২৬]

'সেখানে তাঁরা কোনো অর্থহীন প্রলাপ শুনতে পাবে না। বরং বলা হবে শুধু শান্তি! নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।'[৪২৭]

বালিকা, তুমি যেমন আমার মৌলিক ভালোবাসা ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছো, জান্নাতের স্ত্রীরা কখনোই এমন করবে না। ওরা কখনোই আমাকে ধোঁকা দেবে না। আমাকে কোনো টেনশন করতে হবে না- না জানি আমাকে ছেড়ে চলে যায় কি না। না জানি আমাকে ধোঁকা দেয় কি না, না জানি আমার সাথে প্রতারণা করে কি না। এসবের তো কোনো সম্ভাবনাই নেই, কারণ হুর আল আঈনকে তো কেবল আমার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। না কোনো মানুষ বা জ্বীন এদের দেখেছে আর না কেউ তাঁদের স্পর্শ করেছে।

'সেখানে থাকবে আয়তনয়না স্ত্রীগণ। এদের কোনো জ্বীন বা মানুষ স্পর্শ করেনি।'[৪২৮]

জান্নাতের স্ত্রী কখনোই আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না। অন্য পুরুষের দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না। মিষ্টি সুরে আমাকে বলবে, 'তোমার চাইতে হ্যান্ডসাম পুরুষ আর কেউ নেই। সমস্ত প্রশংসা তো সেই আল্লাহর যিনি তোমাকে আমার স্বামী আর আমাকে তোমার স্ত্রী বানিয়েছেন।'[৪২৯]

আহহ! আমার কোনো টেনশন নেই। কোনো ভাবনা নেই। জান্নাতের স্ত্রী অসীম সময় জুড়ে আমাকেই, শুধু আমাকেই ভালোবাসবে; প্রতিটা মুহূর্তে আমাকে আগের চেয়েও বেশি কাছে চাইবে, আমার বুকে মুখ লুকোবে, আমাকে জড়িয়ে ধরেই সুখের গল্প লিখবে। জান্নাত তো হলো সেই রূপকথার রাজ্য যেখানে দুঃখকষ্ট নেই, নেই গ্লানি, অবসাদ বা বিষণ্ণতা বলে কোনো কিছু। শুধু সুখ আর সুখ। অবিরাম বৃষ্টির মতো সুখ। যার শুরু আছে শেষ নেই। জান্নাতের নিয়ামতের কথা কল্পনা করারও ক্ষমতা নেই মাটির মানুষের। এমনই এক রাজ্য সেটি! রূপকথার মতো যেখানে- অতঃপর তাহারা চিরকাল সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকিলো।'

---

[৪২৬] সূরা আস সাফফাত, ৩৭:৪৮
[৪২৭] সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬:২৫-২৬
[৪২৮] সূরা রহমান, ৫৫:৫৬
[৪২৯] ইবনুল জাওযী, কারা জান্নাতের কুমারীদের ভালোবাসে, আর রিহাব পাবলিকেশন, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৩

'কেউই জানে না চোখ জুড়ানো কি কি নিয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়েছে জান্নাতে।'[৪৩০]

পাঁচ.

মাঝে মাঝে উথালপাতাল জ্যোৎস্নায় ভেসে যায় চারিদিক। চাঁদের আলো যেন হেসে হেসে গলে পড়ে। রাতজাগা বাতাস ভাসিয়ে নিয়ে আসে বকুলমালার তীব্র গন্ধ। এমন রাতে ঘুমানো অপরাধ। এই অপরাধ আমি করি না। বাইরের বারান্দায়, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকি। শত সহস্র বছরের পুরোনো নক্ষত্ররা মিটিমিটি তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আমিও কী তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি না? তোমায় ভেবে কল্পনায় আনমনে লিখতে থাকি না কোনো এক উপাখ্যান? এক অদ্ভুত, কাল্পনিক কিন্তু সত্য প্রেমের উপাখ্যান।

'তুমিও কি সহস্রবার আমার কথা ভেবেছো? নাকি তার চেয়েও বেশি; লক্ষকোটি বার? ধূলিমলিন মিথ্যে কথার এই পৃথিবীতে বসে আমি কতো অযুত কোটিবার তোমার কথা ভেবেছি! পুকুর ধারে জলের গন্ধে চোখ ভিজিয়েছি। আর মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি কোষ ব্যবহার করে করে কল্পনা করার চেষ্টা করেছি এমন এক সুখের, যা কখনো কোনো মানুষ অনুভব করেনি...

তুমি এলে...পাশে বসলে আমার, সবুজ ঘাসের উপর। একটু দূরেই টলটলে স্বচ্ছ পানির বিশাল দীঘি। আকাশ থেকে একরাশ নীল ঝরে ঝরে পড়ে একটু নীলাভ দেখাচ্ছে দীঘিটাকে। তোমার কোলে আমি মাথা রেখে শুয়ে আছি। তুমি আলতো করে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছো। দুটো প্রজাপতি সেই কখন থেকে উড়ছে। তুমি তাদের দিকে তাকিয়ে খুশিতে হেসে দিলে। আমি দুশো একান্ন বারের মতো তোমার প্রেমে পড়লাম। আমার চোখ দেখেই তুমি বুঝে ফেললে সেটা, তাই না?

খামখেয়ালি বাতাস এসে এলোমেলো করে দিলো তোমার চুল। একগোছা চুল এসে পড়লো তোমার মুখের ডানপাশে। সরিয়ে দিলাম ফুঁ দিয়ে। তুমি আমার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটলে। দুশো বায়ান্ন বারের মতো আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেলাম!

তোমার দুষ্টুমি ভরা চোখের তারায় নীল আকাশ তিরতির করে কাঁপছিল। তুমি কি জানো, তোমার সেই সবুজাভ চোখ আমার ভেতরের কত কিছুর মৃত্যু ঘটালো আর কত কিছুর জীবন দিলো? আড়চোখে তোমার দিকে তাকাতেই ধরা পড়ে গেলাম আবার। তোমার চোখেমুখে সবজান্তার হাসি। আমার কী দোষ বলো? তোমাকে আল্লাহ্ যে বানিয়েছেন বানানোর মতো করেই!

বিকেলের এক নরম মুহূর্ত। আবদার ধরলে, কাউসার দেখতে যাবে। বেরিয়ে পড়লাম আমরা। নৌকায় দাঁড়িয়ে আগন্তুক বাতাসে তুমি মেলে দিলে দুই হাত। পাখির মতো। যেন এক্ষুণি গা ভাসাবে এই আগন্তুক বাতাসে। ঘোরলাগা এক আলো এসে পড়লো

---

[৪৩০] সূরা আস-সাজদা, ৩২:১৭

তোমার স্নিগ্ধ মুখটাতে। মুহূর্তেই তুমি যেন আমার থেকে অনেক দূরে চলে গেলে। ছুঁতে ইচ্ছে করে না, কথা বলতে ইচ্ছে করে না, কাছে যেতেও ইচ্ছে করে না। দূর থেকে শুধু একমনে দেখে যেতে ইচ্ছে করে!

বছরের পর বছর ধরে! হাজার হাজার বছর ধরে!

আর ঠিক তখনই দুশো তিপ্পান্নবারের মতো আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেলাম!

জানি, তুমি আমার কল্পনার চাইতেও সুন্দর। আমার কল্পনা ধারে কাছেও যেতে পারে না তোমার অনুপম সৌন্দর্যের। তবু আমি তোমার কথা ভাবি। কল্পনায় তোমাকে ছুঁই হরদম।

হে হুর আল আঈন, হে আমার জান্নাতি স্ত্রী, তুমিও কি আমার কথা ভাবো অষ্টপ্রহর? তুমি কি কখনো প্রেমে পড়েছো আমার? জানি না, জানতে চাইও না। শুধু জেনে রাখো, অসীম গুণোত্তর ধারার মতো আমি তোমার প্রেমে পড়ে চলেছি, পড়েই যাচ্ছি, পড়েই যাচ্ছি, পড়েই যাচ্ছি ...

মাতাল হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেয় গগন শিরীষ গাছটা। ওর ডালপালার ছায়া বারান্দার যমীনে আঁকে অদ্ভূত এক নকশা। জ্যোৎস্না দুলে ওঠে। দূর থেকে ভেসে আসে পানকৌড়ির ডাক। ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমার কল্পনার সুতো। ঠেস দিয়ে বসে থাকি আমি বারান্দায়। চোখের কোণে কী অশ্রুবিন্দু জমে? নাকি আমার মনের ভুল? কল্পনা? কী জানি!

অপেক্ষার প্রহরগুলো বড় কষ্টের!

তবে সবকিছুরই তো শেষ আছে—তিক্ততার, শান্তির, অস্থিরতার, জীবনোপন্যাসের। দীর্ঘ অপেক্ষার তো বটেই।

তাই না?

লস্টমডেস্টি একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক অনলাইন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের নানাবিধ সমস্যা বিশেষ করে পর্ন আসক্তি, প্রেম আসক্তি, বিয়ে, আত্মহত্যা, হতাশা, বয়ঃসন্ধিকালীন নানা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা নিয়ে লস্টমডেস্টি কাজ করে আসছে লেখালেখি এবং ভিডিও বানানোর মাধ্যমে।

'আকাশের ওপারে আকাশ' লস্টমডেস্টির দ্বিতীয় বই। প্রথম বই 'মুক্ত বাতাসের খোঁজে' প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালে। বিষয় ছিল ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর পর্ন আসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব ও এ থেকে উত্তরণের উপায়। আল্লাহর ইচ্ছায় এই বইয়ের উসীলায় অসংখ্য মানুষ আসক্তি কাটিয়ে মুক্ত বাতাসে ফিরে এসেছেন।

লস্টমডেস্টির পথচলা শুরু হয় ২০১৫ সালে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই পথচলা যেন অব্যাহত রাখেন সামনের দিনগুলোতেও। দুয়ার দরখাস্ত।

লস্টমডেস্টির ফেইসবুক পেইজ-
www.facebook.com/lostmodesty
ওয়েবসাইট- https://lostmodesty.com
ইউটিউব- www.youtube.com/LostModesty
মেইল- Lostmodesty@gmail.com

একটা অদ্ভুত সমস্যার মধ্যে আছি আমরা।

সমাজ ও সভ্যতা প্রেমকে মহিমান্বিত করে। প্রেম ছাড়া জীবন রঙহীন, নিষ্প্রাণ। অপূর্ণ। অর্থহীন। জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার চূড়ো হলো প্রেম। বাকি সব সাইডস্টোরি, বাকি সবাই এবং সবকিছু পার্শ্বচরিত্র। আধুনিক মানব ও মানবীরা তাই পথে পথে নেড়েচেড়ে, চেখে দেখে সব নুড়ি পাথর। গভীর এক তৃষ্ণা নিয়ে খুঁজে ফেরে প্রেমের সেই পরশপাথর। আর এই খোঁজকে উপস্থাপন করা হয় মাদকতাময় সৌন্দর্যের সাথে।

আবার, সমাজ ও সভ্যতায় আমরা পতনের চিহ্ন দেখতে পাই। আমরা দেখি হতাশার মহামারি, পরিবারের ভাঙন আর গন্তব্যহীন প্রজন্ম। আমরা দেখি, ক্রাশ কনফেশনস এর কেলেঙ্কারির গল্প। আমরা দেখি শরীরের যথেচ্ছ ব্যবহার, বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ, ভাইরাল ভিডিও, বছরে লক্ষ লক্ষ গর্ভপাত আর মাসে গড়ে ৫০টার মতো আত্মহত্যার খবর। দেখি অবক্ষয়, অধঃপতন আর ক্লেদাক্ত কলুষতা।

দুটো ছবি প্রায় বিপরীতমুখী। আবার একটা আরেকটার সাথে যুক্ত নিবিড়ভাবে। কিন্তু এই সম্পর্কটা আমরা দেখতে পাই না। আমরা দেখতে চাই না। চোখের সামনে সব চিহ্ন থাকার পরও হিসেব মেলে না আমাদের।

কেন এই অদ্ভুত বৈপরীত্য? রহস্যটা কোথায়?

প্রেমের অলীক রূপকথার ঐ আকাশের আড়ালে আরো একটা আকাশ আছে। মাটি আর মানুষের, ঘাসফড়িং আর শিশিরের এবং মৌলিক ভালোবাসার। যে আকাশ আধুনিকতার একমাত্রিক চশমায় ধরা দেয় না।

শুভ্রতায় মোড়ানো সেই আকাশটাকে নিজের করে নেবার ব্যাকরণ নিয়েই আমাদের এই আয়োজন- আকাশের ওপারে আকাশ।
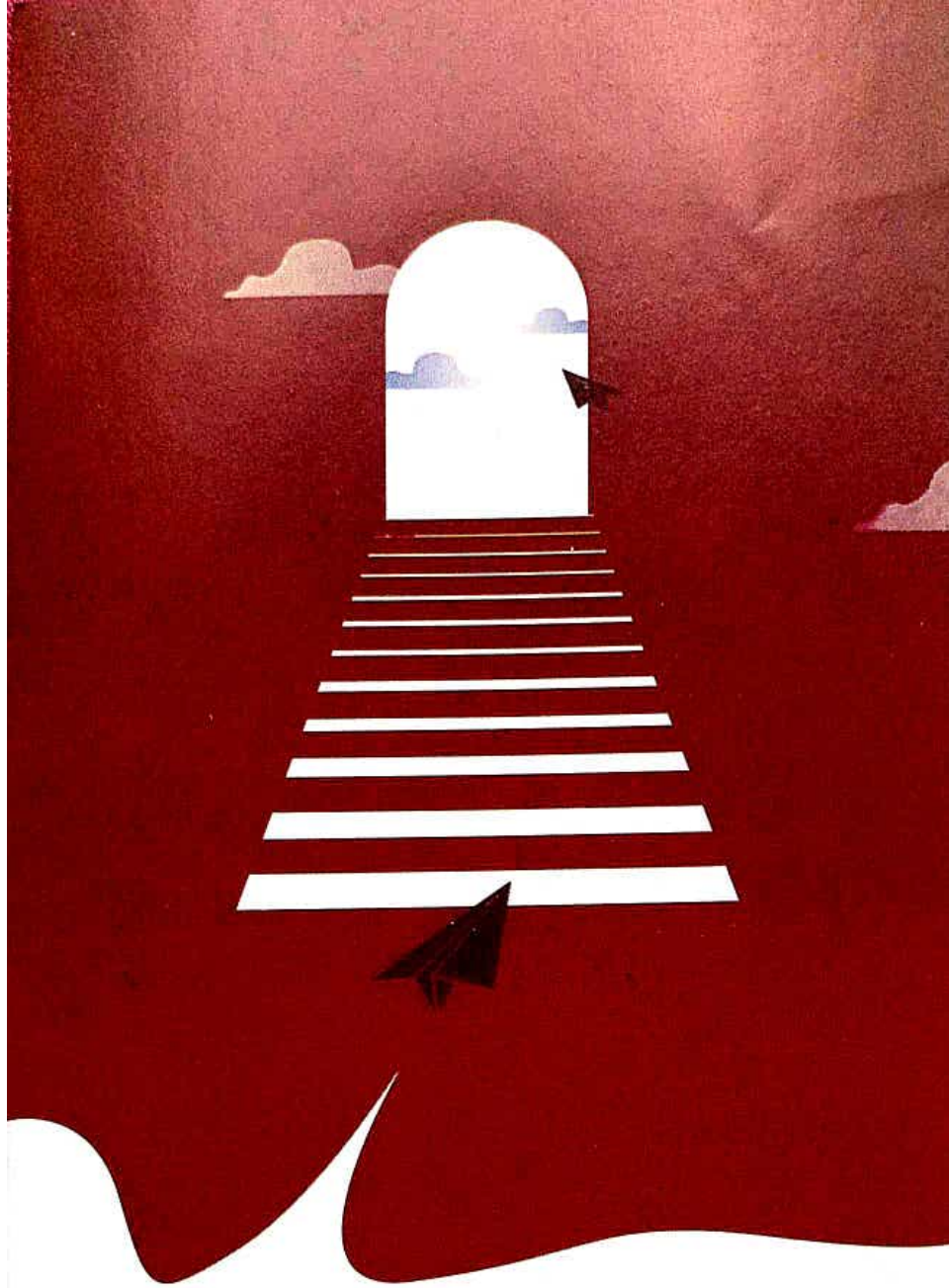
আকাশের ওপারে আকাশ

প্রচারে: সচেতন এলাকাবাসী ও যুবসমাজ

প্রেমে পড়ার সময়টা বেশ মজার। ওকে দেখলেই বুক ধুক ধুক করে। ওর সামনে দাঁড়াতে হবে, প্রপোজ করতে হবে এসব ভাবলেই ভীষণ ভালোলাগায় ভরে যায় মন। প্রেমের শুরুটাও দারুণ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলা, রিকশা বিলাস, বৃষ্টি বিলাস, ফুচকা বিলাস, সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে একটা কাঠগোলাপ জোগাড় করা, ফুটপাতে এলোমেলো হেঁটে বেড়ানো –প্রণয়ের কতো আয়োজন! সত্যিকার অর্থেই সুখের আকাশে উড়ে বেড়ানো। মিডিয়া আর তথাকথিত লাভগুরুরা তোমাকে ঠিক এ পর্যন্ত দেখায়।

কিন্তু এরপর কী হয়?

এসো আকাশের ওপারের সেই আকাশটা আজ দেখবে!

বাংলাদেশে মাসে গড়ে ৪৫ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করে। প্রেমঘটিত কারণেই বেশী।[১] | ভারতের বিখ্যাত মনোবিদ ড. জগদীশ বলেন, 'আমি বহু শিশু এবং কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের কাউন্সেলিং করিয়েছি। আমি মনে করি অর্ধেকেরও বেশি আত্মহত্যার কারণ হলো প্রেমঘটিত সমস্যা'। [২]

প্রেমে যদি এতো সুখ এতো মজা থাকে তাহলে কেন ওরা এভাবে নিজের জীবনকে শেষ করে দেয়? শেষ করে দেয় বাবা মার তিল তিল করে লালিত স্বপ্ন, পরিবার?

গবেষণার পর গবেষণা এই সত্য প্রমাণ করেছে যে কিশোর কিশোরীদের আত্মহত্যা, হতাশা, মাদকাসক্তি, অস্থিরতা, বিয়ের পরের যৌন সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়া, গর্ভপাত, দৈহিক ইনজুরি, জীবন ধ্বংসকারী বিভিন্ন যৌনবাহিত রোগ, আগ্রাসী যৌন আচরণ, বাবা-মা'র সমর্থন হারিয়ে করুণ অবস্থায় দিন কাটানো, আত্মবিশ্বাস-আত্মসম্মান কমে যাওয়া, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গড়ে না ওঠা, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা না রাখা, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল, ক্রোধ, ভীতি, নিদ্রাহীনতা, ধ্বংসাত্মক চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড এবং ক্ষুধামন্দার অন্যতম প্রধান কারণ হলো প্রেম।[৩]

১. tinyurl.com/2282v97w ২. tinyurl.com/4csrh43c
৩. tinyurl.com/5yx8ytsh tinyurl.com/25dk4nw3 tinyurl.com/3ydaeu6x tinyurl.com/nepse12 tinyurl.com/uma23

ভাইয়া আপু, কলুষতার কারিগরেরা তোমাকে বলে না প্রেমের কারণে ধ্বংস হয়েছে কতো পরিবার, কতো সমাজ, কতো সভ্যতা, ঝরেছে কতো অজস্র রক্ত! ওরা দেখায় না দীর্ঘ নির্ঘুম রাত, একলা শুকতারা, নিকোটিনের ধোঁয়া, পুরনো ইনবক্স, গভীর দীর্ঘশ্বাস, ঝাঁকড়া চুল, শূন্য মানিব্যাগ, শূন্য পরীক্ষার খাতা। দেখায় না চিড় ধরা ভাতৃত্বের মতো বন্ধুত্ব, মায়ের চোখের জল, বাবার ভীষণ আক্ষেপ। ওরা গণশত্রু!

প্রেমের কারণে ধর্ষণ, প্রতারণা, খুনের ঘটনা খুবই সাধারণ। তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। হয়তো ভাববে,

'আরেহ! আমার সাথে কখনোই এমন কিছু হবে না।
ও আমাকে এতো ভালোবাসে,
আমাকে করবে ধর্ষণ?
আমার সাথে করবে প্রতারণা!?'

গুগলে ৫/১০ মিনিট একটু সার্চ করে দেখো। বিয়ের প্রলোভনে হোটেলে নিয়ে বন্ধু সহ ধর্ষণ, ধর্ষণের ভিডিও ধারণ, আপত্তিকর ছবি দিয়ে ব্ল্যাকমেইল, ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রেমিক/প্রেমিকাকে খুন, ধর্ষণ, প্রেমের কারণে বন্ধুকে খুন, শিক্ষককে খুন, ভিডিও কলে আত্মহত্যা... এমন ঘটনা পড়তে পড়তে অসুস্থ হয়ে যাবে। কথিত ভালোবাসার মানুষের হাতেই অসংখ্যবার খুন হয়েছে তারা।

ভাইয়া/আপু,
ভোগবাদী বিশ্বব্যবস্থা তোমাকে শিখিয়েছে ভালোবাসার পূর্ণতা দেবার জন্য প্রেমিক/প্রেমিকার সাথে বিছানায় যেতে হয়। কিন্তু শরীরের স্বাদ পাবার সাথে সাথেই মৃত্যু ঘটে ভালোবাসার। শুরু হয় কুটিলতা, ভিডিও ভাইরাল, ব্ল্যাকমেইলিং, সিলিং এ ঝুলে পড়া, বাবা মা পরিবারের জীবন বিষিয়ে দেওয়া। নাইজেরিয়ার কয়েকজন পিএইচডি গবেষকসহ অন্যান্য অনেক গবেষক বলছেন, "বিয়ের আগে বিছানায় যাওয়া প্রেমিকরা একে অপরের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। যার অনিবার্য পরিণতি ব্রেকাপ ও ব্রেকাপ পরবর্তী জটিলতা।" [৪]

অ্যামেরিকার শিকাগো ইউনিভার্সিটির গবেষকদের মতে, 'ছেলে বা মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি বিয়ের পূর্বে বিছানায় যায়নি এমন ছেলে ও মেয়েদের বিয়ে নাটকীয়ভাবে স্থায়ী। এদের বিচ্ছেদের হার খুবই কম'। [৫]

৪. tinyurl.com/abuad12 tinyurl.com/uma23
৫. tinyurl.com/marse13

ভাইয়া/আপু, সমাজবিরোধীরা তোমাকে মিথ্যা বলেছে। যৌনতায় আনন্দ আছে, তৃপ্তি আছে... এগুলো সব সত্য। কিন্তু তুমি যেমন ভাবো যৌনতা তেমন ইয়াম্মি, তেমন মজার কিছু না। ক্ষুধার্ত মানুষ প্রতিনিয়ত শুধু খাবারের কথা ভাবে, কিন্তু যার বাসায় খাবার আছে সে ক্রমাগত খায় না। ধরা পড়া, প্রতারণা, ধর্ষণ, গর্ভধারণ, ভিডিও ভাইরাল ইত্যাদি নানা টেনশন এবং স্বামী-স্ত্রী না হবার কারণে বিয়ে বহির্ভূত যৌনতায় তো আরও তৃপ্তি আসে না।

তুমিই বলো সাময়িক সুখের নেশায় এতো
এতো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া কি
কোনো স্মার্ট, বুদ্ধিমান মানুষের কাজ?

বিয়ে বহির্ভূত যৌনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি খুন! ছেলে শিশুদের খুন করতো ফেরআউন। অন্ধকার যুগে মেয়ে নবজাতক হলে জীবন্তই পুঁতে ফেলা হতো। হিটলার ৬০ লাখ ইহুদীকে খুন করেছিল। অন্যদিকে প্রেমের জয়গান গেয়ে যাওয়া এই বিশ্বে শুধু আমেরিকাতেই গত ৪৭ বছরে ৬ কোটি ২০ লাখেরও বেশি শিশুকে গর্ভপাতের মাধ্যমে খুন করা হয়েছে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১২ লাখ অনিরাপদ গর্ভপাত করানো হয়। দুই দেশের ক্ষেত্রেই গর্ভপাতের বেশিরভাগই অবিবাহিতদের।[৬]

গর্ভপাতের প্রক্রিয়াটা খুবই নির্দয়, নিষ্ঠুর। ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি দিয়ে গর্ভের শিশুকে টুকরো টুকরো করা হয়। তুমি কি ফেরাউন,হিটলার বা অন্ধকার যুগের খুনিদের চাইতেও নির্দয় খুনিদের দলে নাম লেখাতে চাও? ডাস্টবিনে, কমোডে, কুকুরের মুখে সদ্যোজাত শিশুকে ফেলে আসার গ্লানি এক জীবনে ভুলতে পারবে? আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তির কথা বাদই দাও।

ভাইয়া/আপু,

বয়ঃসন্ধিকালের প্রথম প্রেমের মাত্র ২% বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়।[৭] আসলে তোমরা যেটাকে ভালোবাসা ভাবছ তা আসলে ডোপামিন হরমোনের সাময়িক মোহ বা সেক্স হরমোনের দৈহিক কামনা। কিছুদিন/কিছুক্ষণ পরেই তা উবে যায়। বিয়ে হলেও টেকে না।

অ্যামেরিকায় বেশিরভাগ বিয়েই হয় প্রেমের কারণে।
ডিভোর্সের শতকরা হার ৪০-৫০ শতাংশ।
এই বিচ্ছেদের মধ্যে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে
বিচ্ছেদের হার মাত্র ৪ শতাংশ।[৮]

৬. tinyurl.com/msa9nu6a tinyurl.com/2p8nef3h
৭. tinyurl.com/2yb5zp5k ৮. tinyurl.com/35xde4u3

বিচ্ছেদের শিকার পরিবারের সন্তানেরা বেড়ে উঠছে ভয়ংকর মানসিক সমস্যা নিয়ে। আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই শিশুদের অধিকাংশ জড়িত হচ্ছে অপরাধে- খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, মাদক ব্যবসা, পাবলিক প্লেসে গোলাগুলি...[৯]। তুমি কি সমাজে এমন অপরাধী জন্ম দিতে চাও?

ভাইয়া/আপু,
পশ্চিমারা তো চুটিয়ে প্রেম করে। ইচ্ছে হলেই শুয়ে পড়ে যার তার সাথে। তারা কি সেইই চিইল করে?
আমেরিকায় ৫ জনে ১ জন আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে। প্রতি ৩ জন কানাডিয়ানের ১ জন ভয়াবহ মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন।

'তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মানসিক সমস্যা ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, আমাদের সমাজ এক মহা সঙ্কটের ভেতর পড়েছে'![১০]

-ড. জন ক্লিনটন শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটি

তুমি বলতে পারো, প্রেম করে, জেনা করেও তো অনেকে বেশ সুখে আছে। তাহলে?
দেখো, সাত তলা থেকে লাফ দিলে সবাই মারা যায় না। শতকরা ১০% মানুষ হয়তো এর পরও বেঁচে যেতে পারে। এখন সাত তলা থেকে 'সফল লাফানো'র উদাহরণ আছে। তাই বলে কি সবাই সাত তলা থেকে লাফানো শুরু করবে?

প্রেম নেতিবাচক ফলাফল আনে, অতএব প্রেম থেকে দূরে থাকো– এটি আমাদের দাবি না। প্রেমের ব্যাপারে আমাদের মৌলিক আপত্তি হলো, প্রেম মহান আল্লাহর অবাধ্যতা। সেই সাথে পশ্চিমের বর্তমান অবস্থা ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস থেকে প্রমাণিত- এ বিষয়গুলো শুধু ব্যক্তিকে নয়, সমাজ, পরিবার ও সভ্যতাকে ছারখার করে দেয়।[১১]

ভাইয়া/আপু,
তোমাকে একা থাকতে বলছিনা। মানুষের জীবন সঙ্গীর প্রয়োজন, ফ্যান্টাসি না। জীবন সঙ্গীর জন্য আল্লাহ তা'আলা বিয়ের হুকুম দিয়েছেন। প্রেম নয়। সত্যি কথা বলতে বিয়ের মাধ্যমে সঙ্গী পাবার জন্য যে সংগ্রাম করতে হয়, যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করার চেষ্টা করতে হয়, তুমি সেটা করার কথা ভাবো না। এই জিনিসটাকে এড়িয়ে তুমি প্রেমের শর্টকাট খোঁজো। তুমি পালিয়ে বেড়াতে চাও। তাহলে কীভাবে হবে বলো?

৯. tinyurl.com/yrunzhwn ১০. tinyurl.com/usasui tinyurl.com/canadadep
১১. The Fate Of Empires And Search For Survival, Sir John Glubb

ভাইয়া/আপু,

যারা স্মার্ট, যারা আসল পুরুষ,আসল নারী, যারা বুদ্ধিমান তারা বিয়ে বহির্ভূত প্রেম ভালোবাসায় জড়ায় না। প্রেমের কারণে ক্যারিয়ার নষ্ট করে না।

দেখো, এই বয়সে জীবন তোমার জন্য যতো উপহারের পসরা সাজিয়ে বসেছে কিছুদিন পরে তা আর থাকবে না। তোমার কাঁধে অনেক দায়িত্ব চলে আসবে। প্রেমের মরীচিকার পেছনে না ছুটে বরং সুযোগগুলোকে কাজে লাগাও। বিয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো। দায়িত্ব নিতে শেখ,বাবা মায়ের আস্থাভাজন হও। সিঙ্গেল থাকলে মানুষ মারা যায় না।

এই নষ্ট হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে ভালো মানুষ কি পাবো? প্রেম না করলে ফ্রেশ মানুষ পাওয়া যাবে না, দ্রুত বিয়ে করতে পারবো না...

না, চতুর্দিকে ভালোবাসার আকাল দেখে তুমি হতাশ হবে না। যদি তুমি পবিত্র থাকো, যদি জীবনসঙ্গীর জন্য অপেক্ষা মৌলিক হয় তাহলে আল্লাহ তোমাকে নিশ্চিত ভালো একজন মানুষের সাথে জুড়ি বেঁধে দিবেন। জীবনের ভালোবাসা হয়তো কোনো এক ভোরে চুপ করে কড়া নাড়বে তোমার দরজায়।

ভাইয়া/আপু, তথাকথিত এই প্রেমের পাশেই শুয়ে আছে দুরারোগ্য অসুখ। প্রেমের অসুখে ভুগে আর কতো কোটি ঠোকর খাবে? আর কতো ভুল করবে?

তাওহীদের আলোতে বিদায় করে দাও সেক্যুলার বিশ্বব্যবস্থার চাপিয়ে দেওয়া পুরনো সব অন্ধকার বিশ্বাস। মোহের রঙিন চশমাটা খুলে ফেলো চোখ থেকে। তাওবাহর ঝুম বৃষ্টিতে ধুয়ে ফেলো তোমার ক্লান্ত, বিধ্বস্ত কিন্তু স্নিগ্ধ মুখটা।